অপকারক এ
গুপ্ত গুণ
ফল

নবপ্রবন্ধ।

শ্রী [illegible] ঘোষাল কৃত।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহ বিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

১২৭৪ [illegible]

দ্বিতীয় ভাগ। ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৪। | মাসিক মূল্য । ।০ অগ্রিম বার্ষিক ২।।০

কিরাতার্জ্জুনীয়, তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর শারদীয় শশিকরের ন্যায় মনোহর সুবিস্তৃত শরীর-প্রভায় উন্নত পুরুষের ন্যায়, শ্যামকায়, পিঙ্গল জটাধারী, সুতরাং সৌদামিনীর সহিত বারিদচয়ের ন্যায়, অবস্থিত, এবং যিনি সদাই সুপ্রসন্ন, যাঁহার অলৌকিক লাবণ্য মাধুরী দর্শনে অপরিচিত লোকের মনেও স্নেহ ভাবের উদয় হয়, আর যাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দেখিলেই অন্তঃকরণের-ও নির্ম্মল ভাব জানিতে পারাযায়, যাঁহার সুমধুর সরল নয়নের দৃষ্টি-পাতেই বোধ হয় যেন সকলকেই সম্ভাষণ করিতেছেন, যিনি ধর্ম্মপ্রতি-পাদিকা ও পাপনাশিনী শ্রুতির প্রসূতির স্বরূপ, ধর্ম্মনন্দন এবম্ভূত সুখাসীন সেই ঋষিবর ব্যাসদেবকে স্বীয় সমীপে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষী হইয়া এইরূপ বলিলেন। মহাশয়! অকৃত-পুণ্য লোকদের দুর্লভ, রজোগুণ বিরহিত, শুভকর, আপনার এই দর্শনলাভ মেঘবিহীন আকাশ হইতে বৃষ্টির সমান। আমি যে যজ্ঞ করিয়াছিলাম আজ আপনার আ-গমনে তাহার ফল ফলিল, ব্রাহ্মণেরা যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন এত-দিনে তাহা সত্য হইল, এবং আজ

হইতে আমি যাবৎ সংসার সম্মানের পাত্র হইলাম। সাক্ষাৎ কমলযোনির ন্যায় জগদ্‌গুরু আপনার দর্শনেই সমৃদ্ধি লাভ, পাপনাশ, পুরুষার্থ ও কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে, অধিক কি, ইহাতে সকলই হইতে পারে। মহাশয়! আজ আপনার দর্শনে আমার নয়ন একপ পরিতৃপ্ত হইল যে সুধাকর সুধাকর দর্শনেও সেরূপ হয় না, এবং জ্ঞাতি বিরহজনিত দুঃখ মন হইতে একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। যদিও আমার নিকটে আপনার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই, কেননা ভবাদৃশ নিস্পৃহ লোকদের কিছুই আমাদের অধীন নহে, তথাপি আপনার সেই সুমধুর হিতকর বাক্য শুনিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছি।

এই কথা শুনিয়া মহর্ষি জয়-পক্ষ অবলম্বন করিয়া উদারচেতা নরপতিকে এইরূপ সুমহৎ মনোহর বাক্য বলিলেন। যাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে কীর্ত্তিভূষণা মহতী ভূতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, সকল লোকের উপরেই সমভাব রাখা তাঁহাদের উচিত, বিশেষতঃ মাদৃশ তপোধন দিগের ও কিন্তু তথাপি আমার ম… গুণসমূহের বশীভূত হইয়াছে, অথ… সাধুলোকের উপরে বীতরাগ মুমুক্ষু ব্যক্তিরও পক্ষপাত জন্মায়। যে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, অকারণে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, তোমরা কি তাঁহার পুত্রের স্বরূপ নও এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের দ্বারা কি দুর্য্যোধনকে অতিক্রম কর নাই? অথবা বিষয়াভিলাষই সহসা অবিবেক জন্মাইয়া দেয়। যাহার কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে কর্ণাদি কুমন্ত্রীদিগকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করে, অর্থসিদ্ধি তাহাকে কেন না পরিত্যাগ করিবে? কেননা অসাধুসঙ্গই জয়ের অন্তরায় স্বরূপ ও মহতীবিপদের কারণ। শত্রুদিগের সেই কুপথবর্ত্তিনী সভাতে অর্থাৎ যে সভাতে দুরাত্মা দুঃশাসন সেই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল সেখানেও তুমি কেবল একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলে এবং সেই বিপদের সময়েও শান্ত্যাদি গুণেতে পরম প্রণয় প্রকাশ করিয়াছ।

শত্রুগণ যে ছল পূর্ব্বক তোমার অপকার করিয়াছে ইহা তাহাদেরই

অপকারক এবং ইহাতে তোমার গুপ্ত গুণ সকল ব্যক্ত হইয়াছে, ফল্গতঃ তাহারা এক প্রকার তোমার উপকারই করিয়াছে বলিতে হইবে। কেবল বিক্রমেতেই ধরণী লাভ হইতে পারে এবং বিপক্ষদিগেরও বিলক্ষণ বীর্য্য ও সৈন্যবল আছে, অতএব এক্ষণে প্রকর্ষের নিমিত্ত চেষ্টা করাই উচিত, কেন না রণ-মাঝে জয়শ্রী প্রকর্ষেরই বশীভূতা হইয়া থাকেন। যিনি একবিংশতি-বার ধরণীকে নিক্ষত্রিয়া করিয়া-ছিলেন সেই সুপ্রসিদ্ধ পরশুরাম অম্বিকা-স্বয়ম্বর কালে নিজ শিষ্য ভীষ্মের বীর্য্যেতে পরাভূত হইয়া জানিয়াছিলেন যে আধার বিশেষে গুণের উৎকর্ষ হইয়া থাকে। যে ভীষ্মের উপরে যমেরও প্রভুতা নাই, সুতরাং পরাজিতের ন্যায় লজ্জিত হইয়া আছেন, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম রণমধ্যে কার মনকে ভয়াকুল না করেন। কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে, শিখারূপ সুলোল রসনা বিস্তার করিয়া জগদ্ভক্ষণে উদ্যত বাড়বানলের ন্যায়, কোপজ্বলিত দ্রোণাচার্য্যের বীর্য্য সহ্য করিতে পারে? ক্রোধপ্রযুক্ত বিলুপ্তধৈর্য্য জামদগ্ন্য শিষ্য কর্ণকে দেখিলে অভীত মৃত্যুরও ভয় হইয়া থাকে। অতএব যে বিদ্যার দ্বারা কেবল অর্জ্জুন দুশ্চর তপশ্চরণ করিয়া পাশুপতাস্ত্র লাভে অত্যন্ত বীর্য্যবান হইয়া ইহাদিগকে নাশ করিতে পারিবেন, হে দানোচিত পাত্র! আমি উৎকর্ষ লাভের নিমিত্ত দেবতাদিগের আরাধন-সাধ্যা সেই মহতী বিদ্যা দান করিতে আসি-য়াছি।

পরে ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে বন গমন ও কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আ-দেশ করিলে, তিনি বিনয়-নম্র ভাবে সেই সুপ্রসন্ন ঋষিবরের সমীপে উপ-স্থিত হইলেন। পরে যেমন প্রাতঃ-কালে সমুজ্জ্বল দিবাকর-দীপ্তি বিক-সিত কমল মধ্যে প্রবেশ করে, সেই রূপ ঐন্দ্রমন্ত্ররূপা বিদ্যা দিনাদি-রম্য অর্কবিম্বের ন্যায় মহর্ষির মুখ হইতে অর্জ্জুনের মুখে প্রবিষ্ট হইল। তার পর ঋষি আপন প্রভাববলে সুযোগ্য পাত্র অর্জ্জুনকে তাহার বিধি শিখাইয়া দিলেন, যে বিধির দ্বারা প্রকৃতি মহদাদি তত্ত্বেতে সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাঁহার চক্ষু যেন উন্মীলিত হইল। ঋষি-

বর অর্জ্জুনের অন্তঃকরণের অনুরূপ আকার দর্শনেই কার্য্য সিদ্ধির আশা করিয়া বিজয়ি তপঃসমাধিতে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ বলিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি এই যোগের দ্বারা মহা তেজস্বী হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করতঃ নিজ অধিকারে অন্যকে প্রবেশ করিতে না দিয়া মুনিদিগের ন্যায় আচরণ কর। অনন্তর মুনি নিজ প্রভাব বলে সহসা উপস্থিত যক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্নতার নিমিত্ত যেখানে দুশ্চর তপশ্চরণ করিবে এই যক্ষ তোমাকে সেই মনোহর শিখর বিশিষ্ট ইন্দ্রকীল শৈলে ক্ষণকাল মধ্যে লইয়া যাইবে। ঋষিবর অর্জ্জুনকে এই সকল কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং সেই রাজরাজভৃত্য যক্ষও অমনি অর্জ্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পরে অর্জ্জুন কুশল জিজ্ঞাসা করিলে যক্ষ প্রণাম করিয়া পরম মিত্রের ন্যায় বিশ্বাস ভাজন হইল, কারণ সাধুদিগের সহিত আলাপ মাত্রেই বিশ্বাস হইয়া থাকে।

অনন্তর যেমন ভগবান দিনকরের বিরহে সুমেরুকুঞ্জ সকল শনৈঃ শনৈঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় সেইরূপ মহাতেজা উদয়াভিলাষী অর্জ্জুনের বিরহে পাণ্ডুপুত্রদিগের মনে অল্প অল্প দুঃখের সঞ্চার হইতে লাগিল। সেই অর্জ্জুন বিরহ দুঃখ অত্যন্ত অধিক হইলেও ভ্রাতৃ বাৎসল্য বশতঃ তাঁহাদের সকলের নিকট সমান ভাগে বিভক্ত হইল বলিয়াই যেন লঘু হইয়া গেল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কেবল তাঁহাদের বিবেকশক্তিই তাহার কারণ। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের আরও শোক না হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশীল; মহর্ষির বাক্যেতেও বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, আর শত্রুদিগের উপরে অত্যন্ত ক্রোধও হইয়াছিল এবং ধনঞ্জয়ের পরাক্রমও তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। যেমন অন্ধকার দিবাভাগের চারি প্রহর পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ সেই অর্জ্জুন বিরহ-জনিত শোকতিমির চারি সহোদরকে অতিক্রম করিয়া অতি সরলা দ্রৌপদীকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পাছে প্রিয় পতির

অমঙ্গল হয় এই ভয়ে দ্রৌপদী হিমা-কুলিত উৎপলের ন্যায় বাষ্প-পূরিত নয়ন দুটি নিমীলিত করিতে পারিলেন না। ধনঞ্জয় অকৃত্রিম প্রণয় বশতঃ সুমধুর, নিজ নয়নের প্রলোভন স্বরূপ প্রিয়া দ্রৌপদীর দৃষ্টিপরম্পরা পথ-সম্বলের ন্যায় মনের প্রসাদরূপ অঞ্জলির দ্বারা গ্রহণ করিলেন। যেমন নিদাঘ কালে আরণ্যগজ তটিনীকে প্রসাদ-শূন্য করে সেইরূপ ধৈর্য্যাভাবে প্রসাদ শূন্যা দ্রুপদরাজতনয়া বাষ্প পূর্ণ কণ্ঠে গদ গদ বচনে অতি কষ্টে এই কথা বলিলেন। নাথ, পঙ্কোপম শত্রুকপটে নিমগ্ন গৌরবকে অতুল ঐশ্বর্য্যের ন্যায় ভাবিয়া উদ্ধার করিও, আর যে পর্য্যন্ত সেই দুঃখ নাশিনী তপস্যা ফলবতী না হয় তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের বিরহে কাতর হইও না। যে ব্যক্তি কীর্ত্তি-লাভেচ্ছায়ই হউক সুখাভিলাষেই বা হউক অথবা অলৌকিক কার্য্য করিবার মানসেই হউক অভিনিবিষ্ট ও নিরুৎসুক হয়, তাহার কার্য্যসিদ্ধি উৎসুকা হইয়াই যেন সমীপে উপ-স্থিত হয়। দেখ শত্রুকৃত অবমান-নাতে আমাদের কি না করিতেছে। বিধাতা সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়-দিগের যে তেজরূপ ধন দিয়াছেন তাহাও অপহরণ করিতেছে, আর বিজয়মূলা তেজস্বিতার জীবনের স্বরূপ যে অহঙ্কার তাহাও নষ্ট করি-তেছে। এবং আমাদের জাতিকৃত যে অবমাননা সভাস্থ রাজারা বিবে-চনা পূর্ব্বক লজ্জাবনত বদনে স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই অবমা-ননা ধরাতলে সুবিস্তৃত বিতানের স্বরূপ আমাদের কীর্ত্তিকে সঙ্কুচিত করিতেছে, আমাদের বীর্য্যরূপ ব্যবসায় নষ্ট করিতেছে, সুতরাং যেন পূর্ব্বে কখনই আমাদের খ্যাতি হয় নাই এইরূপ করিতেছে। আর দিনান্তে যেমন দিনকর-কিরণকে ক্ষয় পাওয়ায় সেইরূপ আমাদের আয়-তিকে ক্ষয়প্রবণ করিতেছে। ফল-তঃ সেই শত্রুকৃত অবমাননা অনুভব করা দূরে থাকুক তাহা স্মরণ করি-তেও পারা যায় না। আবার তো-মার বিরহে যেন স্তনের ন্যায় হই-য়া উঠিতেছে। নাথ, ভগ্নদন্ত গজের ন্যায় অভিমান নাশে অত্যন্ত অব-মানিত ও অরাতিপ্রতাপে তেজঃ-শূন্য হইয়া শরৎকালীন মেঘাচ্ছন্ন প্রাতঃকালের ন্যায় শোভা পাইতেছ,

অতএব জিজ্ঞাসা করি তুমি কি সেই ধনঞ্জয়? তোমার অস্ত্র শস্ত্র সকল নিতান্ত অকর্ম্মণ্য সুতরাং যেন লজ্জিত ও অপটু হইয়া তোমাকে নিতান্ত অশোভিত করাতে অল্পজল অর্ণবের ন্যায় আর এক প্রকার আকার ধারণ করিতেছ, অতএব জিজ্ঞাসা করি তুমি কি সেই ধনঞ্জয়? আমার এই কেশ সকল অনাথের ন্যায় দৈবের শরণ লইয়া দুঃশাসনের আকর্ষণ রূপ ধূলিতে বিক্ষিপ্ত হওয়াতেই তোমার বীর্য্য একবারে নিতান্ত ঘৃণিত হইয়া গিয়াছে, অতএব জিজ্ঞাসা করি তুমি কি সেই ধনঞ্জয়? যে ব্যক্তি সাধুদিগের ত্রাণকর্ত্তা সেই যথার্থ ক্ষত্রিয় আর যাহার কার্য্যে দক্ষতা আছে সেই যথার্থ ধনুক, কিন্তু তুমি কেবল নামমাত্র ক্ষত্রিয় শব্দ ও ধনুক ধারণ করিয়া ইহাদিগকেই দূষিত করিতেছ।

তোমার গুণ সকল কেবল নাম মাত্র ও প্রভাশূন্য হইয়া তোমা হইতে উন্নতির অপেক্ষা করিয়া সমদুঃখিতের ন্যায়ই যেন আমাদের সাদৃশ্য পাইতেছে! যেমন গজেতে গজারিকে পরাভূত করে সেইরূপ অবিবেচনা দোষে শত্রুগণ তোমাকে পরাভূত করিয়াছে, অথচ তোমার বিলক্ষণ যোগ্যতা'ও আছে, এই নিমিত্ত এই কার্য্যভারটী তোমাকেই আশ্রয় করিতেছে। অথবা দিনশ্রী দিনকর ভিন্ন আর কাহাকে অবলম্বন করে। যে ব্যক্তি অলৌকিক যোগ্যতাকে ক্রিয়ার দ্বারা ফলবতী করে, লোক সমাজে যোগ্য পুরুষ গণনার প্রস্তাব হইলে সেই অদ্বিতীয় রূপে পরিগণিত হয়। নাথ! অকারণে আমাদের যে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া তোমার চিত্ত দুঃখিত হইবে ভগবান ত্রিদশনাথ তোমার সেই অনিষ্ট শঙ্কাকে নিবারণ করুন। আরও বলি সেইস্থান অতি পবিত্র হইলেও তুমি একাকী, অতএব দৌর্ব্বল্য অবলম্বন করিয়া বিচরণ করিও না, কেননা তাহাদের মন সর্ব্বদাই দ্বেষদূষিত, তাহারা সাধুলোকের উপরেও অত্যাচার করিয়া থাকে। আর অধিক কি বলিব তুমি অবিলম্বে মহর্ষির আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর, আর আমার এই ইচ্ছা যে তুমি কার্য্য সফল করিয়া গৃহে

আগমন করিলে আমি গাঢ় রূপে তোমাকে আলিঙ্গন করি। ধনঞ্জয় প্রিয়ার মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অরাতিকৃত অবমাননা নূতনের ন্যায় বোধ করিয়া উত্তরায়ণে দিনকরের ন্যায় অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। অর্জ্জুন স্বভাবতঃ সৌম্যমূর্ত্তি হইলেও শত্রুগণ যেন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পুরোহিতের নিকটে মন্ত্রপূত অস্ত্র সকল ধারণ করিয়া ভীষণাকার হইয়া উঠিলেন। অথবা মন্ত্র স্বভাবতঃ শ্রবণমধুর হইলেও যখন পরহিংসাদিতে প্রযুক্ত হয় তখন অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠে। পরে সুবিখ্যাত অরিদুর্দ্ধার শরাসন শত্রুদিগের অদৃষ্টি গোচর শানিত, খড়্গযুক্ত দুই তূণীর, সমুজ্জ্বল তারালঙ্কৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় সরত্ন কবচ ধারণ করিয়া ও খাণ্ডব দাহে ইন্দ্রাস্ত্রের দ্বারা শরীরের যে ক্ষতির চিহ্ন ছিল, মূর্ত্তিমান যশের ন্যায় নিজতেজদ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া যক্ষাদিষ্ট মার্গানুসারে হিমালয়ে যাত্রা করিলেন। অমনি দ্বৈত বনবাসী তপস্বিগণ অর্জ্জুনের শোকে বাষ্প মোক্ষণ করিতে লাগিলেন। চারি দিকে দেব দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল। পুষ্প বৃষ্টি হওয়াতে আকাশ অনির্ব্বচনীয় কোন শোভা ধারণ করিল, জলনিধি যেন প্রিয় কথা বলিবার নিমিত্তই বীচিরূপ বাহু বিস্তার করিয়া ধরণীকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

ইতি ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যে তৃতীয় সর্গ।

বিলাপ-তরঙ্গিণী।

প্রথম সর্গ।

(নির্ব্বাসিতা-সীতা।)

অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতিক্রমে তদীয় অনুজ লক্ষ্মণ, জনকনন্দিনী সীতাকে অরণ্য মধ্যে বর্জ্জন করিয়া আইলে, রাম-প্রণয়িনী জানকী যূথ-বিরহিত কুরঙ্গিণীর ন্যায় বিলাপ করিয়াছিলেন।

হাহা নাথ! হা বল্লভ! হা সীতাজীবন!
হা ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ, তব শ্রীপদ রাজীবে,
কোন্‌দোষে দোষী দাসী! শয়নে, স্বপনে,

নাহি জানে তোমা বই তবে কেন তারে--
এ নিঠুর দণ্ড, কহ রাজদণ্ডধর ?
পরিণয় পর (চিন্তি দেখিলাম মনে,)
অতীত মুহূর্ত্তাবধি, জ্ঞান-গোচরেতে—
না আচরে এ অভাগী বিপ্রিয় কথন।
রঘুকুলপতি তুমি; ন্যায়ের আশ্রয়;
বিচারে বিখ্যাত বিশ্ব, বটে দোষিজন
দণ্ডনীয়, কিন্তু নাথ, বিনা অপরাধে
দণ্ড দান, এ বিধান কোন্ শাস্ত্রমতে ?
কোন্ রাজধর্ম্ম মতে কহ বিশেষিয়া ?
হতে পারে নারীজাতি শতদোষস্থলী
হতে পারে এ দাসীর ওপদ কমলে,
পদে পদে অপরাধ, হে বিচারপতে!
কেন চিরঅধিনী এ অপরাধিনীরে—
দোষ দেখাইয়া দণ্ড করিলে না দান?
স্বচক্ষে দেখেছে দাসী, কান্তার হইতে,
যবে সমাসীন হয়ে বিচার-আসনে
বিচারিতে প্রজাদের অভিযোগ-জাল,
দণ্ডিতে দণ্ডাইদলে, দণ্ড বিধানের—
পূর্ব্বে, সম্বোধিয়া অতি মধুর বচনে,
দোষি-জনে, দোষ তার তন্ন তন্ন করি
দিতে বুঝাইয়া। দোষী বুঝিত স্বমনে
স্বদোষ, করিতে শেষ দণ্ডবিনিয়োগ;
অভাগীরভাগ্যদোষে (খেদেবক্ষফাটে)
বদলিলে বল্লভ সে বিচার পদ্ধতি ?
যবে মনে ওঠে, রাম বিচার বিগ্রহ
কেন নিগ্রহিলা হেন ? নাস্ফুরে উত্তর
শর বিদরে যে বক্ষ, সেও শব্দ করে
পূর্ব্বক্ষণে; তুঙ্গ শৈল মালা যে চূর্ণয়
অশনি, করয় সেও পূর্ব্বে গরজন,
কিন্তু নাথ তুমি হেন নিঃশব্দে নিক্ষেপ
কৈলেশর, সীতা-বক্ষঃ করিতে বিদার।
হেনবজ্র নিঃশব্দে নিয়োগ কৈলে নাথ!
পতনের পূর্ব্বে নাহি জানিনু কিঞ্চিৎ।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত! হায় হায় হায়!!
কোথা গর্ভদোহদ, কোথায় নির্ব্বাসন!!!
হেসীতাবিনোদ, ভালসীতাবিনোদনে
পাঠাইলে তপোবন!—অদৃষ্ট সীতার
এমনই বটে,— যদি পরশে পরশ
হয় লোহা; যদি যায় জুড়াতে শরীর
জলাশয়-জলে, জ্বলে সে জলে জ্বলন।
নিরমিল ধাতা এই সীতারে কেবল
ভোগিতেযাতনা, সুখভোগিবে কেমনে ?
তুমি জান মম মন, আমি ভাল জানি
মন তব, জানুক কি না জানুক পরে,
আমার বিচ্ছেদ ভয়ে, কর নি ধারণ
কণ্ঠে হার, হায় নাথ! আজি কিপ্রকারে
এত নদ নদী সৌধে, কানন অন্তরে
ক্ষেপিলে দাসীরে, কহ কহ হে সুজন?
বনে বাস করিতে হইবে ভাবি মনে
ভীত নহে সীতা, নাথ! তদীয় মিলনে
বহু দিন বনাশ্রমে করেছি বঞ্চন।
কান্তার কান্তের বিনে, ভীষণ কান্তার;
উপবন; কান্ত বিনে সুরম্য ভবন—

বন প্রায়, যদি আজি তদীয় মিলনে
থাকিত এ দাসী, বনে ভাবিত ভবন।
পারে সীতা তব সনে ভুঞ্জিতে রৌরব,
নারে তবু তব সনে হয়ে বিচ্ছেদিতা
সম্ভোগিতে স্বর্গ সুখ। সতী রমণীর—
পতি যথা স্বর্গ তথা; স্বর্গ স্বর্গ নহে।
তুমি যদি থেকে কাছে পরাতে দাসীরে
বাকল, পরিত সীতা আনন্দিতা হয়ে—
না চাহিত চারু বাস পরিতে কখন;
তুমি যদি পরাতে হে, কুসুমালঙ্কার,
নিজ করে জানকীরে, তবে এ অভাগী
সৌভাগ্য মানিত তাহে, চেত না কখন
রাজ-আভরণে দেহ করিতে ভূষিত।
রমণীর বেশভূষা পতি প্রীতি লাগি,
তাই ভাল, যাহা ভাল বাসেন বল্লভ।
তুমি যদি রাখিতে হে পত্রের কুটীরে,
জানকীরে, থাকিত সে পরম হরষে,
না বাঞ্ছিত রম্য হর্ম্ম্য, ভ্রমেও কখন!
তুমি যদি খেতে নাথ, সীতার সহিত,
বন ফলমূল, সীতা প্রীতা হয়ে তাই,
খাইত, না চাইত, হে, রাজ উপভোগী।
তুমি যদি সীতা সনে করিতে শয়ন,
পল্লব শয্যায়, হে প্রাণবল্লভ! তবে
ভাবিত মৈথিলী তাই, সুবর্ণ পালঙ্ক।
রাজভোগে আজ আমি হয়েছি বঞ্চিতা
কিঞ্চিৎ দুঃখিত নহি, ইহার কারণ;
তথাচ হে এই দুঃখ হইতেছে মনে,

তব সুখ সম্মিলনে হলেম বঞ্চিতা।
যে রমণী বঞ্চিতা প্রাণেশ সম্মিলনে;
কোন্ সুখে বঞ্চিতা সে নহে এ ধরায়?
ধরায় কি? যদিও সে ত্যজিয়া জীবন,
যায় পরলোকে, তবু সুখ কোথা তার,
সতী গতি পতিমাত্র ইহ পরকালে।
তুমি নাথ সুখে বঞ্চ রাজলক্ষ্মী সহ,
নব নব বিলাস করহ, সীতা তাহে,
নাহি হিংসে, তবসুখে সুখী এ দুঃখিনী
সপত্নী ঈর্ষায় বটে কলুষিত হয়—
কামিনীকুলের হিয়া, কিন্তু এ কামিনী,
তেমন নহে হে, নাহি সে হিংসা ইহার।
একশশী, কতশত কুমুদিনী সনে—
বিহারে কুমুদাকরে। শশাঙ্কের গেহে
কত তারা দারা, তাই বলে কি রজনী,
অনাদর করে থাকে, রজনীনাথেরে।
তাতেসুখীনিশী,যাতে সুখীনিশাপতি?
পতি সুখ সদা সতী করয় প্রার্থনা।
থাক সুখে প্রাণনাথ রাজলক্ষ্মী সহ।
এ জনম দুঃখিনী, দুঃখের পারাবারে
ডুবে যদি, শুনে রাম আছে মহাসুখে
ভাসিয়া উঠিবে, দুঃখসাগর হইতে,
বাঞ্ছিবে শুনিতে আরো সুখের সংবাদ
জনমদুঃখিনী সীতা, দুঃখেই জনম
গোঙাইবে, তবে যে ক দিন ছিল সুখে,
সে কেবল সুখময় সঙ্গ গুণে তব।
ভোগেদাসীরাজভোগে,রাজেন্দ্রপ্রসাদে

হায়! অভাগীর গেল পূর্ব্ব সুখ সব,
কেন নাহি গেল পূর্ব্ব স্মরণ শকতি,
গেলে ভাল ছিল, পূর্ব্ব সুখ কথা স্মরি,
হতনা দ্বিগুণ দুখ, এ দুখের কালে।
আগে নাথ! ছিনু যবে একত্র উভয়ে—
পোড়ামনে পড়ে, তুমি সে কালে একদা,
একদা কি কত দিন, কাননে কুটীরে,
রাজপুরে, প্রাসাদে, এ জানকীর অঙ্কে
রাখি শির, হাস্যমুখে, অকপট ভাবে
কহিয়াছ, হেপ্রেয়সি মৈথিলি আমায়
তোমায়, কেবল মাত্র দেহ বিভিন্নতা,
করিয়াছে বিধি, নৈলে দোঁহেএকপ্রাণ।"
(শাস্ত্রেও লিখেছে, জায়া অর্দ্ধকায়ারূপা।)
সত্য বাদী তুমি; তবে বলহে বল্লভ!
সুধাই তোমারে, মোরেযেই অপরাধে,
নির্ব্বাসিলা, বনে সেই অপরাধে, অর্দ্ধ
দোষে, নিজে, কেন না হইলে নির্ব্বাসিত।
রামতুল্য বিচারক, করে পক্ষপাত!
এদোষ রামের নহে, অদৃষ্ট সীতার!
তুমি নির্ব্বাসিত হয়ে আসিলে কান্তারে,
সীতার হতনা দুঃখ, তাই পোড়া বিধি
অবিচার, পক্ষপাতে প্রবৃত্তিলা তোমা
হায় রে! পড়িলে পরে দুঃখের সময়
কতকথা উঠে মনে!—আগে না বল্লভ!
বসাইয়া অঙ্কে, এই দুঃখিনী সীতারে,
কহিতে সোহাগে, "অয়ি হৃদয় ঈশ্বরি
রাঘব হৃদয় সরোবর কমলিনি—
পরাণ পুতলী"। আমি সরল স্বভাবে,
ভাবিতাম সত্য, হত গর্ব্ব উপস্থিত!
এখন বিচারি মনে বুঝিলাম সার,
মন তুষিবারে সুধু কহিতে সে সব,
সত্যনয়, সত্যহলে কি দোষে বর্জ্জন,
করিবে, কে ত্যজে বনে পরাণ পুতলি!
হায়রে যে রাম খ্যাত, অনুকূল বলি
শঠ নায়কের তুল্য তাঁর ব্যবহার!
রামের এদোষ নহে, দুঃখিনী সীতার,
ভাগ্য দোষে অঘটন সংঘটিত হয়।
যে বিধু জগত তোষে সুধাময় করে,
সে বিধু সীতার ভাগ্যে অগ্নি বরষিলা!
যে বাঁশরী সুধাবর্ষে সবাকার কানে,
সে বংশী সীতার কর্ণে বজ্র নির্ঘোষিলা।
হেনাথ! সেদিন আমি সুধানু তোমারে
সুতোৎসবে সমারোহ করিবে কেমন?
হাসিয়া কহিলা তুমি সরল স্বভাবে,
"সরল স্বভাবা প্রিয়ে! তব অভিমত
যেইরূপ সেই মত সব সম্পাদিব"।
ভাল সম্পাদিলে নাথ! হায় অনুদ্গত
মুকুলে কি যতনিবে, বিষম কুঠারে
ছেদিলে, মুকুল গর্ভা লতিকার মুল!
তোমা বিরহিতা হয়ে বাঁচিবে কি সীতা।
সতী কি জীবনে বাঁচে পতির বিরহে!
মৃত্যু মুখে এ দাসীরে ক্ষেপিলে যখন,
তখন কোথায় আর গর্ভস্থ সন্তান!
অরে চির দুঃখিনীর গর্ভস্থ সন্ততি!

কেন কৈলি অভাগীর জঠর আশ্রয়।
কোশলের রাজ্য লোভে ! কিম্বা রঘুপতি
রামচন্দ্রে তুষিবারে পিতৃ সম্বোধনে ?
বৃথা আশা ! জাননা যেঅভাগীজানকী,
অভাগী সন্তান কোথা হয় ভাগ্যবান্ !
কে পোষে বায়সী শিশু সুবর্ণ পিঞ্জরে !
যাহোক্ হতিস যদি তুই সুখভাগী
দুঃখিনীরে দিয়া দুঃখ, হতিস না, দুঃখী
হল কই, তাহা, তুই নিজে দুঃখার্ণবে
ডুবিলি, ডুবালি এ দুঃখিনী সীতারে।
তুই যদি গর্ভে মোর না নিতিস্ স্থান,
তাহলে কি সীতা প্রাণ রাখে এতক্ষণ ?
কহিলা লক্ষণ যবে, বর্জ্জিলা প্রাণেশ,
তখনি দিতাম পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন।
ত্যজিলে ত্যজিতে পারি এখন এ প্রাণ,
কি ফল তাহাতে, লোকে এই অপবাদ
ঘুসিবে শ্রীরামচন্দ্র বর্জ্জিলে সীতারে,
বেঁচেছিল, কতক্ষণ পরে ত্যজে প্রাণ।
হা হা বিধি নিদারুণ কি কহিব তোরে
সুখ দুঃখ দাতা তুমি, লোকের কপালে
লিখ যাহা, ঘটে তাহা, না যায় খণ্ডন !
সত্যবটে সুখ দুঃখ সবার ললাটে।
লিপিকর তুমি, কেহ চির সুখী নহে,
চির দিন কেহ দুঃখ ভোগেনা ধরাতে।
"সুখ দুঃখ ময়ী সীতা" লিখিতে এ পাট
ললাটে, এ অভাগীর, ভুলিলেহে তুমি!
সুখের 'খ' বর্ণ হেন লয় মম মনে
নতুবা 'সু দুঃখময়ী কেন এ বৈদেহী
দুঃখেহ কেন তার যাইবে জনম।
হায় হায় কারে বলি মনের বেদনা !
অহরহ লিখিতে যে লেখক না ভুলে,
হইল তাহার ভুল কপালের দোষে
অভাগীর, ললাটেতে লিখিবার কালে।

ইতি বিলাপ-তরঙ্গিণী কাব্যে
জানকী বিলাপ নাম
প্রথম সর্গ।

রোশিনারা শিবজী নাটক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নূতন বাগান।

(শিবজীর প্রবেশ।)

শিব। (স্বগত) মহারাজ আরেঞ্জেবের পত্রের উত্তর যথোচিত হয়েছে, দুরাত্মা যবনরাজ কি জানে না যে, মহারাষ্ট্রীয়দের প্রাণ এক দিকে, আর প্রতিজ্ঞা এক দিকে? যুদ্ধে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয় তাও স্বীকার, তথাচ রাজনন্দিনীকে কখনই পুনঃ প্রদান কর্ ব না। কি আশ্চর্য্য! দিল্লীশ্বর কতবার যুদ্ধে পরাজয় হয়েছেন, তবু যুদ্ধের কথা মুখে উল্লেখ

কর্‌তে কি, তাঁর মনোমধ্যে একটু-ও লজ্জার উদয় হয় না? তা না হবার এক্‌টা কারণ আছে, তিনি মনে মনে বেশ জানেন যে, আমি দিল্লীর সম্রাট, ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজারাই আমার অধীন, আর আমার অনেক সৈন্যসামন্তও আছে। আরে! তা থাক্‌লে কি হবে? আমার এ দুর্গভেদ করা বড় কঠিন। তা বলাও যায় না, ঈশ্বর প্রতিকূল হলে সমুদয় পৃথিবী এককালে রসাতল যায়; একটা সামান্য দুর্গ বৈ ত নয়। তা সে যাহক্, রাজনন্দিনী রোশিনারা যে আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু চতুরা কামিনী মনের ভাব শীঘ্র প্রকাশ কর্‌ছে না। আমি যে তার বিরহে নিতান্ত ব্যথিত হয়েছি তা সে বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছে। কিন্তু তারও স্মরদশা আমার অবিদিত নাই। ফলে বিবাহ না হলে সফল-মনোরথ হবার আর উপায় দেখ্‌ছিনে। যাহক্, আসমানীকে তো অনেক করে বলে দিয়েছি, দেখি এখন কি হয়ে উঠে (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) ওই না আসমানি আস্‌ছে, ওর মুখখানা হাঁসি হাঁসি দেখ্‌ছি, বোধ হয় শুভ সংবাদ আন্‌ছে।

(আসমানীর প্রবেশ)

আস। মহারাজ।—

শিব। কে ও আসমানী, তবে সংবাদ কি বল?

আস। মহারাজ সকলি শুভ-সংবাদ বটে———

শিব। অমন করে বল্লে যে, তবে বোধ হচ্ছে যেন কিছু অশুভ সংবাদও আছে?

আস। না, অশুভ সংবাদ এমন কিছুই নয়।

শিব। আসমানি সত্য করে বলো রাজনন্দিনী কি বল্লেন? শোনবার জন্যে আমি নিতান্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েছি।

আস। মহারাজ শ্রবণ করুন। আমি তো আপনার সেই সব কথা তাঁকে বললুম। তিনি শুনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থেকে, তার পর বল্লেন, "সখি! ও সব কথা আমাকে বলা বাহুল্য মাত্র, কেবল মহারাজই কি আমার বিরহে নিতান্ত ব্যথিত হয়েছেন? সখি! তাঁর বিরহে আমিও কি হই নাই?

শিব। (স্বগত) মন শান্ত হও, তবে সে ভগবান্ কন্দর্প তোমার প্রতি অনুকূল হয়েছেন। যাঁর কুসুম-বাণকে সর্পবিষের ন্যায় জ্ঞান কর্‌তে, সেই কুসুম-বাণ তোমার পক্ষে এখন চন্দন রস। (প্রকাশে) সখি! তাতে তুমি কি বল্লে।

আস। মহারাজ! আমি বল্লেম, রাজনন্দিনি "দুখের নিশী প্রভাত হলে, চক্রবাক মিথুন কি কখন, বিরহ বেদনা সহ্য করে থাকে?

শিব। সখি! বেশ বলেছ; বেশ বলেছ। তাতে রাজনন্দনী কি উত্তর দিলেন?

আস। মহারাজ! রাজনন্দিনী বল্লেন, "সখি! তুমি তো জানই ভাই, যে ঈশ্বর অবলা কুলকামিনীদের, নিতান্ত পরাধীনা করেছেন। আমি যদি স্বাধীনা হতেম, তা হলে কি, এত জ্বালা সহ্য করি। বিশেষতঃ মহারাজ আমাকে হরণ করে এনে, পিতার ক্রোধানলে পতিত হয়েছেন। এতে যে তিনি সম্মত হন, তাতো বোধ হয় না।

শিব। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হাঁ! ঐ যে মনোরথ পূর্ণ হবার বিলক্ষণ প্রতিবন্ধক। তা বুঝ্‌তে পেরেছি।

(বেগে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। ও আসমানি! তুই এখানে রয়েছিস, শীগ্‌গীর বাড়ী যা, বাড়ী যা, তোর মাকে এতবড় একটা গোক্‌রো সাপে কামড়েছে। গোটা লাল ভাঙ্গছে, আর সর্ব্ব শরীরটে নীলবর্ণ হয়ে গেছে।

আস। (সভয়ে) এঁ্যা এঁ্যা সা—সা—সাপে কামড়েছে, মাকে, ম—মহারাজ তবে কি কর্‌ব?

শিব। সখা! সত্য কি, সাপে কামড়েছে?

বিদূ। (সরোষে) এঁ্যা, আমি কি মিথ্যাবাদী, মিছে কথা কওয়া কি আমার উপজীবিকা? (আসমানীর প্রতি) না না কামড়াই নি, তুই যে সব কথা বলছিলি তাই বল।

শিব। এত রাগ কর কেন, তাই স্পষ্ট করে বলো না যে সাপে কামড়েচে, আমি কি তোমায় মিথ্যাবাদী বলছি?

বিদূ। (সরোষে) আর নয় কেমন করে? মহারাজ একটা মানুষ মরতে যায় আমি তার নামে মিছে কথা কইলেম?

শিব। (ত্রস্ত ভাবে) আসমানি তবে তুমি শীগ্‌ঘীর যাও, গিয়ে রাজবৈদ্যের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে খাইয়ে দাও গে, এখোনি আরাম হবে এখন, তোমার ভয় নাই!

আস। (সরোদনে) যে আজ্ঞা মহারাজ, আমি চল্লেম। (প্রস্থান করিয়া নেপথ্যে) ওগো মা কোথা গেলি গো?

বিদূ। (স্বগত) কি কৌশলটাই করেছি, তবু ক অক্ষর গো-মাংস, পেটে যদি কিছু বিদ্যা থাক্‌তো, তা হলে আমায় আঁটে কে? নাই তাই এত, থাকলে যে কি হতো তা আমি বল্‌তে পারিনে। সে যাহক, মহারাজ একেবারেই উন্মাদ হয়েছেন, দিন নেই রাত নেই, সন্ধ্যাহ্নিক নেই, কেবল সেই মোছলমানীর কথা নিয়ে আছেন, (প্রকাশে) মহারাজ! আসমানীকে কেমন তাড়িয়েছি।

শিব। তবে কি আসমানীর মাকে সাপে কামড়ায় নি?

বিদূ। তা নাতো কি?

শিব। দূর মুর্খ, এমন কর্ম্মও করে, আহা, রাজনন্দিনীর চরিত্র-বিষয়ে কত কথাই শুনছিলেম, মনোমধ্যে কতই আনন্দোদয় হচ্ছিল, একেবারে সর্ব্ব নষ্ট করে ফেল্‌লি?

বিদূ। (স্বগত) হয়েছে আর কি? মহারাষ্ট্রীয়দের লক্ষ্মী ত্যাগ করালেন, তবে ছাড়্‌লেন। (প্রকাশে) মহারাজ আমি আপনার জন্যে একটী সর্ব্বসুলক্ষণা পাত্রী স্থির করেছি। আপনার অনুমতি হলে বিবাহের দিন স্থির করা যায়।

শিব। কোথা হে কার মেয়ে?

বিদূ। আজ্ঞে অধিক দূর নয়, আপনার এই রাজ্য মধ্যে, একটী মুচীর মেয়ে, মেয়েটীর রূপও যেমন গুণও তেম্‌নি? স্বর্গবিদ্যাধরী বল্লেই হয়।

শিব। মুচীর মেয়ে! রাধামাধব, রাধামাধব।

বিদূ। কেন মহারাজ! মোছলমানীতে যার প্রবৃত্তি, মুচিনীতে কি আর হয় না?

শিব। যাও যাও মিছে বকো না।

(আসমানীর পুনঃ প্রবেশ)

আস। তবে রে বিটলে বামুন! মাকে নাকি সাপে কামড়েছে।

বিদূ। হা হা হা—

আস। মরণ আর কি, শুনে আমার

প্রাণটা একেবারে উড়ে গেছলো।

বিদূ। হা হা হা—

আস। আ মরণ! পোড়ার মুখে হাসির ঘটা দেখ। (শিবজীর প্রতি) মহারাজ! রাজনন্দিনী নিবেদন করেছেন, যে আপনি অনুগ্রহ করে আজ রজনীতে তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন।

শিব। আসমানি! আমার আবার অনুগ্রহ কি, তাঁরি অনুগ্রহ স্পষ্ট লক্ষিত হচ্ছে। তবে তাঁকে তুমি বলগে, আমি অবশ্যই সাক্ষাৎ কর্‌ব।

আস। যে আজ্ঞা মহারাজ, তবে আমি চল্লেম।

(আসমানীর প্রস্থান)

বিদূ। তবে আর কি নিমন্ত্রণ তো হলো, চলুন কামিনীজনের মন হরণের উচিত বেশভূষা করে দিই গে।

শিব। আমি তো আর তোমার মতন খেপিনি।

বিদূ। আজ্ঞে না, আমিই খেপেছি।

শিব। সখা সেই রূপ-গুণবতী কামিনীকে তুমি যদি দেখ্‌তে, তা হলে অমন কথা কখনই বল্‌তে না, তার সেই অমায়িক ভাব, গম্ভীর প্রকৃতি, বোধ হয় ত্রিলোকের রমণীকুলের পরাভব স্থান।

বিদূ। মহারাজ! আপনি যখন বল্‌ছেন, তখন তার আর সন্দেহ কি? (করযোড়ে) কিন্তু মহারাজ তাঁকে দেখিয়ে এ গরিব ব্রাহ্মণের ছেলেকে আর খেপিয়ে তুল্‌বেন না। আমি বই ব্রাহ্মণীর আর কেউ নেই, দোহাই মহারাজের।

শিব। না হে না, তোমার দেখে কাজ নেই, এখন চল যাওয়া যাক্‌, প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো।

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ চলুন। (স্বগত) আসমানী যে মন্ত্র দিয়ে গেছে এখন বিকেলবেলা সন্ধ্যা হবে বই আর কি?

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবজীর শয়নমন্দির।

(রোশিনারার প্রবেশ)

রোশি। (স্বগত) ইস্‌, আজকের কি ভয়ঙ্কর তিমিরাচ্ছন্ন রজনী! আজ রজনীনাথ উদয় হবেন্‌ না বলে বুঝি রজনীদেবী, অভিমানে এরূপ মলিন বেশ ধারণ করেছেন।

নয়, আমার প্রেম অতি অকিঞ্চিৎ-কর, আপনার প্রেমই প্রেম।

শিব। সে কি প্রিয়ে! (লজ্জিত ভাবে) না না রাজনন্দিনি। উভয়ের সমান অনুরাগ না থাক্‌লে, নির্ম্মল প্রেম যে কি পদার্থ তা জান্‌তে পারা যায় না।

"ভূধর শিখরোপরি কলাপি নিকর।
অতি উচ্চ গগনেতে নব জলধর।
ভগবান্ দিনমণি গগণমণ্ডলে।
প্রণয়িনী কমলিনী সরোবর জলে॥
দুই লক্ষ যোজনে কুমুদ-পতি রয়।
তথাচ ভাবের কভু অভাব না হয়॥"

(আসমানীর প্রবেশ)

আস। এই যে মহারাজ এসেছেন, আমি রাজসভা পর্য্যন্ত গিয়েছিলেম।

শিব। কেন সখি! তত দূর যাবার আবশ্যক কি? আমিতো তোমাদের রাজনন্দিনীর প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়েই রয়েছি।

আস। মহারাজ! রাজনন্দিনী এখন আর আমাদের নন।

শিব। সে কি, তবে কার?

আস। কেন আপনার।

রোশি। (বিরক্তভাবে) ও কি সখি?

আস। কেন রাজনন্দিনি! আমি কি মিছে কথা বলেছি, এখন দুহাত এক হইলেই আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়!

শিব। সখি! তোমাদের রাজনন্দিনীর অনুমতি হলে তো?

আস। মহারাজ! তার আর বড় অপেক্ষা নাই।

(বেগে একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনি। মহারাজ রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

শিব। (সচকিতে)। কেন কেন ব্যাপার টা কি?

সৈনি। মহারাজ মোগোল সৈন্যেরা এক কালে দুর্গ আক্রমণ করেছে।

শিব। অ্যাঁ দুর্গ আক্রমণ করেছে?

সৈনি। আজ্ঞা হাঁ, আপনি শীঘ্র সুসজ্জিত হোন, আর বিলম্ব করবেন না।

শিব। আমিতো এক রকম বীর বেশে সজ্জিত হয়েই আছি। (গাত্রোত্থান করিয়া অসি নিষ্কাসন পূর্ব্বক) মোগল সৈন্যেরা হঠাৎ দুর্গ আক্রমণ করলে, এর কিছু কারণ অনুসন্ধান করতে পেরেছ?

সৈনি। আজ্ঞা না, তার কিছুই অনুসন্ধান করতে পারি নি, বোধ হয় নানাজী এর ষড়যন্ত্র করেছে।

শিব। কি নানাজি—হাঁ হতে পারে। বোধ হয় সেব্যাটা বৈরনির্য্যাতনের চেষ্টায় আছে। উঃ ব্যেটার আজ সকল সাধ মিটে যাবে। (রোশিনারার প্রতি) রাজনন্দিনি আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আমি দুর্গ রক্ষার্থ চল্লেম।

সৈনি। আসুন মহারাজ, কিন্তু সাবধানে যুদ্ধ করবেন।

শিব। তার আর ভুল আছে। (সৈনিকের প্রতি) চল চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

রোশি। সখি কি হবে! আমি বিলক্ষণ জানি যে, মোগল সৈন্যেরা অতিশয় দুর্দ্দান্ত ও অতিশয় বীর্য্যবান। পাছে মহারাজ শিবজীর কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়?

আস। সখি! ভয় কি, আমাদেরো মহারাজের অনেক সৈন্য আছে, ও তিনি নিজেও এক জন বিখ্যাত বীর পুরুষ। সে জন্যে আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

রোশি। না সখি, আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দন হচ্চে, মন অতিশয় ব্যাকুল হয়ে উট্‌চে, মনে কোন মতেই স্বাস্থ্যলাভ কর্ত্তে পাচ্ছিনে। বলনা সখি, মহারাজের কোন অমঙ্গলতো হবে না?

আস। রাজনন্দিনি! আপনি এত ভাব্‌চেন কেন? আমি বিশেষ জানি, যুদ্ধের নাম শুন্‌লে আমাদের মহারাজের সাহস, উৎসাহ, ও বল দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়, আপনি একটু স্থির হোন না, মহারাজ শত্রু কুল নির্ম্মূল করে এখনি ফিরে আসবেন।

নেপথ্যে। হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা, সাবধান সাবধান, দুরাত্মা দস্যু শিবজী যেন পালায় না, ব্যাটাকে দুখান করে কেটে ফেল, ব্যাটা মোগল সৈন্যদের পরাক্রম কি জানে না।

রোশি। (সভয়ে) ও সখি! ও সখি! সর্ব্বনাশ হলো মহারাজ শিবজী বুঝি আর বেঁচে নাই? সখি, আমার কাছে এসোনা, ভয়ে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে।

আস। (রোশিনারার নিকটে গিয়ে উপবেশন পূর্ব্বক) রাজনন্দিনি! ভয় কি, এত ব্যাকুল হচ্ছেন কেন? যুদ্ধ স্থলে অমন হয়ে থাকে।

রোশি। সখি! আমার মনে কোন মতেই প্রবোধ মান্‌ছে না, আমি যে বিশেষরূপে মোগল সৈন্যদের পরাক্রম জানি।

নেপথ্যে। হর হর হর, মহারাজ শিবজী কি জয়, মহারাজ শিবজী কি জয়। দুরাত্মা যবন সৈন্যদের যেন এক জনও ফিরে যেতে না পারে।

আস। রাজনন্দিনী 'মহারাষ্ট্র সেনাদের সিংহনাদ শুন্‌ছেন, শত্রুকুল নির্ম্মূল হয় এই।

রোশি। সখি! এবার কতক সুস্থির হয়েছি।

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার হুহুঙ্কার শব্দ)

রোশি। উহু উহু সখি! কি ভয়ানক শব্দ।

(রক্তাক্ত কলেবরে শিবজীর প্রবেশ)

রোশি। (শশব্যস্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আসুন আসুন মহারাজ, রণের সমুদায় কুশলতো।

শিব। না প্রিয়ে! দুরাত্মা মোগল সৈন্যেরা দুর্গ অধিকার করেছে, আমি আর রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেম না। এখন পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করি, আপনার মঙ্গল হোক। কিন্তু এ প্রেমাধীনকে বিস্মরণ হবেন্ না।

রোশি। (সরোদনে) হা জগদীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল। নাথ, এ জন্ম-দুখিনীর দশা কি হবে?

শিব। জগদীশ্বর আছেন, আর আমি অপেক্ষা কর্‌তে পারিনে, আমি চল্লেম, কিন্তু আমাকে বিস্মরণ হবেন না।

রোশি। মহারাজ তবে শীঘ্র পলায়ন করে আপনার জীবন রক্ষা করুন। আপনি নিশ্চিত থাক্‌বেন, আমি যেখানে থাকি আপনারি থাক্‌লেম। পুনর্ব্বার যদি কখন দেখা হয়, তা হলে এ জীবনকে শ্লাঘা করে মান্‌ব।

শিব। রাজনন্দিনী! এই শেষ দেখা, বেঁচে যদি থাকি তা হলে পুনর্ব্বার দেখা হবে।

(শিবজীর প্রস্থান)

আস। (ভূতলে পতিত হইয়া) হায় আমাদের কি হলো? এখন আমাদের আর কে প্রতিপালন করবে?

(দুই জন সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। আঃ এত দিনে নিষ্কণ্টক হওয়া গেল। কেমন হে, দুরাত্মা শিবজীকে পর্ব্বত থেকে নদীর উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে দেখেছো তো?

প্রথম। মহাশয় আমি কি আপনার নিকটে মিথ্যা কথা বলছি।

দ্বিতীয়। মহাশয় আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

ভীম। তবে আর কি, আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হয়েছে? এখন রাজনন্দিনীকে পেলে হয়। (পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া) এই যে রাজনন্দিনী এখানে আছেন। (রোশিনারার প্রতি) রাজনন্দিনি! দুরাত্মা শিবজীর হস্ত থেকে তোমাকে যে উদ্ধার করব তা আমার মনে ছিল না।

রোশি। সেনাপতি মহাশয়, আমিও যে এ জন্মে জনক জননীকে দর্শন করব, সে আশালতা এক কালে উন্মূলিত হয়ে ছিল।

ভীম। রাজনন্দিনি! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই চল, সত্বরে তোমাকে দিল্লীর রাজভবনে, প্রেরণ করে নিশ্চিন্ত হই।

রোশি। সেনাপতি মহাশয়, তবে চলুন।

(আসমানি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

আস। (গাত্রোত্থান করিয়া) হায় হায়! কি দুর্দ্দৈব, রাজনন্দিনীকেও নিয়ে গেল, তবে এ দেশে আর আমি কার মুখ চেয়ে থাক্‌ব, আমিও যাই।

(আসমানীর প্রস্থান।)

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

প্রাপ্ত।

মিত্রতা।

মিত্রতা সম্বন্ধে অনেকে সময়ে সময়ে অনেক লিখিয়া গিয়াছেন, অতএব তদ্বিষয়ক কোন নূতন রচনা পাঠকবর্গের মনোহর এবং হৃদয়াকর্ষক হইতে পারে, এমন বোধ হয় না, এই সংশয়াপন্ন হইয়া আমি তদ্বিষয়ে কোন বিজ্ঞা-

নাত্মক প্রবন্ধ লিখিলাম না; কেবল একটী কবিতা এবং দুইটী অত্যাশ্চর্য্য ঐতিহাসিক ঘটনা লিখিলাম। যদি অবসর ক্রমে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আর কোন ঐতিহাসিক উদাহরণ সঙ্কলন করিতে পারি, তাহা হইলে পাঠক মহাশয়েরা বঞ্চিত হইবেন না।

চতুর্দ্দশ পদী কবিতা।

বিশাল সাগর যার কল্লোল প্রহারে,
কাটে শতভাগে পোত বক্ষ ধাতুময়
অচল ভীষণ দেহ নক্র সমুদয়,
বিহরে হৃদয়ে যার ঘোর চক্রাকারে।
জড়ায়ে দীঘল লেজ তিমি মৎস্যচয়,
কত শত জলযান সতত সংহারে।
এ হেন সাগরকোলে আছে অতিশয়
রম্য দ্বীপ, সুবাসিত মসলা সম্ভারে,
যথা গেলে হত-পোত-গণ শান্ত হয়,
ধুইয়া মনের মলা শান্তি জলধারে।
এভব সাগর সদা উচ্চ বীচিময়,
হিংসাদ্বেষ আপদ হিংস্রক জন্তুস্থান;
কিন্তু তাহে আছেএক দ্বীপমনোময়—
মিত্রতা যথায় গেলে সুস্থ হয় প্রাণ॥

ডিমন এবং পিথিয়াসের আখ্যান (অনুবাদিত)

সিরাকিউসের অধিপতি ডাইওনিসিস্ কর্ত্তৃক ডিমন দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে, তাহার বধ দিন নির্দ্ধারিত হইল। ডিমন অবসর সময়ে বাটীতে যাইয়া শোক দুঃখার্ত্ত পরিবারের মধ্যে স্বীয় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার নিমিত্ত কএক দিনের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। ডিমনকে বিদায় প্রদান করেন, ডাইওনিসিসের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু সহসা অস্বীকার করা অপেক্ষা প্রকারান্তরে অনিচ্ছা ব্যক্ত করা বিধেয়, এই বিবেচনায় তিনি ডিমনকে বলিলেন, "যদি তুমি এমন কোন প্রতিভূ প্রদান করিতে পার যে তোমার বধ-দিবস তুমি কোন কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারিলে, সে তোমার পরিবর্ত্তে শাস্তি ভোগ করিবে, তাহা হইলে তোমাকে মোচন করিতে আমার আপত্তি মাত্র নাই" পিথিয়াস এই সকল কথা শুনিতে ছিলেন, তিনি ডিমনের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়াই বন্ধুর প্রতিভূ হইবার নিমিত্ত আবেদন করিলেন। তাঁহার আবেদনও গ্রাহ্য হইল, সুতরাং ডিমন তৎক্ষণাৎ মুক্তি

প্রাপ্ত হইলেন। রাজা এবং সভাসদ সকলেই এই ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রহিলেন, এবং বধ দিন উপস্থিত হইলে ডাইও-নিসিস ও তাঁহার পার্শ্বচর সকলে অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, পিথিয়াসকে দেখিবার নিমিত্ত কা-রাগারে আসিলেন। বন্ধুতা সং-ক্রান্ত বার্ত্তা হইতে লাগিল; অধি-পতি বলিলেন সকল কর্ম্মেই স্বার্থ মানবগণের প্রবর্ত্তক; যে আপন অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম না করে সে নিতান্ত অজ্ঞ। ধর্ম্ম, মিত্রতা, স্বদেশানুরাগ, এই মত শব্দ সমুদয় ভীরুদিগকে প্রবঞ্চিত এবং প্রীত করিবার আশয়ে স্ত্রীলোকে-রা আবিষ্কার করিয়াছে। বস্তুতঃ এরূপ মৃদু হৃদয়-সুলভ ধর্ম্ম কখনই প্রশংসার যোগ্য নহে। এই কথা শ্রবণ করিয়া পিথিয়াস গম্ভীর বদনে ও অবিকৃত বচনে বলিলেন, "নরনাথ! এই সকল গুণ সমগ্র ভূমণ্ডলে প্রশংসিত থাকুক এবং আমার বন্ধু গৌরবের এক অনু-চ্ছেদ হইতে অপসৃত না হউন এই আমার একান্ত অভিলাষ। এই অভিলষিত বিষয় সম্পন্ন ও সুসমা-হিত হইলে দুর্ব্বিষহ মৃত্যু যাত-নাও আমার পক্ষে সুখদায়ক হইবে। বন্ধু কখনই অধর্ম্ম-প্রেরিত হইবার নহেন। আপন জীবিতাবস্থার প্রতি আমার যেরূপ বিশ্বাস আছে, তাঁহার অটল ধর্ম্মানুরাগ বিষয়েও আমার সেই-রূপ বিশ্বাস। কিন্তু হে দেবগণ! বন্ধুর সততা এবং জীবন যেন একদা রক্ষিত হয়, আপনাদিগের নিকট আমার এই একমাত্র প্রা-র্থনা। যে পর্য্যন্ত আমার মৃত্যু দ্বারা বন্ধুর মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত, হে পবনদেব! আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সদভি-প্রায়-জনিত ব্যগ্রতা এবং প্লুততা প্রতিরোধ করুন। আমার জীবন অপেক্ষা বন্ধুর জীবন অধিকতর মূল্যবান্; আমি প্রাণত্যাগ করি-লে কোন ব্যক্তিরই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ডিমন তাঁহার পরিবার বর্গের একমাত্র আশ্রয়।"

পিথিয়াসের এইরূপ হৃদয়গ্রাহী বাক্য শ্রবণ করিয়া ডাইওনিসিস একেবারে দ্রব হইয়া গেলেন। বায়ু অভিঘাত শূন্য জলাশয়ে এক খণ্ড লোষ্ট পাতিত করিলে যেমন

তরঙ্গাকার জলমণ্ডল উত্থিত হয়, সিরাকিইসাদিগের মনও সেইরূপ উদ্বেজিত হইল। সত্যের অপরিস্ফুট জ্ঞানে তাঁহার হৃদয় আক্রমণ করিতেছে ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু চিরকাল পাপে প্রবণতা এবং আসক্তি ছিল বলিয়াই এই কথার বিশদ সদ্ভাব তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল না, তিনি নিতান্ত ভ্রান্তচিত্তের ন্যায় পিথিয়াসের সম্মুখ হইতে সত্বর প্রস্থান করিলেন।

নিধন সময় উপস্থিত; পিথিয়াস্ কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রফুল্লবদনে রক্ষকদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বধ্যভূমির অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। ডাইওনিসিস্ পূর্ব্বেই ছয় ধবল অশ্ব সংযোজিত বাহ্য সিংহাসন যোগে শ্মশানে আগমন করিয়াছিলেন। এবং হন্তব্য ব্যক্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পিথিয়াস্ উপস্থিত হইলেন এবং অগৌণে মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া কতক্ষণ নিধনযন্ত্রের দিকে অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে দর্শকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন, গতকল্য হইতে বিরুদ্ধ বাতাস বহিতেছে, দেবগণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে ক্রটী করেন নাই। ডিমন অসম্ভাবিত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া অদ্য কোন ক্রমেই আসিতে পারিবেন না; কল্য সকলে তাঁহাকে এখানে লালপ্যমান দেখিতে পাইবেন। অদ্য আমার রক্তপাতেই বন্ধুর জীবন রক্ষিত হইবে। যে মহাত্মার জন্য আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছি তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া যদি আমি আপনাদিগের অন্তর হইতে তৎসংক্রান্ত বিরুদ্ধভাব প্রক্ষালন করিতে পারিতাম তাহা হইলে অশ্বারোহিগণের ন্যায় প্রসন্নচিত্তে মৃত্যু-যন্ত্রে আরোহণ করিতাম সন্দেহ নাই। তিনি এখন পথে আছেন অচিরকাল মধ্যেই এখানে উপস্থিত হইবেন। তাঁহার গতিনিরোধ করিতে দেখিয়া, না জানি, তিনি দেবতাদিগকে কত ভর্ৎসনা করিতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহার সমুদয় পরিশ্রম বিফল করিতেছি। ঘাতুক শীঘ্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

পিথিয়াস শেষ কথা সমাপ্ত করিয়া

ছেন, এমন সময়ে বহুদূর হইতে এক কোলাহল উত্থিত হইল। ক্ষান্ত হও ঘাতুক ক্ষান্ত হও, এই বলিয়া সকলেই গোলযোগ করিয়া উঠিল। এক ব্যক্তি একটী ঘর্ম্মাক্ত অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে জনতা-কারিরা পথ ছাড়িয়া দিতে আ মন্ত করিল। আগত ব্যক্তি সসম্ভ্রমে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন এবং পিথিয়াস্‌কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তোমার জীবন রক্ষিত হইল। যে পরম কারুণিক মঙ্গলালয় দেবতাবর্গ অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে আসন্ন মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিলেন, তাঁহাদিগকে আমি শত শত ধন্যবাদ করি। আমি মৃত্যুর জন্যই উপস্থিত হইয়াছি, তোমার বহুমূল্য জীবন আমার ছার কল্প জীবনের পরিবর্ত্তে নিহত হইল বলিয়া আমি যে, আত্মগ্লানি সহ্য করিয়াছি তাহা হইতে এখন মুক্ত হইলাম।" পিথিয়াস ডিমনের ভুজান্তরে থাকিয়া একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। তাঁহার সরস বদনমণ্ডল তুহিন সংযুক্ত কমল দলের ন্যায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। স্বরভঙ্গ হওয়াতে অতি দীন বচনে বলিতে লাগিলেন, "রে হত বেগ! রে দগ্ধ ব্যগ্রতা! তোমরা বন্ধুর নিমিত্ত কি অন্যায় বলই আশ্রয় করিয়াছ। আমি হতাশ হইব না, যদিও বন্ধুর রক্ষার নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিলাম না, তথাপি তাঁহার মৃত্যুর পর আর জীবন ধারণ করিব না, এই সমুদয় কাণ্ড ডাইওনিসিস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার কুলিশোপম হৃদয় জলবৎ তরল হইয়া গেল, তখন আর তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন, এবং মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে যুবকদ্বয়! তোমরা দীর্ঘজীবী হও তোমরাই অদ্য পুণ্যের সত্তা প্রমাণ করিলে, এবং সেই পুণ্যের পুরস্কারদাতা যে পরমেশ্বর আছেন তাহাও প্রমাণিত হইল। হে যশস্বিন্! তোমরা আমাকে নিতান্ত আকৃষ্ট করিয়াছ, আমি তোমাদের মধুময় বন্ধুতার রসাস্বাদী হইতে বাসনা করি, এমন উপদেশ দ্বারা আমার ভ্রান্তি দূর কর।"

ব্রুটাস ও তদীয় হৃদয়বন্ধু লুকালার্স্‌।

বিখ্যাত দ্বিতীয় ফিলিপাইর যুদ্ধ ত্রিবীর * দিগের মধ্যে সংঘটিত হয়; আন্টনি ও ওক্‌টে-ভিয়স এক পক্ষ এবং ব্রুটাস একাকী অন্য পক্ষ সমর্থন করেন। দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ ব্রুটাস পরাজিত হন। থ্রে-সিয় একদল অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে ব্রুটাসের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া তদীয় অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু লুকালাস, আত্ম জীবন দানে, বন্ধুর প্রাণ রক্ষা এবং অশ্বারোহী-দিগকে ক্ষান্ত করিতে নিতান্ত উৎসুক হইলেন। সুতরাং ব্রুটাসকে স্বীয় অভিপ্রায় ঘুণাক্ষরে অবগত না করিয়া সহসা পলায়নে বিরত হইলেন। ক্রমশঃ থ্রেসিয়া-নেরা আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তিনি ইহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া বলিলেন "হে থ্রেসিয় বর্গ তোমরা যাহার উদ্দেশে বিচরণ করিতেছ আমিই সেই ব্রুটাস" এবং পরিহার প্রার্থনা করিয়া কহিতে লাগিলেন "তোমরা আমাকে এন্টনির নিকট লইয়া চল, ওক্‌টে-ভিয়স্‌কে আমি অতিশয় ভয় করি।" বন্দি লাভে থ্রেসিয়দিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা আপনাদিগকে অতিশয় দৈবানুগৃহীত ও সৌভাগ্য-শালী বিবেচনা করিতে লাগিল। এবং আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া তাহাদিগের এই অসম্ভাবিত কৃত-কার্য্যতার আশু সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত স্বদলভুক্ত কএক-জনকে আন্টনির নিকট প্রেরণ করিল। ব্রুটাস সজীব শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন, এই জন প্রবাদ অল্প কালের মধ্যেই সমুদয় থ্রেসে বিস্তৃত হইল। এবং কি রাজকর্ম্ম-চারী কি সৈন্য সম্প্রদায় সকলেই বহুতর বিভাগ হইতে, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আসিতে আরম্ভ করিল। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি সমন্বিত দীর্ঘ-শ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল; কেহ জীবিত সত্ত্বে অসভ্য দিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে একান্ত ভীরু ও অপদার্থ বোধে কুৎসা করিতে

* [illegible] Triumvirs [illegible]

লাগিল। এন্টনি একরূপ সম্ভ্রান্ত বন্দির প্রতি কেমন ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত তদ্বিষয়ক চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। এতন্নিবন্ধন তাহার মুখে ব্রুটাসের গুণানুবাদ অথবা দোষ কীর্ত্তন কিছুই ছিল না। কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই তাঁহার তুষ্ণীম্ভাব বিদূরিত হইল। ফেসিয়েরা যাঁ-হাকে ব্রুটাস বলিয়া আনয়ন করিল তাঁহাকে তিনি বিশেষ রূপে চিনি-তেন। পরিচিত দর্শনে লুকালাস প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন "আন্টনি! আমি নিঃসংশয়িত চিত্তে বলিতে পারি মার্কাস ব্রুটাস কস্মিন্‌কালে সজীব শত্রুর করগত হইবার নহেন। তিনি জীবিতই থাকুন অথবা মৃত্যু-গ্রাসে পতিতই হউন, উদ্দেশ করি-লে তোমরা তাঁহাকে তদুপযোগী অবস্থায় ব্যবস্থাপিত দেখিবে। আমি তাঁহার উদ্ধারার্থ তোমার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি। এখন তোমার যে দণ্ড করিতে ইচ্ছা হয় আমি সেই দণ্ডই সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। আমার কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপন করিবার বাসনা নাই।"

লুকালাসের এইরূপ অটল মিত্রতা সন্দর্শন করিয়া এন্টনির মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হইল। তিনি হতাশ প্রায় বিমর্ষ সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে নিদেশানু-কারি সৈন্যগণ! লুকালাসের একরূপ অপলাপে তোমাদিগের মন কতদূর উৎকণ্ঠিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহা আমি সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারি। নিশ্চয় জানিবে তোমরা যে লাভের অন্বেষণে বাহির হইয়া-ছিলে এই লোপ্ত্র কখনই তদপেক্ষা ন্যূনমূল্য নহে—তোমরা শত্রুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া আমার নি-মিত্ত অমূল্য বন্ধুরত্ন সংগ্রহ করি-য়াছ। ব্রুটাসকে তোমরা জীবি-তাবস্থায় আনয়ন করিলে তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে সাধারণে অপ্রতিষ্ঠা হইত না, তাহা আমি এখন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া উঠি-তে পারি নাই। কিন্তু মহাত্মার সহিত বিপক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া সৌহার্দ্দ স্থাপন করিলে কাহারও মনোভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি বিবেকানুমোদিত বর্ত্ম বিচর-ণীয় হয় তাহা হইলে এই সর্ব্বগু-ণোপেত নরকুলতিলক মহাশয়ের সহিত মিত্রতা স্থাপন করাই আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই

বলিয়া তিনি লুকালাসকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং তদবধি তাঁহার সহিত দেহমাত্র ভিন্ন সমপ্রাণ সখার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

সমুদ্রের জ্যোতির্ম্ময় প্রদেশ।

জগংপাতা জগদীশ্বরের সৃষ্টিমধ্যে যে কত প্রকার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কাণ্ড আছে, তাহা কে বলিতে পারে? উহার এক একটির বিষয় সবিশেষ অবগত হইতে পারিলে একেবারে বিস্ময় রসে আর্দ্র হইতে হয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে সমুদ্রের উপরিভাগের কোন কোন স্থান জ্যোতির্ম্ময় অবলোকন করিয়া নাবিকেরা বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে, এবং দর্শনবেত্তারা ইহার কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত বহুকালাবধি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক জন ফরাশীশ বিজ্ঞানবেত্তা ইহার যথার্থ কারণানুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইয়া, কেরিন প্রদেশের সন্নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে এই বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন, যে উহা কেবল সমুদ্রজলের চালনা ও পরস্পর ঘর্ষণদ্বারা হইয়া থাকে, কারণ তিনি অতি উত্তম দূরবীক্ষণ ব্যবহার করিয়াও ঐ জলোপরি কোন কীটকে ভাসিতে দেখেন নাই। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিদিগের পরীক্ষাতে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাঁহারা বলেন যে ভিন্ন ভিন্ন কারণ এককালে বিদ্যমান থাকিলে এইরূপ উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং কখন কখন ঐ ঐ কারণের এক একটার দ্বারাও হইয়া থাকে। কতকগুলিন পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে জীব জন্তুর দেহ পচিলে সমুদ্রের উপর ওরূপ আলোক দৃষ্ট হয়। একটি মৃত ক্ষুদ্র শ্বেত মৎস্যকে স্বতন্ত্র পাত্রস্থিত সমুদ্রজলে রাখিবাতে অষ্টাবিংশতি ঘন্টার মধ্যেই উহাকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছিল। অপর ইহাও নিশ্চয়, যে সমুদ্রমধ্যে অসংখ্য অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় কীটাণু সকল বসতি করে; তাহাদের দ্বারা এরূপ দৃশ্যের ও উদ্ভব হইয়া থাকে। এম, ডেনজিলট্ এক জন প্রসিদ্ধ ফরাশীশ জ্যোতিষবেত্তা, যিনি টেরা অষ্ট্রেলিস, হইতে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তিনি অনেক রকম কীট আনয়ন

করেন ঐ সকল কীটকে জলে চালনা করিলে পর, উহাদিগের শরীর হইতে আলোক নির্গত হইয়াছিল। এবং এম্ রিগড স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে ব্রেষ্ট এবং আনটিলস এই দুই স্থানের মধ্যে যে সমুদ্র উপরিভাগে জ্যোতির্ম্ময় দেখায় তাহা কেবল একরূপ কীটাণুপুঞ্জদ্বারা হইয়া থাকে। ঐ সকল কীটাণু গোলাকার এবং উহার ব্যাস প্রায় ১/৬৮ ইঞ্চি! অন্যান্য বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্বীকার করেন বটে, যে জ্যোতির্ম্ময় কীটাণুদ্বারা এরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু আরও বলেন যে, সকল আলোক কেবল উক্ত কারণে সমুদ্ভূত হওয়া সম্ভব নয়, অতএব ইহার অন্য কোন কারণ থাকিবে। তাঁহারা বিবেচনা করেন, যে কোন দ্রব্য পচিবার সময় উহা হইতে ফসফোরস সদৃশ কোন জ্যোতির্ম্ময় দ্রব্য নির্গত হইয়া থাকে, এবং উহাকে অবশ্যই একটী কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অপর কতকগুলি বিজ্ঞানবেত্তারা বলেন, যে সমুদ্রের মধ্যে যে সকল তৈলবৎ ও চরবি সদৃশ দ্রব্যাদি আছে তাহা হইতেই একরূপ দৃষ্ট হয়, এবং এই মত সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা একরূপ মৎস্যের দৃষ্টান্ত দেন, যাহাতে তৈল আছে, এবং ঐ তৈল হইতে অতি সুন্দর আলোক নির্গত হইয়া থাকে। এবি নোলেট নামক অপর এক ব্যক্তি অনেক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এরূপ ক্ষুদ্২ জন্তুদিগের জন্যই হইয়া থাকে। হয় তাহাদিগের শরীর জ্যোতির্ম্ময়, নতুবা অন্য কোন বস্তু তাহাদিগের শরীর হইতে নির্গত হয়, যাহা হইতে আলোকমালা বিকীর্ণ হইয়া থাকে অনেক পরীক্ষার পর এবি নোলেট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুদিগের শরীর আলোকময় বলিয়াই হউক, কিম্বা তাহাদিগের শরীর হইতে একরূপ তৈলবৎ দ্রব্য নির্গত হয়, তাহাদ্বারাই হউক, উক্তরূপ ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি অন্যান্য কারণ অস্বীকার করেন না। ঐ সকল কারণের মধ্যে মৎস্যের ডিম্ব একটি প্রধান। এম ডাঙ্গিলট, যখন তিনি মাডাগাস্কার দ্বীপ সমীপবর্ত্তী সমুদে অর্ণবযান চালাইতেছিলেন, সেই সময়ে

মৎস্যের ডিম্ব প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং উহার বর্ণ বালুকার ন্যায় হওয়াতে, ঐ স্থানকে তাঁহার সিকতাময় চড়া বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। ঐ স্থান

হইতে একরূপ দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছিল। এই ঘটনার কিছু দিবস পূর্ব্বে সমুদ্রের সেই প্রদেশ অসাধারণ আলোকময় দৃষ্ট হইয়াছিল। পুনরায় যখন কেপ অফ গুডহোপ অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, সেই সময়েও সমুদ্রকে আলোকময় দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, যে ছোট ছোট নৌকার হাইল হইতে একরূপ শ্বেত বর্ণের মুক্তাবৎ আলোক নির্গত হইতেছে। ইহা দৃষ্টি করিয়া তিনি জল উত্তোলন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ জলেতে ফসফোরস্ বিদ্যমান ছিল। কএক মিনিট মনোযোগ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, আলপিনের মস্তক তুল্য গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকময় দ্রব্য রহিয়াছে। ঐ সকল গোলাকার দ্রব্য কোমল এবং পাতলা বোধ হইতে লাগিল। এই ঘটনার কিছু দিবস পরেই অসংখ্য অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যেতে সমুদ্রের সেই প্রদেশ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

উপরোক্ত সকল ঘটনা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যে নানা প্রকার কারণ বশতঃ সমুদ্র স্থানে স্থানে আলোকময় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে যে কত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড আছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায না, এবং ঐ সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া অতীব সুকঠিন। ঈশ্বর যে যত ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড সকল সম্পাদন করিতেছেন, এই সকল যত আমরা অবগত হইতে থাকি, ততই আমাদিগের মন ভক্তিরসে আর্দ্র হইতে থাকে এবং তাঁহার রচণাভিমুখে ভাবিত হয়।

কাচ।

৩১ পৃষ্ঠার পর।

ধারণ শ্বেত বর্ণের কাচ যাহা অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা প্রায় সিলিকেট অব পোটাস এবং সিলিকেট অব সীসা দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহাতে সীসা

বিদ্যমান থাকাতেই অধিক দ্রবণীয় ও ঘন হয়; এবং ইহার উজ্জ্বলতা অধিক হওয়াতে উহা দ্বারা উত্তম উত্তম অলঙ্কৃত কাচের দ্রব্য সমুদায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত কোমল বলিয়াই সহজে পরিস্কৃত ও কর্ত্তন করিতে পারা যায়। সীসা যুক্ত কাচের এই দোষ যে, উহা অল্পাঘাতেই চিরখাইয়া যায়, এবং উহার বর্ণ শীঘ্রই বিবর্ণ হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ যদ্যপি উহাতে ক্ষারের ভাগ অধিক থাকে? সুবিখ্যাত ক্ষারের রাসায়নিক পণ্ডিত ডাক্তর ফারাডে পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে এইরূপ ইংলণ্ড দেশীয় কাচেতে ১/৩ সীসা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এই রূপ কাচের গড়নে অনেক ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় এমন কি একটা পাত্রের উপর ও নীচে অল্প ও অধিক ঘনতা দেখা গিয়াছে। সীসার ঘনতা এই কাচের অন্যান্য দ্রব্যের ভাগ অপেক্ষা অধিক হওয়াতে একটা পাত্রের সমুদায় স্থান সমান ঘন হয় না। এই নিমিত্তই ইহা চসমা দূরবীক্ষণ প্রভৃতি নির্ম্মাণ বিষয়ে ব্যবহৃত হইতে পারে না। চসমা প্রভৃতির কাচ নির্ম্মাণ করিতে হইলে অমিশ্রিত দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়, এবং যাহাতে এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপ মিশ্রিত হইয়া যায় এইরূপ করিয়া গালাইতে হয়; এই রূপ কাচের ভাগ যথা ১০০ অংশ এবং ৩০ অংশ পরিষ্কৃত মুক্তার ভস্ম। এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপ দ্রবীভূত হইলে, একটা দণ্ড দ্বারা আলোড়িত করিলে ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া যায়। শীতল হইলে পর, পাত্রটাকে ভঙ্গ করত কাচ পিণ্ড বাহির করিয়া উহাকে পাত পাত করিয়া কর্ত্তন করিলেই উক্তরূপ কাচ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

আমরা শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত, মহাকবি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণানুবাদের প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা মহাকবি বাল্মীকি বিরচিত সংস্কৃত রামায়ণের প্রকৃত অনুবাদ নহে; গ্রন্থকার স্থানে স্থানে আপনার কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কৃত্তিবাস আদি রামায়ণের অনেক অংশ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্ক্ষেপে আখ্যায়িকা সমাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, এবং প্রথম সংখ্যা দেখিয়া যতদূর অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাতে

সকল অংশই বিস্তারিত রূপে গ্রহণ করিবেন। পণ্ডিত কৃত্তিবাস বঙ্গভাষায় রামায়ণের প্রথম অনুবাদ করিয়া সোপান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র সেই সোপান অবলম্বন করিয়াও প্রাচীন নিয়মাবলীতে সুদুস্তর রামায়ণ সাগর সন্তরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অপর গ্রন্থকর্ত্তা অনেক অংশই আপন কবিত্ব শক্তিদ্বারা সূক্ষ্ম ও স্বার্থক বর্ণনা সম্বলিত করিয়া পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জক করিয়াছেন! পাঠকদিগের গোচরার্থ দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"একদা বসন্ত কালে পেয়ে অবসর।
মৃগয়া করিতে গেলা কোশল ঈশ্বর॥
পশিয়া গহনে ভূপ করে দরশন।
বিচিত্র বনের শোভা নয়ন রঞ্জন॥
কত শাল, পিয়াল, তমাল তরুবর।
সারি সারি শোভা পায় অতি উচ্চতর।
শাখায় শাখায় যুক্ত হয়েছে এমন।
মূলদেশে প্রবেশে না রবির কিরণ॥
ছায়া-সতী বসতি করিছে নিরন্তর।
ক্ষণকাল বসিলে জুড়ায় কলেবর॥
শাখীপরেবাসাবাঁধি পাখীনানাজাতি।
বাস করে, জানাযায়, স্বরে কুলজাতি।
কোন স্থানে বিরল বনজ তরুগণ।
মূলেতে প্রবেশে অল্প রবির কিরণ॥
কোথা বা অযত্ন-জাত তরু লতিকায়।
মনোহর কুঞ্জ হেরে নয়ন জুড়ায়॥
পলাশ, পারুল, বক, করুবক আর।
শোভে মাঝে২ পরি কুসুমের হার॥
নানাজাতি বনচর চরিতেছে বনে।
দর্শনে উপজে ভয় ভীরুজন মনে।"

ইহা দেখিয়া পাঠকগণ বিবেচনা করিতে পারিবেন, এরূপ বর্ণনা কেমন সঙ্গত, সুমধুর ও ভাবপূর্ণ।

বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র আমাদের অপরিচিত নহেন। ইঁহার বঙ্গভাষায় বিলক্ষণ অনুরাগ আছে, এবং উহার উন্নতি ও সৌকর্য্যার্থে তাঁহার বিশেষ আস্থা ও যত্ন দৃষ্ট হয়। ইনি ইতিপুর্ব্বে "জানকী নাটক" 'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা,' 'কবিকলাপ', 'কবিতাকৌমুদী,' প্রভৃতি কয়েকখান গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় রচনা করিয়া আপনার কবিত্ব-শক্তির ও মাতৃভাষায় বুৎপত্তির সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে যে বিষয়ে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত দুরূহ ও বহু ব্যয় ও সময় সাধ্য, আমরা প্রার্থনা করি, তিনি অবলম্বিত বিষয়ে নির্ব্বিঘ্নে কৃতকার্য্য হয়েন। এই রামায়ণের মূল্য ।√০ আনা।

Part II. *No* 3.

NABA PROBUNDHA

A

MONTHLY MAGAZINE.

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহ বিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ।	আষাঢ়, ১২৭৪।	মাসিক মূল্য ... ।০
৩ য় সংখ্যা।	জুলাই, ১৮৬৭।	অগ্রিম বার্ষিক ২॥০

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

Printed at the Girish Vidyaratna Press,
No. 58—5. Mirjapur.

নব-প্রবন্ধ কার্য্যালয়। যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীট ১৮।২ নং ভবন।

Price 5 annas. মূল্য ।/০ আনা।

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতাংমেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ।	আষাঢ়, ১২৭৪।	মাসিক মূল্য . ।০
৩য় সংখ্যা।	জুলাই, ১৮৬৭।	অগ্রিম বার্ষিক ২॥০

শশিপ্রভা।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

(কুটিরাভ্যন্তরে)

কমলিনী-হৃদয়-বল্লভ অস্তাচল গমনোন্মুখ হইতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া, মেঘমালাবৃত লোচনানন্দদায়ক পশ্চিমাচল, লোহিতবর্ণ সুদৃশ্য সুবর্ণ সিংহাসন সুসজ্জীভূত করিতে সচেষ্টিত হইতেছিল। চক্রবাক-মিথুন, সারস সারসী, হংস হংসী প্রভৃতি জলক্রীড়া-কৌতূহলি বিহঙ্গমদল, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কেহ বা শৈকত ভূমিতে কেহ বা উপকূলপ্রান্তে বসিয়া চঞ্চু দ্বারা পরস্পর নানা প্রকার আনন্দদায়ক কেলি করিতেছে। কেহ বা জলক্রীড়ায় মত্ত হইয়া পক্ষপুট বিস্তার করত নির্ম্মল নদনীরে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। মলয়মারুত মন্দ মন্দ গতিতে সঞ্চালিত হওয়াতে সলিলে সমান ভাবে তরঙ্গ-লহরী উত্থিত হইয়া নলিনী-দলকে দোলিত করাতে বোধ হয় যেন অনুচিতাচরণ-কারিণী অরবিন্দ অবিরত মধুব্রতকে মধু দান করিতেছে বলিয়া, তদীয় নায়কের অস্তাচল গমন অমঙ্গল-বার্ত্তা দিয়া পামর মধুপকে ত্যাজ্য করিতে কহিতেছে। তাই মৃণালিনী অভিমানভরে আধ আধ ঊর্দ্ধ দৃষ্টে

অঞ্চল দ্বারা বদন ঝাঁপিবার চেষ্টা করিতেছিল। ভ্রমর অভিমান ভরে দুর্দ্দান্ত দম্ভ প্রকাশ করত ঝঙ্কার দিয়া ফুল হইতে বহির্গত হইয়া মনের খেদে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। কাননে কুরঙ্গিণী শাবক সমভি-ব্যাহারে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে গ্রীবাভঙ্গি দ্বারা উপত্যকাস্থিত নির্ঝরিণীকে দৃষ্টি করিতেছে। হরি অস্তাচলপাটে বসিতেছেন দেখিয়া হরিণচয় জলপান-লালসায় নদকূলে আগমন করিতেছে। দিক্‌ব্যাপিত মহীধরনিচয় নীল, লোহিত, পীত ও ধবল প্রভৃতি অপূর্ব্ব বর্ণ ধারণ করাতে ঋতুরাজের বিজয়-চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে। নিকটস্থ কাননকুঞ্জে নাগকেশর, বকুল, চম্পক, অশোক প্রভৃতি নানা প্রকার বনজ কুসুমচয় প্রস্ফুটিত হওয়াতে এবং সমীপস্থ পর্ব্বতশিখরারূঢ় হইয়া মত্ত মাতঙ্গ সকল চন্দন-বৃক্ষ-শাখাচয় ভগ্ন করাতে কি নিরুপম সুরস সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। দহিয়াল প্রভৃতি গায়ক বিহঙ্গমপুঞ্জ মহীরুহশাখাপ্রান্তে বসিয়া সুমধুর তানে মহীতলস্থ যাবতীয় জীবের মনোহরণ করি-তেছে। সন্ধ্যা সমাগমের এখনও অনেক বিলম্ব আছে বলিয়া পিককুল কুহুস্বরে ধরাকে প্রবোধ প্রদান করিতেছে।

পথিক এমন সময় দুঃখিতান্তঃ-করণে সেই পত্রনির্ম্মিত কুটীরা-ভ্যন্তরে বসিয়া যাবতীয় সুদৃশ্য বিশ্ব-নাট্যশালা দর্শন করিয়া কত প্রকার ভাবান্দোলিত করিতেছেন। হে বিশ্ববিনোদন! তোমার অসা-মান্য সৃষ্টিতে কি চমৎকার পদার্থই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। হে দৈব! তোমার কি অসাধারণ প্রভাব! এই সুরম্য স্থানে আনীত হওনাবধি কত প্রকার নয়ন-প্রীতিকর অনভি-লষিত বস্তুর প্রাপ্তি প্রত্যাশা বল-বতী হইতেছে। একাকী এত বিপন্ন হইয়াও মন প্রফুল্ল হইতেছে। সুন্দরী সন্দর্শনে তাঁহার মনে যে একটি ভ্রান্তি জন্মাইয়াছিল, সেই বিষয় এক এক বার মনে২ তর্ক করিতেছিলেন। "যে অনুপম রূপলাবণ্যবতী মোহিনীমূর্ত্তি ও প্রিয়দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করি-য়াছি, সে কি স্বপ্ন? না, আমিত সেই হেমাঙ্গিনী মরালগামিনী কামিনী-গণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের বাসস্থান পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি।

তবে সেই সুকুমারী কামিনীদ্বয় কি ঐন্দ্রজালিকা? আহা! আমি যে কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না। আমার মন কেন এত উৎকণ্ঠিত হইল? প্রাণ আর কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতেছে না কেন? আহা! আমার মানস-পটে সেই মোহিনীমূর্ত্তি এখনও যেন চিত্রিত রহিয়াছে। মন! সেই সুকুমারমতি বহুগুণ সম্পন্না সুন্দরীরা সন্দর্শনের আশা আর কেন বলবতী করিতেছে? যখন তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিলাম কেন তখন সেই শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বিরত হইলে, তাহাহইলে কৌশলক্রমে কোন প্রকারে সেই অতুলনা ললনাদের পরিচয়ও ত পাইতাম। রে হতভাগ্য মন! সুধাকরকে করদ্বারা স্পর্শ করিয়া পরিত্যাগ করিলে! রে নয়ন! আর কি সেই প্রিয়বস্তু দর্শনে পরিতৃপ্ত হইবে?” ক্ষণেক উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করত দিবাকরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছেন, “হে কমলিনীকান্ত! তুমি হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে স্বীয় কান্তার সহিত অনুচিত ব্যবহার করিয়া বিয়োগ-বিধুর পান্থকে এই বিজন মাঝে এত দুঃখ দেওয়া উচিত হয় না? ইত্যাদি নানা প্রকার বিলাপকর বাক্য দ্বারা প্রশ্নোত্তর আপনিই করিতেছেন. ক্ষণ পরেই আবার মনকে কহিতেছেন, মন চল সেই রূপরাশি-বিশিষ্টা হরিণাক্ষী কোমলকান্তি কামিনীদ্বয়কে মনের সাধে দর্শন করিগে। আহা! কি রূপলাবণ্য এমন ত কখন দেখি নাই! এখন কোন্ উপায়াবলম্বন দ্বারা সেই রমণীরত্ন দর্শনে নয়ন সার্থক করিব!” এখন কি করি? উঃ, বসন্ত সময় কি ভয়ানক! এসময়ে বিরহবিধুর পথিকের হৃদয় কেমন করিয়া স্থির থাকে।

ঋতুরাজের প্রধানামাত্যের শরাসন কি নিষ্ঠুর! নয়ন-পথান্তরাল হইতে নির্দ্দয় পীড়াদায়ক কুসুমশর নিক্ষেপ করিয়া পান্থজনকে অনবরত ক্লেশ দিতে কি ক্রটি করে না? সেই জন্যই বুঝি মার-নামে বিখ্যাত হইয়া ঋতুরাজের শ্রেষ্ঠ সহচর বলিয়া লোকসমাজে পরিগণিত হইয়াছেন? আহা, নবানুরাগের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! এইরূপ কামিনী-চিন্তায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া আর স্থির হইতে পারিতেছেন না। এমন সময় সন্নিহিত বনমধ্যে মনুষ্য-পদ-চালিত

শব্দ শ্রবণ করিয়া নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই একটী সপ্তবিংশতিবয়স্কা, ঈষৎ গৌরাঙ্গী, মধ্যমাকৃতি, চঞ্চলাক্ষী রমণী কুটীর-বহির্ভাগে ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে? তৎপশ্চাতে আকাঙ্ক্ষিত রমণীরত্ন-দ্বয় বিস্ময়াকুল-লোচনে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছেন। পথিক প্রীতি-বিস্ফারিত অনিমিষ লোচনে মনোহারিণীদিগকে দেখিতে লাগিলেন। আহা, বিধাতা বুঝি এই কাননবাসিনী কামিনীদ্বয়কে মনের সাধে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন! এইরূপ নানাপ্রকার, চিন্তা করিতেছিলেন। প্রথমা রমণী অবিলম্বেই সেই পর্ণ-কুটীরাভ্যন্তরে অপরিচিত পথিককে সহসা দেখিয়া করুণস্বরে কহিতে লাগিল, "আপনি কে? কোথা হইতে কি প্রকারে আমাদের বিলাসবনে উপস্থিত হইয়াছেন? আমরা রাজাজ্ঞানুসারে স্বাধীনতায় এখানে নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকি, আপনাকে দেখিয়া আমাদের মনে বড় আশঙ্কা হইতেছে, অপরিচিত থাকা উচিত হয় না, সহচরীরা ভীত হইয়াছেন" পথিক কুটীর প্রান্তে যাইয়া প্রত্যুত্তরে কহিলেন "আমি বিদেশী পথিক, স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম, ভ্রমে দৈবকর্ত্তৃক এখানে আনীত হইয়াছি, আমার আর দুইটী বয়স্য সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারা যে কোথায় পড়িয়াছেন বুঝিতে পারি না, আমি কোন ছলনাকারী শত্রুপক্ষ নহি, এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছি, কি করি, আপনাদের এই কুটীরটী অবলোকন করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক অগত্যা নানাপ্রকার ভাবিতেছি, ক্রমেও দিবাবসান হইতেছে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া কামিনীগণ কিঞ্চিৎ উৎসুকা হইয়া, সকলেই কুটীরপ্রান্ত পৌরকে দণ্ডায়মানা হইয়া পরস্পর কি বলিলেন, পথিক তাহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হইলেন না, এবং ক্ষণ পরেই পথিকের হৃদয়ানন্দদায়িনী কামিনীদ্বয় কাননস্থিত কুসুমের সৌরভ সেবন করিতে করিতে এক একবার অনিমিষ লোচনে আগন্তুককে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রথমা রমণী (যিনি পথিককে সম্বোধন করিয়াছিলেন) উপবনস্থিত বকুল ফুল, ও কাটমল্লিকা কএকটী সংগ্রহ

করিয়া বেড়াইতেছিল, পরে সকলেই নদ-নীরের বিশুদ্ধ বায়ুসেবনে চলিলেন। পথিকও তাঁহাদের কিঞ্চিৎ দূরে পশ্চাৎ গমন করিতেছেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া যুবক কহিলেন "হে কামিনীগণ, আপনারা কোন রাজকুলপ্রসূতা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে? দেখিতেছি তিনটী স্ত্রীরত্ন এই নিবিড় কানন মাঝে কেন বাসস্থান স্থির করিয়াছেন, পরিচয় প্রদানে অধীনকে কৃতার্থ করুন, আপনাদের দর্শনে আমার যাবতীয় দুঃখ দূর হইল, যতক্ষণ এথায় আছেন, পীযূষসদৃশ বচনে আমার মানস-চকোরকে পরিতৃপ্ত করিলে ভাল হয় না? প্রত্যুত্তরকারিণী প্রথমা রমণী কহিল, পরিচয় দিতে আমাদের মনে কিছু ভয় হয়, কেননা আপনি বিদেশী আমরা সরলহৃদয়া অবলা কুলবালা, পাছে কোন বিপদ ঘটে সেই বড় আশঙ্কা। সহসা পুরুষ দেখিলে স্ত্রীজাতি লজ্জানুরোধে স্বভাব-শৃঙ্খল ভঙ্গ করিতে পারে না, আপনি যদ্যপি একান্ত উৎসুক হইয়া থাকেন তবে আসুন ঐ উপকূলের অনতিদূরে বৃক্ষতলে বসিগে। যুবক সাহ্লাদে গমন করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, প্রভাত সময়ে পথিক যে কামিনীদ্বয়কে দৃষ্টি করত এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, এখন সেই কামিনীদ্বয় মধ্যে কনিষ্ঠা রূপরাশি বিশিষ্টা রমণীরত্ন, পথিকের দর্শনে মনে মনে কতপ্রকার ভাবিতেছিলেন, ও এক একবার প্রীতিজনক নয়নে কটাক্ষ করিতেছেন, মনে কত প্রকারই অনুরাগ উপস্থিত হইতেছে। শরাসন অতনু হইয়া ফুলবাণ নিক্ষেপ করাতেই ক্ষণে ক্ষণে শরীর লোমাঞ্চিত হইতেছিল, না হবে কেন, উভয়েই সমান ভাবে অধৈর্য্য হইয়াছিলেন। এস পাঠক উপকূলে কামিনীগণের পরিচয় শ্রবণ করিগে।

সুধাকর করতলে।

কামিনীগণ ও আগন্তুক উপকূল প্রান্ত ভূমিখণ্ডে দূর্ব্বাদলাসনে উপবেশন করিলেন। পথিক তাহাদের যদিও অদূরে বসিয়াছিলেন তথাচ তাহার মনে কোন কৃত্রিম ভাব ছিল কি না তাহা তিনিই জানেন।

এইরূপ উপবেশনান্তে সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়স্থা কামিনী আসাম দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে স্বীয়বস্ত্র গ্রথিত তাম্বূলদ্বারা আগন্তুককে সম্ভাষণ করিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন "দোরঙ প্রদেশে তেজপুর নামক প্রসিদ্ধ রাজধানীর রাজা রত্নধর, ভোট নাগ প্রভৃতি কএকটী পার্ব্বতীয় অসভ্য দুর্দ্দান্ত জাতির অত্যাচারে ও ব্রহ্মদেশীয় বাদসাহের উপদ্রবে, রাজ্য ত্যাগ পূর্ব্বক এই স্থানে দেবারাধনার্থে আসিয়া অজ্ঞাতরূপে বাস করিতেছেন। শত্রুগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছে শুনিয়া এক্ষণে রাজা শীঘ্রই রাজধানীতে পুনর্গমন করিবেন এমত কল্পনা আছে, ভূপতির এই দুইটী মাত্র দুহিতা, আর অপর বংশধর নাই। এই যে অনন্যমনা হইয়া নদ নিরীক্ষণ করিতেছেন ইনি জ্যেষ্ঠা এর নাম "ইন্দুপ্রভা" "কৈলাবর" নামক প্রসিদ্ধ পর্ব্বতাধিকারি "রাজা মহীধরের" পুত্র কুমার বিজয়কেশবের প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণী ছিলেন, সম্প্রতি মানেদের দ্বারা পরাভূত হইয়া শত্রুকর্ত্তৃক সবংশে বিনষ্ট হওয়াতে ইনি পিতৃগৃহে পুনরর্পিতা হইয়াছেন। তাইতে বিনোদিনী সর্ব্বদা মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছেন। এবং এই যে সুলোচনা চন্দ্রমুখী নবযৌবনসম্পন্না ভাবিনী, ইহাঁর নাম "মেঘমালা" মহারাজের অতি স্নেহের পাত্রী কনিষ্ঠা কন্যা বলিয়াই আদর করিয়া "শশিপ্রভা" সম্বোধন করিয়া থাকেন। এবং লোকেও "শশিপ্রভা" বিখ্যাত। এখন ইনি অবিবাহিতাবস্থায় কালযাপন করিতেছেন, মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াই এই ষোড়শীর বিবাহোদ্‌যোগ করিবেন, অধীনীর নাম "হেমতরী" শৈশব কালে পিতৃহীন হওয়াতে জননী "শিবসাগরান্তর্গত" "রাজমায়া" নামক বিখ্যাত স্থান হইতে এখানে আসিয়া রাজা রত্নধরকে উপঢৌকন স্বরূপ আমাকে প্রদান করেন, তদবধি আমি রাজাকে পিতা জ্ঞানকরত প্রতিপালিত হইয়া এতাবৎ কাল তাঁহার আশ্রয়ে এই রাজকুমারীদের সহচরী বলিয়াই কালযাপন করিতেছি। ইহাদেরও অভেদ্য স্নেহে অনুগৃহীত হইয়াছি,

রাজা আমার বিবাহ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বলিতে কি, আমার সে বিষয়ে প্রয়াস নাই, তবে নানাবিধ আমোদ প্রমোদে কাল কাটাই"। এখন মেঘমালার মনোমত প্রাণেশ্বর হইলেই আমাদের যার পর নাই আহ্লাদ হয়। আপনি কি কোন কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার সুদৃশ্য মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। হোমন্তরী যখন এই সকল বৃত্তান্ত কহিতেছিল- মেঘমালা এতাবৎ কাল এক মনে শুনিতেছিলেন, বিবাহের কথা হইলে তিনি স্বভাব কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইলেন, নদের তরঙ্গের ন্যায় মন অস্থির হইতে লাগিল, সমীরণ সেবন যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে দহন করিতেছে এমনি অসহ্য হইয়া উঠিল। নদের প্রশস্ত বালুকাময় ধবলাকার স্থান যেমন আতপতাপে তাপিত হইবায় ক্লেশদায়ক হয় তাহার মনও তদ্রূপ হইয়াছিল। গগণ প্রদেশের নির্ম্মলতা ও পশ্চিমদিকের নয়নপ্রীতিকর শোভা দৃষ্টে তাঁহার মনে কত প্রকার ভাব উত্থিত হইতেছিল। উঃ সখি হোমন্তরী এই জ্বালা বৃদ্ধি করিল, এই রতিপতি সদৃশ পান্থকে দেখিয়া অবধি আমার মন কেন এত বিচলিত হইতে লাগিল। কিছুই যে ভাল লাগে না, কেবল ঐ মুখচন্দ্রাবলোকন করিলে মনঃ শান্ত হয়।

যখন অদর্শন রূপ-তিমিরাচ্ছন্ন হইবে, বোধ হয় তখন আর বাঁচিব না। যাহা হউক প্রিয় বস্তু যতক্ষণ নিরীক্ষণ করা যায় ততক্ষণই ভাল। মেঘমালা অপরিস্ফুট বচনে এইমাত্র কহিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, সুন্দরী সম্বোধনে পথিক কহিতেছেন, "আহা কি চমৎকার নাম গুলিন শ্রবণ করিলাম "ইন্দুপ্রভা" যথার্থই যেন নামের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ভূপতি কি সারগ্রাহী, মেঘমালাকে শশিপ্রভা বলিয়া ডাকাতে যথার্থই গুণের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া আমার যাবতীয় দুঃখ মোচন হইল, বলিতে কি, আমি এই ভীষণ নিবিড় বনমাঝে যেন আমার সহস্র রত্ন লাভ হইল। ঐ দেখ কমলিনী-কান্ত আপনাদের পরিচয় শ্রবণান্তে যেন মদীয় দুঃখা-

নলোত্তপ্ত কলেবর শীতল করিবার নিমিত্ত উর্দ্ধ করে চরম সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন। কুমুদবল্লভ বিয়োগ বিধুরা কুমদ বধূর বিরহ শান্তি করিবার জন্য আস্তে ব্যস্তে পূর্ব্বাচলের শিখরারূঢ় হইলেন, নীল বর্ণ চন্দ্রাতপ সদৃশ নভোমণ্ডল নক্ষত্ররূপ হীরক খণ্ডে শোভিত হইল। আহা প্রকৃতির মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য দেখিবার নিমিত্ত কাহার অন্তঃকরণ কৌতুকাক্রান্ত না হইয়া স্থির থাকিতে পারে। যুবক পুনর্ব্বার ভাবিতে লাগিলেন, " আহা এতাদৃশ রূপ লাবণ্য এরূপ মনোহর ভাবভঙ্গী ও এমন হাস্য মাধুরী আর কাহার আছে ? যত বার দেখিতেছি তত বারই অভিনব বলিয়া বোধ হইতেছে, এই বলিয়া হৃদয়ের প্রতি কহিলেন" "হৃদয় আশ্বাসিত হও, আর ব্যাকুল হইও না"।

এই বলিয়া আবার যখন পথিক তাঁহাদিগকে একতানমনে দেখিতেছিলেন, তখন তাহারা ইতস্ততঃ সন্ধ্যা সমাগমের রমণীয় শোভা দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাদের পশ্চাদ্দিকে, মনুষ্যের গলার স্বর, যেন কেহ গীত গাইতে গাইতে আসিতেছে, এমত অস্পষ্ট বোধ হইল, পথিক কিছু সঙ্কুচিত হইলেন, হোমতরী জিজ্ঞাসা করিল কে ও"।

প্রত্যুত্তরে কহিল আমি "লেইও" হোমতরী কহিল কেন। (নিকটস্থ হইয়া) লেইও কহিল, "এখন হাওয়া খাওয়া হয় নাই, চল, রাণী দেবমঠে তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন"। এই লেইও নিকটস্থ হইয়া পথিককে দেখিয়া সম্ভ্রমে নমস্কার করিল, তিনিও নমস্কার প্রত্যার্পণ করিলেন। লেইও রাজা রত্নধরের ক্রয় করা দাস, বয়স প্রায় চল্লিশ, ঈষৎ দীর্ঘাকার শরীরে মাংস অধিক না থাকাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট, ও যেমন অট্টালিকোপরি অশ্বত্থ বৃক্ষ হইলে প্রাচীরে যেরূপ মুল সকল দৃশ্য হয় তেমনি ইহার শরীরস্থ শিরা সকল দেখা যাইতেছিল, দন্ত গুলিন জগন্নাথের পাণ্ডাদের দাঁতের মত, কিম্বা ছোট ছোট বাদা চিংড়ির মত বলিলেও বলা যায়, মাথায় চুল লম্বা, কাণে কেরু *১, আসাম

* কর্ণে পাথরের গহনা বিশেষঃ আসামের কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলে ব্যবহার করে।

দেশের রীতি অনুযায়ী কটিতে এক থানি "খম্‌টী দা" ঝুলিতেছিল, স্কন্ধে এক ছোট পুটুক† তাহাতে পান্‌ কাঁচা সুপারি ইত্যাদি ছিল, আকৃতীতে গঙ্গার ঘাটের উড়ে ঘেটেল ব্রাহ্মণের মত। মধ্যে মধ্যে গান গাইতেছিল, তাহা বুঝে ওঠা ভার। পুনর্ব্বার কহিল, চলনা বিলম্ব কেন" তখন না গেলেও নয়, অথচ কেমন করিয়াই বা যেতে পারি" এই উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইল। হোমতরী কহিল "আগন্তুক আপনি এখানে ক্ষণেক বিলম্ব করুন, আমরা শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব, "অনুমতি হয় ত আসি" যুবা কহিলেন, দূত আসিয়াছে, বলিব কি, আমি এই উপকূলেই থাকি। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দানে বাধিত করিতে হইবে। অতঃপর সুন্দরীরা দাস সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

হর্ষে বিষাদ।

ইন্দুপ্রভা, মেঘমালা, হোমতরী, পথিককে একাকী রাখিয়া দূত সমভিব্যাহারে চলিলেন, পথিমধ্যে আগন্তুক সম্বন্ধে কোন প্রকার কথোপকথন হইতেছিল কি না, তাহা বলা বাহুল্য, পাঠক আপনিই অনুভব করিতে পারিবেন। এদিকে পান্থ সুচারু সুধাকরের সুদৃশ্যচ্ছবি দেখিয়া রমণী রত্নদের হাব ভাব ও অঙ্গসৌষ্ঠব ভাবিতে লাগিলেন, আহা, "ইন্দুপ্রভার কি অলৌকিক রূপলাবণ্য, মুখখানি যেন ঢল ঢল করিতেছে। আলুলায়িত কেশভার বিনা বেণীতে কবরী বদ্ধ হওয়ায় কপোল দেশে দুই একগাছি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাতে আবার মন্দ২ মলয় বায়ুদ্বারা চালিত হইতেছিল এতেই কত শোভা। লোচন যুগল পটোলের ন্যায় আকর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়াই যেন শ্রবণদ্বয় তাহাদের গতি রোধ করিতেছে তাই বুঝি ক্রোধভরে রক্তবর্ণ হইয়া চঞ্চলা স্বরূপ ইতস্তত ধাবমান হইতেছিল, নাসিকার কি উত্তম গঠন খগচঞ্চু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বক্ষঃস্থিত কুচদ্বয় বিন্ধ্যগিরির ন্যায় উন্নতশির, বাড়িলে পড়িতে হয় এজন্যই বুঝি নতশিরে অধোমুখ হইয়াছে। আহা! এই সৌকমার্য্য সময়ে পতিহীনা হও-

† কাচের ন্যায় পাথর কর্ণগহনা।

য়াতে, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, হে জগদীশ্বর এই অশেষ রূপ গুণ সম্পন্না কামিনীকে অনাথা করিয়া এত দুঃখ দিতে কি জন্য বিরত হইলে না........। আহা! কি নয়ন প্রীতিকর রূপমাধুর্য্য, দেখিয়া শিরীষ কুসুম লজ্জায় বনে বাস করিয়াছে। মেখলায় গুরিয়া (রেশমীয় বস্ত্র) পরিধান, তাতেই যেন নবমালিকার ন্যায় শ্রী ধারণ করিয়াছেন, যতক্ষণ আমার সমীপস্থা ছিলেন, একটি কথাও কহিতে শ্রবণ করি নাই। যাহাহউক, দেহটী ঈষৎ দীর্ঘাকার বটে, কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠবে কুৎসিতা দেখা যায় নাই, আমার নয়ন অনবরতই সেই সুলোচনা সুকুমারমতি কামিনী প্রধানাকে নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, আবার মেঘমালা যে ভঙ্গীতে বসিয়াছিলেন তাঁহার মুখশ্রী কোকনদ অপেক্ষাও মনোহর, আহা কি নয়নযুগল, ইন্দুপ্রভা হইতে উজ্জ্বল ও প্রীতিকর, বঙ্গাঙ্গনার ন্যায় অলকা তিলকা বিশিষ্ট ললাট প্রদেশ নহে, কিম্বা কোন বেশ-বিন্যাসও নাই, কেশরাশি একত্র সমবেত করা কবরীবন্ধ বিনাইয়া বেণী বান্ধা নহে, খাঁড়ি মুসুরির দাল উত্তম ধোওয়া মলমলে বাঁধিলে যেরূপ সুন্দর আভা প্রকাশিত হয়, মেঘমালার বর্ণ সেইরূপ অর্থাৎ দুধে আল্‌তা। বক্ষঃস্থলে মনোরম সুদৃশ্য কুচগিরি দেখিয়া যেন পর্ব্বতচয় আপন হৃদয়ে ও শিরে মহীরুহগণকে স্থান দিয়া মনোদুঃখে নিয়ত দাবানলে দগ্ধ হইয়া থাকে, এবং নিয়ত নির্ঝরিণীদ্বারা অশ্রুপাত করিয়া থাকে। আহা! জীবিতেশ্বরী ললনার তুলনা আর কি আছে?

"ভাদ্র মাসের ভরা নদী" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "শক্র ফিরে চায়" এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই, বিধাতা কি নির্জ্জনে বসিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আগন্তুকের মনে কত প্রকার ভাব উদ্দীপন হইতেছিল, কুমুদবন্ধু স্বীয় কান্তার প্রতি অসাধারণ প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক আকাশাসনে উপবেশন করিলেন। নক্ষত্রমালা সমুজ্জ্বল ভাতিতে প্রকাশ পাইতেছিল। পথিক ক্ষণেক অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক সেই হৃদয় বিলাসিনী রাজকুমারীর অকলঙ্ক মুখশশী ভাবিতেছ

শরীরে স্বেদ সলিল তুষারের ন্যায় অনর্গল নির্গত হইতেছিল। এত যে স্নিগ্ধকর বায়ু তাঁহার কোন উপকার করিতে পারে নাই। রসাল বৃক্ষ শাখায় বসিয়া কোকিল কুল কুহু স্বরে তাঁহাকে আরো আকুলিত করিতেছিল। যামিনী আগতা দেখিয়া তিনি এখন কি করিবেন তাই ভাবিতে ছিলেন, মনেং করিতে ছিলেন যে আর কি সেই সুন্দরী দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয় সার্থক করিতে সমর্থ হইবেন। এমন সময় নিশামৃগচয় কুশবন মধ্যাস্থিত শিংশপা বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রব করাতে বন ও উপকূল ভয়ানক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, কৌষিককুল শাল্মলিবৃক্ষশাখায় বসিয়া চিৎকার করিতেছে। চন্দ্র-কান্তাকে অলৌকিক শোভাতে শোভিত দেখিয়া চন্দন শারিকা পরস্পর আমোদিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল দর্শনে চরিতার্থ হইতেছিল। চন্দ্র কিরণে নদের বালুকাময় স্থান কি লোচনলোভনীয় দৃশ্য হইয়াছিল, আহা, পরমেশ্বরের কি সৃষ্টি কৌশল, আগন্তুক নদ তটের চতুর্দ্দিক অবলোকন পুর্ব্বক নয়ন সার্থক করিতেছেন, এমন সময় কে যেন তাহার নিকটে আসিতেছে, বোধ হয় স্ত্রী লোক তবে কি সেই হেমতরী? বিলাসিনীদের অদর্শনে পথিকের হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে কামিনীদের দর্শনাশা বলবতী হইল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সোমের প্রতি তারা।

আগে যদি জানিতাম ওহে প্রাণবঁধু।
ফুল্ল ইন্দীবরে তুমি পান কর মধু॥
আগে যদি জানিতাম হে রসনিধান।
প্রেমরসে কামিনীর যুড়াও হে প্রাণ॥
আগে যদি জানিতাম তুমি গুণাকর।
রোহিণীর প্রিয়তম প্রাণের ঈশ্বর॥
তাহলে তোমার প্রেমে তবচিরদাসী।
কি হেতু মজিবে বল ওহে গুণরাশি॥
কিন্তু এক কথা বলি শুন রসময়।
ভুলিবে আমার মন অসম্ভব নয়॥
পৃথিবী মণ্ডলে আছে যত রূপবান।
তুমি সখা সকলের পরাভব স্থান॥
জগত শীতল করে তব স্নিগ্ধ করে।
মধুর লাবণ্য তব মুনি মন হরে॥
একমাত্র সখা তুমি জগত রঞ্জন।
সাধে কি তোমারপ্রেমে মজায়েছিমন॥
যখন পড়িতে পাঠ বসিয়ে বিজনে।
শুনিতাম সখাআমি বসিয়েগোপনে॥

তব শ্রীমুখের বাণী অমৃত সমান।
শ্রবণ-বিবরে পশি জুড়াইত প্রাণ॥
কভু ছল করি সখা নিকটে আসিয়ে।
কহিতে কতেক কথা হাসিয়ে হাসিয়ে॥
সে সময় মনে মনে হইত আমার।
স্বরস সম্পদ তুচ্ছ নিকটে তাহার॥
সেই সব ভাব নব ভাবেতে এখন।
পরিণত হয়ে মন দহিছে জীবন॥
মজিয়ে তোমার প্রেমে ওহে গুণাধার।
করিয়াছি প্রাণেশের প্রেম পরিহার॥
এমনি তোমার প্রেমে মজিয়াছে মন।
ব্রজরাজ প্রতি যেন ব্রজবধূগণ।
যখন লইতে পাঠ গুরুর সদনে।
শুনিতাম এক মনে দাঁড়ায়ে গোপনে।
নয়নে নয়নে বঁধু হইলে মিলন।
অমনি জীবন মন করিতে হরণ॥
ভাসাইয়ে রোহিণীরে যাতনাসাগরে।
কাঁদাইয়ে কুমুদীরে সুখ সরোবরে॥
যামিনীতে যামিনীরে ত্যজি রসময়।
আমার হৃদয়াকাশে হইতে উদয়॥
মমপ্রতি অনুকূল ছিলে হে তখন।
ভাগ্যদোষে প্রতিকূল হয়েছ এখন॥
কিন্তুসখা পোড়া ঘরে আর না রহিব।
নগরের ঘরে ঘরে সতত ভ্রমিব॥
কহিব সবার কাছে ওহে প্রাণধন।
কামিনীর প্রাণহর রজনী রমণ॥
নগর হইতে আমি বনে প্রবেশিয়ে।
অনুরাগে বৃক্ষছালে রাখিব লিখিয়ে।
সকলই অনায়াসে করিবে পঠন।
কামিনীর প্রাণহর রজনী রমণ॥
ওইভাবে গান এক রচনা করিয়ে।
বিদ্যাধরীগণে আমি দিব শিখাইয়ে।
সুরপুরে তাহারা গাইবে অনুক্ষণ।
কামিনীর প্রাণহর রজনী রমণ॥
বন হতে শারিশুকে ধরিয়ে আনিয়ে।
শিখাইব ওই গান যতন করিয়ে॥
উত্তম গাইতে তারা পারিবে যখন।
গৃহে যেতে অনুমতি দিব হে তখন॥
লোকালয়ে গিয়ে তারা গায়ক মতন।
অনুরাগে এই গান গাবে অনুক্ষণ।
কামিনীর প্রাণ হর রজনী রমণ॥
অধিক লিখিতে সখা আর নাহি পারি।
নিয়ত দিতেছে বাধা নয়নের বারি॥

প্রাপ্ত।

আসামের উপাখ্যান।

ভ্রঙ্কশ টরাস যথায় ভীষণ বেশ ধারণ করিয়া বিরাজিত, পতনোম্মুখ শিলা খণ্ড বেগবান নির্ঝর সমূহ, এবং দূরস্থিত পর্য্যটক বর্গের ভয়াতিরেক কারী আর আর নৈসর্গিক ব্যাপার যেখানে নিরন্তর ঘটিতেছে,

সেই ভীষণ ভূধরের শীতল হৃদয় দেশে নর-সংসর্গ-বিরহিত, মানব-মণ্ডলীর আচার ব্যবহার বিদ্বেষী আসাম নামক জনৈক নর-নিন্দুক বাস করিতেন।

আসাম যৌবনকাল মানবগণের সহবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের আমোদ প্রমোদে তাঁহার কিছু মাত্র অনমুরাগ ছিল না। কিরূপে সহবাসী ও শরণাপন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে হয় তাহাতে তিনি শিক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হৃদয়ের কোমলতা জনিত অসমগ্র-দর্শিতা নিবন্ধন, অল্প কালের মধ্যেই দুঃখিদিগের দুঃখ মোচন করিতে করিতে সমুদয় সম্পত্তি ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। যাচকেরা কখন ও তাঁহার নিকট হইতে ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত না। শ্রান্ত পথিকগণ শ্রমাপনোদন না করিয়া তাঁহার দ্বারের নিকটস্থ পথ অতিক্রম করিতে পারিত না। যে পর্য্যন্ত এক কালে শক্তি শূন্য না হইয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত তিনি কাহার উপকার অথবা দুঃখ মোচন করিতে বিরত হন নাই। এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তিনি ভাবিলেন, যাহারা পূর্ব্বে তাঁহার আনুকূল্যে দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইয়াছে এখন সাহায্যের নিমিত্ত আবেদন করিলে অবশ্যই তাহারা করুণরস পরবশ হইয়া তদীয় অনাটন নিবারণ করিতে বদ্ধপরিকর হইবে। কিন্তু কৃতঘ্ন মানব মণ্ডলী তাঁহার দুঃখ মোচন করা দূরে থাকুক, বরং প্রার্থনা শ্রবণে নিতান্ত রুষ্ট হইয়া উঠিল। সংসারের এইরূপ ভাব গতি দর্শন করিয়া তিনি একবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, পূর্ব্বে মানবগণের যেরূপ পক্ষপাতী ছিলেন এক্ষণে তদনুরূপ বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। তাহাদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব অগণিত দোষ, এখন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। যে দিকে নয়ন প্রত্যাবর্ত্তন করেন সেই দিকেই অকৃতজ্ঞতা প্রতারণা এবং বিশ্বাস ঘাতকতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পান। মানবগণের প্রতি যে ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল বহু দর্শন দ্বারা তাহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে মনুষ্য বর্গের সহবাসও তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল, নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিবার স্পৃহা অনিবার্য্য হও-

য়াতে তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া এই ভয়ানক স্থানে আসিয়া অধিবাস করিতে লাগিলেন। বিরুদ্ধ বায়ু হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি একটি গহ্বর সমাশ্রয় করিতেন; আয়াস লব্ধ শৈল-সানু সুলভ বৃক্ষের ফলই তাঁহার আহার্য্য ছিল। বহু বিপদাকীর্ণ প্রস্রবণ হইতে পানীয় সমাহৃত হইত! এইরূপ লোক সমাজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি চিন্তায়, (কখন কখন সহবাসীদিগের মুখাপেক্ষী না হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন এইরূপ আত্ম গৌরব সহকৃত চিত্তপ্রসাদে) সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

টরাসের পাদ দেশে একটি মুকুরবৎ নির্ম্মল জলাশয় ছিল, তন্মধ্যে সম্মুখস্থিত পর্ব্বত শ্রেণীর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত থাকিত। এই হ্রদের তীরে আসিয়া আসাম প্রায়ই তাহার শোভা অবলোকন করিয়া দর্শন-সুখ অনুভব করিতেন। এবং নিতান্ত প্রীত হইয়া বলিতেন বন্যাবস্থায়ও প্রকৃতি কেমন মনোহারিণী ও উৎসব প্রদায়িনী, নিম্ন দেশস্থ সমভূমি ও জীমূতভেদী শিখরেতে কত দূর বৈসাদৃশ্য। ইহারা যেরূপ আবশ্যকীয়, তুলনা করিলে ইহাদের সৌন্দর্য্য নিতান্ত অল্প, এই পর্ব্বত নিঃসৃত গিরি নদী সন্নিহিত জনস্থান সমূহ ফসলে পরিপূর্ণ করিতেছে। বিশ্বের সমুদয় ভাগই মনোরম সত্যময় এবং অনন্ত জ্ঞানের কার্য্য। কিন্তু মনুষ্য—পাপ নিরত মনুষ্যই কেবল স্বভাবের কলঙ্ক স্বরূপ, এবং সৃষ্টির মধ্যে স্বার্থ-পরায়ণ। ঝড় এবং বায়ুবাবর্ত্ত ও উপকারী, কিন্তু কৃতঘ্ন মনুষ্যই পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের খুঁত বলিতে হইবে। যে নরজাতি পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন কারক, আমি কেন সেই হেয় কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। যদি মানবগণ পাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইত, তাহা হইলে প্রকৃতি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুখযুক্ত হইতে পারিত। বিবেকের আদেশানুসারে কার্য্য করিলে সাধু প্রবৃত্তি সমুদয়ের অভ্যুদয় হয়। হে জগদীশ্বর! কেন তবে আমি চিরকাল অন্ধকার সংশয় ও হতাশের বশবর্ত্তী থাকিব। এই কথা বলিয়া উদ্বেগ শান্তি করিবার আশয়ে জলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছিলেন। এমন সময়ে এক তেজস্বী মহাপুরুষ যেন

তড়াগের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে তীর ভাগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার এরূপ প্রতিবোধ হইতে লাগিল। দিব্য গুণোপেত ও গম্ভীর ভাবাপন্ন মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া আসাম নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন, এবং নিমেষশূন্য লোচনে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

মহাপুরুষ কহিলেন "হে বৎস! এরূপ অসমীক্ষ্যকারিতা প্রণোদিত অধ্যবসায় হইতে বিরত হও। ভক্তবৎসল পরমেশ্বর তোমার ন্যায়পরতা দয়াশীলতা এবং দৈন্য দশা দেখিয়া তোমাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অসংশয়িত চিত্তে আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হও কোন ভয় করিও না। নির্ম্মল-হৃদয় ব্যক্তিবর্গ দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ বিপথগামী হইলে তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত জগদীশ্বর আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমার নাম প্রবোধ। অনন্তর আসাম অনতিবিলম্বে হ্রদের উপর অবতীর্ণ হইলেন; তখন সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে জলের উপরিভাগ দিয়া লইয়া চলিলেন। হ্রদের মধ্য স্থলে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা উভয়ে মগ্ন হইতে লাগিলেন; সলিলে মস্তক আবৃত হইল। আসাম জীবনাশায় বিসর্জ্জন দিবেন এমন সময়ে দেখিলেন জলের তলস্থিত অন্য এক পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই পৃথিবী পূর্ব্বে কখন ও নর পদ প্রহত হয় নাই। যখন তিনি দেখিলেন, আসন্নত্যক্ত ভুবনের ন্যায় তথায়ও সূর্য্য আছে উপরিভাগে আকাশ ও পাদদেশে দূর্ব্বাদল রহিয়াছে তখন আর তাঁহার বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না। প্রবোধ বলিলেন "তোমার বিস্ময়ের কারণ আমার সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে কিন্তু ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। তোমার যে সকল সন্দেহ জন্মিয়াছে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের মনও এইরূপ সংশয়াকুল হইলে তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই ভুবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানকার প্রাজ্ঞ মনুষ্য বর্গ তোমার অভিমতানুযায়ী পুণ্যাত্মা, ইহারা ভ্রম ক্রমেও কখন পাপপথে পাদ বিক্ষেপ করে না। পৃথিবীর সহিত এস্থানের

আর আর বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, কেবল এখানকার অধিবাসীগণ কস্মিন্ কালেও অসন্মার্গে ধাবিত হইবার নহে। যে স্থান তুমি অল্প কাল হইল পরিত্যাগ করিয়াছ যদি এই স্থান তোমার অপেক্ষাকৃত মনঃপূত হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট জীবন এই ভুবনে যাপন করিতে পারিবে। কিন্তু তোমার যে যে সন্দেহ আছে তৎসমুদায় ভঞ্জন এবং অত্রস্থ অধিবাসীদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার নিমিত্ত, আমাকে কএক দিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইবে।

আসাম আহ্লাদে উন্মত্ত প্রায় হইয়া বলিলেন, "কি? পাপ শূন্য পৃথিবী! অসদাচরণ শূন্য মানব"? আমার প্রার্থণা গ্রাহক পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ এইরূপ স্থানই সুখ শান্তির ধরিত্রী; অকৃতজ্ঞতা প্রতারণা অত্যাচার ইত্যাদি বিমুখ ব্যক্তি বর্গের সংসর্গে বাস করিতে পাইলে অমরতাও স্পৃহণীয় হইয়া উঠে ও শ্রেয়স্কর বোধ হয়। দেবাত্মা উত্তর করিলেন "ক্ষান্ত হও এখন আনন্দ প্রকাশ করিবার সময় নয়। তোমার চতুর্দ্দিকে অবলোকন কর, আমাদের সমক্ষে যাহা উপস্থিত হয় তদ্বিষয় ভাল রূপে বিবেচনা করিয়া দেখ, দেখিয়া সেই সকল বিষয় আমার নিকটে বলিতে সঙ্কোচ করিও না। এখন যে দিকে ইচ্ছা গমন কর আমি তোমার পথ প্রদর্শক রহিলাম।"

আসাম সম্পূর্ণরূপে বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং কতক্ষণ ইতস্ততঃ নিঃশব্দে পরিক্রমণ করিলেন। অবশেষে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন। "ঊর্দ্ধতন পৃথিবীর ন্যায় এখানেও হিংস্র জন্তু এবং তাহাদিগের ভক্ষণোপযোগী আর২ জন্তু দেখিতেছি। যদি আমি আর্য্যতম মহম্মদকে পরামর্শ দিতে আদিষ্ট হইতাম তাহা হইলে এখানে হিংস্র জন্তুর সমাবেশ কোন ক্রমেই হইতে পারিত না।" প্রবোধ স্মিতবদনে বলিলেন, "নিকৃষ্ট জন্তুর প্রতি তোমার অপর্য্যাপ্ত সদয় ভাব দেখিতেছি। জন্তুদিগের সম্বন্ধে উভয় পৃথিবীই একরূপ। সমতার একটি সহজ বোধ্য কারণও আছে, মাংসাশী পশু সমূহ তৃণাহারী সত্ব সকল নিপাত করাতে তাহাদিগের বৃদ্ধির কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা

যায় না। বস্তুতঃ নিকৃষ্ট পশুদিগের উপচয় সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। যাহা হউক. চল এখন নগরে যাই, নাগরিকগণের অবস্থা এবং ভাব চরিত্র দর্শন করিলে বহুতর শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা।”

তাঁহারা সত্বর অটবী অতিক্রম করিয়া নিষ্পাপ ব্যক্তিবর্গের আবাস নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নির্দ্দোষীদিগের সংসর্গে কিরূপ আমোদ হইবে আসাম পূর্ব্বেই তাহার আভাস পাইলেন, বনসীমা উল্লঙ্ঘন করিবা মাত্রই দেখিলেন, এক ব্যক্তি বন্য বিড়ালযূথ দ্বারা অনুসৃত হইয়া পলাইতেছে। ভয়ের সমুদয় লক্ষণ তাহার বদন মণ্ডলে দেদীপ্যমান। আসাম এতদ্দর্শনে বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া বলিলেন ‘একি! এরূপ দুর্ব্বল অগণ্য পশু দল ইহার কি করিতে পারে। পলায়ন করে কেন? এই কথা শেষ না হইতে হইতে দেখিলেন, আর এক ব্যক্তি দুইটী কুকুরের আক্রমণে নিতান্ত ভীত হইয়া শর-বেগে পলায়ন করিতেছে। আসাম পথ প্রদর্শক দেবযোনির দিকে মুখ বিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, “এইরূপ ব্যাপার নিশ্চয়ই বিস্ময় জনক। এরূপ হইবার কারণ কি? কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রবোধ বলিলেন, “প্রথমতঃ এই নগরের অধিবাসিগণ পশু বধ করা অন্যায্য ভাবিয়া আপনাদিগের ভাবী রক্ষার কোন উপায় করিয়া রাখে নাই। এখন পশু সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে এবং দুর্ব্বল মানব মণ্ডলীর উপর উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। আসাম বলিলেন, ব্যামোহকারী পশু বধ করা আয়াস-সাধ্য ছিল না। প্রবোধ আসামের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যবদনে বলিলেন, “এরূপ ঔদাস্যের এইত চরম ফল। ——তুমি ইতি পূর্ব্বে নিকৃষ্ট জন্তুদিগের প্রতি যেরূপ সদয় ভাব প্রকাশ করিয়াছ, এখন স্বয়ং তাহার প্রতিবাদ কর কেন? বোধ করি পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়াছ। আসাম এতৎ শ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিলেন “ভগবন্ আমি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি, এক্ষণে সম্যক প্রতিবোধ হইতেছে যে পশুদিগকে দমন করিয়া পৃথিবীতে নিরাপদে থাকিবার নিমিত্ত কৌশল ও অযথা ব্যবহার দূষণীয়

নহে। এখন পশুদিগের সহিত মানব মণ্ডলীর ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রয়োজন নাই; তাহারা পরস্পর কেমন সদ্ভাব সম্পন্ন তাহাই সম্প্রতি দর্শনীয়।”

সেই নগরে মনোরম প্রাসাদ সকল অথবা অন্য কোন চারু-কর্ম্মের চিহ্ন মাত্র ছিল না। আসাম এতদ্দর্শনে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলে প্রবোধ বলিতে লাগিলেন, “ভদ্র! এখানকার লোক পুরা-কালীয় সরলতা অধিক ভাল বাসে; ইহাদের প্রত্যেকের এক এক খান কুটীর আছে, তন্মধ্যে সপরি-বার বাস করে; তুঙ্গতম হর্ম্ম্য ও অন্যান্য সুখ সাধন বিষয় অহঙ্কার এবং প্রতিবেশীগণের হিংসা ও বিদ্বেষ উদ্রিক্ত করে; বিশেষতঃ অত্রত্য মানবগণ নির্ম্মল সুখ লাভ লোলুপ, তাহারা দর্শনোপযোগী বহু ব্যয় সাধ্য ও বিশেষ অনি-ষ্টোৎপাদক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। আসাম বলিলেন “আপনার বাক্য ভঙ্গিতে বোধ হয় ইহাদের মধ্যে স্থপতি, চিত্রকর এবং ভাস্কর নাই। এই সকল না থাকিলে কোন অপায় লক্ষিত হয় না। যাহা হউক আমি বিজ্ঞ বর্গের সংসর্গে যেরূপ প্রীত হই এমন আর কিছুতে নহে, অতএব আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন কি? চলুন পণ্ডিত মণ্ডলীর আবাস ভূমি দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করি।” পথপ্রদর্শক উত্তর করিলেন” জ্ঞানী! জ্ঞানী কি? অতি হাস্যা-স্পদ কথা! আমাদের এখানে প্রয়োজনাভাবে জ্ঞানীর ও অভাব। অপরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উপযুক্ত এবং অন্যের নিকট কিরূপ ব্যবহৃত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ক পরিজ্ঞানই জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ স্থানে সেরূপ জ্ঞানের আব-শ্যকতা কি? প্রত্যেক ব্যক্তিই সহজ-জ্ঞান-প্রভাবে কর্ত্তব্য সাধন করিতেছে, এবং অপরের নিকট যথোচিত আদৃত হইতেছে। যদি ব্যর্থ কৌতূহল, অকলোপধায়ক গবেষণা, এবং অহঙ্কার, বিলাস অথবা উন্নতি-লিপ্সা সম্ভূত অস্থায়ী সুখ তোমার জ্ঞানের প্রতিপাদ্য হয় তাহা হইলে এই সকল সরলপ্রকৃতি ব্যক্তি ব্যূহের তদ্দ্বারা কোন প্রয়ো-জন নাই। “আসাম বলিলেন” এই সমুদয় কথা যথার্থ হইতে পারে

এখানকার সকলকেই নিরপেক্ষ দেখিতেছি। কেহই আপন কুটীরের চতুঃসীমা হইতে বাহির হয় না। এক ব্যক্তির সহিত অন্যের সংস্রব নাই ইহার কারণ কি? "প্রবোধ বলিলেন" তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সম্পূর্ণ সত্য। এখানে কোন সমাজ নাই এবং কস্মিন্‌কালে হইবার নহে। ভয় অথবা বন্ধুতা প্রেরিত হইয়া লোকে সমাজভুক্ত হয়; যে সকল লোকের নিকট আমরা আসিয়াছি ইহারা সকলেই সকলের সমান সুতরাং কেহ কাহার ভয়ে ভীত কিম্বা প্রণয়-প্রয়াসী নহে। "আসাম দীন বচনে বলিলেন" সুকুমার শিল্প-চতুর, অগাধ ধী-সম্পন্ন জ্ঞানী, বিপদ-সহায় বন্ধু এখানে ইহার সকলেরই অসদ্ভাব। অন্ততঃ কয়েক জন সরল স্বভাবাপন্ন ব্যক্তির নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে না পারিলে এবং তাহাদের আন্তরিক ভাব জ্ঞাত হইয়া হৃদয় প্রফুল্ল করিতে অক্ষম হইলে, এই স্থানে কিরূপে আমি অবশিষ্ট সময় যাপন করিব। "দেবাত্মা বলিলেন" কয়েক ব্যক্তির নিকট হৃদয় প্রসারণ অথবা কয়েক ব্যক্তির প্রসারিত হৃদয় দর্শন করিয়া কি লাভ হইবে? তোষামোদ এবং কৌতুহল এতদুভয় অতিশয় দূষিত প্রবৃত্তি, অতএব এই শান্তরসাস্পদ ভুবনে তাহাদিগের অধিকার নাই। "আসাম বলিলেন" যাহাহউক তথাপি ইহারা এক বিষয়ে সুখী, সকলেই স্বীয় সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট কেহই লোভপ্রেরিত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তি সঞ্চয়ার্থ লালায়িত হয় না। দুঃখীদিগের দুঃখ মোচনে কেহই বীতাবসর নহে। "এই কথা সমাপ্তির সমকালে পথ পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক দীনের আর্ত্তস্বর শুনা যাইতে লাগিল। আসাম তৎক্ষণাৎ তাহার সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাহাকে মুমূর্ষু প্রায় দর্শন করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য সংসার বিরাগী ব্যক্তিকেও আশ্রয় বিহীনের ন্যায় এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।" এই কথা শ্রবণ করিয়া মৃত্যুমার্গগামী বলিলেন "আশ্চর্য্য কি? যাহাদের আবশ্যকতাতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও সংস্থান নাই, এবং যাহারা কথঞ্চিৎ

রূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাহাদের গ্রাসাকর্ষণ করিয়া স্বীয় কবল পরিপূর্ণ করা কি যুক্তিসঙ্গত? এখানকার অধিবাসিগণের যাহা আছে তৎসমুদয় তাহাদের আবশ্যকীয়, আবশ্যকীয় বিষয় বিতরণ করা কি বিধেয়?" আসাম কহিলেন, কিছু সঞ্চয় রাখিলেইত হয়। আহা আমি অনতি-বিলম্বে যাহা বলিয়াছি এখন আবার তাহারই প্রতিবাদ করিলাম। সকলই জটিল, দুরবগাহ্য ও সন্দেহাত্মক। এখানে একে অন্যের উপকার করে না, সুতরাং কৃতঘ্নতার অভাবও ফলোপধায়ক নহে। যাহা হউক, এখানে স্বদেশানুরাগ গুণটী বিরাজমান থাকিবার বিস্তর সম্ভাবনা। প্রবোধ ভ্রূকুটী সহকৃত ললিত বদনে কহিলেন "আসাম ক্ষান্ত হও, স্বার্থপরতা না থাকিলে স্বদেশানুরাগ জন্মিতে পারে না। বিশ্ব সংসারের উপকার সাধন করাই ধর্ম্ম, এখানে সেই ধর্ম্মই প্রবল। হতাশ পর্য্যটক এই উত্তর শ্রবণ করিয়া উচ্ছলিত ক্লেশাবেগ নিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া বলিতে লাগিলেন। "হায় আমি কি অপূর্ব্ব ভুবনে আনীত হইয়াছি। যথায় মিতাচার ভিন্ন অন্য কোন পুণ্যই লক্ষিত হয় না। যথায় পাপ অবিজ্ঞাত তথায় পুণ্য সম্যক অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয় না। অত্রত্য অধিবাসীরা কোন আমোদেই ব্যসনী নহে; সাহস, বদান্যতা, সৌহার্দ্দ, জ্ঞান, আলাপ, স্বদেশানুরাগ সকলই এই ভুবনে অপরিজ্ঞাত। হে দেব! আমি যে পৃথিবী উপেক্ষা করিয়াছি— যথায় ঈশ্বরের মহীয়সী শক্তি জাজ্বল্যমান,—মহম্মদের অনুজ্ঞা নির্ম্মিত এই দুর্নিরীক্ষ ভুবন যাহার সহিত একাংশেও তুলনা করা যাইতে পারে না—আমাকে পুনরায় সেই সুখময় স্থানে লইয়া চলুন। আমি বিধাতার বিধি সমুদয় অন্য প্রকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিতে বাসনা করিয়া নিতান্ত মূর্খের কার্য্য করিয়াছি। অদ্যাবধি আমি পাপ হইতে দূরে থাকিব। এবং প্রতিবেশীদিগের কোনরূপ দোষ দেখিলে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। আর কখন লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বিজন গহনে বাস করিতে আসিব না।" এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই প্রবোধ তাম্র-কষায়িত

লোচন, ক্রোধ-পরিপূর্ণ মুখ-মণ্ডল ও ভীষণদর্শন হইয়া বজ্র আহ্বান করিলেন, এবং এক ঘূর্ণাবায়ু উত্থিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আসাম এতদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া চকিত লোচনে পুরোভাগে নেত্র পাত করিয়া দেখিলেন পূর্ব্বে যে স্থানে বসিয়া খেদ করিতেছিলেন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহার চিরপ্রোথিত সংশয় রাশি উচ্ছেদ করিলেন যে আসামের, হ্রদ জলে প্রসারিত দক্ষিণ পদ তদবস্থায়ই রহিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ শান্ত মনে বিজন বন পরিহার পূর্ব্বক আসাম পুনর্ব্বার মাতৃভূমি সিগাসটানে পদার্পণ করিলেন। বাণিজ্য ব্যবসায়ে তাহার সমৃদ্ধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে বন্ধুগণ আসিয়া তাঁহার ভবনে সমবেত হইলেন, তিনিও কাহার অনাদর করিতেন না। এইরূপে সন্তাপ পর্য্যবসিত যৌবন উপাদেয় সুখ সম্ভূত বার্দ্ধক্যে পরিসমাপ্ত হইল।

প্রাপ্ত।

চারুচন্দ্রাবলী উপাখ্যান।

সুবিস্তীর্ণ ভারত-রাজ্যোত্তর দেশ-ব্যাপী সর্ব্বদেবাধিষ্ঠাতা ধবল বেশধারী তুষারমণ্ডিত হিমগিরি বিরাজ করিতেছেন। তাহার এক অত্যুচ্চ শিখর প্রদেশে পরম রমণীয় স্বভাব-ভাব-বিভূষিত একটি তপোবন আছে। যে স্থলে নির্জন প্রদেশ প্রিয় মানস-হারিণী রূপলাবণ্য-ধারিণী কল্পনাদেবী স্বীয় সমভিব্যাহারিণী সুখদেবীর কর ধারণ করত সতত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। যেখানে ভূতভাবন ভগবান্ নিখিলাধিকারির প্রতিকৃতি চারুরূপে চিত্রিতের ন্যায় বোধ হইতেছে। এবং যেন তাঁহারই গুণগান করণাভিলাষি হইয়া ঋতুচয় সর্ব্বদা একাগ্রমনে নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া, স্বীয় স্বীয় গুণ-গরিমার শ্রেষ্ঠত্ব দর্শাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতেছে। জীবকুল যেন প্রভু সমাগমে স্বীয়

দুর্ব্বৃত্ত স্বভাবোৎপন্ন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আপনাপন শিষ্টতা প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত একত্র দলবদ্ধ হইয়া নম্রভাবে ইতস্ততঃ ধীরে ধীরে পদ সঞ্চালন করিতেছে। উন্নত তরুদল যেন তাহাদিগকে বাতাতপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় ফুল ফল পত্র সুশোভিত শাখাদল বিস্তার করিয়া দেবাদিদেব বিভাবসুর আশু অনুগ্রহ আশায় ও পবন দেবের করুণাকণা প্রার্থনায় অতি মলিনভাবে স্থিরমতি হইয়া উপাসনা করিতেছে। নিকটে নির্ঝর বিনিঃসৃত অম্বুরাশি ঝর ঝর শব্দে প্রবাহিত হইয়া তপোবন আন্দোলায়মান করিতেছে। আহা তপোবন এমন শোভনীয় হইয়াছে যে কল্পনা সম্ভূত অমরাবতীও ইহার তুল্য রমণীয় নহে। এই স্থলে পুরাকালে প্রভাকরের ন্যায় প্রভাধারি দ্বিতীয় তপনপ্রায় তপোরত কৌশিক নামে এক জন তপোধন ঐহিক সুখে বিমুখ হইয়া বানপ্রস্থোৎপন্ন দুঃখগত সুখে পরমানন্দমনে কাল যাপন করিতেন। তিনি পাপ তাপ ভয়ে লোকালয় গমন সুখে বিমুখ হইয়া নিরন্তর কেবল সেই গিরিশৃঙ্গে তপ জপ দ্বারা প্রতি দিবা অবসান করিতেন। পৌনক নামে তাঁহার একটি শিষ্য ছিল। পৌনক সর্ব্বদাই স্বীয় গুরু মহাতপা কৌশিকের নিকট বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় দিনযাপন করিতেন।

একদা প্রখর দিবাকর মস্তকোপরি আগমন পূর্ব্বক স্বীয় খরতর কর জাল বিস্তার করিয়া মেদিনীকে সুবিষম তাপে উত্তপ্ত করিলে, জীবকুল যখন তৃষ্ণাকুল হইয়া সরোবরাভিমুখে অতিব্যগ্রচিত্তে শীঘ্র গমনোদ্যত হইল, দ্বিজদল হীনবল হইয়া আপনাপন কুলায়ে প্রবেশ করিল, তরুচয় তাপময় হইয়া নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইল, জলাশয় দূরস্থিত তৃষ্ণাতুর পশুদলের রোদন নিনাদ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং সমস্ত ধরাতল প্রবল প্রভাকরের বলে দগ্ধ প্রায় হইল, এমন সময়ে পৌনক স্বীয় দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়া স্নান করণার্থে তপোবন হইতে বাহির হইয়া সরোবরাভিমুখে যাত্রা করি-

লেন। কিয়দ্দূর গমনানন্তর দেখিলেন একটি অত্যুচ্চ পাকুড় বৃক্ষমূলে দিক আলো করিয়া সদ্যোজাতা একটি সুরূপা কুমারী ধরাশায়ী হইয়া ধুলায় লুণ্ঠন হওত ক্রন্দন করিতেছে। আহা! তাহার চতুষ্পার্শ্বে জন মানব নাই, নিতান্ত সহায় হীনা হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার সেই মৃদু রোদন নিনাদ শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রব হয়, তাহাতে যে সহজে সরল মানবের মন আকৃষ্ট হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? পৌণক এই অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার অন্তঃকরণও দয়ারসে আর্দ্র হইয়া গেল। তখন তিনি ধীরে২ তাহার নিকট গমন করিলেন এবং ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া অন্য কাহারও অনুসন্ধান পাইলেন না। দেখিলেন কন্যাটির নেত্র জলে অঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে এবং ক্রন্দন বিরত হইয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পৌণক এতদ্দর্শনে করুণা রসে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া তাহার বদন চন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হায়! এমন নিষ্ঠুর জনক ও স্নেহহীনা জননী কি অদ্যাপিও এই ধরাধামে বাস করিতেছে? যাহাদিগের হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই। আহা! সে কি নিষ্ঠুর মাতা যে দয়া মায়া হীনা হইয়া এমন কোমল কলিকাসম সুরম্য রূপ লাবণ্য বিশিষ্টা নবপ্রসূতা কুমারীকে এই বিজন প্রান্তরে নিতান্ত সহায় হীনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। দয়া কি তাহার হৃদয়ে বসতি করেন না; না, বিধিকৃত সুচারু মায়া এককালে তাহার অন্তঃকরণ হইতে অপসৃত হইয়াছে। আহা! এক্ষণে ইহার এ অবস্থা দর্শন করিলে পাষাণও দ্রব হয়, কিন্তু ইহার জননীর প্রাণ কি পাষাণাপেক্ষাও কঠিন? হা বিধাতঃ তোমার ভাব ভঙ্গি হৃদয়ঙ্গম করা অতি সুকঠিন। তুমি যে কাহাকে কখন্ কোন্ ভাবে রাখ এবং কাহারে যে কখন্ কি মতি প্রদান কর, তাহা সামান্য বোধের গম্য নহে।

ইত্যাকার কথনানন্তর ঋষিকুমার মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে,

এমন লোচনানন্দদায়ি কন্যারত্নকে এই নানাবিধ হিংস্র পশু সমাকীর্ণ ঘোরারণ্য হইতে উদ্ধার করিয়া গুরুর নিকটে লইয়া যাই, এবং তিনি সদ্বিবেচনা মত যাহা উচিত তাহাই করিবেন। নতুবা এমন ঘোর স্থলে আর ক্ষণকাল মাত্র থাকিলেই ইহার জীবননাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তাহাতে সন্দেহ কি আছে। এই বলিয়া তিনি বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাকে ক্রোড়ে করিলেন এবং স্নান হেতু সরোবরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

অনন্তর স্নান করিয়া ও উক্ত কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করাইয়া দিলেন এবং ক্রোড়ে লইয়া তপোবনাভিমুখে গমন করিলেন।

তাহাকে এক তরুতলে পর্ণশয্যায় শয়ন করাইয়া গুরুর নিকট গমনানন্তর তাঁহার পাদ বন্দন করিয়া ঐ কুমারীটিকে যে প্রকার দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ও তাহার প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এই সকল বলিতেছিলেন এমন সময়ে একটা ঘোর ক্রন্দন ধ্বনি তাহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল, এবং হায় কি হইল! হা! প্রিয়সখি কোথায় গেলে, তোমার দশা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, যাহার অদর্শনে ক্ষণকাল থাকিতে পারিনা এত কাল তাহারই বিরহ সহ্য করিয়া শেষে তাহার এই দশা দেখিতে হইল; হায় আমি কি নিষ্ঠুরা! হা! সখি তুমি এরূপ ভাবে কেন রহিয়াছ? তোমার শাপ বিমোচন হইয়াছে, তুমি মুক্ত হও এবং আমার সঙ্গে আইস, ইত্যাদি বিলাপ সূচক বাণী শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং দেখিলেন মুহূর্ত্ত পরেই এক ঘোরতর বাত্যা উপস্থিত হইয়া ধুলারাশি উড্ডীন করিয়া চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল, বৃক্ষকুলের পতন শব্দে জীবকুল ভয়ে ভীত হইয়া ঘোরনাদে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, পক্ষি শাবকেরা নীড়-ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতলে পড়িল এবং চতুর্দ্দিক কেবল বাতাসের ঘোর রব বৃক্ষের মড় মড় শব্দ ও জীবকুলের ক্রন্দন ধ্বনিতে সমস্ত বন ধ্বনিত হইতে লাগিল।

এইরূপে বহুক্ষণ পরে ঝটিকা

নিরস্ত হইলে দেখিলেন সেই তরু-তলে সেই সুকুমারী কন্যাটি আর নাই, তখন তিনি বিষাদ সাগরে মগ্ন হইলেন, এবং গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভু আচম্বিতে যে এরূপ বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিলাম, এবং ক্ষণ-পরে ঘোর বাত্যা উপস্থিত হইল ও তৎকর্ত্তৃক সেই সুকুমারী কন্যাটি অপসৃত হইল, ইহার কারণ কি? অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিশেষ বর্ণনা করিয়া আমার কৌতুকাবিষ্ট মনকে সন্তুষ্ট করুন।

ত্রিকালজ্ঞ মহাতপা কৌষিক শিষ্যের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পৌণক এক্ষণে নিরস্ত হও, সায়াহ্ন আগমনে সবিশেষ বর্ণন করিব।

পৌণক গুরুর বচন শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সন্ধ্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবাকর, খরতর করজালে বসুন্ধরাকে দগ্ধ করিয়া, বিশ্রাম মন্দিরে গমনোদ্যত হইলেন, অস্তগত কালিন সুরম্য স্বর্ণকান্তিসম করজালে তপোবন রঞ্জিত হইল, কমলিনী প্রিয় বিরহ বিষাদ ভাবিয়া দীন দুঃখিনী ভাবে ম্লানমুখী হইলেন, শ্বাপদকুল গহনবন মধ্যে প্রবেশোদ্যত হইল, পূর্ব্বভাগে পূর্ণচন্দ্রের প্রতিকৃতি ঈষৎ নয়ন পথে পতিত হইল, দ্বিজকুল নিজ নিজ কুলায় প্রবেশ করিতে লাগিল, জলচর পক্ষিচয়, জল ক্রীড়া পরিত্যাগ করিল। তখন আর পৌণকের আনন্দের সীমা রহিল না। পরে সায়াহ্নিক তপ জপাদি সমাপন করিয়া গুরুর পাদ বন্দন করিলেন, এবং উপাখ্যান শ্রবণেচ্ছুক হইয়া করপুটে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কৌষিক তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, বৎস! পৌণক তবে এখন সেই কন্যারত্নের উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

প্রাপ্ত।

স্বভাবদূত কাব্য।

প্রথম সর্গ।

হেদেবি! ভারতি,বাক্‌বাণী,বীণাপাণি
অমৃতভাষিণী তুমি, কথা সুধাধার॥

করি দয়া দাস প্রতি, কহগো কৃপায়।
কেমনে অভাগা দূত, নিস্তার পাইল॥
ত্রাসে সে সঙ্কট ঘোরে, ভয়ানক স্থান,
কে বল করিল মাতঃ পরিত্রাণ তার।
শুনিতে সে সব দেবি, ইচ্ছা বড় মনে,
কর তবে আদ্যোপান্ত, সকল বর্ণনা।
আমার লেখনি তব, প্রতিনিধি হয়ে,
যেন তব বাক্য সুধা, করে সুপ্রকাশ।
করগো কৃপায় মাতঃ এ আশা পূরণ,
অংশি যেন হয় তায়, গৌড়জন যত।
বাল্মীকিরে যেইরূপ, প্রকাশিলে দয়া,
বর দিয়া কালিদাসে, করিলে অমর।
কৃপাবলে পুত্র তব, নামে কৃত্তিবাস,
রাখিয়া অনন্তকীর্ত্তি, গেছে কীর্ত্তিধামে।
ভারত যেরূপ খ্যাত, তব কৃপাবলে,
ও পদ কমলে মাগি, সেইরূপ দয়া—
বিতরি করুণা কণা, দেহ এই বর,
হে দেবি! শ্বেতাঙ্গি, শ্বেতভুজে, দয়াময়ি।
আর কি বিনতি মাতঃ তব পদতলে,
করি কোটি প্রণিপাত, চরণ কমলে।
কোথায় কল্পনা-দেবি, আসিয়া ত্বরিত,
বিকশিত কর মম, কবিতা-কুসুম—
নতুবা তোমার গীত, করিবারে গান,
বল দেবি কার বলে, বল আমি ধরি।
এহেতু বিনতি মম, প্রকাশিয়ে দয়া,
পূর্ণ কর মনস্কাম, আসিয়া আসরে।
আসি দেবি উর, মম মানস মন্দিরে,
কুজ্ঞান যতেক হায়! সব দূর কর।
ভারতী সঙ্গিনী তুমি, তাঁর সহ বাস,
কেন না করিবে তার, পূর্ণ মন আশা।
বামনে ধরিতে চন্দ্র, যেমন উৎসুক,
সেরূপ লভিতে ইচ্ছা করি আমি তোমা।
কিন্তু কি হবে না দয়া? অবশ্যই হবে,
মানস মন্দিরে তবে, বস বিশ্বরমে।
বিস্তারিয়া বিবরহ, সেই দূত বর—
কারে হেরি সিন্ধুতটে, কি কথা বলিল।
কেমন করিয়া মাতঃ সেই সাধুজন,
দারুণ সঙ্কটে দূতে, করিল উদ্ধার।
শুনিতে সেসব মম, বিশেষ বাসনা,
কৃপাকণা বিতরণে, পুরাহ কামনা।
তরুণ অরুণ সম, রক্ত জবা রাগে—
আছ এই সিন্ধুতটে, কে তুমি বসিয়া।
দারুণ ঘৃণিত হায়, এর এই তটে,
অকপটে আছ বসি, কিসের কারণ।
বহিতেছে বাত্যা ঘোর, পূতি গন্ধ লয়ে,
উড়িতেছে ধুলারাশি, তাসহ মিশিয়া।
এমন দারুণ স্থান, সহিয়া সে সব,
কেমন করিয়া হায়, আছ বল তুমি।
অনুমানে বুঝি নহ, সামান্য চেতন,
তবে কি স্বেচ্ছায় তুমি থাকিতে গো এথা
নির্ভয়ে বসিয়া; হয়ে অটল শরীর,
প্রভা যার নাশিয়াছে ঘোরতর তম;
যতদিন এখানেতে, করিতেছ বাস,
এতম হইতে দূর, দেখিনিকো কভু।

কভু নাহি দেখিয়াছি চন্দ্র সূর্য্যোদয়—
সমান হীরক খণ্ড, যত তারাবলী,
আহা তাহাদের সেই, মধুময় ভাস—
এথাকারে হয় নাই, কভু দীপ্তিমান।
হইয়া তাড়িত হায়, ঘোর তম বলে,
দীপমালা, তাহারাও নাহি জ্বলে হেথা।
বিকাশিয়া আজ কিন্তু, তব অঙ্গজ্যোতি
নাশিল আঁধার এই, এই সে প্রথম।
যাহার বিরহে প্রাণ, হইত চঞ্চল,
প্রকাশিব কারে হায়, সে দুঃখের কথা।
এইযে নয়ন হেথা, আগমনাবধি,
করেনিকো কভু মম, মানস রঞ্জন।
হইয়া অলকা প্রায়, কাঁদি অহরহ,
হয়েছে যে ক্ষীণ, হায় আমিও তেমন।
কিন্তু মন হতে আজ, যাতনা যতেক—
তবাগমে করিয়াছে, দূরে পলায়ন।
তবকর শশধর, সম মনোহর,
পরম হরিষ আজ, অন্তর আমার।
যেমন একটি দুঃখ, আজ গেল দূরে—
এই রূপে ক্রমে যদি, পুরে মন আশা।
সকল যন্ত্রণা হায়, হয়ে যাবে নাশ,
হবেকি শমন ? পুনঃ পাবে পূর্ব্ব বাস।
এই যে বিষম হায়, দুর গন্ধ বহ,
বহিতেছে যথাকারে, আগে, অবিরত।
প্রবল যাহার তেজ, দুর্নিবার ছিল ;
করিতে রহিত সাধ্য, নাহিছিল কার।
কত কত সুকুসুম আঘ্রাণ যাহার ;
সেবনেতে কত সুখি, হয় যে নাসিকা॥
সুগন্ধি অনেক দ্রব্য আদি যত আছে
সেমত নারহে আর, আনিলে তথায়॥
কে জানে সুবাস তার, কে অমনি হরে ;
শেষেতে ক্রমেতে ধরে, কুবাস বিষম।
সহিয়াছি কতকাল, সহেছি এখন,
নাজানি পরেতে আরো সব কত দিন।
হে মহাত্ম আজ কিন্তু, হেরি চমৎকার,
সমুলে সংহার তার, হয়েছে এখন।
স্বর্গীয় সৌরভে তম, হোল আমোদিত,
যেন নাশি তম রাশি, শশাঙ্ক উদিল।
প্রবল ঝটিকা যথা, প্রবল হইয়া,
উড়াইয়া যায় যত, বালুকা সকল।
বাত ধ্বজ সহ কিবা, সখ্য ভাব ধরি,
বহিছে প্রবল বেগে, দিগাঁধার করি।
কিন্তু তব আগমনে, হয়েছে সুশীল,
ত্যজেছে সে মূর্ত্তি এবে মলয় অনিল।
হইয়া সুগন্ধ বহ, মহিমা তোমার,
ভ্রমিতেছ ইতস্ততঃ করিয়া বিস্তার।
হায় ! মম মনদুঃখ, কারে আর কব,
না জানিকি এ যন্ত্রণা, কত কাল সব।
রব আর কত কাল, করিয়া এমন,
হায় ! হায় ! শেষ প্রায়, হয়েছে জীবন।
কিন্তু তুমি নও কভু, সামান্য চেতন,
অবশ্যই হবে তুমি, কোন মহাজন।
হেরিয়া ভক্তিতে মন, হইতেছে রত,
একান্ত বাসনা হই, ও পদেতে নত।

হেরিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি, তেজ মনোহর,
আহা কি শীতল হলো আমার অন্তর ॥
অতএব কর কর দয়া বিতরণ।
পবিত্র হউক এই, অধম জীবন ॥
পলাইয়া বাঁচি আমি, এইখান হতে।
যেন হেন যাতনা নাপাই কোনমতে॥
ভক্তি ভরে ধরি আমি, তোমার চরণ।
করুন দাসের প্রতি, দয়া বিতরণ ॥
আরকি অধিক আমি, কব সদাশয়।
এ বিনতি পাইবেন, ও পদ আশ্রয় ॥
শুনিয়া এতেক বাণী, সেই মহাজন।
কে কহিছে হেন ভাবে, করিতে দর্শন ॥
নিরখিয়া ইতঃস্তত, দেখিলা তখন।
অদূরে তরঙ্গ মালী সাগর ভীষণ ॥
পঙ্কিল সলিলে মগ্ন কন্টকি নিচয়।
প্রবল সমীরে সদা, বিঘূর্ণিত হয় ॥
কল্ কল্ কল্লোলের, রবে নিরন্তর।
কাঁপাইছে সঘনেতে, সবার অন্তর ॥
অমনি আবৃত সদা, অন্ধকার ময়।
ভ্রমে কভু নাই শশী, রবির উদয় ॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোতের আলো বিন্দু সম।
হতেছে উদয় কভু, ভেদিয়া সে তম ॥
বহিতেছে বাত্যা হায়, বেগে অবিরত।
বিষম দুর্গন্ধে গন্ধ, হইয়া নিয়ত ॥
খর শর তাতে ভ্রমে, কৃতান্তের প্রায়।
সহনিয়া ত্রাসে ভাল সহিয়াছে গায় ॥
আগমনে হাহাকার, ক্রন্দনের রোল।
শুনিলে তাহার, কার মন নহে লোল।
অতঃপর দেখিলেন, সেই মহাজন।
অতি দীন হীন বেশে, দুখেতে মগন।
চড়ি তরি হয়ে অতি, সচঞ্চল মতি।
নিরাশ্রয় সে ঘূর্ণায়, করিতেছে গতি ॥
ভীষণ বিকট মূর্ত্তি, রূপ কদাকার।
সর্ব্ব অঙ্গ লোল অতি, অস্তি চর্ম্ম সার।
মাথায় হয়েছে অতি জটা কেশ ভার।
তাম্র বর্ণ ঊর্দ্ধভার, বহে অনিবার ॥
মুখের ভিতরে মুখ, করেছে প্রবেশ।
কিছু মাত্র নাহি আর, লাবণ্যের লেশ।
ছিন্ন এক বস্ত্র খণ্ড, কটিতটে পরা।
হয়েছে সর্ব্বাঙ্গ হেন, যেন কত জ্বরা।
সমস্ত গাত্রেতে গত, কীটাণু মলিন।
ভ্রমিতেছে বাসগত, রসে অনু দিন ॥
বিঘূর্ণিত জলমাঝে, বেড়ায় ঘুরিয়া।
করিছে রোদন ধ্বনি, কাতর হইয়া ॥
দেখিয়া তাঁহার মনে, দয়া উপজিল।
বিনয় বচনে তবে, সম্ভাষি কহিল ॥
কে তুমি কোথায় বাস, কাহার নন্দন,
কোন ভাগ্য বশে তব, হেথা আগমন।
দেখিয়া তোমার দুঃখ, হৃদি বিদরয়।
কৃপায় আমায় দেহ, তব পরিচয় ॥
বিষম আবর্ত্ত হতে, পাইয়া নিস্তার।
মম বাক্য অনুরোধে, এস একবার ॥
শুনিয়া সেজন অতি, হরিষ হইল।
সাধুবাক্যে তরি তার, তখনি থামিল ॥

আনন্দে তরণী হতে, হয়ে উত্তরন।
সাধুপাশে যোড় হাতে, দাঁড়ায় তখন।
ঘূচিল মানস-গত, সমুদায় দুখ।
করিলেক অনুভব, স্বীয় পূর্ব্ব সুখ॥
পরশে তাঁহার জ্যোতি, হইল নির্ম্মল।
হয়ে হীন ক্ষীণ দীন, হইল সবল।
ঘুচে গেল ছিল যত, মানস বিকার।
বিমল আনন্দে প্রাণ, ভাসিল তাহার।*

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শিলাবৃষ্টি।

বৃষ্টির জল জমিয়া শিলারূপে পরিণত হওত পৃথিবীতে পতিত হয়, ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু কি রূপে যে বৃষ্টির জল জমিয়া যায়, তাহা নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। তাহার প্রকৃত কারণ অদ্যাবধি নিশ্চিত রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। যে যে সময়ে অধিক শিলাবৃষ্টি হইয়াছে, সেই সেই সময়েই তাহার সঙ্গে বিদ্যুত ও বজ্রাঘাত দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এবং শিলা পতিত হইবার সময় মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হইতে দেখা যায়, তজ্জন্য অনেকে বিবেচনা করেন, যে উহার তাড়িত সংক্রান্ত কোন কারণ বশতঃ উৎপত্তি হইয়া থাকে। জলীয় বাষ্পের ঘনতা মেঘে যেরূপ থাকে, তাড়িতের জোরে তাহার অল্প ঘনতা হয়, এবং উক্ত কারণেই চালিত হইয়া উহা মেঘাপেক্ষা উচ্চ প্রদেশে উঠিয়া থাকে, এবং সেই প্রদেশ অত্যন্ত হিম প্রধান বলিয়া জমিয়া বরফের টুকরাবৎ হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিতেরা শিলা পতনের অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা সকল বর্ণন করিয়াছেন।

১২১০ খৃঃ অব্দে ইটালি প্রদেশে অতিশয় ভয়ানক বৃহ-

---

* পত্রপ্রেরক মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, কোন পত্রাদিতে প্রকাশ করেন।

ন. প. স.

দাকার শিলা সকল পতিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলিন ওজনে এক মোনের অধিক হইয়াছিল। যখন উহা পতিত হয়, সেই সময়ে অতিশয় তীব্র গন্ধকের গন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইয়াছিল, এবং উহার অভ্যন্তরে ঈষৎ নীলিম প্রস্তর ছিল। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে সিসিলি প্রদেশে যে শিলা শকল পতিত হয়, তাহাদেরও আকৃতি বৃহৎ, এবং কতকগুলির অভ্যন্তরে এক রকম কপিশ রঙের দ্রব্য ছিল, এবং উহাতে অগ্নির উত্তাপ দেওয়াতে ফাটিয়া গিয়াছিল। ১৬৯৭ খৃঃ অব্দের ২৯ আপ্রিল এক খান বৃহৎ কাল মেঘ, কার্ণার্ভন-শায়ার হইতে চেশায়ার ও লাঙ্কাশায়ারের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে উহা হইতে শিলা পতিত হয়, তাহার এক একটা ওজনে অর্দ্ধ সের হইবে। উহা দীর্ঘে ৩০ ক্রোশ ও প্রস্থে ২ দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া পতিত হইয়াছিল। ঐ বৎসরের ৪ টা মে তারিখে হার্ট ফোর্ড শায়রে শিলাবৃষ্টি পতিত হয়। ঐ শিলার অভ্যন্তরস্থ প্রস্তরের পরিধি ১৪ ইঞ্চি হইবে। উহা দ্বারা অনেক মনুষ্য হত-জীবন হইয়াছিল। এরূপও বর্ণিত আছে যে মরুৎ-রাশি হইতে কিম্বা জলপ্রপাত হইতে বৃহদাকার বরফের খণ্ড পতিত হইয়াছে। এইরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া আমাদের মনে আশ্চর্য্য রসের উদয় ও পরম পিতার প্রতি ভক্তিরসের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে।

মাগ্‌লিয়াবিচি।

ইটালির অন্তঃপাতী ফ্লরেন্স নগরে ১৬৩৩ খৃঃ ২৯ অক্টোবর তারিখে মাগলিয়াবিচি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতিশয় দুঃখী ছিলেন, এই নিমিত্ত অতি শৈশব কালেই তিনি এক ফল মূল বিক্রেতার নিকট দাসত্ব স্বীকার করিলেন। যদিও তাঁহার

অক্ষর পরিচয় হয় নাই, তথাপি যে সকল পুরাতন পুস্তকের পাত নিক্ষিপ্ত হইত তিনি অবসর পাইলেই মনোনিবেশ করিয়া তাহা দেখিতেন, এবং বলিতেন যে অন্যান্য কার্য্যাপেক্ষা, তিনি ইহা অধিক ভাল বাসেন। এক জন পল্লীবাসী পুস্তকবিক্রেতা তাঁহার এরূপ ভাব দেখিয়া তাঁহাকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। যুবা মাগলিয়াবিচি শীঘ্রই পড়িতে শিখিলেন, এবং পড়াতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। পড়ায় অনুরাগ তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল, এবং অসাধারণ স্মারকতা শক্তি তাঁহাকে বিখ্যাত করিতে লাগিল। যে পুস্তক তাঁহার হস্তে আসিত তিনি তাহাই পড়িতেন। কেবল যে উহার ভাব তাঁহার মনে থাকিত এমন নহে, প্রত্যেক কথা পর্য্যন্ত তিনি বলিতে পারিতেন। তাঁহার স্মারকতাশক্তির পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একজন গ্রন্থকার এক খানি পুস্তক মুদ্রাঙ্কন করিবার পূর্ব্বে উহার হস্তলিপি তাঁহাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। তাঁহার পড়া হইলে ঐ পুস্তক ফিরিয়া লইয়াছিলেন। কিছু দিবস পরে ঐ ব্যক্তি ছল করিয়া তাঁহার নিকট বিষণ্ণবদনে আসিয়া বলিলেন, যে আমি ঐ হস্তলিপি হারাইয়া ফেলিয়াছি, এবং বিনতি করিতে লাগিলেন যে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা স্মরণ করিয়া বলিয়া দিউন। মাগলিয়াবিচি তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমুদায় পুস্তক লিখিয়া দিলেন, উহাতে একটী কথা কিম্বা বানানেরও ভুল দৃষ্ট হয় নাই। এই সময় অবধি তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, এবং সকলেই তাঁহাকে মান্য করিতে লাগিলেন। কোন সদ্বিদ্বান্ ব্যক্তি কোন এক খানা পুস্তক লিখিতে সঙ্কল্প করিবার পূর্ব্বে অগ্রে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদের কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত

হইয়াছি। শ্রীযুত রামসেবক বিদ্যা-রত্ন ইহার অনুবাদক। বিদ্যারত্ন মহাশয় মূল সংস্কৃতের প্রকৃত অনুবাদ না করিয়া ভাষালালিত্য ও মধুরতানুরোধে কিঞ্চিৎ২ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা অবলম্বন না করিলে অনুবাদ কখনই শ্রুতি মধুর হয় না, এক ভাষায় যেমন আছে, অন্য ভাষায় ঠিক সে রূপ করিতে গেলেই কঠিন ও নীরস হইয়া পড়ে। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় সুললিত ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিয়া স্বদেশের যে হিত সাধন করিয়াছেন, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম আছে, এবং তিনি অন্যান্য পুরাণ অনুবাদ করিতে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ তিনি সিদ্ধসঙ্কল্প হইতে পারেন নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয় সেই মহৎ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি ক্রমে ক্রমে কতকগুলিন উত্তম উত্তম পুরাণ অনুবাদ করিতে সমর্থ হন, এই আমাদের একান্ত বাসনা ও প্রার্থনা। গ্রাহক বর্গেরা অনুকূল হইলেই তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, অতএব আমরা অনুরোধ করি যে বিদ্যাবান মাত্রেই তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করেন। এই পুরাণ-রত্নাকর, প্রতি মাসে এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হয়, ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা।

তত্ত্ববিকাশিনী মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার কয়েক সঙ্খ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, লিখন-প্রণালী মন্দ নহে। অন্যান্য খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় ফিরিঙ্গি বাঙ্গালা ইহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা বলিয়া আমাদের বিষয়-ঘটিত বিশেষ বক্তব্য নাই। ইহাতে খ্রীষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞাপন।

নবপ্রবন্ধের ১ ম ভাগ পুস্তকাকারে বাঁধান হইয়াছে মূল্য ২॥০ টাকা ও তৎ সওয়ায় মফঃসলবাসীদিগকে ডাক মাশুল দিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নবপ্রবন্ধের দরুন আমাদের যাহা পাওনা আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রদান করিলে চিরবাধিত হইব। অপর যাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আর অধিক বিলম্ব করিবেন না। বিলম্ব হইলে তাঁহাদের নামে।০ আনার হিসাবে বিল করা যাইবেক।

বিজ্ঞাপন।

শ্রী শ্যামাচরণ সিংহ নামক জনেক সরকার আমাদের নবপ্রবন্ধের কতকগুলি বিলের টাকা আদায় করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অতএব গ্রাহক মহাশয়েরা উক্ত সরকারকে যেন বিলের টাকা আর না দেন, আমরা স্বতন্ত্র সরকার প্রেরণ করিব। যদি কোন গ্রাহক উক্ত সরকারকে দেখিতে পান, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলে চিরবাধিত হইব।

নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয়
কলিকাতা যোড়াসাঁকো
১৮।২ নং বলরামদের স্ট্রীট। } শ্রী তিনকড়ি ঘোষাল।

তত্ত্ববিকাশিনী।

অর্থাৎ

খ্রীষ্টধর্ম্ম ও বিবিধতত্ত্ব-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকা কলিকাতা খ্রীষ্টীয়ান ট্রাকট্ ও বুক সোসাটীর সাহায্যে প্রতি মাসে প্রকাশ হইয়া থাকে। অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ১।৷০ টাকা, বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে উপরোক্ত মূল্যের সহিত ৵০ আনা ডাক মাসুল দিতে হইবে। যাঁহারা এই তত্ত্ববিকাশিনী পত্রিকা গ্রহণ করিতে মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা, সিমুলিয়া, জেনেরেল এসেম্বিলিস্ ইনিষ্টিটীউসন্ নামক বিদ্যালয়ে পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে।

বিজ্ঞাপন।

মদ্রচিত নূতন রামায়ণের প্রথম সংখ্যায় উপক্রমণিকা হইতে একাদশ সর্গের কিয়দংশ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। পরিমাণ ছয় ফর্ম্মা, মূল্য ।৵০ আনা। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, ঢাকা-সুলভ-যন্ত্রালয়ে আমার নিকট অথবা কলিকাতার নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয়ে মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন। শ্রী হরিশ্চন্দ্র মিত্র

নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয়ের বিক্রেয় পুস্তক।

চীনের ইতিহাস	২৲
চারুচরিত্র (দ্বাদশ শিশুর বিবরণ)	৸০
বিজয় বসন্ত (তৃতীয় বার মুদ্রিত) ... ... --	৷৷০
রত্নাবলী গীতাভিনয়	৷৷০
সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয়	৷৶০
বিশুদ্ধ প্রেম	৷০
পদ্যপুণ্ডরীক	৶০
কবিতাকৌমুদী (বালিকাদিগের পাঠোপযোগী)	৶০

১২৭৩। ৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র মজুমদার	কলিকাতা।		১৲
" হেমচন্দ্র রক্ষিত	ঐ	... .	১৲
" হারাধন মল্লিক	ঐ	... (ষাণ্মাসিক ...	১।৴০
" নবগোপাল ঘোষাল ...	ঐ	.. ঐ ...	১।৴০
" রাধিকাচরণ মিত্র	ঐ	... ...	১৲
" মতিলাল বসু	ঐ	.. ..	১৲
" যদুনাথ দত্ত	গড়পার ঐ	... ...	১৲
" অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	ঐ	... .	১৲
" ক্ষেত্রমোহন দে	ঐ	.. ..	১৲
" দেবেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীধরপুর জেলা যশোহর	...	৩।০
" কেদারনাথ দত্ত	গিরট	... ...	৩।০
" আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	.. ...	১৷৷৶০

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ।	শ্রাবণ, ১২৭৪।	মাসিক মূল্য - - ।০
৪র্থ সংখ্যা।	আগষ্ট, ১৮৬৭।	অগ্রিম বার্ষিক ২।।০

নবপ্রবন্ধের দুরবস্থা।

জগদীশ্বরের অপরিসীম করুণাবলে আজ আমাদিগের নব প্রবন্ধের বয়স এক বৎসর পরিপূর্ণ হইল। এই সময়ের মধ্যে নবপ্রবন্ধ যে কত বিপদার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করিয়াছে, ইহা কেবল সর্ব্ব-নিয়ন্তা, জগৎপিতার একমাত্র অনুগ্রহ। আমরা উপযুক্ত সময়ে নবপ্রবন্ধ প্রচার করিয়া পাঠকবর্গের হস্তে প্রদান করিতে পারিনাই বলিয়া, পাঠক মহাশয়দিগের নিকটে একান্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছি। তাহার কারণ, নবপ্রবন্ধ পত্র বিষয়ে আমাদের সময়ে সময়ে, বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। নবপ্রবন্ধ সংক্রান্ত দুই জন সরকার, অন্ততঃ একশত টাকা ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিবাতে, আমরা সমধিক ঋণজালে আবদ্ধ হইয়াছি। ইহাতে আমাদের লাভের অভিসন্ধি কিছুই নাই, একাল পর্য্যন্ত গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট হইতে নবপ্রবন্ধের মূল্য স্বরূপ, যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারাই উক্ত পত্র খানির যথাকথঞ্চিৎ উপজীবিকা নির্ব্বাহ হইয়াছে। মনে মনে

একান্ত ভরসা ছিল, যে নবপ্রবন্ধ এইরূপে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া যৌবন সময়ে কৃতিবান সুসন্তানের ন্যায় আমাদেরও প্রতিপালন করিবে অদৃষ্ট-বশতঃ নির্দ্দয় বিশ্বাসঘাতক, দুই জন সরকার আমাদিগের সে আশালতা এককালে সমূলে উন্মূলিত করিয়া পলায়ন-পরায়ণ হইয়াছে। সুতরাং নব-প্রবন্ধ প্রচার রহিত করা সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। বিপদের সময় ধৈর্য্য ধারণ করা মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা ভাবিয়া কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু নবপ্রবন্ধের বিষণ্ণবদন ও জীর্ণ শরীর দেখিয়া আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলাম না। শোকাবেগে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইতে লাগিল, নয়ন দ্বিতয় হইতে অনবরত শোকসলিল প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, আর কোনমতেই মনকে সান্ত্বনা করিতে পারিলাম না। আমাদিগকে এরূপ শোকসন্তপ্ত-হৃদয় দেখিয়া, আমাদিগের জনকয়েক অকৃত্রিম বন্ধু কহিলেন, আপনারা এ সামান্য বিষয়ের জন্যে কেন এত কাতর হইতেছেন, ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক যত্ন করুন, ত্রিলোকে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত চেষ্টা করিলেই নবপ্রবন্ধের উন্নতি হইতে পারিবে; এবং আমরাও সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না। আমরা এই সাহসে সাহসী হইয়া নবপ্রবন্ধ প্রকাশে পুনর্ব্বার যত্নবান হইলাম। মাসিক পত্রের উৎসাহদাতা গ্রাহক ও পাঠক মহাশয়েরা সাধ্যানুসারে যথা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিলেই আমরা যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব।

নাটকাভিনয়।

এ দেশে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল নাটকাভিনয় ও গীতাভিনয়ের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এরূপ আমোদ যে পূর্ব্বকালীন জঘন্য হাপআকড়াই ও পাঁচালীর অপেক্ষা মঙ্গল-জনক তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কতগুলি অভিনয় বিষয়ে

অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও কতগুলি বালক মিলিয়া ইহাকে জঘন্য পেসাদারের যাত্রার অপেক্ষাও জঘন্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা অতি কদর্য্য পুঁতুলনাচওয়ালাদের ন্যায় লোকের বাটীতে২ ইষ্টেজ ফিট করিয়া লুচিমোণ্ডা ও মদ মারিয়া বিশুদ্ধ নাট্যামোদকে কলঙ্ক দোষে দুষিত করিতেছে। পাঠক মহাশয়দিগের নিকটে সেই২ নাটকগুলির ও সমাজের নাম উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিলেই অনায়াসেই জানিতে পারিবেন। রত্নাবলী, শর্ম্মিষ্ঠা, ও বিধবাবিবাহ নাটকাভিনয়ের পর বহুকাল এদেশে নাট্যাভিনয় স্থগিত হইয়াছিল, ইহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। তৎপরে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ-নাট্যালয়ে মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় প্রদর্শিত হইলে কলিকাতায় নাটকের বাজার এককালে আগুন হইয়া উঠিয়াছে।

বিশুদ্ধ নাট্যামোদ যে এদেশে বহুকাল স্থায়ী হইবে তাহার অনুমাত্র ভরসা নাই। আমরা প্রায় প্রত্যেক নাট্যালয়ে গমন করিয়া তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি যে, যেসকল অভিনেতৃগণ অভিনয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই সৌখীন, নেহাত ইয়ারলোক ও সৌখীন অভিমানে পরিপূর্ণ। সর্ব্বদা তাহাদের মনের মত মন যোগাইতে না পারিলে অথবা কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে অমনি মুখ খান ভার করিয়া বসেন এবং অভিনয়েও আর তাদৃশী আস্থা প্রকাশ করেন না। কেহ কেহ "ড্যাম থিয়েটর" বলিয়া রঙ্গস্থল হইতে বাহির হন, আর ভুলেও সেপথে পদার্পণ করেন না। আমরা কোন কোন বিশেষ রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছি, অধ্যক্ষ মহাশয় দৈবাৎ সে দিবস ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য আহরণ করিতে পারেন নাই, রিহিয়ারসেলের পর সৌখীন বাবুরা যখন দেখিলেন যে আজ ওদিগের বিষয় কিছুই নাই, তখন একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া এই আপনার নাটক নিন্ বলিয়া নাটক পুনঃপ্রদান পূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত হন। দেখিয়া শুনিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়ের চক্ষুঃস্থির, অনেক কষ্টে ইহাদের একপ্রকার শিক্ষা দেওয়া হই-

য়াছে, পুনর্ব্বার নূতন লোক নিযুক্ত করিতে হইলে থিয়েটর হওয়া ভার, বিশেষতঃ কতগুলো জঘন্য থিয়েটরের দৌরাত্ম্যে লোক পাওয়াও অতি দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যক্ষ মহাশয় এইরূপ বিবেচনার পর করযোড়ে বিনীত ভাবে কহিতে লাগিলেন। ভাই আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে তোমরা মাপ কর, আমি এখনি সমুদয় আয়োজন করিতেছি। আয়োজনের নাম শ্রবণ মাত্রেই সৌখীন বাবুরা বলেন, "হাঁ এখন বলি থিয়েটর।"

অভিনয় সংক্রান্ত সৌখীন বাবুদিগের তো দশা এই, ইহাদিগের দ্বারা যে বহু কাল নাট্যাভিনয় এ দেশে প্রচলিত থাকিবে, সে আশা আমাদিগের দুরাশা মাত্র। আমরা অভিনয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করি, যে তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া, কোন একটা প্রকাশ্য স্থলে নাট্য মন্দির প্রস্তুত করুন, বেতনভোগী নট নটী রাখুন, এবং টিকিট বিক্রয় করুন, তাহা দ্বারা অভিনয়ের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, উদ্বর্ত্তন হইয়া অভিনয় খাতায় জমা হইলে ক্রমশঃ অভিনয়ের উন্নতি হইতে পারিবে। এবং টাকার প্রত্যাশায় অভিনেতৃগণও সবিশেষ মনোযোগ দ্বারা অভিনয় কার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়া, দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারগ হইবেন।

মাগ্‌লিয়াবিচি।

গত প্রকাশিতের পর।

যদ্যপি কোন যাজক কোন সাধু ব্যক্তির প্রশংসাবাদ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন, মাগলিয়াবিচি তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ একরূপ শত শত গ্রন্থকর্ত্তার নাম করিতেন, যে তাঁহারা উক্ত সাধুব্যক্তির গুণানুবাদ পূর্ব্বেই লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কেবল গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নাম করিতেন এমত নহে, তিনি তাঁহাদের পুস্তকের নাম, ও ঐ সকল পুস্তকের পৃষ্ঠসঙ্খ্যা, এবং কথা গুলি পর্য্যন্ত বলিয়া দিতেন। তিনি এত

সহজে উক্ত বিষয়গুলি বর্ণন করিতেন, যে তাঁহাকে দৈববক্তা বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিত। তাঁহার এই অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া ফ্লরেন্স নগরের গ্রাণ্ড ডিউক তৃতীয় কসমো তাঁহাকে তাঁহার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। এই কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে অতিশয় উপযুক্তই হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে কোন এক-খানা পুস্তক তাঁহার হস্তগত হইলে, তিনি কেবল গ্রন্থের নামা-ঙ্কিত প্রথম পৃষ্ঠা সমুদায় পড়িতেন, এবং কতক কতক ভূমিকা, বিজ্ঞাপন, সর্গও পাঠ করিতেন। তৎপরে একবার সমস্ত অংশ পাঠ করিতেন। এইরূপ করিলে পর সকল সময়েই পুস্তকের সমুদায় অংশ বলিতে সমর্থ হইতেন। তিনি অশীতি বৎসরের অধিক জীবন ধারণ করিয়া ছিলেন। ১৭১৪ খৃঃ অব্দের ১৪ ই জুলাই মাসে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই শোকাশ্রুপাত করিয়াছিলেন, এবং সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসা শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। তিনি শেষ জীবন অতি সুখে সচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং এত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি বিদ্যার প্রভাবে কখন এত উপার্জ্জন করেন নাই। তিনি একটী অতি উত্তম পুস্তকালয় সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, এবং উহার উপযুক্ত ব্যয় নিমিত্ত টাকাও রাখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য বিষয় তিনি দীন দুঃখী দিগের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছিলেন। কোন গ্রন্থকার কিম্বা প্রকাশক কোন নূতন পুস্তক মুদ্রাঙ্কন করিলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে একখান প্রদান করিতেন।

স্ত্রী-সর্ব্বস্ব প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান—পুষ্করিণীর ধার।

(রমাকান্ত দত্ত, ও রামেশ্বর তর্করত্ন আসীন)

রমা। বাবা, খুড়ো, বল্‌তে কি

স্ত্রী মনের মত না হলে কিছু-
তেই সুখ নেই।

রামে। বাবা, তা একবার করে বলচো, যদি রূপে গুণে, আর ভদ্র লোকের মেয়ে হয়, তা হলে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ এক দিকে, আর ও সুখ এক-দিকে। বিশেষতঃ শাস্ত্রেও বলেছে যে "অসারে খলু সং-সারে সারং শ্বশুর নন্দিনী। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দায়িনী।"

রমা। বাবা, মনের কথা টেনে বলেছ, গঙ্গাধর তর্ক পঞ্চানন, যার নামে টোলের পণ্ডিতেরা থরহরি কাঁপতো, তাঁর ছেলে তুমি, না হবে কেন বাবা?

রামে। বাবা, বড় কথাটা মনে পড়ে গেছে, কর্ত্তা সর্ব্বদাই বল-তেন, কর্ত্তা কেন শাস্ত্রেও স্পষ্ট লেখা আছে যে, সহধর্ম্মিণী গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপিণী। সং-সারে যত পরিবার থাকুক না কেন, স্ত্রীই সর্ব্বপ্রধানা। এ সকলকেই স্বকীয় করতে হবে।

রমা। বাবা, তার আর কি সন্দেহ আছে? এই পাড়ায় কত গুলো আহাম্মোক্‌দের কথা সর্ব্বদাই শুনতে পাই, যে তাঁরা সর্ব্বদাই রাঁড় নিয়েই আমোদ প্রমোদ করে থাকেন, কিন্তু মেগের সঙ্গে ভাসুর ভাদ্র বৌ সম্পর্ক। সে বোকারা কি কখন বিদ্যা-সুন্দর পড়ে নি যে,—

"অবলার ধর্ম্ম আর পুরাণ অম্বর।
এই দুই রক্ষা পায় যতনে বিস্তর"॥

আরে বেটারা, তোরা রাড়ের বাড়ীতে লোচ্চামি করতে যাস, সমস্ত রাত কাটিয়ে আসিস, বাড়ীতে তোদের মাগকে ঠাণ্ডা করে কে? তারাও তো লোচ্চা খুঁজে বেড়ায়। কেমন বাবা ঠিক কি না?
ভাল খুড়ো তুমি এটা মানতো?

"রমণী রত্ন না সহে আঁচ।
পরশে অমনি টুটয়ে কাঁচ॥"

রামে। বাবা তুমি যা বল্‌ছ তার আর কি উত্তর আছে? কিন্তু বাবা, একটা কথা বলব কি, এরা তো ভদ্র লোক, বাঙ্গালি মেয়ে মানুষের কাছে যায়; আজ কাল এমন বাবু ঢের আছে, মোছলমানী, ফিরিঙ্গী, ইহুদী বই কথাটি কন্ না, বাড়ীর

মেথরাণী দেখ্‌তে ভাল হলে তিনিও পার পান না।

রমা। ও কথা আর বলো না বাবা, বাবুদের ধিক বাবুদের নজোরে ধিক, বাবুদের আয়েশকে ধিক, হিঁদুর ছেলে হয়ে, কেমন করে সেই প্যাঁজ রসুন ভেডা গরুখেকো মুখে মুখ দেয়, রাধামাধব' রাধামাধব! ছি ছি; প্রভো তোমার ইচ্ছে! বুঝলে বাবা, ও সব মদের গুণ আর কি? (হাস্য করিয়া) ত্যা-দেখ বাবা, দুঃখের কথা বল্‌বে কি, আহাম্মোক ব্যাটারা আবার আমাদের স্ত্রৈণ বলে গাল্‌ দেয়, আরে খুড়ো, তোমারো দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে, আমারো দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে, সুতরাং স্ত্রীর একটু বশীভূত না হলে চলবে কেন?

রামে। অবশ্য এতো হতেই হবে। আর শাস্ত্রেও বলেছে, "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী।" কিন্তু বাবা, তাও বলি, দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ সেকেবল পিত্তি রক্ষে মাত্র।

রমা। তা বল্লে কি হয় খুড়ো, তা নইলে যে সংসার চলে না। মা মাসী খুড়ী জেঠী যত আত্মীয় থাকুক না কেন, বিপদের সময় কেও ফিরেও চায় না। কেবল এক মাত্র স্ত্রীই দুঃখের দুঃখিনী হয়ে থাকে। খুড়ো, দুঃখের কথা বল্‌ব কি? গেল বৎসর আমার রক্ত আমাশয় ব্যামর সময় দেখা গেছে, অন্যান্য পরিবার সব উঁকি মেরে, চক্ষের দেখা দেখে যেতো। বাবা, ভাগ্যে বিয়ে করে ছিলেম, তাই তার সেবা শুশ্রূষায় এ যাত্রা বেঁচে গেছি। বাবা, বলব কি, সে এম্‌নি ভদ্র লোকের মেয়ে, আর গুণবতী যে আমার মল মূত্র পরিষ্কার কর্‌তে এক দিনের তরেও ঘৃণা বোধ করে নি, দু হাতদে করেছে। আর ক্রমাগত দশ রাত্রি যেগে আমার সেবা করেছে। বাবা, সাধ করে কি তার বশীভূত হয়েছি। এজন্মে কি তার ঋণ পরিশোধ করতে পারব?

রামে। বাবা, তার আর সন্দেহ আছে? গুণবতী স্ত্রীর গুণ যে কত, যে গুণবতী স্ত্রীর সহবাস

করেছে সেই জেনেছে। সংসারের অন্যান্য পরিবার সকলেই সুখের ভাগী, কেবল এক মাত্র গুণবতীস্ত্রীই সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে থাকে।

রমা। (দেখিয়া) খুড়ো, চুপ কর বাবা, রাজনারাণ দাদা আস্‌চেন, ও সব কথা এখন থাক। অন্য কথা কও।

রামে। (দেখিয়া) হাঁ বাবা, বলেছো ভাল ও লোকটা বড় সহজ নয়। আর ওঁকে কথাতেও আঁটবার জো নেই।

(রাজনারায়ণ বাবুর প্রবেশ)

রমা। এস দাদা এস।

রাজ। হাঁ ভাই এলেম, বাড়ীর কাছে বাগানটী করে বড়ভাল করেছ। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) কেও খুড়ো কতক্ষণ বাবা, প্রণাম।

রামে। এস বাবা, জয় হোক. বড় অধিকক্ষণ নয় এই মাত্র। আজ আফিসে যাওয়া হয় নি? ও, আজ্ যে রবিবার। বোস বাবা।

রাজ। হাঁ খুড়ো বসি। (উপবেশন করিয়া। তবে খুড়ো কি কথা বার্ত্তা হচ্ছিলো?

রামে। না এমন কিছু নয়। এই ঘরকন্নার কথা হচ্ছিলো। উনিও দ্বিতীয় পক্ষে একটী বিবাহ ক'চ্ছেন, আমিও একটী করেছি।

রাজ। হাঁ, শেষ দশায় কাশীতে মন্দিব দেচো তাত অনেক দিনই জানি। ভায়া আবার কিছু বাড়াবাড়ী করেছেন?

রামে। বাড়া বাড়ি কেমন।

রাজ। বাড়া বাড়ি নয় কেমন করে, প্রথমত তো অমন বয়েসে বিয়ে করে, এক প্রকার কাশীতে মন্দির দেছেন। তার পর ছোট ভাই, ভাইপো ও ভাদ্র বৌদিকে বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেছেন। বুড় মা আর একটি বিধবা ভগ্নী বাড়ীতে আছে, বুড় মা বাজাব করে, আর রাঁড় বোন বোধ হয় রেঁধে দেয়। এঁরা বৌমার সেবা শুশ্রূসা করে বলেই আজো বাড়ী থেকে দূর করে দেন নি, এক মুঠো ভাত আর এক খানা

কাপড় দিচ্ছেন। দোল নেই দুর্গোৎসব নেই, মা বাপের শ্রাদ্ধ নেই, মোট বয়ে যা আনছেন তাই মেগের পাদপদ্মে ঢেলে দিচ্ছেন। আর সেই রাঙ্গা টুকটুকে পায়ের লাথি আপনিও খাচ্চেন, আর মা বোনকে খাওয়াচ্চেন। কেমন হে রমাকান্ত ভায়া, আমি যে সব কথা গুলো বল্লুম এসব সত্যি কি না?

রমা। (স্বগত) আঃ এ আপদ আবার কোত্থেকে এসে জুটলো গা। ব্যেটাদের তো খেয়ে দেয়ে কর্ম্ম নেই, কেবল পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়ায়। (প্রকাশে) ন্যাও ন্যাও মিছে বকোনা, করে আমার মাকে বাজার করতে দেখেচ?

রাজ। কি বল্লে করে, রোজ লালা বাবুর বাজারে বাজার কবতে দেখেছি।

রামে। কেন, ঝি তো আছে।

রাজ। আরে ঝি থাকবে না কেন? সে ওঁর মেগের সেবার জন্যে আছে; মা বোনের তাতে সুসার কি? (রমাকান্ত দত্তের প্রতি) রমাকান্ত বাবু রাগ করো না ভাই, তোমারি ভালর জন্যে বলছি, ভাল, বিবেচনা করে দেখ, যে জননী তোমাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে কত যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, বাৎসল্য রস পরবশ হয়ে তোমাকে কতশত আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, তোমার শারীরিক পীড়া হলে স্বয়ং অনশন থেকে, তোমার শরীর সুস্থ করেছেন, নিজে আহার না করে তোমাকে খাইয়েছেন, এই সব করে কি ভাই মায়ের সেই সব ধার শুধছো?

রমা। (স্বগত) আঃ কি আপদই এসে জুটলো বাপু, খোঁড়ার পা খালেই পড়ে, দূর হোক এখানে থেকে আর কাজ নেই, বাড়ী যাই। (গাত্রোত্থান করিয়া) খুড়ো প্রণাম।

রাজ। কি ও রমাকান্ত বাবু, কোথা যাও, আরে বসো বসো, বল্লুম বলে কি রাগ কল্লে ভাই।

রমা। আরে রেখে দাও তোমার

বসো! (স্বগত) এমনি পোড়া দেশে বাস করি, যে মাগ্‌কে ভাল বাসবার যোটী নেই!

(প্রস্থান)

রাজ। খুড়ো, দেখ্‌লে, ঐ যে লোকে কথায় বলে যথার্থ কথা বল্লে, আহাম্মোক হয় রুষ্ট, আর দেবতা হয় তুষ্ট। তা এই।

রামে। আর বাবা, কালের গতিকে করে এখন এই রূপই হয়ে উঠলো, ঐ যে অক্রূর দত্তেরা সং করেছিল, "মা বাপের গলায় দড়ি দিয়ে মাগ্‌কে করেছে কাঁদে"। তা যথার্থ।

রাজ। খুড়ো যার বাগান সেই যদি চলে গেল, তবে আমরা আর বসি কার কাছে, চল যাই, পাড়ার মেয়ে ছেলেরা জল নিতে আসছে।

রামে। আচ্ছা বাবা, তবে চল যাই। (উভয়ের গাত্রোত্থান)

রাজ। খুড়ো আমি একবার বসেদের বাড়ী যাব। তবে এস বাবা, প্রণাম।

রামে। কল্যাণ হোক।

(উভয়ের প্রস্থান)

——

প্রথমাঙ্ক।

——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ সন্নিহিত উদ্যান।

(এক দিক্‌দে কুম্ভকক্ষে কুমুদিনীর প্রবেশ, ও অপর দিক্‌দে সৌদামিনীর প্রবেশ)।

কুমু। ইস্, আজ বড্ড দেখাটা হয়েছে, সকাল বেলা কার মুখ দেখে উঠেছিলেম তা বল্‌তে পারি নে।

সৌদা। কেন ভাই এত ঠাট্টা কর্‌চ কেন?

কুমু। ঠাট্টা কেন কর্‌ব ভাই, অনেক দিন দেখা হয়নি তাই বল্‌চি।

সৌদা। আর ভাই, আমারতো ইচ্ছে যে, চুল বেঁধে টিপ্ কেটে আল্‌তা পোরে গায়ে ফুঁ দিয়ে ইয়ারকি দিয়ে বেড়াই, কিন্তু পোড়া বিধি যে সংসারের ভার দিয়েছেন, এক দণ্ডের তরে আয়েশ কর্‌তে পাইনে। আবাগী যদ্দিন বেঁচে ছিল, তদ্দিনতো জ্বালালে, মরে গেল

তবুতো নিস্তার নেই, গলায় কতকগুলো পাপ ঝুলিয়ে দিয়ে গেল।

কুমু। ভাই তুমি কর্‌বে না তো কর্‌বে কে? সে মাগির কপাল মন্দ তাই শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর মরে গেল, এমন বৌ বেটা নিয়ে ঘর কর্‌তে পেলে না।

সৌদা। যা বলি যা কই, সে কিছু শুন্‌তে আসেনি; আমার শাউড়ী ভাই এক রকম বেশ লোক ছেল; যত্ন আইত্তি কর্‌তো, আর আমাকে প্রাণের সমান ভাল বাস্‌তো।

কুমু। তা ভাই তোমার মতন অমন গুণের বৌকে কে না ভাল বাসে? ঐ যে রমাকান্ত দত্তের দোজপক্ষের মেগের মুখে আগুন আর কি। শাউড়ী মাগির কি পর্য্যন্ত না খোয়ার করেছে? বুড় মিন্সেটাই বা কেমন? দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে একেবারে মেগের গোলাম হয়ে পড়েছে। আর না হয়েইবা করেকি, মিন্সেরতো তখনকার মতন আর সামর্থ্য নেই। তুমি যা বল ভাই, কিন্তু অমন ভাতারের মাগ না হলেও সুখ নেই; ভাতার অমনি মুটোর ভিতর থাক্‌বে, যখন যা চাব, তখন তাই দেবে, তবেত বলি ভাতার।

সৌদা। কেন ভাই গুণ থাকলেইতো হয়, রাজলক্ষ্মীর গুণআছে তাই ভাতারকে অমন করে বস্‌ করেছে, তা ভাই তুমিও কেন অমনি গুণবতী হওনা।

কুমু। পোড়া কপাল অমন গুণের। হয় হোক্, ও সব কথায় আর কাজ নেই। চুপ কর ভাই, বড় মান্সের ঘরের কথা কেউ কোন্‌খান থেকে শুন্‌বে।

সৌদা। ইস্ শুন্‌লেইবা, আমার তো আর তার একচালায় চালা নয়, যে চালা কেটে উঠিয়ে দেবে।

কুমু। না তা নয়, তবে আমাদের পরের কথায় কাজ কি; ওই যে কথায় বলে "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়"।

সৌদা। নে বোন্ যথার্থ কথা বল্‌ব তার একটা ভয় কি?

কুমু। আর ভাই দাঁড়াতে পারিনে, বেলাটা একেবারে গেল, কুটীথেকে এখনি আসবে, খাবার দাবার তয়ের করে রাখ্‌তে হবে।

সৌদা। হ্যাঁ ভাই চলো জল নিয়ে শিগ্‌গীর যাই, আমারো ঢের কাজ পড়ে আছে।

কুমু। হ্যাঁ ভাই চলো যাই, বেঁচে যদি থাকি তো আবার দেখা হবে।

সৌদা। বালাই আর কি, (যাইতে যাইতে) কুমুদিনী! সকাল সকাল কাজ সেরে আমাদের বাড়ি বেড়াতে যাস্।

কুমু। আচ্ছা ভাই এক দিন যাবো।

(দুই দিকে দুজনের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রমাকান্ত দত্তের শয়ন মন্দির।

(রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ)

রাজ। (স্বগত) অলপ্‌পেয়ে ড্যাক্‌রা আজ কুটীথেকে এলে হয়, আজ তারি এক দিন কি আমারি এক দিন। ওঁর সংসারে বাসন মাজ্‌ব, দুবেলা রাঁধব, আবার শাউড়ীর মুখনাড়া সইব? পোড়া কপাল আর কি; কেন? আমার বাপের ঘরে কি ভাত কাপড়ের অভাব আছে? ভাল খাব, ভাল পরব, যখন যা চাব তখন তাই পাব বলেই অমন বুড় মিন্সের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছিল। হাঁ, ভাতারের তেমন সুখ থাক্‌তো, তাহলে সকলি সইত। তার দফায় অষ্টরম্ভা, আপনার গুণে যা করি। এই আজ বিষের বাতি জ্বেলে বস্‌লুম্, দেখাই যাক্ কত দূরের জল কত দূরে মরে। (উপবেশন) আঃ, এ মাগী কি বজ্জাত বাবু, একে ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ দিতে বলেছি কখন, সন্ধ্যা উৎরে গেল। ও পেঁচোর মা! আমর্ মাগি, ও পেঁচোর মা! (নেপথ্যে) যাচ্ছিগো বউ ঠাকুরুণ। আ মরণ আর কি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন।

(পেঁচোর মার প্রবেশ)

পেঁচো। হ্যাঁগা বউ ঠাকুরুণ, আজ্

অমন মুখখানা ভারভার করে বসে রয়েছ কেন গা? বাবুর আসবার সময় হলো, কই জল-খাবার উদ্যোগ টুদ্যোগ করছো না যে?

রাজ। ছাই খাবার উদ্যোগ কর-বে, তুই এখন আপনার কর্ম্মে চলে যা।

পেঁচো। যাই বাছা। (স্বগত) আমি আদার ব্যাপারি আমার জাহাজের খবরে কাজ কি? (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে বাবুত এসেছেন।

(রমাকান্ত দত্তের প্রবেশ)

রমা। আজ তোমার জন্যে কেমন এক খানা জরীর সাড়ি এনেছি দেখ দেখিন্। (হস্তে প্রদান) (দূরে নিক্ষেপ) কেন কেন, আজ এত রাগত দেখ্‌চি যে? হ্যাঁরে পেঁচোর মা! কি হয়েছে বল্‌দেখি।

পেঁচো। আমি বাবু কিছুই জানিনে।

রমা। আচ্ছা, তুই তবে এক ছি-লিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।

পেঁচো। আনি বাবু।

(পেঁচোর মার প্রস্থান)

রমা। (পাগড়ি ও চাপ্‌কান্ রা-খিয়া উপবেশন পূর্ব্বক) হ্যা-দেখ বউ, আমার মাথা খাও, সত্যি করে বলো, কি হয়েছে? (সকাতরে) তোমার বিরস বদন দেখ্‌লে জগৎ একেবারে অন্ধ-কার দেখি। তুমি বই আর আমার দাঁড়াবার স্থান নেই; স্নেহ করে দুটো কথা বলে এমন লোকটীও নাই। (কর-যোড়ে) প্রিয়ে! এ গোলামের দিকে একবার চেয়েদেখ? চাই-বেনা. প্রিয়ে তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব ধন, তুমি আমার হৃদয়ের ধন, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী, এ-বুড়বয়েসে আজো পরের চাকরি করছি কেবল তোমারি জন্যেই, নৈলে আমার আর কে আছে। (রাজলক্ষ্মী মুখদ্বারা তাড়ন, ও রমাকান্ত ভূতলে পতিত হইয়া) ওমা আমার কি হলো? আজ আমি যে কার মুখ দেখে উঠে-ছিলেম তা বল্‌তে পারিনে, (গাত্রোত্থান করিয়া) বৌ তোমার পায়ে পড়ি বল কি হয়েছে? (হস্ত ধারণ, রাজ-লক্ষ্মী হস্ত ছাড়াইয়া লইলে)

আজ আমার দফা হয়েছে, আর কি, এই বুড় বয়েস, দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রিতে নিদ্রা হবেনা।

হুঁকো নিয়ে পেঁচোর মার প্রবেশ।

রমা। পেঁচোর মা এয়েছিস্ দে তামাক্‌টা খাই দে।

পেঁচো। নিন বাবু। (হুঁকোপ্রদান)

রমা। (তামাক খাইতে খাইতে) পেঁচোর মা আজকের ব্যাপার-টা কি বল্‌তে পারিস্?

পেঁচো। না বাবু আমি গিরিশ বাবুর শশুর বাড়ি দিব্য নিয়ে গেছুলুম, আমিতো এখানে ছিলেম না। এসে দেখি বৌ ঠাকুরুণ মুখখানা ভার করে বসে আছেন।

রমা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হুঁঃ; আচ্ছা তুই পাধোবার এক ঘটী জল নিয়ে আয়।

পেঁচো। আনি বাবু।

পেঁচোর মার প্রস্থান।

রমা। (হুকো রাখিয়া করযোড়ে) চাঁদ-বদনি, এ বুড়টাকে আর কেন খুন কর, প্রসন্না হও, আ-মার অপরাধ হয়েছে, তোমার পায়ে পড়ি বল, তুমি বই আর আমার কেউ নাই।

গিরিশের প্রবেশ।

গিরি। বাবা মহাশয়, আমার বই আর জুতো এনেছেন?

রমা। (স্বগত) হাঁ ওঁর বই আর জুতো এনেছি। বৌয়ের কাছে যে জুতো খাচ্চি তাই আগে সামলাই। (প্রকাশে) না বাবা আজ আনা হয়নি, এখন তুমি যাও পড়গে।

গিরি। আচ্ছা আমাকে কাল কিন্তু কিনে এনে দিতে হবে।

(গিরিশের বেগে প্রস্থান)

রমা। (স্বগত) কাল্‌কের কথা কাল, এ অভিমান সাগর থেকে-তো আজ বেঁচে উঠী। (প্রকাশে) তা চাঁদ-বদনি এ বুড়োর যথো-চিত হয়েছে, প্রসন্না হও, তুমি বই আর আমার কেউ নেই।

রাজ। (সরোষে) কেন যার মা বোন আছে তার আবার কেউ নেই কেমন করে? এখানে আমারি কেউ নেই।

রমা। কি বল্লে প্রিয়ে, তোমার কেউ নেই, এই যে এক জন

তোমার সকের গোলাম আছে। তা বৌ আমার মাথা খাও, বল কি হয়েছে।

রাজ। হবে আর কি, আমি এক মুটো ভাত আর এক খানা কাপড়ের জন্যে এত গঞ্জনা সইতে চাইনে। আমাকে এক-খানা পাল্‌কি আনিয়ে দাও, আমি বাপের বাড়ী যাব।

রমা। অ্যাঁ বউ তুমি বাপের বাড়ী যাবে! অ্যাঁ তবে আ-মার উপায় হবে কি?

রাজ। কেন, যার অমন বাঁড় বোন বাড়ীতে, তার আবার ভাবনা।

রমা। বৌ তবে বুঝি তোমার বাপের বাড়ীতে তোমার নাগ-মরা ভাই টাই আছে।

রাজ। তা থাক্ আর না থাক্, সে খবর তোমার নিতে হবে না। এখন পাল্‌কী আনিয়ে দেবে কি না? হয় দুই সর্ব্ব-নাশীকে বাড়ীথেকে বিদেয় কর, নয় আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

রমা। তুমি আমার বাপধন, তুমি আমার চোদ্দপুরুষ, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী, তুমি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে কি আ-মার আর লক্ষ্মীশ্রী থাক্‌বে? ওদের দুটোকে বাড়ীথেকে বের করে দিতে বল্লে, কখন এ গোল মিটে যেতো। হরি হে তোমার ইচ্ছে। কাল সকালে দেখ্‌বে যে সব ফাঁক হয়ে গেছে। তুমি একলা ঘরের রাজ রাজে-শ্বরী হয়ে বস্‌বে, আর আমি চিৎপাৎ হয়ে তোমার পার তলায় পড়ে থাক্‌বো।

(কামিনীর প্রবেশ)

কামি। হ্যাঁ লো সর্ব্বনাশী আ-বাগী, খালি ঘর পেয়ে ভাতা-রকে যে বড় লাগাচ্চিস্।

রাজ। কেন্ লা, আমি কি তোর ভাতারের কাছে লাগাচ্চি?

কামি। আ মরণ আর কি, ভাতা-রের গুমর পৃথিবীতে আর ধরে না। আমার ভাতারই যদি থাক্‌বে, তাহলে অমন মেগের গোলাম ভাইয়ের গলায় পড়ি?

রাজ। কেন্ লা আবাগী সর্ব্ব-নাশী, বিদ্যাসাগরের কাছে

যানা, আবার ভাতার জুটিয়ে দেবে এখন।

কামি। তোর গোনাগুষ্টি যে যেখানে আছে তারা যাক্ আমি কেন যাব না, আমি সতী মায়ের সতী মেয়ে।

রাজ। আহা কি সতী গা, বজায় কুন্তী কি অহল্যা এসে উপস্থিত হলেন।

রমা। (স্বগত) হরি হে তোমার ইচ্ছে! আঁ এ মাগী দুজন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে, বৌয়ের সঙ্গে নিষ্কন্টকে আমোদ প্রমোদ করে বাঁচি। কি বালাই জুটেছে, নূতন বিয়ে করে অবধি এক দিনের তরে পেট্টা ভরে আয়েশ কর্‌তে পেলেম না। (প্রকাশে) ও কামিনী শোন্, ঝগ্‌ড়া কর্‌লে চলবে না, বৌয়ের মন যুগিয়ে থাক্‌তে পারিস্ তো থাক্, তা নৈলে তোরা দুটো বাড়ীথেকে বেরিয়ে যা।

কামি। তোমারো পোড়া কপাল আর তোমার বৌয়েরও পোড়া কপাল। তোমার বৌ কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়ে এসেছিল যে তার মন যুগিয়ে চল্‌বো। আমরা কাল সকালেই বাড়ী-থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু দাদা মার তো আর যৌবন নেই? (উপবেশন করিয়া অঙ্গুল মঠ্‌কে রাজলক্ষ্মীর প্রতি সরোদনে) তুই যেমন আমাদের অন্নে ছাই দিলি, হরি যদি থাকেন, দেখিস্, দেখিস্, দেখিস্, তেরাত্তির পোহাবে না, আর তোকে ভাতারের ভাতও খেতে হবে না।

(উঠিয়া প্রস্থান)

রমা। (স্বগত) আঃ আপদ গেল, বাঁচ্‌লেম, রায়বাঘিনীর মত এ রাঁড়ীকে দেখ্‌লে, আমার গায়ের অর্দ্ধেক রক্ত শুকিয়ে যায়। (প্রকাশে) প্রিয়ে আর কি, এখন তুমি রাধা আমি শ্যাম, এখন দিবারাত্র মনের সুখে নির্জ্জনে নিকুঞ্জে সুখে রাসলীলা করব। তোমার জটিলে কুটিলের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়েছি, তা বৌ এখন বনফুলের মালা গেঁথে আন, ভাল করে বাসর সজ্জাটা কর।

রাজ। (মুচ্‌কে হাসিয়া স্বগত) বুড়োর রস যে গড়িয়ে পড়্‌ছে, (প্রকাশে) আগে খাওয়া দাওয়া কর, তার পরে বাসর সজ্জা হবে এখন।

রমা। হাঁ ভাই ঠিক্‌ বলেছ, খিদেটা বড় পেয়েছে। তা বৌ খাবার নিয়ে এসো না, আজ বাসর ঘরে বসেই খাওয়া যাক্‌।

রাজ। ইস্‌, বাসর ঘরের আমোদ আজো যে ভুল্‌তে পারনি।

রমা। হাঁ, এ প্রাণ থাক্‌তে কি সে আমোদ ভুল্‌তে পারা যায়। বাসর ঘর মনে পড়্‌লেই আবার বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে হয়। আর গাটা কেমন২ কোরে উঠে।

রাজ। এত যদি সাধ হয়ে থাকে, তো আর এক্‌টা বিয়ে কেন কর না?

রমা। না ভাই, আর বিয়ে কোরে কাজ্‌ নাই, তুমি আমার বেঁচে থাক, তোমার কোলে যেন মৃত্যু হয়; তুমি পাকা মাথায় সিন্দুর পর, হাতের নো ক্ষয় যাক্‌।

রাজ। আ মরণ আর কি, কি কথাই বল্‌ছেন!

(আসন ও জলের ঘটী নিয়ে পেঁচোর মার প্রবেশ)

রাজ। পেঁচোর মা এই খানে জায়গাটা করে দে, (পেঁচোর মার খাবার জায়গা প্রস্তুত করণ) পেঁচোর মা আর শুনেছিস্‌, তোর বাবু আর একটা বিয়ে কর্‌বে লো।

পেঁচো। (স্বগত) এক্‌টা মেগের জ্বালায় বুড় জ্বলে মলো, আবার বিয়ে কর্‌তে সাধ গা। (প্রকাশে) বেশ্‌ তো বৌ ঠাক্‌রুণ, তা হলে আমি রূপোর বালা, রং করা কাপড় পাই। আর মজা করে দু সতীনের রঙ্গ দেখি।

রাজ। তুই কেবল রঙ্গ দেখ্‌তে আছিস্‌ বই তো নস্‌। নে এখন প্রদীপটে এই দিকে সরিয়ে দে, আমি খাবার আনি। (প্রস্থান)

পেঁচো। কর্ত্তা বাবু, বুড়ো মা ঠাকুরুণ আর দিদি ঠাকুরুণকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়াটা কি ভাল হলো?

রমা। কেন ভাল হবে না?

বৌয়ের মন যুগিয়ে যে না চল্‌বে, তাকে আমি ভাত কাপড় দিয়ে পুস্‌ব কেন?

পেঁচো। হ্যাঁগা বাবু, মা বোন্ পর, আর বৌ কি এতই আপনার হলো।

রমা। নয় কেমন করে; মাগইতো আপনার, আর মা, বাপের পরিবার বৈ তো নয়? বোনের কথা দূরে থাক।

পেঁচো। (স্বগত) মুখে আগুন অমন্ জেতের।

(খাবার লইয়া রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ)

রাজ। (খাবার যথা স্থানে রাখিয়া) এস না, তবে খাওসে না।

রমা। হাঁ যাই (আহার করিতে করিতে) পেঁচোর মা, হুঁকোটায় জল ফেরাগে তো।

পেঁচো। যাই বাবু।

(পেঁচোর মার প্রস্থান।)

রমা। বৌ, ছোলার দাল্‌টে কি চমৎকার রেধেঁছো, কি সুতারই হয়েছে।

রাজ। তবু ঘি দিতে ভুলে গিছুলুম্।

রমা। প্রিয়ে ঘি দেবার আবশ্যক কি? তোমার দুখানা করপল্লবে অমৃত মাখা; যা স্পর্শ কর তাতেই মিষ্ট রস হয়। তা ঘি দেবার দরকার কি?—হেউ।

রাজ। হোক্ তুমি খাও। সে যাহোক্ একটা কথা বল্‌ছিলুম্ কি, যে এবার পুজোয় তো খুব ফাঁকি দিয়েছো, সোণা রত্তি রূপো রত্তিও দিলে না। কিন্তু আমার ভেয়ের বিয়ের আর চারি দিন আছে, আর তোমাকে আগেও কত দিন বলেছি, যে আমাকে এক প্রস্থ হীরের গয়না দিতে হবে। এ যদি না দাও, তা হলে আমি রক্তগঙ্গা হব।

রমা। কেন প্রিয়ে, রক্তগঙ্গা হবে কেন? এ দাস তো তোমার কেনা গোলাম। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে যে, আফিশের ক্যাশে বারো হাজার টাকা তফাত্ আছে, আর তোমার হীরের গয়না, মুক্তার মালা, কিনে দিতে কোন না

চার পাঁচ হাজার টাকা চাই। তাই বল্‌ছি এবার ক্যাশের দেনাটা পরিষ্কার করি, (রাজ-লক্ষ্মীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া) তোমার এই গা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আগত পূজোয় দেবই দেবো।

রাজ। তা হবেনা, হীরের গয়না আর মুক্তার সাতনরি গলায় দিয়ে ভেয়ের বিয়ে দিতে যাবই যাব। এ না হলে মহা হেঙ্গাম উপস্থিত হবে।

রমা। (আহার সামগ্রী পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক স্বগত) আর খাওয়া হলো না আর কি, যে ফরমাস্; এ ফরমাস্ শুনেই পেট ভরে গেল। (উদ্‌গার) হরি হে তোমার ইচ্ছে, এ বুড়ো বয়েসে বিয়ে করে কি আপদেই পড়েছি। বারো হাজার টাকা ক্যাসের দেনা, আর এই পাঁচ হাজার, কেমন করেই বা পরিশোধ কর্‌বো। সাহেব্‌রা টের পেলে আর রক্ষা থাক্‌বে না, তখনি পুলিসে পাটিয়ে দেবে, তা হলেই গেলেম আর কি! আর না দিলেও নয়। দেখা যাক্ অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে তার জন্যে আর মুখী ভার ভার কেন, কালি পান্না-লাল জহুরির কাছে থেকে কিনে এনে দেবো।

রাজ। এই দেখ দেখিন্, শুনে মন্‌টায় কত আহ্লাদ হলো।

রমা। (স্বগত) তোমার তো আহ্লাদ হবেই, এ বুড়ো বেটার যে সর্ব্বনাশ হচ্ছে, তাতো দেখ্‌ছো না। (গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক প্রকাশে) বৌ বড্ড পেট্ ভরে গেছে, আর খেতে পারিনে, ঢেকে রাখ, কাল নিতাই খাবে।

রাজ। ওমা সে কি, কি এমন জেয়াদা খাবার দিছুলুম?

রমা। না ভাই আর খেতে পারিনে। (বাহিরে যাইয়া মুখ প্রক্ষালন-পূর্ব্বক উদ্‌গার তুলিয়া আসিতে আসিতে) বৌ পান দাও।

রাজ। (পান লইয়া) এই নেও, কিন্তু গয়না গুলি কাল এনে দিতে হবে।

রমা। (পান খাইতে খাইতে) কাজেই কাল আন্‌তে হবে। তা বৌ আজ্ বড় গর্ম্মি না? চলনা ছাদের উপরে বাতাসে একটু বসিগে, আহা শরৎ কালের

পূর্ণিমার রাত্রি কি চমৎকার, চলনা।

রাজ। আর ছাদে গিয়ে কাজ নেই, রাত্রি ঢের্ হয়েছে শুইগে চল।

রমা। না না চল একটু বেড়িয়ে আসি।

রাজ। আঃ আবার ছাদে যেতে হবে, চলো।

(গাত্রোত্থান)

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

(রমাকান্ত দত্তের প্রবেশ)

রমা। (স্বগত) আঃ বুড় বয়েসে বিয়ে করে কি কুকর্ম্মই করেছি? ধন, মান, প্রাণ, সকলি গেল আর কি। ক্যাশের সতের হাজার টাকা ভেঙ্গেছি, তাতে আবার পাঁচ দিন আফিসে যাই নে। বোধ হয় সাহেবেরা টের পেয়েছে, তা যদি পেয়ে থাকে, তা হলেই জন্মের মতন গেলেম আর কি। হরি হে তোমার ইচ্ছে। তখন অনেকেই বারণ করে ছিল, যে, এ বুড়ো বয়েসে বড়মানুসের মেয়ে বিয়ে করো না। তখন কেমন বিয়ে পাগলা হয়ে পড়্লেম্, কারোর কথা শুন্লেম না। সে তো হিরের গয়না, মুক্তার মালা গলায় দিয়ে বাপের বাড়ী গেল, এখন আমার উপায় হয় কি? সাহেবেরা যদি টের পেয়ে থাকে তা হলে আমার জন্যে শ্রী-ঘরের বন্দবস্ত হচ্ছে আর কি। আমি যখন আফিস্ কামাই করে ঘরে বসে আছি, তখন সাহে-বেরা টের পেয়ে পুলিসে চিটী লিখেছে, তার আর সন্দেহ নাই। আমি যে এ বাগানে আছি, বোধ হয় তা কেউ টের পাবে না।

(নেপথ্যে) রমাকান্ত বাবু এখানে আছেন কি গা।

রমা। (সভয়ে) কে ও অমৃত বাবুর মতন আওয়াজটা না?

(নেপথ্যে) রমাকান্ত বাবু এখানে আছেন।

রমা। (সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) হয়েছে আর কি, অমৃত বাবুই তা

কচ্ছে, আফিসে বোধ হয় গোলমাল হয়েছে। তবে এখন কি করি, যাই কোথা, হায় হায়! কি কু-কর্ম্মই করেছি। সেতো চুল বেঁধে, গয়না পোরে, পাল্‌কী মেরে, বাপের বাড়ী গেল, এখন আমি শালা যাই কোথা? (নেপথ্যে অবলোকন পূর্ব্বক) এই যে, পাহারা-ওয়ালা, জমাদার এসে উপস্থিত। কি হবে, এখন মান বাঁচাই কেমন করে। হায়! হায়! কি সর্ব্ব-নাশ হলো! এ বুড়ো বঁয়েসে যে বিয়ে করে সে শালা, তার বাপ চৌদ্দপুরুষ শালা।

(অমৃত বাবুর প্রবেশ)

অমৃ। রমাকান্ত বাবু ব্যাপারটা কি বলুন্ দেখি, আজ পাঁচ পাঁচ দিন আফিশ কামাই কেন?

রমা। (সভয়ে) এঁ্যা, তা কি এঁ্যা, আমি আমি আফিস্ কামাই।

অমৃ। ও কি রমাকান্ত বাবু পাগল হয়েছেন না কি?

রমা। এঁ্যা এঁ্যা আমি আমি পাগল বই কি।

অমৃ। ও সব কথা রেখে দাও, আফিশের ক্যাশ্ বুঝিয়ে দেবে চলো।

রমা। এঁ্যা এঁ্যা আমি কি ক্যাশ্ বুঝিয়ে দেব, কেন ক্যাশ্ তো ঠিক্ আছে।

অমৃ। ক্যাশ্ ঠিক আছে, তবে সতেরো হাজার টাকা গেল কোথা?

রমা। এঁ্যা, স-তে-র হা-জা-র, অঁ্যা, আমি ত ভাই কিছুই জানিনে।

অমৃ। না তুমি কি কিছু জান? তোমার মাগ জানে, যাকে হীরের গয়না পরিয়েছ। (স্বগত) ব্যাটার কি বুকের পাটা গা, দুশো পাঁচশো নয়, সতের হাজার টাকা ভেঙ্গেছে! (প্রকাশে) এখন কি বল, আফিসে যাবে, না পাহারা-ওয়ালা ডাক্‌ব?

রমা। এঁ্যা বাবা পাহারাওয়ালা ডাক্‌বে, তোমাকে আমি ছেলের মতন ভাল বাসি, তা এইটে কি উচিত।

অমৃ। মহাশয়, ও তো মাগ ভাতারের কথা হলো। সাহে-বেরা শুনবে কেন। সাহে-

বেরা জমাদার পাহারাওয়ালা পাঠিয়ে দিয়েছে, তার উপায় কি ঠাহরাচ্চ?

রমা। এঁ্যা তার আর উপায় কি বাবা, আমার মাথা আর মুণ্ড।

অমৃ। তবে আমি পাহারাওয়ালাকে ডাকি। পাহারাওয়ালা পাহারাওয়ালা এ দিকে এস।

নেপথ্যে। হাঁ বাবু যাতা হ্যায়।

(জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

অমৃ। এই আশামীকো গেরেপ্তার করো।

জমা। আচ্ছা বাবু।

পাহা। (রমাকান্ত দত্তকে বন্ধন করিয়া) চল্ বে চল্!

রমা। (সরোদনে) এঁ্যা এঁ্যা আমি কেমন করে যাবো, লোকের কাছে কেমন করে মুখ দেখাব?

অমৃ। কেন বাবু বাগকে হীরের গয়নায় সাজাতে পেরেছিলে?

পাহা। (প্রহার পূর্ব্বক) চল্ বে চল্।

রমা। দোহাই বাবা পাহারাওয়ালা, আমাকে মার কেন? বাবা তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দেও? আমি এমন কর্ম্ম আর কখন কর্‌ব না।

পাহা। হাঁ হাঁ বাবা, এসা কাম্ আর নেই কর্‌বে; আবি তোমারা বাবাকো পাস্ চলো, ছুঁই যাকে ছোড় দেগা।

রমা। হায়! হায়! শেষ দশাটায় কি এই হলো? কেন মরতে বিয়ে করেছিলেম্।

অমৃ। এখন চলুন পুলিসে একটী দিব্বী বার বছরের মেয়ে ঠিক করে রেখেছি।

জমা। লেও লেও, জল্‌দী কর্‌কে লেও, দেরি মৎ করো।

পাহা। চল্ বে চল্।

(রমাকান্ত বাবুকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

প্রাপ্ত।

বিদ্যুৎ।

ছাইল অম্বর দেশ জলদনিচয়,
লুকাইল সুধাকর সুধাময় কর,

না দেখিয়া চাঁদমুখ,
বিষাদে বিদরে বুক,
ফাঁফর হইয়া যত কুমুদ-নিকর,
জল ঠেলি উঠি দেখে মেঘ ঘনময়।১

যুগল নয়ন হতে জল অবিরল,
পড়িয়া সরস সব হৃদয় তিতিল,
আকুল কুমুদ কুল,
হেরি ত্যজি ভোগ্যকুল,
সমাকুল হয়ে অলি সত্বর উড়িল,
প্রবোধিয়ে তাঁহারে করিতে শীতল।২

বীণার সুতান আহা করিয়া গঞ্জন,
কহিতে লাগিল অলি কতনা যতনে,
পবন বীজন ধরি,
ধীরে সঞ্চালন করি,
কতমতে সেবা করে কহিব কেমনে
সেইবোঝেপরদুঃখেদুঃখিতযেজন।৩

কোথা সুধাকর কোথা কুমুদনিকর,
শত ক্রোশ উভয়ের মধ্যেতে অন্তর,
তবু কিবা চমৎকার,
কুমুদের ব্যবহার,
শশীর বিপদ দেখি ব্যথিত অন্তর,
দুনয়নে অশ্রুধারা হইল ফাঁফর।৪

এইরূপ পর দুঃখে গলে যার মন,
কখন সে দেশকাল বিচার নাকরে,
দেখিলে অন্যের দুঃখ,
শুকায় কমল মুখ,
বিষম বিষাদ-শেল প্রবেশি অন্তরে
অহরহ করে তার প্রাণ উচাটন।৫

পয়োদের হেন বেশ করি দরশন,
চকোর বিধুর হয়ে বিধুর বিরহে
ক্ষুদ্র পক্ষ বলে হায়,
এদিক ওদিক যায়,
ধৈর্য্য ধরি এক তিল সুস্থ নাহি রহে,
দাতারনাপেলেদেখাভিখারীযেমন।৬

বলে সিরাজের দলে* করিআক্রমণ
পতিরে করিলে ঘোর কারায় বন্ধন,
পতিপ্রাণা পতিগতি,
যথা বঙ্গাঙ্গনা সতী,
লাজ ভয়ে আকর্ষিয়ে সুনীল বসন,
করিত বদন চাঁদ ত্বরা আচ্ছাদন।৭

সেই মত বিভাবরী জীবন-জীবনে,
ঘনবলেতিমিরেহেরিয়েআচ্ছাদিত,
ছাড়িয়া বিলাস রস,
হয়ে ভয়-পরবশ,
নিবিড় তামসবাসে ঢাকিতে ত্বরিত
সরস মুখারবিন্দ (বিরস এখনে)।৮

এই ছিল দশ দিক রজত বরণ,
এই হল মসীমত ঘন তমোময়,
নাহি আর পূর্ব্ব শোভা,
জগজ্জন মনোলোভা,

---

* সিরাজউদ্দৌলার পক্ষীয়গণ।

সাধুর স্বভাব যথা বিপর্য্যয় হয়,
একদিন কুসংসর্গে করিলে গমন।৯
কিম্বা কাল অনুসারী বহুরূপীগণ,
(ভুবনে যাদের সম শক্ত মেলাভার)
ধার্ম্মিকের সহবাসে,
ঢাকি তনু ধর্ম্মবাসে,
পরম ধার্ম্মিক সম করে ব্যবহার,
দুষ্টের সমাজে করে দুষ্ট আচরণ।১০
পদ্মিনীর* সতীত্ব হরিতে আশা করি
চিতোরে আসিল যবে দুরাত্মা যবন†
শান্তশীল রণধীর,
যত ক্ষত্র কুলবীর,
রণভূমে দৈত্যবরে করিতে বারণ
যুঝেছিল যথা নানা প্রহরণ ধরি।১১
রজনীর পাণ্ডুবর্ণ বদনকমল
নেহারি রুষিল বলী পবননিকর,
মৃদুভাব ত্যাগ করি,
ভীষণ মুরতি ধরি,
ঘন শত্রু উড়াইতে হইল তৎপর।
বীর্য্যবিনে পুণ্যপুঞ্জ অতি হতবল।১২
বিবিধ বিহঙ্গ বসি শাখী-শিরোপরে
সঙ্গীত তরঙ্গে ছিল আমোদিত মন,
নেহারি বারিদজাল,
যেমন করাল কাল,
মনোদুঃখে নীরব হইল ততক্ষণ।
হেরি এসকল কার হৃদি না বিদরে।১৩
সুবিশাল রোম যার বিজয় কেতন
নভদেশে বিধুনিত হেরি শত্রুদল,
ভয়ে হতো জড় সব,
মন্ত্রবলে বিষধর,
ক্রূরতা ছাড়িয়া যথা হয় হে সরল,
দণ্ডধর দণ্ড হেরি পাতকি যেমন।১৪
শত্রুসম প্রবল মহাতেজা প্রতাপ
রাজকুলাসন যার দিব্য সিংহাসন,
দনুজ প্রতীম গল,*
দৈবে হয়ে সুপ্রবল,
যখন যে রাজাসন করিল গ্রহণ
মূক সম কবিকুল পেয়ে মনস্তাপ।১৫
এহেন সময়ে, বিশ্ব দুঃখের সময়ে
কে হাসি ভাষিল নভ ক্ষণস্থায়ীভাসে
বুঝি বা চপলা হবে,
নতুবা কে আর তবে,
আছেন অম্বরে যেই আহ্লাদেতে ভাসে
পথভ্রান্ত পথিকের পথভ্রান্তে লয়ে।১৬
কেনগো চপলা তুমি চপলা এমন,
নীচকুলজাত নহ, ঘনেশ নন্দিনী,
তব মাতা কাদম্বিনী,
রোষভরে উন্মাদিনী,

* সিংহলাধিপ হামির সিংহের কন্যা ও চিতোরেশ ভীমরাজের পত্নী।
† আলাউদ্দীন।
* এক অসভ্য জাতিবিশেষ ইহারাই রোমনগর [illegible]

শুনহ তোমারে কি বলিছেন তিনি,
তবভাব হেরিমেঘঁ করেন রোদন।১৭

বুঝেছি বুঝেছি আমি বুঝেছি সকল
যৌবন মদেতে মত্তা বামনেত্রাগণে,
স্বাধীনতা দিলে হায়,
যত সুখ পাওয়া যায়,
তুমি তার নিদর্শন দিতেছ সঘনে।
দেখুক বাঙ্গালীগণ মেলিনেত্রদল।১৮

তোমার চাপল্য হেরি জলধি ঈশ্বর
তব পূজ্য পিতামহ রাগেতে বিকল,
ভাঙ্গিছেন তটদেশ,
ধরিয়া ভীষণ বেশ,
ওষ্ঠচর্ম্ম কাটে যথা মানব সকল
দন্তযোগে, হলেপরে রোষেগরগর।১৯

শুনেছি ভূগোলমুখে বজ্রহ্রদ কথা,
তাতেই কাঁপেগো হিয়া করিথরথর,
মেঘবর গরজন,
তুমি কর আকর্ণন,
তবুও ত নয় ভীত তোমার অন্তর
কিআশ্চর্য্যহেনআরহেরিনিঅন্যথা২০

দেখেছ চীনের চীনমাটিরপ্রাসাদ *
কালের প্রভাব নাই যাহার উপর,
মিশরের মঠ যত *
আছ বুঝি অবগত,
যদিও স্বচক্ষে নাহি করেছ গোচর,
ত্রিভুবনময় কেন তাদের প্রবাদ। ২১

বিনশ্বর হত যদি তোমার মতন,
পলকে পলকে যদি খসিয়া পড়িত
তবে কি কখন বল,
বুধগণ অবিরল,
তাদের প্রশংসা করে যতনে লিখিত
চপলতা ছাড়ি কর চরিত্র শোধন। ২২

গোলাপের দল যথা এক দিন তরে,
সেইরূপ যুবতী যৌবন স্থায়ী নয়,
তাই ভেবে কর কাজ,
পরিহরি কুললাজ,
স্বেচ্ছাচারী হওয়া তব উচিত কি হয়
শান্ত হও গুরুজন উপদেশ ধরে।২৩

—

চারু চন্দ্রাবলী উপাখ্যান।

(গত প্রকাশিতের পর হইতে।)

কথারম্ভ।

মরাবতী অতি রমণীয় দেববাঞ্ছিত স্বর্গভূমি। যে খানে বসন্ত চিরবিরাজ করিতেছে, নন্দনবন অপ-

* এই প্রাসাদটী নান্‌কীন নগরে অবস্থিত। ৩৫০ বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি এই দেবায়তনের কিছুই বিকল হয় নাই। বিশেষ বিবরণ আগামীতে প্রকাশ্য।

* ইজিপ্ত দেশের পিরামিড।

রূপ শোভা প্রকাশ করিতেছে, পবন মন্দগতি হইয়া যাহার স্বকুসুম পারিজাতের সুগন্ধ বহন করিয়া দশ দিক্ আমোদিত করিতেছে, সুরতরঙ্গিণী নিয়ত কল্লোলিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। সরোবর সকল করকরের মূর্ত্তি চুরি করিয়া ভয়ে ভীত হইয়া যেন কম্পিত হইতেছে। কমলিনী দল অভয় প্রদান দ্বারা তাহার মনকে সান্ত্বনা করিতে উদ্যত হইয়াছে। কত সুরসুন্দরী কুমারীগণ মানস উল্লাসে তাহে ক্রীড়া করিতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, দেবর্ষিগণ ভাগীরথী কূলে ত্রিভুবন বিহারী ধ্বান্তহারী দেবদেব দিনকরকে অর্ঘ্য প্রদান কালে যে রক্ত জবা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই নীরে নীত হইয়া লহরিলীলায় আরোহণান্তর ইতস্ততঃ চালিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে শোভার আর শেষ নাই। দুঃখ, শোক, রোগ প্রভৃতি বিহীন হইয়া নিয়ত দেবতাগণকে আনন্দ প্রদান করিতেছে।

এই স্থলে সর্ব্বজনস্রষ্টা অনাদি ঈশ্বর কমলযোনির আদেশক্রমে ত্রিভুবন রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া মহর্ষি কশ্যপপুত্র ইন্দ্র দেবরাজ দেবদল-বেষ্টিত হইয়া স্বীয় কান্তা অনন্ত যৌবনা ত্রিলোক-ধন্যা রূপলাবণ্য-বিশিষ্টা শচীসহ নিরন্তর আমোদে কালযাপন করেন। বিধির বিধি কি আশ্চর্য্য! এরূপ ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনপতি অমরাবতীতে বাস করিয়াও তাঁহাকে সময়ে সময়ে দুর্নিবার দৈত্যদল ভয়ে ভীত হইতে হইয়াছে। দৈত্যবংশোদ্ভব উগ্রসেন নামে এক মহাশূর স্বীয় দলবল সহ এক সময়ে সুরপুরীতে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে ভয়ে ভীত হইয়া ইন্দ্র দেবরাজ পৃথিবী হইতে দৈত্য দমনার্থ সূর্য্য বংশোদ্ভব কামসদৃশ কলেবরধারী বিক্রমকেশরী চিত্ররথ নামে রাজাকে আহ্বান করিয়া পরিত্রাণ পান। তিনি তদবধি চিত্ররথ ভূপতির সহিত সখ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া একত্রে মহানন্দে কালযাপন করেন।

একদা দেবরাজ পুরন্দর চিত্ররথকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বর্গ ভ্রমণে বিনির্গত হইয়া চন্দ্রসরো-

বরের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তথায় অপ্সরা মিশ্রকেশী ও তিলোত্তমা উন্মত্তপ্রায় হইয়া জলক্রীড়া করিতে ছিল। দৈবাৎ কাম সদৃশ রূপধন্য চিত্ররথের প্রতি মিশ্রকেশীর দৃষ্টি পতিত হওয়াতে দুরন্ত মদন এককালে তাহার হৃদয়ে পঞ্চ শর নিক্ষেপ করাতে মোহাচ্ছন্ন হইয়া প্রেমপাশে বদ্ধ হওত অনিমিষলোচনে রাজার প্রতি সন্তুষ্ট নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দৈব ঘটনা বশতঃ তাহার প্রতি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথেরও নেত্রপাত হওয়াতে তাঁহারও নেত্রদ্বয় নিমেষশূন্য এবং শরীর স্তম্ভিত হইল। কিন্তু ইন্দ্রের রথ অনবরত গমন করাতে তাঁহার নয়ন-চকোর মিশ্রকেশীর মুখচন্দ্র আশায় নিরাশ এবং নিতান্ত ম্লান হইয়া গেল। যাহা হউক পরস্পরের হৃদয়ে প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইল এবং উভয়ে উভয়ের মন হরণ করিয়া অদৃশ্য হইল। তথাপি পরস্পর নয়নান্তর হইয়াও পরস্পরের অবস্থিতি দিকে অনিমিষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ইন্দ্র চিত্ররথের মনের ভাব কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। চিত্ররথও নিজ ভাব গোপন করিবার নিমিত্ত কপট আমোদ প্রমোদে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু মিশ্রকেশীর সেই চারু অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বদন, নবজলদ-পটল-নিন্দিত সুচারু কেশ, মৃগ নয়ন, সুধাময় হাস্য, মৃণালনিন্দিত বাহুযুগ, প্রস্ফুটিত কদম্ব কুসুম সদৃশ কুচদ্বয়, কেশরীবিনিন্দিত ক্ষীণতর কটি, বিশাল জঙ্ঘা, রামকদলী গুরু উরুযুগ ও স্থলপদ্ম সদৃশ পদতল এবং চম্পককলির ন্যায় অঙ্গুলিচয় ও তাহার দারুণ নয়ন-শর হৃদিমাঝে নিরন্তর জাগরূক রহিল।

এ দিকে শরীরের ভঙ্গী ও নয়নের ভাব দেখিয়া তিলোত্তমা মিশ্রকেশীর সমুদয় মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষদ্ধাস্যাননে কহিল সখি! আজ তোমার ওরূপ ভাব দেখিতেছি কেন? তোমার ইন্দ্রিয় সকল স্বীয় স্বীয় কর্ম্মত্যাগ করিয়া তোমাকে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় করিয়াছে দেখিতে পাই, ইহার কারণ কি? অথবা তুমি

অনিমিষ-লোচনে কি নিরীক্ষণ করিতেছ? ছি, ছি, দেখ স্নান করিতে আসিয়া এ কি করিতেছ? দেখ দেখি, কত বিলম্ব করিলে। চল চল, আর এরূপ বিলম্ব করার কোন প্রয়োজন নাই, মিছামিছি কত বেলা হইয়া গেল। আরো অধিক বিলম্ব হইলে আর্য্যাগণ ক্রোধান্বিত হইতে পারেন, অতএব চল শীঘ্র যাই।

মিশ্রকেশী তিলোত্তমার এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া অধোবদনে কিয়ৎকাল বাগ্‌বিহীন হইয়া রহিলেন। পরে কাতরস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, সখি! আমাকে নিরর্থক কেন এত কথা বলিলে? কৈ আমি ত বিচলিতচিত্ত কিম্বা স্পন্দবিহীন হই নাই, আমি কেবল ঐ দিকে কি একটি রমণীয় বস্তু নয়নপথে পতিত হওয়াতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এবং তাহার রমণীয়তার বষয় ভাবিতেছিলাম ইহা ব্যতীত আমি আর কিছুই ভাবনা করি নাই, কিম্বা নিরীক্ষণ করি নাই। কিন্তু সখি! তোমাকে বলিতে কি, আমি তাহার সেই রমণীয়তায় মোহিত হইয়াছি। তুমি কি বলিতে পার তাহা কি?

তিলোত্তমা মিশ্রকেশীর বচন শ্রবণান্তর পরিহাসচ্ছলে কহিতে লাগিলেন, সখি! তুমি যে বস্তু দেখিয়া মোহিত হইয়াছ, আমি তাহার সকলি অবগত হইয়াছি। ইহা কেবল তোমার রূপগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে উদয় হইয়াছিল। তুমি না সর্ব্বদা অহঙ্কার করিয়া থাক যে, কন্দর্প ও রতি কত রূপ ধরে, তাহারা আমার রূপ দর্শন দূরে থাকুক, এই নবকাদম্বিনীসদৃশ কেশজাল দর্শন করিলেই মোহিত হইয়া যায়। তাহাদের যে চিররূপগর্ব্ব এক কালে খর্ব্ব হয়। কিন্তু দেখ, বিধাতার কি চমৎকার কৌশল! আজি তোমার সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত অনঙ্গ অঙ্গ ধারণ করিয়া তোমাকে স্বীয় চারু কলেবর দর্শন করাইয়া গেল। দেখ, তুমি সর্ব্বদাই অহঙ্কার করিতে, কিন্তু আজ সে অহঙ্কার কোথায়? একেবারেই মোহিত হইয়া জ্ঞান শূন্যপ্রায় তাহার দিকে নয়ন

পাত করাতে নয়ন নিমিষশূন্য হইয়াছে। পুনর্ব্বার দেখ, তুমি তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে বলিয়া তোমাকে দারুণতর কুসুম শর সন্ধানে জর্জ্জরিত করিয়াছে। অতএব প্রিয়সখি! তুমি আর রূপের অহঙ্কার করিও না। এখন গৃহে চল।

মিশ্রকেশী তিলোত্তমার এতাদৃক্ সুচতুর বচন শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। এবং ক্ষণকাল পরে অপরিস্ফুট বচনে কহিলেন, সখি! তুমি আর আমাকে লজ্জা দিও না: আমি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়াছি। যাহাহউক, যাহাকে দেখিলাম, তাহার জন্য মন নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে, অতএব কোন উপায় দ্বারা এ যন্ত্রণা নিবারণ কর; নতুবা তোমার প্রিয়তমাকে জন্মের মত বিদায় প্রদান করিতে হইবে। পরে স্থানান্তরে বিচলিতমনা মিশ্রকেশী তিলোত্তমার সহিত গৃহে গমন করিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

কবিতালহরী।— বহরম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থখানি অতি সুললিত ভাষায় রচিত হইয়াছে। যদিও ইহার সকল স্থলে বিশেষ কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না বটে, তথাপি উহা সদ্ভাবপূর্ণ বলিয়া মনোহরণ করে। কতকগুলি কবিতা অতি সরল ভাষায় রচিত হওয়াতে পাঠকগণের চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হইবে। তন্মধ্যে একটী পাঠকগণের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ভণ্ড তপস্বী।

কণ্ঠেতে তুলসীমালা মুখে হরিবোল
গলায় দুলায়ে সুখে বাজাইছ খোল॥
তরবুজের বোঁটা সম টিকী শোভে শিরে
পরণেতে মলমলের থান ফিরফিরে
কোঁচাটী জড়ান মোল্লাসম কাছা নাই
দেখিতে ধার্ম্মিক বট কপট গোঁসাই।

ছাপাতে সকল অঙ্গ চমৎকার শোভে।
সতত ধাবিত মন পরনারী লোভে ॥
হাড়গিলের ঝুলিমত হাতে কুঁড়োজালি
মুখটী সুমিষ্ট কিন্তু হৃদে ভরাকালি ॥
পেটটি ঢাকাই জালা নবাবী চলন।
লোকেরে দেখাও সদা হরি নামে মন ॥
সুখেতে কাটাও কাল আহারের তরে।
রৌদ্রে জলে নাহি ফিরো পরিশ্রম করে ॥
মালপুয়া মতিচুর মিঠাই প্রত্যহ।
রাজার মতন তুমি আহার করহ ॥
কিন্তু পরকালের কি করিলে সম্বল।
খাটিবেনা ঈশ্বরের কাছেতে কৌশল ॥
অতএব ছেড়ে দাও ভণ্ডামী যতেক।
স্থির চিত্তে ভাব সেই পরমেশ এক ॥"

বাবু রামদাস সেন, কেবল গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া আমাদের প্রশংসার পাত্র এমত নহে। তিনি অতি বিদ্যোৎসাহী ও মাতৃভাষানুরাগী। তাঁহার ন্যায় কতকগুলি উৎসাহদাতা হইলে বঙ্গভাষার সমধিক উন্নতি হইতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই।

২। বঙ্গীয় কুটীর হইতে চিন্তামালা (Thoughts from a Bengalee Cottage) উক্ত নামধেয় একখানি ইংরাজী পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রণেতার নাম নাই। গ্রন্থকর্ত্তা এখানিকে প্রথম নম্বর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব অন্যান্য নম্বর প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের প্রতীতি হইল, যে গ্রন্থকর্ত্তা যাহা যাহা বলেন, সে সকল যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় সুখী আর পৃথিবীতে নাই। তিনি পৃথিবীর সকল প্রলোভন হইতে আপনার মনকে সংযত করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করেন। তিনি নিজেই বলেন "যদিও আমি অল্প টাকা উপার্জ্জন করি, আমার বন্ধু সকল মনে করিও না যে, আমি অত্যন্ত দীন—না আমি অত্যন্ত ধনী—বোধ হয়, পৃথিবীর একত্রিত সকল রাজাপেক্ষাও অধিক ধনী। বাহ্যে যদিও আমি অতি দীন বটে, কিন্তু মনেতে আমি বাদসাহ। আমার মনই আমার রাজত্ব, এবং চিন্তা সকল আমার প্রজা"। ইহাতে বোধ হয় তিনি সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ সুখামোদে মত্ত থাকেন। এই পুস্তকের ইংরাজী ভাষা বড় মন্দ হয় নাই।

প্রেরিত পত্র।

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গুপ্ত কবি।

মহাশয়! কবির জীবনচরিত কিরূপে লিখিতে হয়, আমি তাহা জানি না, কিন্তু যখন মনে করি, সুপ্ত অন্তঃকরণ তখনি যেন আপনা আপনি জাগিয়া উঠে। অতএব একটী বৃত্তান্ত (যতদূর জানিয়াছি) অদ্য আপনাকে উপহার দি-তেছি।

১০ বৎসর পূর্ব্বে কোন্ বিখ্যাত কবিবর বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করিয়া-ছিলেন? কোন্ কবিরত্ন এই হত-ভাগিনী বঙ্গ-জননীর অলঙ্কার হইয়াছিলেন? তাঁহাকে কি আপ-নার স্মরণ হয়? কে তিনি! কোথায় জন্মিয়াছিলেন? এক্ষণে কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? আমি? আমি কি জানি? কিন্তু এ পর্য্যন্ত যখন কেহই তাঁহাকে স্মরণ করিলেন না, তখন আমি সবিশেষ বৃত্তান্ত কোথায় পাইব? তথাচ যৎকিঞ্চিৎ যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই এই স্থলে অবলম্বনীয়।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। শক ১৭৩৩ অব্দে জেলা হুগলীর অন্তঃ-পাতী জাহ্নবীর পূর্ব্বকূলে কাঞ্চন-পল্লী গ্রামে ৺ হরিনারায়ণ গুপ্তের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্য-কালে তিনি কোন বিখ্যাত বিদ্যা-লয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু শৈশবাবধিই কবিতা রচনা-বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। এমন কি, তদবধিই তিনি মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ছয় বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার মাতুল-ভবনে ছিলেন, সেই সময়ে নিম্ন-লিখিত দুই পঙক্তি কবিতা রচনা করেন।

"রেতে মশা, দিনে মাছি।
এই নিয়ে কল্‌কাতায় আছি।"

এইরূপ অভ্যাস বশতঃ ক্রমে ক্রমে তিনি এক জন প্রসিদ্ধ কবি হইয়া উঠেন। যৌবনকালে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রখরতা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে দৈব-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া গৌরব করি-তেন। ১২৩৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই মাঘ দিবসে যোড়াসাঁকো নিবাসী স্বদেশ-হিতৈষী মৃত মহাত্মা যোগেন্দ্র-

মোহন ঠাকুরের বিশেষ যত্নে ঈশ্বর বাবু "সংবাদ প্রভাকর" নামক সংবাদপত্র প্রচলিত করেন। প্রথমে উহা প্রতি সপ্তাহে এক দিন করিয়া প্রকাশিত হইত। তদনন্তর ১২৪৩ বঙ্গাব্দের ২৭এ শ্রাবণ বুধবার অবধি ১২৪৬ সালের ৩০এ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বারত্রয়িক নিয়মে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় অবধি অদ্য পর্য্যন্ত প্রাত্যহিক নিয়মে প্রকাশিত হইতেছে।

সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ডপীড়ন নামে তাঁহার আর দুইখানি সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। সাধুরঞ্জনে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাব ও কবিতা লিখিত হইত। পাষণ্ডপীড়নেও প্রথমে হিতকর প্রস্তাবাদি লিখিত হইত। সীতানাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ঐ পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিল, ১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে এই পত্রের জন্ম হয়, তাহার পর যখন ভাস্কর সম্পাদক ৺ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সহিত বিবাদ বাধিয়া উঠে, তৎকালে উক্ত ভট্টাচার্য্যের (গুড়্গুড়ের) রসরাজ নামক পত্রের উত্তরে নানা প্রকার রসের উদ্দীপন হইয়াছিল। ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে উক্ত সীতানাথ ঘোষ পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করাতে কয়েক সংখ্যা ভাস্কর-যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াই পাষণ্ড পীড়নের মৃত্যু হয়।

কবিবর অবকাশকালে প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর, বোধেন্দু-বিকাশ, ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন-চরিত, এই চারিখানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। কলি-নাটক নামে আর এক খানি নাটক লিখিয়াছিলেন, অকালে মৃত্যু হওয়াতে ঐ পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

(ক্রমশঃ)

পত্র প্রেরকের প্রতি।

সপ্তগ্রামের শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীর "অদৃষ্ট" উপযুক্ত বোধ হইলে আগামী মাসে প্রকাশিত হইবে। সেইটী যথার্থ কামিনীর লিখিত কি না, অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

১২৭৩ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	কলিকাতা	... .	১৲
" কালীপ্রসন্ন ঘোষ	... ঐ	... ...	১৲
" কৈলাসনাথ বসু	.. ঐ	... .	২৲
" মদনমোহন হালদার	.. ঐ	... .	১।০
" যদুনাথ রায় ভবানীপুর	ঐ	... .	১৲
" পার্ব্বতীচরণ পাল	... ঐ	... .	১৲

১২৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ হালদার	কলিকাতা		(ষাণ্মাসিক)	১।৵০
" প্রতাপ চন্দ্র মিত্র	... ঐ ..		ঐ ..	১।৵০
" শ্রীধর রায়	ইন্স্পেক্টীং পোষ্টমাষ্টার,	মেদিনীপুর	(বার্ষিক)	৩৲ *
" অখিলচন্দ্র দত্ত	জমীদার	ঐ	"	৩।০
" নবকৃষ্ণ আচার্য্য	কালেক্টরীর নাজীর	ঐ	"	৩।০
" জয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়	পোষ্টমাষ্টার	ঐ	"	৩।০
" রামসুন্দর সরকার	ভেরুয়া জেলা সিরাজগঞ্জ		"	২ †

নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয়ের বিক্রেয় পুস্তক।

চারুচরিত্র (দ্বাদশ শিশুর বিবরণ)	৵০
বিজয় বসন্ত (তৃতীয় বার মুদ্রিত)	॥০
রত্নাবলী গীতাভিনয়	॥০
সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয়	।৵০
বিশুদ্ধ প্রেম	।০
পদ্যপুণ্ডরীক (বালিকাদিগের পাঠোপযোগী)...	৵০
কবিতাকৌমুদী ... ., ...	৶০

---

* ।০ আনা মাশুল বাকি রহিল।

† ১।০ আনা মাশুল সমেত বাকি রহিল।

বিজ্ঞাপন।

নবপ্রবন্ধের ১ ম ভাগ পুস্তকাকারে বাঁধান হইয়াছে, মূল্য ২॥০ টাকা ও তৎ সেওয়ায় মফঃসলবাসীদিগকে ডাক মাশুল দিতে হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

মেদিনীপুর কালেক্টরীর হেড্‌রাইটার শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার বসু মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের নবপ্রবন্ধের অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তদঞ্চল নিবাসীগণ গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত মহাশয়ের নিকট সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

গত ভাদ্র মাস হইতে যাঁহারা নবপ্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও ফাল্গুন হইতে ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, এই শ্রাবণ মাসে তাহা নিঃশেষিত হইল। এক্ষণে পুনর্ব্বার স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রদান করিলে চিরবাধিত হইব। অপর যাঁহাদের নিকট আমাদের যাহা পাওনা আছে, তাহাও প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রী শ্যামাচরণ সিংহ নামক জনৈক সরকার আমাদের নবপ্রবন্ধের কতকগুলি বিলের টাকা আদায় করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অতএব গ্রাহক মহাশয়েরা উক্ত সরকারকে যেন বিলের টাকা আর না দেন, আমরা স্বতন্ত্র সরকার প্রেরণ করিব। যদি কোন গ্রাহক মহাশয় উক্ত সরকারকে দেখিতে পান, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলে চিরবাধিত হইব।

নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয়
১৮।২ নং বলরামদের ষ্ট্রীট। শ্রী তিনকড়ি ঘোষাল।

Part II. No 5.

NABA PROBUNDHA

A

MONTHLY MAGAZINE.

——0000000——

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ, প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ, পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ।	ভাদ্র, ১২৭৪।	মাসিক মূল্য ... ।০
৫ম সংখ্যা।	সেপ্টেম্বর ১৮৬৭।	অগ্রিম বার্ষিক ২॥০

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

Printed at the Girisha Vidyaratna Press,
No. 58—5. Mirjapur.

নব-প্রবন্ধ কার্য্যালয়। যোড়াসাঁকো বলরাম দের
ষ্ট্রীট ১৮।২ নং ভবন।

Price 5 annas. মূল্য ।/০ আনা।

PUBLISHED BY TINCARI GHOSALA FOR THE EDITOR.

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ।	ভাদ্র, ১২৭৪।	মাসিক মূল্য - - ।০
৫ম সংখ্যা।	সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭।	অগ্রিম বার্ষিক ২॥০

শশিপ্রভা।

দ্বিতীয়াঙ্ক-ক্রমশঃ।

(৭৫ পৃষ্ঠার পর)

শিবিরে সঙ্কট।

দুঃখের সময় শীঘ্র যায় না। পথিক ব্যাকুল-চিত্তে চাতকের ন্যায় আগতা স্ত্রীলোকের প্রতি একান্ত এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ঘন নীরদমালাভূষিত পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থলে জ্যোৎস্না অস্পষ্ট রূপে প্রকাশ হওয়াতে দূরস্থ কিছুই স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে না, মধ্যে মধ্যে নীল মাণিক্যজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে ছিল। যেন মহীধর-নিচয় বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভাবুক পান্থ জনের তাপিত হৃদয় শান্ত করিতেছিল, এই নবপ্রেমানুরাগী পথিক বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়া নানা প্রকার ভাবিতে ছিলেন। এক একবার মনে করিতে ছিলেন 'বুঝি সেই অবগুণ্ঠনবতী মেঘমালা তাঁহার দুঃখের ভাগিনী হইতে আসিতেছেন।' অনতি বিলম্বে ঐ স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখাগতা হওয়াতে দেখিলেন, সেই রাজকুমারীর সহচরী হেমতরী। পথিক তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "সহচরীগণকে কোথায় রাখিয়া এলে? একাকিনী কেন দেখিতেছি? রাজকন্যাগণের

সংবাদ কি? প্রত্যুত্তরে হোমতরী কহিল "সংবাদ ভাল, আমার সঙ্গে আসুন, রাজকুমারীগণ রাণীর সহিত শিবিরে গিয়াছেন, আপনারে আমায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন, ক্রমে রাত্রি হইতেছে, শীঘ্র আসুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া পথিক মনোমধ্যে যে প্রকার আহ্লাদ লাভ করিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। পাঠক আপনিই অনুভব করুন। পথিক দুর্গাস্মরণ করিয়া স্থানান্তর হইতে অশ্বটীকে ধরিয়া হোমতরীর পশ্চাৎ২ চলিলেন। ক্রমে কুশবন, শিমুল বৃক্ষবন ও দেবমন্দির অতিক্রম করিয়া শিবিরসম্মুখে উপনীত হইলেন। দাসী কহিল, "এই ক্ষুদ্র কুটীর সন্নিধানে ঘোড়াটীকে রাখিয়া আমার সহিত আসুন। পথিক সেই রূপ করিলেন। যখন শিবির সমীপস্থ হইলেন, প্রহরীরা তখন আপনাপন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রহরীরা কি বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছে? না, কতকগুলি বন্য অসভ্য উলঙ্গ নাগাজাতি, বিকট-আকৃতি; গলাতে একং খানি আসামীয় অঙ্গ ঝোলান [illegible]হিয়াছে।

একপক্ষে ভল্লূকাদি জন্তু বলিলেও হয়। হোমতরীর সমভিব্যাহারী আগন্তুককে দেখিয়া কেহ কোন আপত্তি করিল না, বরং সসম্ভ্রমে চাহিয়া রহিল। শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় দুইচারিশত সৈন্য ছিল। কেহবা অগ্নি জ্বালিয়া পাঁচ সাত জন একত্রে চক্রাকারে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কেহবা বাদ্যযন্ত্র লইয়া দশ বার জন ঐক্য হইয়া ভীষণ নাদে গান বাদ্য করিতেছে, কেহ বা আপনাপন কামিনীগণসহ বিভুনাম গাইতেছে, কেহ বা বাঁশের মাচাতে কম্বল বিছাইয়া নিদ্রার আরাধনা করিতেছে, কোথাও বা দশবার ব্যক্তি সমবেত হইয়া অহিফেনধূম সেবনে চক্ষু মুদিত করিয়া "ধুঁয়া পাত." খাইতেছে। কয়েকটী বেটে ঘোড়া ও বিশ পঁচিশটি হস্তী প্রতিধ্বনি করিতেছে। শিবির বলিয়া কি তাম্বু? তা নয়। রাজার গুপ্ত বিরামগৃহ। তাই কি ইমারত? তা নয়। ঘাসের ছাউনী, বেতের বেড়া, আরামের রীত্যনুসারে প্রস্তুত, তাহাতে প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে চাপের

দ্বারা রং করা। প্রায় দশবারো খানি ঐরূপ ঘর ছিল। গৃহাভ্যন্তরে অসমুজ্জ্বল রূপে একটী দীপ জ্বলিতেছিল। শিবিরের চতুর্দ্দিক নিবিড় জঙ্গলাবৃত থাকাতে অন্য কোন দিক্ হইতে কিছুই দেখা যায় নাই। আগন্তুক শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, কএকটী মনুষ্য বসিয়া মানেদের লড়ায়ের বিষয় গল্প করিতেছিল। হোমতরী ইঙ্গিতে কহিল "ঐ রাজা রত্নধর, ঐ মন্ত্রী কেশীরাম, ঐ সেনাপতি ফেফেন্দা, উনি রাজগুরু-গোসাঞী গঙ্গাগোবিন্দ, ঐ পুরোহিত দেহিরাম শর্ম্মা, ঐ দুই বড়ুয়া ও ফুক্কণ সভাসদ্‌গণ। আপনি এইস্থানে বসুন. আমি রাণীকে সংবাদ দিইগে।" এই বলিয়া হোমতরী স্থানান্তরে গেল। আগন্তুক দেখিলেন, রাজা রত্নধরের বয়স প্রায় ষাটি বৎসর, না দীর্ঘ, না খর্ব্ব মধ্যমাকৃতি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ, মাথায় লম্বা চুলের টীকি, মুগা রেশমি বস্ত্র পরিধান। মন্ত্রী কেশীরামও প্রায় ঐ রূপ, কিন্তু দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। সেনাপতি ফেফেন্দা দীর্ঘাকার শাখাহীন তাল-বৃক্ষাকার, গলায় বৃহৎ একটী গলগণ্ড, পায়ে গোদ, মাথায় দেড় হাত টিকী। কর্ণে পাথরের কেরু, বাদা চিংড়ির ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট মুখ, চক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। বয়ঃক্রম রাজার অপেক্ষা ২।১ বৎসর অল্প হইবে। সভাসদ্‌গণ বড়ুয়া ও ফুক্কণ, প্রায় রাজার বয়স্ক, রাজগুরু ও পুরোহিতও তদ্রূপ। যে গৃহটীর মধ্যে হোমতরী তাঁহাকে বসাইয়া গিয়াছে, তাহাতে রাজগৃহের উপযুক্ত কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল কয়েকটী গজদন্তনির্ম্মিত আসবাব, আর পিত্তলের নির্ম্মিত হুঁকা প্রভৃতি অন্যান্য গৃহসজ্জা ছিল। যে আসনে আগন্তুককে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হরিণশৃঙ্গ নির্ম্মিত। আগন্তুক এই সকল দর্শনলালসায় ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলেন, রাজসভাস্থিত রাজা প্রভৃতি কয়েকজন একে একে আগন্তুককে দেখিয়া ভীরুস্বভাব বশতঃ পলায়নপর হইলেন। পথিক কোন আশু বিপদাশঙ্কা মনে করিয়া হতবুদ্ধি হইলেন।

তাঁহাকে একাকী গৃহমধ্যে রাখিয়া কোন কথা না কহিয়া সকলে একে একে গমন করিল, ইহার কারণ অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া হোমভরীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সভ্য দেশের রীত্যনুসারে আগন্তুককে কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। আসামে অদ্যাপি ঐরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে, অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দেখিলে প্রায়ই কোন কথা না কহিয়া লোক পলায়ন করে, অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক নহে। আগন্তুক ব্যক্তিকে সমাদর করে না। স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ স্বাধীনতা আছে, তাহাদের দ্বারা বাজার প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনা হইয়া প্রকাশ্যে নৃত্য গীতাদি করে। পুরুষগণ প্রায়ই ভীরুস্বভাব, তা বলে কি সরল? না, কিছু কিছু মনের ভিতর বক্রতা আছে। কালী অর্থাৎ অহিফেন ভক্ষণ কিম্বা "গুলি" খাইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, কেহ কোন বিষয়ে কাহারও বাধ্য নহে, এখানে কৃষি কার্য্য উত্তমরূপ প্রথায় প্রচলিত নহে, ও বাণিজ্যকার্য্যেরও বিশেষ উন্নতি নাই, এখানকার স্ত্রীলোকেরা শিল্পকার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলকারই বস্ত্র-বয়ন-যন্ত্র আছে, স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রম করিয়া পুরুষদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকে, সে বিষয়ে ইহাদের স্বাধীনতা আছে। আসামে স্ত্রীশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে তৎ-প্রদেশ মধ্যে অনেকানেক স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নব্যসম্প্রদায় বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতেছে এবং দেশের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টিত আছে। এক্ষণে আসামের সহৃদয় নব্য সভ্য-সমাজ দেশের হিত সাধনে ও পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা-চয় সংশোধনে যত্নবান হউন।

আগন্তুক সেই গৃহমধ্যে অনুজ্জ্বল দীপের সম্মুখে একাকী বসিয়া কত প্রকারই ভাবিতেছিলেন, এমত সময় একজন মনুষ্য তাঁহার নিকটে যোড় হস্তে আসিয়া দণ্ডায়মান রহিল। পথিক কহিলেন, তুমি কে? সে কহিল, আমার নাম

দূতীরাম, আমি মহাদেবের মঠের ব্রাহ্মণ, রাজার নিকট শান্তিজল দিতে আসিয়াছিলাম, রাজা কোথায়? আগন্তুক কহিলেন, দিগন্তরে দেখ। এই শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ বেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দিগন্তরে চলিয়া গেল। এমন সময় অন্য দিক্ হইতে হোমতরীকে আসিতে দেখিয়া তিনি মনে কিছু সুখী হইলেন। দাসী নিকটস্থ হইয়া কহিল "আমার সঙ্গে আসুন", এই বলিয়া অপর গৃহাভ্যন্তরে লইয়া চলিল। গমনকালে আগন্তুক কহিলেন, 'হোমতরি! আমি মনোমধ্যে কিছু ভীত হইতেছি, আমাকে কেহ কোন কথা না কহিয়া কোথায় সকলে গমন করিলেন?' হোমতরী কহিল "ভয় কি? আমাদের ঐরূপ দেশাচার। আগন্তুক দেখিলে কেহ কোন কথা না কহিয়া আপনারাই লুকাইয়া থাকে"। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে, এই ভাবিয়া আগন্তুক হোমতরীর সমভিব্যাহারে চলিলেন, অন্য গৃহে যখন প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, অপর একজন স্ত্রীলোক, বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর, এবং রাজকন্যাদ্বয়, আর দুই জন দাসী, নাম অজ্ঞাত। সকলে আসিয়া "হুলুলু"ধ্বনি ও "হরিবোল" দিয়া আমাদের প্রথানুসারে সম্ভাষণ ও আহ্বান এবং মঙ্গলাচরণ করিলেন। আগন্তুক এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন, পরে উপবেশনজন্য একখানি চৌকি আনিয়া দিলে, অতিথি তাহাতে উপবেশন করিলেন, পূর্ব্বমত হুলুলুধ্বনিও হইল। যিনি পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্কা রমণী, তিনি এক জন দাসীকে কহিলেন, "মিনাকি! পান তাম্বূল দেও", এখন একজন দাসীর নাম পাওয়া গেল। "মিনাকী" রাণীর আজ্ঞাক্রমে অতিথিকে পান ও কাঁচা শুপারি দিয়া সম্ভাষ করিল। ক্রমে সকলেই অতিথির চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিল। এখন মেঘমালা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া পার্শ্ববহির্ভাগে বসিয়া রহিলেন, ইন্দুপ্রভাও পূর্ব্বমত মনোদুঃখে আছেন। হোমতরী কহিল, "আ-

ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বনবাসী হইলাম, তুমি সেই শত্রুকে গৃহে আনিয়া স্থান দিলে!!! প্রত্যুত্তরে হোমতরী কহিল "হা অদৃষ্ট! মনুষ্যের শেষ অবস্থা হইলে কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়? ও ব্যক্তি ভিন্নদেশীয় বটে, কিন্তু এখানে পথভ্রমে দৈব কর্ত্তৃক আনীত হইয়া নদতটে কষ্ট পাইতেছিল, তাই আমাদের রাণী শুনিয়া শিবিরে আহ্বান করিয়াছেন।" এইরূপ বাগ্ বিতণ্ডার পর সকলে ক্রমে আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক লুকাইবার সময়ে শরীরের কোন২ স্থান ক্ষত হইয়া ছিল বলিয়া মহাদুঃখে ক্লেশ নিবারণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যদের বাসস্থানে যে বাদ্যোদ্যম হইতেছিল, রাজা প্রভৃতির লুকাইবার সময় তাহাও বন্ধ হইয়াছিল, এবং সকলেই নিঃশব্দে যেন কোন অমঙ্গল ঘটনা হইয়াছে বলিয়াই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই সাহসী হইয়া অগ্রসর হয় নাই। এক্ষণে পূর্ব্বমত সকলে আমোদ প্রমোদে মগ্ন হইল। রাজা রত্নধরের লেইও নামে ক্রীত দাসটীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, বোধ করি, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, সেই ভৃত্য এক্ষণে রাজসমীপস্থ হইয়া সকল কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। দেব! কি কারণে আমরা পলাইয়াছিলাম? মানেরা কি এখানে আসিয়াছে? তখন হোমতরী প্রত্যুত্তর করিল, যে তুমিত দেখিয়াছ, আমাদের প্রমোদ-বনে ব্রহ্মপুত্রতীরে যে মনুষ্যটী আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, আমরা তাহাকে এখানে স্থান দিয়াছি। ইহাতে ভয় কি? "লেইও" কহিল, ভালইত, সে শত্রু নহে, আমি দেখিয়াছি। রাজগুরু গোসাঞী গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন, রাজন্! আমার মনে অত্যন্ত সংশয় জন্মিয়াছে, ও ব্যক্তি ছদ্মবেশী কোন শত্রু হইবে। হোমতরী কহিল, সে কি? আমি আপনিই কি তোমাদের অনর্থের মূল হইব? কখনইনা, যদিও শত্রু হয়, তবে একাকী কি করিতে পারিবে? সকলে সতর্ক থাকুন। আমরাও রাত্রি জাগরণ করিয়া যাহাতে বিপদ না ঘটে, এমন করিব।

এই বলিয়া ক্ষণপরে দাসী আগন্তুক সন্নিধানে গমন করিল। রাজা, গোসাঞী, মন্ত্রী বড়ুয়া ও ফুক্কণ প্রভৃতি সকলে পূর্ব্বমত সমবেত হইয়া সত্য নারায়ণের পুঁথি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এবং সেনাপতি ফেন্দা সৈন্যদের প্রতি আহ্বান পূর্ব্বক সত্য নারায়ণের কথা শ্রবণ করিতে বলিল। পুরোহিত দেহিরাম শর্ম্মা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ আরম্ভ করিলেন, সকলে মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিল। এবং মধ্যেং করতাল ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যও বাজিতে ছিল। "বুড় ডাঙ্গরিয়ার *" কিছু উপাসনা হইতে লাগিল। এবং যাহাতে আশু কোন অমঙ্গল না ঘটে, এরূপ তদ্বিষে সকলে রহিল। বড়ুয়া ও ফুক্কণ রাজাকে কহিল, হে রাজন! শুনিয়াছি, রাজা গৌরীনাথের ন্যায় সৎস্বভাব ব্যক্তি আর আমাদের দেশে ছিলেন না, আপনি শীঘ্র রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্য পালন করুন। এ বন মধ্যে আর লুকাইয়া থাকা বিধেয় নহে। এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথন ও দৈব উপাসনাতে ও বাদ্যোদ্যমে ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল।

আসুন পাঠক! এখন আমরা আগন্তুককে দেখি গে। মহিলাশ্রমে কি হইতেছে।

বন্ধু কর কমলে।

এখানে আগন্তুক রূপহী ও জয়মতী প্রভৃতির অনেক অনুরোধে আহারোপযোগী কিঞ্চিৎ দ্রব্য ভক্ষণ করিলেন। এবং একত্র বসিয়া নানাবিধ প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মিনাক্ষী নাম্নী দাসী পুলকিতচিত্তে রাণীর সমীপে নিবেদন করিল, রাজস্বরণি! কনিষ্ঠা রাজকন্যাকে এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অতিথিকে সম্প্রদান করিলে ভাল হয় না?" রাণী প্রত্যুত্তর করিলেন ইনি ইহারে কি গ্রহণ করিবেন? আমার ত এখনি মত হইয়াছে, কি করেই বা প্রশ্ন করা যায়? পথিক এই সকল কথা আধ আধ কিছু কিছু শ্রবণ করিতে ছিলেন এবং মনে মনে করিতে-

* আসামের উপদেবতা।

ছিলেন যে, হানিই বা কি আছে! অনায়াসলভ্য রত্নকে কেমন করিয়াই বা পরিত্যাগ কবিতে পারি? দেখাই যাক, শেষটা কি দাঁড়ায়। এমন সময় অনতিদূরে বন মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে কেহ যেন কহিতেছে "নিকটে যদ্যপি লোকালয় থাকে, তবে আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন, আমরা প্রাণভয়ে আকুল হইয়াছি, দোহাই জগদীশ্বরের, আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিন, প্রাণ যায়।" এই কথাটী অতিথির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল এবং তখনি রাণী প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, দেখুন, আমার ন্যায় কোন্ হতভাগ্য পথিক এখানে বিপদে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে, একবার নিকটে যাইয়া দেখিতে বাসনা হইতেছে, কেন না আমার সেই দুইজন সঙ্গী জঙ্গলমধ্যে অদ্য তিন দিবস ছাড়া হইয়াছেন, বুঝি বা তাঁহারাই চীৎকার করিতেছেন। অতএব আমার প্রাণ অধৈর্য্য হইতেছে। সহচরী হোমতরী সকল কার্য্যে অগ্রসর, সে ঐ কথা শুনিয়া আগন্তুককে কহিল, যদ্যপি সাহায্য করা অভিপ্রেত হয়, তবে আমার সঙ্গে আসুন। এই বলিয়া সেই ঘরের পূর্ব্বদিক স্থিত দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক আগন্তুককে সমভিব্যাহারে লইয়া চলিল। পথিক কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "কে? এই কুশবন মধ্যস্থিত রাস্তাটী অবলম্বন করিয়া এই পশ্চিমদিকে আইস, এ রাজশিবির, কোন ভয় নাই, স্থির হও।" কতক্ষণ পরে আগন্তুক ও হোমতরী প্রতীক্ষা করিতে করিতে, দুইজন ছিন্নবেশী পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখস্থ হইতে লাগিল। পথিক কহিল কে ও? প্রত্যুত্তরে কহিল, আমরা ভ্রমণকারি বিদেশী। তখন বাক্যদ্বারা পূর্ব্ব পরিত্যক্ত সঙ্গী বুঝিতে পারিয়া পরস্পর পরমানন্দে মহা সুখানুভব করিতে লাগিলেন, পরস্পর আলিঙ্গন ও নানা প্রকার দুঃখকাহিনী শ্রবণ ও কথন ইত্যাদির পর হোমতরীর সঙ্গে সকলেই শিবির সন্নিধানে গমন করিলেন। পথে গমন সময় আগন্তুক আপন সমুদয় দৈব ঘটনা উভয়কে জ্ঞাত করিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন

তাঁহার মনে যে কত প্রকার আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাহা পাঠক মহাশয়কে আমার বলা বাহুল্য। আপনি যদ্যপি কখন পথ ভ্রান্তে রজনী সময়ে নির্জ্জন বনে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আশ্রম দর্শনে কত সন্তোষ লাভ করেন, তা আপনিই বিবেচনা করুন, সে বিষয় বর্ণন করা বাহুল্য। নবাগত পথিক দ্বয় এক্ষণে রাজশিবিরে আশ্রয় পাইল। "মিনাকি! তাম্বূল দেও" বলিয়া রাণী আজ্ঞা করিলেন, "মিনাকী এখানে নাই" প্রত্যুত্তরে শ্রুতিগোচর হইল। তখন রাণী পুনর্ব্বার কহিলেন, "বুধিয়া! পান তাম্বূল দেও।" অনুমতি প্রাপ্তে বুধিয়া আগন্তুকত্রয়কেই প্রচলিত প্রথায় পান তাম্বূল দিল। তখন রাজকন্যাগণ ও রূপহি, মিনাকী আপন২ খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া অন্য গৃহে ভোজন করিতেছিল। কেবল রাণী, হোনতরী ও বুধিয়া গৃহমধ্যে ছিলেন। ঐ তিন জন অতিথি পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা সুখানুভব করিতেছিলেন, বোধ করি, পাঠক মহাশয় "বুধিয়া" নাম্নী দাসীর কথা পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন, তখন তাহার নাম জানা যায় নাই বলিয়া বলিতে পারি নাই। এখন রাণীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া নাম বলিতে সক্ষম হইলাম। "বুধিয়া" ষোড়শ বর্ষীয়া, উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী, মধ্যমাকৃতি, ঈষদ্‌ স্থূলাকারা, প্রকৃত সুন্দরী বটে। যেমন চতুরা, তেমনি ধীরা, অঙ্গ সৌষ্ঠব কোন ভদ্র কুলাবতীর্ণা বলিয়া জানা যায়।

যখন আগন্তুকগণ শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন রাজা কি অপর কেহ দেখিতে পান নাই, কিম্বা তাঁহাদের আশু আগমনের কোন সোপানও জানিতে পারেন নাই। তাহা হইলে সত্য নারায়ণের পুঁথি ফেলিয়া সকলে স্থানান্তরে পলায়ন করিতেন।

নিরাশ্রয়ী পথিকগণ যখন গুপ্তদ্বার দিয়া শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন রাজা বা কেহই জানিতে পারেন নাই, ইহাতে অবশ্যই পাঠক মহাশয়ের

সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, রাজা প্রভৃতি সকলে দৈব আরাধনা হেতু সত্যনারায়ণের পুঁথি শুনিতে ছিলেন এবং মধ্যে২ সেনাগণের করতালি ও বাদ্যোদ্যম হইতে ছিল। তাহাতেই কেহ কোন বিষয় জানিতে পারেন নাই।

রাত্রি ক্রমে অধিক হইল। রাজকন্যাগণ দাসী ও পিসীর সঙ্গে আহারাদি সমাপনান্তর পূর্ব্বস্থানে রাজ্ঞী সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী আগন্তুকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আপনারা কিছু২ খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আমাকে পরিতৃপ্তা করুন। এখন যে দুই জন পথিক আসিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল, কিছু দিতে অনুমতি করুন, বলিয়া অপর দুই জনকে ডাক দিতে লাগিলেন "ভাই হে উঠ।" রাণী হোমতরীকে কহিলেন হোমতরি! দুগ্ধ কিছু আনিয়া দেও। দাসী তৎক্ষণাৎ গোরক্ষকের নিকট হইতে একটী পিত্তলের ঘটী ভরিয়া দুই তিন সের দুগ্ধ উপস্থিত করিল, তার পর ভিজান চাল কলা ও লেবু টেংগা আনিয়া আগন্তুক গণের অগ্রে দিল, একজন (যিনি পূর্ব্বে কিছু খাইয়া ছিলেন তিনি) কেবল দুগ্ধ ও অপর দুই জন কিছু২ সকল দ্রব্যাদিই আহার করিলেন। "ক্ষুধায় বাঘে ধান খায়" এই প্রবাদটী স্মরণ করিয়া বোকা চাল ইত্যাদি আহার করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন যে, হতভাগ্য নরাদৃষ্টে কত যে কষ্ট আছে, তাহা কে বলিতে পারে? অন্য জন কহিলেন, "অদৃষ্টে লিখিতং ধাতা" সেকথা অনুশোচনা করা বৃথা।

এখন তিনটীই পথিক ও আগন্তুক। বিশেষ২ করিয়া বলা যাইবে, এক্ষণে প্রথম আগন্তুক যিনি মেঘমালার প্রতি প্রেম চাতক, তিনি তাঁহার আদ্যপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত সঙ্গিগণকে কহিয়া রাজকন্যার প্রতি ইঙ্গিত পূর্ব্বক কহিলেন, বন্ধো! আমার তাপিত দেহ শীতল কর, এ প্রাণ কেবল তব করকমলে।

দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

ক্রমশঃ।

কৌলীন্য কুলিশ।

প্রায় আট শত বৎসর অতীত হইল, বল্লালসেন বঙ্গদেশে আধিপত্য করিয়া ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার ন্যায় অদ্যাবধি অখণ্ডনীয় রূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, এটি সেনবংশের অসীম গৌরব। কতকগুলি অপরিণামদর্শী লোক বল্লাল সেনকে কৌলীন্যকন্টকের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ নিয়মে দোষারোপ করেন ; এ দেশের শিক্ষাপ্রণালী আশু বিচারসিদ্ধ। কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে নিয়মকর্ত্তার অভিপ্রায় এবং সামাজিক রীতি এই উভয়ের তুলনা করিবার অগ্রেই কৃতবিদ্যেরা স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ব্যবহার কৃতবিদ্য শব্দের কলঙ্ক। সকলেই স্বীকার করিবেন, আমাদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। বল্লালসেন যে সময়ে যে নিয়ম করিয়া যান, ইতিহাসে তাহার কিছু স্পষ্ট নিদর্শন নাই ; কিন্তু স্থূল তাৎপর্য্য দেখিয়া যদি বিচার করা যায়,* তাহাহইলে তিনি দোষভাজন না হইয়া প্রত্যুত প্রশংসাভাজন হইতে পারেন। "The most virtuous he made koolins." প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগকেই তিনি কুলীন করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু মার্সমান সাহেব আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন, বল্লালী কুলপ্রথা পুরুষানুক্রমিক। যাঁহার পিতামহ কুলীন, তাঁহার পিতা কুলীন, তিনিও কুলীন, এবং তাঁহার উত্তর পুরুষেরাও কুলীন হইতেছেন, ইটি বর্ত্তমান রীতি, বাস্তবিক বল্লাল সেনের এ অভিপ্রায় ছিল কি না, কোন্ ব্যক্তি নিঃসন্দিগ্ধ রূপে ইহা সপ্রমাণ করিতে পারেন ? যুক্তি পথে এই আইসে যে, তাঁহার এই অভিপ্রায় থাকিলে তিনি কখনই "ধার্ম্মিক" শব্দ ব্যবহার করিতেন না। আচার বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি কুলের নব লক্ষণ বল্লালসেনের সময়েই সৃষ্ট হইয়াছিল। আচারভ্রষ্ট হইলেও কুলীন

কলিকা থাকে, আমাদিগের সমাজস্থ কুলীনেরা কুমারীকালের অন্ত্য সীমা স্থির করিতে অক্ষম, অথবা ক্ষমতাসত্ত্বেও বর্ব্বরের ন্যায় অবিবেচক। আমাদিগের সমাজস্থ যুবকেরা ইউরোপীয় বৈবাহিক নিয়মের অনুকরণপ্রিয়, তাঁহারা ষোড়শ বর্ষীয়া অনূঢ়া যুবতী দেখিলে আহ্লাদে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেন! এই উভয় সম্প্রদায়ই প্রকৃত যুক্তিমার্গ বিস্মৃত হইয়া পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় অন্ধকারে সঞ্চরণ করিতেছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কলি যুগে আমাদিগের বৈবাহিক নিয়ম এরূপ, কিন্তু তাহা যৌবনসাপেক্ষ মাত্র। যত বয়সে স্ত্রী পুরুষের অবয়বে যৌবনলক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়, যত বয়সে বিবাহ হইলে দম্পতীর হৃদয়ে বিবাহশব্দের অর্থাঙ্কুর প্রবেশ করিতে পারে, সেই বয়সই বিবাহের মুখ্যকাল। তদতিরিক্ত বয়ঃক্রম গৌণকাল রূপে গণনীয়। ঋষিদিগের বচনের তাৎপর্য্যও বোধ হয় এই। এক্ষণে বোধ করুন, পূর্ব্বযুগে এদেশের কামিনীগণ কত বয়সে ঋতুমতী হইত। প্রকৃতি কহিয়া দিবেন, যতই অল্প হউক, ষোড়শের স্থান ছিল না। বর্ত্তমান অবস্থা দেখুন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবেন, একাদশ বর্ষীয়া বালিকাই ঋতুমতী। ঋতুকাল যদি যৌবনের পরিচায়ক হয়, দায়ভাগ অনুসারে ঋতুমতী কন্যারাই যদি ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে, তাহা হইলে স্বভাবতই স্বীকার করিতে হইবে, একাদশ বর্ষীয়া কন্যাই যুবতী। ব্যতিরেক উদাহরণ অন্বেষণ করিলে দুই একটী পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সচরাচর দ্বাদশবর্ষের ঊর্দ্ধ নহে। এরূপ স্থলে আমাদিগের মতে বর্ত্তমান সময়ে দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে পাত্রস্থা করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। সভ্যতা, অভিমান, অথবা কৌলীন্যের অনুরোধে যাঁহারা ইহার অন্যথা করেন, ধর্ম্মানুসারে আমরা তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

রোশিনারা শিবজী নাটক।

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পার্ব্বতীয় দুর্গের রাজপথ।

(দুইজন মোগল সেনাপতির প্রবেশ)

প্রথম। এই পার্ব্বতীয় দুর্গ হস্তগত, আর রাজনন্দিনী রোশিনারার যে উদ্ধার হবে, এ আমাদের মনে ছিল না। আহা! সরলা রাজবালা দুরাত্মা দস্যুর হস্তে পতিত হয়ে, কত কষ্ট সহ্য করেছেন, কতই মানসিক ক্লেশ পেয়েছেন, স্নেহময় জনকজননীর অসহ্য বিচ্ছেদযন্ত্রণায় কতই রোদন করেছেন। রাজনন্দিনীর সেই সকল কষ্ট মনে হলে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হয়ে যায়। যে দিন দুর্গ অধিকার হলো, সে দিন রাজনন্দিনীকে এসে দেখ্‌লেম, যেন দীন হীনা মলিনার ন্যায় বাম হস্তে কপাল ধা ণ করে বসে আছেন। নয়নযুগল হতে অবিরত জলধারা পতিত হচ্ছে, দেখে বোধ হতে লাগ্‌ল যেন, মলয় পর্ব্বতের দুটী প্রস্রবণ আবরণ হীন হয়ে পড়েছে। শীত কালের কমলের ন্যায় রাজকুমারীর তেমন মুখ কমল একান্ত মলিন হয়ে গেছে, সুতরাং বিধুমুখের আর তেমন শোভা নাই, শরীরের তেমন লাবণ্য নাই, প্রভাতকালীন চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীহীন হয়ে পড়েছেন।

দ্বিতীয়। আহা! তা হবে না? যিনি জন্মাবচ্ছিন্নে ক্লেশ যে কি পদার্থ, তা জান্‌তেন্ না, এক মুহূর্ত্তের জন্যে পিতা মাতার নয়নের অন্তরাল হতেন্ না, আতপতাপে স্বর্ণ বর্ণ বিবর্ণ হবে বলে, প্রতিনিয়তই হিমগৃহে বাস করতেন্, তিনি এত দীর্ঘকাল নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করেছেন, প্রাণসম জনকজননীর অসহ্য বিরহযন্ত্রণা পেয়েছেন, ভীষণ

উষ্ণপ্রধান দেশে একাল পর্য্যন্ত বাস করেছেন, এতে যে রাজনন্দিনী শ্রীহীনা হবেন, একথা বলাই বাহুল্য। তবে শিবজী পরাস্ত হয়েছে, আর রাজনন্দিনী রোশিনারা যে পুনর্ব্বার মহারাজের নিকটে প্রেরিত হয়েছেন, এই মঙ্গলের বিষয়। নতুবা মহারাজ আরেঞ্জেবের ক্রোধে আমাদের যে কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা হতো, তা জগদীশ্বরই জানেন।

প্রথম। তা আর তুমি একবার করে বলছো, কিন্তু বলতে কি, শিবজী যে নিহত হয়েছে, এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। যে হেতু এ পর্য্যন্ত তার শব যখন হস্তগত হলো না, তখন তার মৃত্যুতে বিশ্বাস কি?

দ্বিতীয়। সে কি, তুমি যে পাগলের মত কথা কচ্ছ, সেই রাত্রিতে, শিবজীকে আমি এই পর্ব্বত হতে নদীতে পড়তে স্বচক্ষে দেখেছি।

প্রথম। তুমি তাকে পর্ব্বত হতে পড়তে দেখেছো, সে জীবিত আছে কি বিনষ্ট হয়েছে, তা তুমি কেমন করে জানলে? তার মৃত দেহ তো এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না, তবে তার মৃত্যুতে বিশ্বাস কি?

দ্বিতীয়। না না শিবজীর মৃত্যু বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর মনে কর, যদিও সে জীবিত থাকে, তা হলে এ অবস্থায় আমাদের আর কোন অনিষ্টই করতে পারবে না। আমরা যখন তার দুর্গ ভেদ করেছি, তখন সে বিষয়ে তোমার আর কোন চিন্তা নাই।

প্রথম। তা বটে, তবে কি না শিবজী লোকটা অতিশয় সুচতুর, ও প্রত্যুৎপন্নমতি বিশিষ্ট, কালক্রমে প্রবল হলেও হতে পারবে।

দ্বিতীয়। তার নিশ্চয় কি, তা বলে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে শৈথিল্য প্রকাশ করা উচিত হয় না।

প্রথম। না না তা কি হতে পারে; সেনাপতি মহাশয় যখন দুর্গের সমুদায় ভার

আমাদের উপর অর্পণ করেছেন, তখন আমরা প্রাণপণে দুর্গ রক্ষা করব।

(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) এরা দুজন কে এ দিকে আসছে।

দ্বিতীয়। (ত্রস্তভাবে অবলোকন করিয়া) বোধ হয় ওরা এই দেশবাসি হবে।

(কৃষক বেশে শিবজী ও দারাজীর প্রবেশ।)

দ্বিতীয়। তোমরা কে হে অকুতোভয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর্‌ছ?

শিব। আমরা এই দেশবাসী কৃষক।

প্রথম। কেমন বে কাফের! এখন তোদের রাজা কোথায়? বেটা অসভ্য দস্যু ছিল, এখন আর দুর্গ রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না? বেটা যেমন বজ্জাত ছিল, তার তেমনি দুরবস্থা হয়েছে।

শিব। হাঁ শুনেছি, শিবজী নাকি মরেছে; তা মরুক না কেন। এ দেশে যিনি রাজা হবেন, আমরা তাঁরই প্রজা হব, তাঁকেই কর দিব, রাজ্যে বাস করব, আমরা তোমাদের ভালোতেও নাই, মন্দতেও নাই। ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, শিবজী যে মরেছে, তা তোমরা কেমন করে জান্‌লে, তোমরা কি তার মৃত দেহ দেখেছ?

দ্বিতীয়। ব্যাটা নদীর জলে পড়ে মরে কোথায় ভেসে গেছে, কিরূপে তার মৃত দেহ দেখ্‌তে পাব?

শিব। তবে তোমরা কেমন করে জান্‌লে যে শিবজী মরেছে?

প্রথম। কেন আমরা সেই রাত্রিতে, আলো জ্বেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কিন্তু কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না। পর দিন নদীর ধারে গিয়ে দেখি, যে একটা গাছ পড়ে গিয়েছে, আর বালীতে পায়ের চিহ্ন রয়েছে। যে নেমক্ হারাম, আমাদের এই দুর্গে এসেছিল, পায়ের চিহ্ন দেখে সে বল্লে, যে শিবজী এই দিকদে পলায়নের চেষ্টা করেছিল, অন্ধকার প্রযুক্ত নদীতে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করেছে।

দারা। মহাশয়! সেই নেমক্-হারাম্ এখন কোথায়? আর তার কি হয়েছে আপনি কিছু বল্‌তে পারেন?

প্রথম। (হাস্য করিয়া) সে ব্যাটা এই খানেই আছে, তার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে। সে ব্যাটাকে জীয়স্তে গোর দিয়েছি। উঃ আমার ইচ্ছে হয় তোদের সকলকেই সেই-রূপ করি।

শিব। কেন আমরা তোমাদের কি অপকার করেছি? আমা-দের গোর দেবে কেন?

প্রথম। তোরা কাফের। ভূতের পূজা করিস, তোদের বিনাশ কর্‌লে কিছু মাত্র পাপ নাই।

শিবজী। কি আমরা ভূতের পূজা করি? ওরে বিধর্ম্মি মুসলমান! তোরা কি মনে করেছিস, যে শিবজী মরেছে! এই দেখ, তোদের কালের স্বরূপ শিবজী, মেঘোম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় পুনর্ব্বার সমুদিত হলো। (বস্ত্রের ভিতর হইতে আসি নিষ্কোষন পূর্ব্বক) এই পুনর্ব্বার শিবজীকে দেখ।

দ্বিতীয়। (সভয়ে) অঁ্যা অঁ্যা, এই কি শিবজী, অঁ্যা আমা-দের সৈন্য সামন্ত যে কেউ উপস্থিত নাই।

দারা। (অসি নিষ্কোষণ পূর্ব্বক) ধর ব্যাটারা তলয়ার ধর।

প্রথম। অঁ্যা এই শিবজি, তবে আর উপেক্ষা করা উচিত হয় না, আত্ম রক্ষা কর্ত্তব্য। (অসি নিষ্কোষ পূর্ব্বক) আয় ব্যাটা কাফের।

নেপথ্যে। হা হা হা মহারাজ শিবজীর জয়, মহারাজ শিব-জীর জয়।

শিব। আয় ব্যাটা মুসলমান, তোদের শিক্ষা দিই। (পর-স্পর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

(বেগে একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনার প্রবেশ)।

সেনা। (সচকিতে নিরীক্ষণ ক-রিয়া) উঃ! কি ভয়ানক যুদ্ধ; মহারাজ শিবজীর কি অলৌ-কিক সাহস। এই যে মোগল-সৈন্যেরা পরাস্ত হলো আর কি। (উচ্চৈঃস্বরে) মহা-

রাজ! উপেক্ষা কর্‌বেন না।
উঃ মহারাজ কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেছেন, যেন সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেব সমরে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই, এই মোগল সৈন্যেরা নিপাত হলো। (বেগে প্রস্থান)।

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বালুকাময় স্তম্ভ।

জগৎপাতা জগদীশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে কত প্রকার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কাণ্ড সকল বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার যশোঘোষণা ও তাঁহার শক্তি প্রকাশ করিতেছে। বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে বালুকাময় স্তম্ভ সকল তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। এই সকল দৃশ্য অবলোকন করিয়া পথিক বৃন্দেরা একেবারে আশ্চর্য্য ও ভয়ে অভিভূত হইয়াছেন। সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী ব্রুস সাহেব ঐ সকল আশ্চর্য্য বালুকাময় স্তম্ভের বিষয় এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন। চেণ্ডী প্রদেশের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে যে বিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমি আছে, তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্তরে অত্যুচ্চ বালুকাময় স্তম্ভসকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। কখন কখন অতি বেগে ধাবমান হইতেছে, এবং কখন কখন মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে গমন করিতেছে। ব্রুস সাহেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারী লোক সকল সময়ে সময়ে মনে করিতে লাগিলেন, যে তাঁহারা বুঝি এই বালুকাময় স্তম্ভ সকলের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া হতজীবন হইবেন। যথার্থই অল্প অল্প বালুকা আসিয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়াছিল। আবার পরক্ষণেই তাহাদিগের নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দৃষ্টির বাহির হইতে লাগিল। কোন কোনটা এত উচ্চ বোধ হইতে লাগিল, যে যেন আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থাতে তাহাদের শিরোভাগ অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিল, এবং একবার এই-

রূপ হওয়াতে একেবারে নয়নপথ হইতে অতীত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কোন কোনটার মধ্যস্থল ভাঙ্গিয়া পড়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন কামানের গোলার আঘাতে এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। ভগবান সহস্ররশ্মি আমাদের মস্তকোপরি আরোহণ করিলে পর, উত্তর দিক হইতে প্রবল বাত্যা বহিতে লাগিল, এবং সেই সময়ে উহারা সাতিশয় দ্রুত বেগে উপরি উক্ত বিপদগ্রস্ত যাত্রিদলের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের হইতে দেড় ক্রোশ অন্তরে একাদশটা স্তম্ভ পাশাপাশি দৃষ্টিগোচর হইল, এবং এতদূর অন্তর হইতে ব্রুস সাহেব বোধ করিলেন যে উহাদিগের মধ্যে যেটা বড় তাহার ব্যাস প্রায় দশ ফীট হইবে। দক্ষিণ পূর্ব্ব বায়ু এইসময়ে প্রবল হওয়াতে তাহারা ফিরিয়া যাইতে লাগিল। এই সকল সম্মুখে দেখিয়া ব্রুস সাহেবের মনে যে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার মনে যে ভয় সম্বলিত আশ্চর্য্য ও ভক্তিরসের উদয় হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে মহাবীর্য্যবান বীর পুরুষেরও মনে ভয়ের উদ্রেক হয়, কারণ ঐ সকল স্তম্ভ হইতে পলাইবার কোনমতে সম্ভাবনা ছিল না। অসামান্য দ্রুতগামী ঘোটক, কিম্বা অর্ণবযান এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপ স্থির নিশ্চয় হইয়া ব্রুস সাহেব কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় এক স্থানেই কতক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। তাঁহার উষ্ট্র সকল তাঁহাকে ছাড়িয়া এতদূরে চলিয়া গেল, যে তিনি অত্যন্ত কষ্টে তাহাদের নিকট যাইয়া পৌঁছিলেন!

আর একসময়ে, যখন ব্রুস সাহেব বালুকাময় মরুভূমি পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, ঐরূপ কতকগুলিন বালুকাময় স্তম্ভ, কিন্তু উপরোক্ত স্তম্ভ সকল অপেক্ষা আকৃতিতে ন্যূন, তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। পদ্মিনীনায়ক ভগবান মরীচিমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিবার কিছু পরেই উহারা দৃষ্টিগোচর হইল, এবং উ-

হাদিগকে দূর হইতে নিবিড় কানন বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। উহারা একেবারে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল, এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। প্রায় একঘন্টা কাল, ঐ সকল বালুকাময় স্তম্ভের উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়াতে উহাদিগকে যেন অগ্নিময় বোধ হইতে লাগিল। ব্রুস সাহেবের সমভিব্যাহারী লোক সকল এই ভয়াবহ ব্যাপার দর্শন করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন; কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে পৃথিবীর শেষ দিবস আসিয়াছে এবং অপরে বলিতে লাগিলেন যে পৃথিবী দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নিদেব আবির্ভূত হইয়াছেন।

ডাক্তর ক্লার্ক সাহেব ইজিপ্ত দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে এইরূপ বালুকাময় স্তম্ভ দর্শন করিয়া যে রূপ বর্ণন করেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। তিনি বলেন—

ব্রুস সাহেব যে রূপ স্তম্ভাকৃতির বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, সেইরূপ কতকগুলিন অতি বৃহৎ বালুকাময় স্তম্ভাকৃতি অতিশয় দ্রুতপদ সঞ্চারে আমাদের দিকে আসিতে আরম্ভ করিল। উহারা আমাদের এত নিকটে নীল নদী পার হইল, যে যে ঝড় উহাদিগকে চালিত করিতেছিল, সেই ঝড় আমাদের জাহাজকে ঘুরাইয়া ফেলিল, এবং নৌকাকে জলমগ্ন করিতেং ছাড়িয়া দিল। আমরা তৎক্ষণাৎ জাহাজকে সোজা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ইত্যবসরে ঐ স্তম্ভ সকল দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গেল। ইহাতে বোধ হয়, যে এই সকল স্তম্ভ হঠাৎ কোন স্থানে পতিত হইয়া মনুষ্য, পশু ইত্যাদিকে একেবারে প্রোথিত করিয়া ফেলে না, ঐ সকল স্তম্ভ যেমন ক্রমে ক্রমে বালুকা একত্র হইয়া হয়, সেইরূপ বালুকাসকল ক্রমে ক্রমে স্তম্ভাকৃতি হইতে বিভিন্ন হইয়া অবশেষে উহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। সে যাহা হউক এই সকল অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি কাণ্ড দর্শন করিয়া কাহার মনে না আশ্চর্য্য ও ভক্তি রসের আবির্ভাব হয়? এই সকল ব্যাপার কেবল সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরম পুরুষের যশোঘোষণা করিতেছে।

প্রাপ্ত ।

স্বভাব-দূত কাব্য ।

প্রথম সর্গ ।

৯৩ পৃষ্ঠার পর ।

প্রকাশিলচারুজ্যোতিদাপেতেদামিনী।
ঘোর নিশাকালে যথাসুচারু হাসিনী ॥
দারুণ তমসী কোথা ? হয়েগেলনাশ ।
সুচারু সুকর কর হইল প্রকাশ ॥
ভীষণ ভাবেতে যেই আছিল সাগর ।
দেখিতে দারুণ ভয়ে তাপিত অন্তর ॥
যাহার লহরী মালা আগেতে নিয়ত ।
ঘোর কোলাহলে কত হইতো উন্নত ॥
কৃমি কীট কাঁটা পূর্ণ হইয়া পঙ্কিল ।
প্রবাহিত হতো আগে যাহার সলিল ॥
ধূম পুঞ্জ যথা আগে, স্ববাহু বিস্তারি ।
প্রকাশিতঘোরদর্প,আঁধারেআধারি ॥
তাহাতে উঠিত কত, ভয়ঙ্কর বাস ।
সেবনে যাহার হয়, জীবন বিনাশ ॥
কিন্তু এবে সেই সব, হইয়াছে নাশ ।
প্রকাশিত দিগ্‌দশে আলোকেরভাস॥
চারুভাবে শোভাময়, সকল হইল ।
স্বর্গীয় সৌরভে, দিক সকল পুরিল ॥
পরম নির্ম্মল হল, সাগরের নীর ।
কনকসোপানে, শোভিলেক দুই তীর॥
সুনির্ম্মল স্থিরজল, হৈল শোভা ময় ।
লুকায় লহরী মালা, মনে পেয়ে ভয় ॥
ফুটিল নলিনী দল, মাঝে মাঝে তার ।
কহিতেকেপারেতার,শোভাচমৎকার ।
মধু আশে মধুকর, ব্যাকুল অন্তরে ।
মনসুখে বসে নানা ফুল্ল ফুল পরে॥
এদিকেতে শশি-প্রিয়া হয়ে বিকশিত
করিছে সবার মন, আনন্দে মোহিত ॥
আহা একি প্রভাবের, শক্তি চমৎকার।
কখন না দেখিয়াছি, এমন ব্যাপার ॥
মরি মরি কোন গুণে, মিলি একতায় ।
একাধারে কমল কুমুদ, শোভা পায় ॥
নাহি দ্বেষাদ্বেষ ভাব, মনের বিকার ।
চন্দ্র সূর্য্য প্রতীক্ষায়,নাহি থাকেআর ॥
হেন বুঝি হয়ে ভীত, বিরহের ত্রাসে
অনন্ত প্রেমিক পাশে, চির সুখেবাসে॥
দেখিয়া আমার মনে, হয় অনুমান ।
বুঝি তাহাদের আর, হবেনা নির্ব্বাণ॥
এইকি প্রথম এরা, হেথায় আইল ?
অথবা এরূপ ভাবে, আগেতেও ছিল।
আছয় উহারা হেথা, পূর্ব্বাপর হতে ?
সমভাবে সব দিন, ফুটিত এমতে ॥
শশি রবি চারুভাস উপেক্ষা করিয়া।
সততই আছে এরা, এমনি ফুটিয়া ॥

জ্ঞান চক্ষু যাহাদের, আছে অবারিত।
তাহারা সতত দেখে হয়ে হর্ষ চিত॥
কিন্তু এ সাগরে এক, দ্বীপ মনোহর।
হেরিলে যাহার শোভা হরিষ অন্তর॥

কি দুর্দ্দশা! তথা কি না বিষম দুর্ম্মতি।
অনেক দুর্জ্জন আছে হয়ে অধিপতি॥
বড় দুর্নিবার সেই, অতি দুষ্ট মতি।
যে পড়ে তাহার হাতে, হীন হয়ে অতি॥

জ্ঞান চক্ষু আবরিয়া, তাহারে ভাসায়।
এসব কিছুই সেই, দেখিতে না পায়॥
সেই আবরণ গুণ, বোঝা বড় দায়।
সকল বস্তুই তাহে, বিকৃত দেখায়॥

সে হেরি এসব স্থান, অতি ভয় ময়।
তমসী আবৃত হয়ে, চিরকাল রয়॥
এমন নির্ম্মল জল, হইয়া মলিন।
কাদা কাঁটাময় হয়ে, ঝোরে চিরদিন॥

তত হুতাশে হয়, বিয়োগির প্রায়।
দা দুখে থাকে মগ্ন, সুখ নাহি পায়॥
কবল তাহার মাত্র, হাহাকার সার।
ক করে উদ্ধার, দয়া নাহিক কাহার॥

হতভাগ্য জীব এবে, হইয়া উদার।
র্ব্বজ্ঞান মনমাঝে, লভে পুনর্ব্বার॥
ার নাহি হেরে সে, সাগর দুখময়।
খেপূর্ণ বলি এবে, মনে বোধ হয়॥

রিতেছে জলে যত, জলচর গণ।
নসুখে করে ক্রীড়া, প্রফুল্লিত মন॥
বহ মলয়ানিল, মন্দভাবে বয়।
ুম সুগন্ধে, দিক পরিপূর্ণ হয়॥

রিছে মরালকুল, নিজ রবকরি।
রস সারসী চরে, প্রেম ভাব ধরি॥

চক্রবাক চক্রবাকী, করিছে বিহার।
দ্বেষভাব মনে, ক্ষণে নাহিক কাহার॥
আরো কত নানা জাতি, চরে পক্ষিগণ।
মানস উল্লাসে জলে, দেয় সন্তরণ॥

কিন্তু সে কমল দল, কাছ নাহি ছাড়ে।
বরঞ্চ দিগুণতর, আশা আরো বাড়ে॥
মধুময় সরোজিনী, স্ফুটিত দেখিয়া।
করে অলি কত যত্ন, থাকিব বলিয়া॥

সুমন্দ হিল্লোলে কিবা শোভা শোভিতেছে
প্রতিক্ষণে প্রাণ মন হরণ করিছে॥
উপকূল ভাগ আহা, কিবা মনোনীত।
বসন্ত বিশ্রাম ত্যজি, যথা বিরাজিত॥

রহিয়াছে কত মত, তরুলতা গণ।
মুকুল ফলেতে শির, সবারি শোভন॥
যতেক লতিকাচয়, পুষ্পিত হইয়া।
ধরিয়াছে প্রেমে, প্রিয়তরুকে-ছাঁদিয়া॥

ধরিয়া সুচারু তান, হয়ে এক চিত।
পিককুল গান গায়, অতি সুললিত॥
আর যত দ্বিজদল, (হেন অনুমান।)
দোঁহার সাহায্য তরে, ধরিয়াছে তান॥

মলয় অনিল হয়ে, পরম মোহিত।
কুসুম আঘ্রাণ ত্যজি, হইয়া ত্বরিত॥
পায় পড়িতেছে কত, কামিনী না শোনে।
মস্তক নাড়িয়া বাধা, দেয় প্রতিক্ষণে॥

নব দুর্ব্বাদল যত, সুরঙ্গে রঞ্জিত।
করিবারে পুণ্যভূমি, স্বসাধ্যে শোভিত॥
ব্যাপিয়া রয়েছে সুখে, ভূমির উপরে।
প্রতিক্ষণে জননীর, গুণ গান করে॥

তেমনি মাতার প্রিয়, হয়ে চিরদিন।
কাটে কাল মনসুখে, নহে দুঃখে হীন॥

লভিয়া আপন চক্ষু, তখন সেজন।
ইতস্ততঃ সর্ব্বদিক, করয়ে ভ্রমণ॥
মনেতে হইল তার, কিবা হর্ষোদয়।
বন্দিয়া সাধুর পদ, সকাতরে কয়॥
হে পুরুষ! জ্ঞানগুরু, ধীর মহামতি।
মূর্ত্তিমতী দয়াসহ, যাঁহার বসতি॥
যাঁর সরলতা গুণ, কহিতে অপার।
যাহাতে হইলআজ, আমার নিস্তার॥
যাহার প্রভাবে মম, মন-তমো নাশ।
বিকীর্ণ হইল হৃদে, জ্ঞানালোক ভাস॥
জ্ঞানচক্ষে এবে আমি, হেরি সমুদায়।
অসংখ্য প্রণতি প্রভু, করি তব পায়॥
কেমনেতে এ গুণের দিব, পরিশোধ।
নাহিমম কোনগুণ, নিজে হীনবোধ॥

জ্ঞান গুরু সদাশয়,
হে প্রভু! মহিমাময়,
সদাশয় তুমি দয়াময়।
করুণা বিস্তার করি,
দাসের যাতনা হরি,
বিতরিলে সুখ সুধাময়॥
তোমার মহিমা যত,
বিস্তারিয়া কব কত,
হীন বুদ্ধি মম সাধ্য নয়।
পুরাইতে অভিলাষ,
কহে তবে তব দাস;
তাহার যে নিজ পরিচয়॥
অনন্ত স্থানের নাম,
অশেষ মঙ্গল ধাম,
চিরসুখ যথা বিরাজিত।

শোক দুঃখ নাহি রোগ,
নাহি মরণের ভোগ,
যথায় সকলে হর্ষচিত॥
চির আলোকের ভাস,
আছে যথা সুপ্রকাশ;
তমোরাশি দূরে যায় ডরে!
যাহা হতে সুধাকর,
পেয়ে কর সুধাকর;
নিরমল হেম ছবি ধরে॥
সময় অচল তথা,
গ্রহ, পক্ষ, বার, যথা,
দিবা, নিশি, বৎসর, অয়ন।
পালাক্রমে ঋতু ছয়,
উদয় নাহিক হয়;
একক বসন্ত নিবসন॥
ধরাকান্ত চির হয়ে,
প্রভুর মহিমা কয়ে;
সঙ্গিসহ আছে বিরাজিত।
দ্বেষ হিংসা পরস্পরে,
যথায় না বাস করে,
কোনকালে করেনা অহিত॥
প্রণয় কুসুম যত,
প্রস্ফুটিত অবিরত,
সুবাস মধুর মনোহর।
গন্ধবহ মন আশে,
ভ্রমিতেছে প্রতিবাসে,
বহিয়া সে গন্ধ চারুতর।
উদয় অচলে রবি,
ধরিয়া অপূর্ব্ব ছবি,
খরতর কর বিতরয়।

নাহি তার রাত্রি দিন,
কখন না হয় ক্ষীণ,
সদা সম সুপ্রকাশ রয়॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

বাল্মীকি রামায়ণ, আরণ্য-কাণ্ড। শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যারত্ন ইহার অনুবাদক, ইহাতে রামসীতার চিত্রকূট বাস অবধি সীতাহরণ পর্য্যন্ত অনুবাদিত আছে। রামসেবক বিদ্যারত্নের বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করিলে আমাদিগের যথোচিত তৃপ্তিলাভ হয়। ইহাতেও সে রসে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। এখানি ভাস্কর-যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আনা।

মোহন মনোহরা।—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রক্ষিত ইহার প্রণয়ন কর্ত্তা। সুবর্ণবতী নগরীয় ধনবন্ত সওদাগরের পুত্র মোহনের সহিত লক্ষ্মীপুর নিবাসী শান্তশীলের কন্যা মনোহরার বিবাহ উপলক্ষে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। মোহন বিবাহ রাত্রে নিদ্রিতা মনোহরারে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। মনোহরা তাহাতে নানাপ্রকার খেদ করিয়া একদা স্বপ্নে দেখেন, এক দৈত্য প্রিয় পতিকে হরণ করিয়া আপনকন্যা চপলার সহিত বিবাহ দিয়াছে। তদনন্তর মোহন পুনরায় লক্ষ্মীপুরে আইসেন। এই-স্থানে মানভঞ্জন। বিস্তর বিনয়েও কামিনীর অভিমান দূর না হওয়াতে প্রভাত সময়ে মোহন হতাশ হইয়া বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎসন্নিহিত এক উদ্যানে অবস্থিতি করেন, তদনন্তর মনোহরার এক জন পরিচারিকা দ্বারা উভয়ের মিলন হইয়াছিল।

ইহার প্রণয়াংশ ব্যতীত অবশিষ্টাংশ সমুদয় আরবীয় উপাখ্যানের দৈত্য ও পরীর গল্পের ন্যায় অদ্ভুত বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ। ইহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র, রচনা নিতান্ত মন্দ নহে, কবিতাগুলি সুমধুর হইয়াছে। সুচারুযন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।০ আনা।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত নবপ্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমার অদৃষ্ট।

মহাশয়! এ দুঃখিনী আপনার শরণ লইতে যাইতেছে। ইহার দুঃখের কয়েকটী কাহিনী কেবল নেত্র-জলে লিখিত হইল। বাল্যাবস্থায় লেখা পড়া শিখিয়া ছিলাম, কিন্তু এতদিন মরিচা ধরিয়া ছিল, কিছুমাত্র চালনা ছিল না। এইটীই এ দুঃখিনীর নবপ্রবন্ধ।

জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি সপ্তগ্রাম অধীনীর জন্মস্থান। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য আমার পিতা। পিতা ভট্টাচার্য্য ছিলেন বটে, কিন্তু সমাজ মধ্যে রাঢ়ীয় কুলীন, মেল ফুলে, গোত্র মুখুটী, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, স্ব-ভাব। পিতার একটীও পুত্র ছিল না; কেবল আমিই একমাত্র সন্ততি। পিতা-মাতার একমাত্র অবলম্বন হইলে কতদূর আদরের পাত্রী হয়, বুঝিতেই পারেন। আমিই তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকারিণী ছিলাম। যখন আমার দশ বৎসর বয়স, সেই সময় গুপ্তিপাড়ায় আমার সম্বন্ধ হয়। আমার এক খুল্লতাত সর্ব্বদা কলিকাতায় থাকিতেন। শুনিয়াছি, আমাদিগের বংশে যাহা কখন হয়নাই, তিনি তাহা শিখিয়াছিলেন। বুঝিয়াছেন সেটি কি?—ইংরাজী বিদ্যা। তিনি আমার বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিয়া বাটী আসিলেন। আসিয়া যাহাতে আমার বিবাহ না হয়, তদ্বিষয়ে পিতাকে কত বুঝাইলেন,-কত সাহেব বিবির দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। বালিকা কালের কথা বলিয়া সকল এক্ষণে মনে পড়ে না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতা আমার ভট্টাচার্য্য ছিলেন। লোকের বাটীতে দশকর্ম্ম করাইয়া যে যৎকিঞ্চিৎ আয় হইত, তাহাতে সংসার চলিত না, কাজেই কনিষ্ঠের উপর সমুদায় নির্ভর ছিল। এ অবস্থায় সর্ব্বাচ্ছাদকের কথা অগ্রাহ্য করা কি সহজ কর্ম্ম? কাজেই পিতা আমার তাঁহার বাক্যেই সম্মত হইলেন। তখন

এ অভাগিনীর দশা কি হইল, পাঠক মহাশয় কি তাহা জিজ্ঞাসা করেন? সংসার বিড়ম্বনা, ভাবী দুঃখের সম্ভাবনা এবং আজি পর্য্যন্ত যে দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহার যন্ত্রণা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই হইল। খুড়া মহাশয় আমার দুখানি প্রথম পাঠ্য পুস্তক আনিয়া দিলেন;- আমার হাতে খড়ি হইল। ক্রমে বর্ণ-পরিচয়, শব্দশিক্ষা, অর্থ-বোধ ও পঠনশক্তি লাভ হইল;-লিখিতে শিখিলাম,-তর্ক করিতে শিখিলাম। অল্পবয়সে বিবাহ করিবার নিমিত্ত যে আহ্লাদ হইয়াছিল, সেটী শরদের মেঘের ন্যায়,- বসন্তের কুয়াসার ন্যায় এবং জোয়াবের জলের ন্যায় আমার অন্তর হইতে সরিয়া গেল।

ক্রমে বয়স হইতে লাগিল,-আশা বাড়িল,- শিখিতে আরো ইচ্ছা জন্মিল; কিন্তু যাঁহার নিকট শিখিতে ছিলাম, অকৃতজ্ঞ যৌবন তাঁহার নিকট হইতে আমারে হরণ করিয়া লজ্জার হস্তে সমর্পণ করিল। পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখুন, অধীনী তখন ষোড়শী।

পুনরায় বিবাহেব কথা উঠিল। পিতা উদ্বিগ্ন হইলেন। খুড়ার ইচ্ছা ছিল আবো কিছুদিন রাখেন, কিন্তু পিতা এবারে কিছু অধিক পিড়াপিড়ি করাতে অগত্যা সম্মতি দিলেন। কুলীনের মেয়ে কুড়ি বছরেও বিবাহের যোগ্য হয় না, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তাহা জানিতেন। সুতরাং আমার মা—ঠাকুব-মা, ও পিশিমা সকলেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। পাঠক মহাশয়! এই সবে আমার চির দুঃখের সূত্রপাত! অধীনী এই অবধি দুঃখ ক্ষেত্রে প্রবেশিল।

ঘটক জুটিল,-তাহারা গোপনে পিতারে বলিল, গুপ্তিপাড়ার বরের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নূতন ভাবনা উপস্থিত। সকলেই জানেন, স্ব-ভাব কুলীনের ঘর-বর এ জগতে দুর্ল্লভ। কেহ বলিলেন, আরো এক বৎসর পরে মিলিবে, কেহ বলিলেন, মাসের মধ্যেই ফুল ফুটিবে, আবার মা বলিলেন, যদি একান্তই না ফুটে, তবে আমার বড় ঠাকুরঝীর যে রকম হয়েছিল, অবশেষে সেইরকম ফুল-গাছ আছে, যথার্থ ফুল ফুটিবে। পিতা আমার

ছমাস অনুসন্ধানের পর আসিয়া বলিলেন, নারাণপুরে একটী পাত্র পাওয়া গিয়াছে, ধনে, মানে, কুলে, শীলে সকল দিকেই খাঁটি, কেবল একটী দোষ—বৃদ্ধ। পিতা কহিলেন, এমন কিছু বৃদ্ধ নয়, লোকে যাহা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে, সেই রূপ শতায়ু হইবার এখনো দ্বাদশ বৎসর (এক যুগ) বিলম্ব! আরো একটী বিপদ। অধীনীর অদৃষ্টের বাতাস নারাণপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, পাত্র বলিয়াছেন, কন্যা অগ্নিদগ্ধা। পাঠক মহাশয়! অগ্নিদগ্ধা বুঝেন! যে কন্যার ভাই নাই সে অগ্নিদগ্ধা। আমার ভাই নাই আমিই অগ্নিদগ্ধা। কুলীনেরা অগ্নিদগ্ধা মেয়ে বিয়ে করে না, কেন করেনা? কুলীনের কন্যার বিবাহের সময় সর্ব্বনাশ, পিতা তফাৎ হন্, মাতা ক্রন্দন করেন, প্রতিবাসীরা টিটকারি দেন্, কেবল ভ্রাতা অথবা মাতুল ধরা পড়েন। অগ্নিদগ্ধার গর্ভে যদি কন্যা হয় তাহার মাতুল থাকেনা, কাজেই জাতিপাতের ভয়ে পিতা দায়গ্রস্ত হন। কোন্ কুলীন এই অধর্ম্ম রূপ হাড়ি কাষ্ঠে মাথা দিতে চান্? সুতরাং নারাণপুরের বৃদ্ধ বর আমারে বিবাহ করিলেন না। কারণ অধীনী অগ্নিদগ্ধা! পাঠক-মহাশয়! প্রথম পরিচ্ছেদে দেখুন কেমন আমার অদৃষ্ট।

বয়স যায়—কাহারও অনুরোধে বয়স থাকেনা। যৌবন ফুরাইল; প্রৌঢ়া হইলাম, দ্বিতীয় দশায় ত্রিদশে পদার্পণ করিলাম। ত্রিদশে কি? স্বর্গে? হঁা একপ্রকার স্বর্গেই বটে। যৌবন কুসুমের সুগন্ধ অনেকদূর যায়, যে গোলাপ ফুল কেহ স্পর্শ করে নাই, নির্লজ্জ পবন তাহার পরিমলকে স্বেচ্ছাবিহারি করে। আমার বিবাহ হয় নাই, অস্পৃষ্ট গোলাপ ফুল। অহঙ্কার যদি না বলেন অদৃষ্টগুণে অধীনী সুন্দরী। অনলের কণা, সে অনল এখন নির্ব্বাণ হইয়াছে। জ্বলন্ত সময়ে অনেক পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে আসিয়া ছিল; কিন্তু অধীনী অকলঙ্কে যৌবনকাল কাটাইয়াছে। এখন সেই ফুটোন্ত গোলাপ শুষ্ক, একে একে পাপড়ি ঝরিতেছে, এখন আর ইহার গন্ধে কোন দুরন্ত মধুকর ঝঙ্কার করিবে না, কেহই আর ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি-

বেনা। ত্রিদশে পদার্পণ করিয়াছি। পাঠক মহাশয়! এই ত্রিদশকে স্বর্গ বলিবেন কি না?

সপ্তগ্রাম পল্লিগ্রাম। পাঠক মহাশয়দের মধ্যে যদি কেহ পল্লিগ্রাম বাসী থাকেন, বুঝিবেন সেখানে সকলের অদৃষ্টে এরূপ স্বর্গ ভোগ কতদূর সম্ভবে। পাঠক মহাশয় কি জানিতে চাহেন এখন এ অধীনীর বয়স কত? যে দিন ত্রিদশ বলিয়াছি, এখন আর সে দিন নাই। দিন যাইতেছে, নদীর জোয়ারের ন্যায় যাইতেছে, অধীনী এখন সেই ভরা নদীর মধ্যস্থলে। তৃতীয় দশায় আর দ্বিদশ অগ্রসর হইয়াছে। বিবাহ হইল না। অদৃষ্টে কি তার বিবাহ নাই!— আছে, এই অভদ্র বর্ষাকাল বৎসরের মড়াঞ্চে ঋতু, এসময় কি সুখের দিকে মন যায়! মা আমার একটী ডালিম গাছ আর একটী বটগাছ রোপণ করে রেখেছেন, আমি তখন পাঁচ বছরের। আমিত বড় হয়ে, বড়হয়ে কেন, আর বছর মাঘমাসে একটী বছরাই গোলাপের গাছ রোপণ করেছি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে গাছটীত আমার অন্তঃকরণের ন্যায় কন্টক বিশিষ্ট হয়ে বড় হয়েছে। ছয়মাস পরেই বসন্তকাল, এই বসন্ত কালে ঐ তিনটীর মধ্যে একটি গাছের গলায় বরমাল্য দিয়ে আইবুড়ো নাম ঘুচাইবো, পৃথিবীর সুখ সমাধা করিব, বিবাহ ব্রতের উদ্‌যাপন করিব, রমণী জন্মের সাধ মিঠাইব এবং কুলীন পিতার কুলের গৌরব বজায় করিব! আর পাঠক মহাশয়েরা কি জিজ্ঞাসা করেন আর কি করিব? সম্পাদক মহাশয় কি জিজ্ঞাসা করেন আর কি করিব, আপনার কুমারী এবং সধবা পাঠিকারা কি জিজ্ঞাসা করেন আর কি করিব, নবপরিণীত তরুবরের সহগমন করিব, সেই সহমরণ সময়ে বিধাতার নিকটে এই বর মাগিয়া লইব যে, বঙ্গদেশে যেন মেয়েহয়ে আর না আসি; যদি আমার অদৃষ্টের ভোগে আসিতে হয়, কুলীনের ঘরে নিকোশ কুলীনের ঘরে যেন না জন্মাই। শতজন্ম অরণ্যচারিণী হরিণী হয়ে থাকি, তাহাও ভাল, তথাচ যেন হতভাগা বঙ্গদেশে কুলীনের ঘরে মেয়ে হোয়ে জন্মাতে না হয়। পাঠক মহাশয় এই আমার অদৃষ্ট! এই মাঘমাসে

আমার অদৃষ্টের বিসর্জ্জন হইবে। অধীনী দুখিনী বলিয়া পৃথিবীতে কেহ ছিল, সে নামও আর থাকিবে না, অধীনীর সহিত আর কাহারও সাক্ষাৎ হইবে না।

সম্পাদক মহাশয়, আমার অদৃষ্টের পরিচয় শুনিলেন? অন্বেষণ করুণ, পৃথিবীতে অন্বেষণ করুণ, কুলীনের মেয়ের তুল্য হতভাগিনী কোথায় দেখিতে পান কি না? যদিও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার আশা ফুরাইল, তথাচ আমার তুল্য শত শত হতভাগিনী এই দেশে জীবিতা রহিল, তাহাদের চক্ষুজল মুছাইবার জন্য কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন। যদি সুবিধা হয়, এ অভাগিনীর সহমরণ স্থলে ক্ষুদ্র স্তম্ভের গায়ে সেই কটি উত্তর লিখিয়া রাখিবেন।

একটী রমণী এ রাজ্যের ঈশ্বরী। রমণীকুলের যাহাতে মঙ্গল হয় তিনি সে চেষ্টা করেন। তাঁহার উপযুক্ত মন্ত্রী এবং সভাসদেরা সে চেষ্টা করেন, তাঁহার অনুগৃহীত দেশ বিদেশীয় যুবকেরা ও চেষ্টা করেন। সম্পাদক মহাশয়! আপনারা যে শ্রেণীতে বরণীয়, সেই শ্রেণীর অন্তরে ও বাক্যে অনবরত সে চেষ্টাও বলবতী। বালিকা বিবাহ দূর করিবার যুগান্তর উপস্থিত। কিন্তু সত্যযুগ নাই, যুগে যুগে যুগান্তর উপস্থিত, এযুগে যিনি শাস্ত্রকর্ত্তা—বিবাহের শাস্ত্রকর্ত্তা সেই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বালিকা বিবাহের বিধি দেন। স্মরণ করুণ তাঁহার ব্যবস্থায় আট বছরের কন্যাদানে গৌরীদান, নয়বছরে রোহিণীদান এবং দশ বছরে কন্যাদানের ফল হয়। তাহার অধিক বয়সে কুমারীরা রজস্বলা। এ ব্যবস্থা কি আপনারা অমান্য করিতে চান? পরীক্ষা করুণ, তুলনা করুণ, দেশের অবস্থা দর্শন করুণ, রমণীকুলের ফুল প্রসবের বিচার করুণ, বিচার করিয়া বলুন কতদিন আপনারা কুমারী কুলকে কুমারী রাখিতে পারেন? এ হতভাগিনীর ন্যায় শ্মশানবাসিনী, যে বয়সে তরুবরে বরণ করিয়া স্বর্গ গমন করিতে চলিল, এই বয়স পর্য্যন্তই কি কুমারীকাল? না আর কিছু অধিক?

সপ্তগ্রাম
জেলা হুগলি
১২৭৪ সাল।

চিরদুঃখিনী
শ্রীকুমুদিনী দেবী।

১২৭৩।১২৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

ডাইরেক্টর অব্ পবলিক ইন্‌ষ্ট্রকসন্	কলিকাতা	৬৲
প্রেসিডেন্সি কালেজ লাইব্রেরী	ঐ (ষাণ্মাসিক)	১।৵
এইচ্, এফ্, ব্লেণ্ড্‌ফোর্ড সাহেব (H. F. Blandford)		২৲
রেবারেণ্ড্ জে, রবিন্সন্ (Revd. J. Robinson.)		১৲
মিস্, এম্, পিগট্ (Miss. M. Pigot)	ঐ	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়	হুগলী	২৷০
,, হরিচরণ দত্ত	কলিকাতা	১৷০
,, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	ঐ	১৲
,, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, প্রসাদদাস দত্ত	ঐ	১৲
,, বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল	ঐ	১৲
,, মোহিতমোহন গোস্বামী	খড়দহ	১৲
,, শম্ভুচন্দ্র কর	কলিকাতা	১৲
,, শ্রীনারায়ণ মজুমদার	ঐ	১৲
,, উমেশচন্দ্র পাল	ঐ	১৲
,, আশুতোষ মল্লিক	ঐ	১৲
,, ভুবনমোহন কর রায়	পোর্ষ্ণা, সাহাজাতপুর	১৷০
,, রাধানাথ শীল	কলিকাতা	১৲
,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ	ঐ	১৲
,, বাণীনাথ বসু	ঐ	১৲
,, উমেশচন্দ্র কুণ্ডার	ঐ	১৲
,, অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, ক্ষেত্রলাল দত্ত	ঐ	১৲
,, অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মুঙ্গের	৸০
,, উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, তুলসীদাস রায়	ঐ (ষাণ্মাসিক)	১।৶০
,, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, মথুরামোহন খাঁ	ঐ	১৸০
,, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, নবপ্রবন্ধের উন্নতির নিমিত্ত কলিকাতা চোরবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মল্লিক ৮্ টাকা ও সিকদারপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদদাস দত্ত ২্ টাকা প্রদান করিয়াছেন। অপর যাঁহাদিগের সাহায্য করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা একটু সত্বরে প্রদান করিলে অবিলম্বে বাকি পত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব ও যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

বিজ্ঞাপন।

মেদিনীপুর কালেক্টরীর হেডরাইটার শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার বসু মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের নবপ্রবন্ধের অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তদঞ্চল নিবাসীগণ গ্রাহকশ্রেণিভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত মহাশয়ের নিকট সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

২৭৭ সালের ভাদ্র মাস হইতে যাঁহারা নবপ্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও ফালগুন হইতে ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, গত শ্রাবণ মাসে তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। এক্ষণে পুনর্ব্বার স্ব স্ব দেয় মূল্য প্রদান করিলে চির-বাধিত হইব। অপর যাঁহাদের নিকট আমাদের যাহা পাওনা আছে, তাহাও প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রী শ্যামাচরণ সিংহ নামক জনৈক সরকার আমাদের নবপ্রবন্ধের কতকগুলি বিলের টাকা আদায় করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অতএব গ্রাহক মহাশয়েরা উক্ত সরকারকে যেন বিলের টাকা আর না দেন, আমরা স্বতন্ত্র সরকার প্রেরণ করিব। যদি কোন গ্রাহক মহাশয় উক্ত সরকারকে দেখিতে পান, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলে চিরবাধিত হইব।

কলিকাতা।

Part II. No. 6.

NABA PROBUNDHA

A

MONTHLY MAGAZINE

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ।	আশ্বিন ১২৯৪।	মাসিক মূল্য ।০
৬ষ্ঠ সংখ্যা।	অক্টোবর ১৮৮৭।	অগ্রিম বার্ষিক ২॥০

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা

আমহার্ষ্ট স্ট্রীট্ ৩৪।১ ভবনে কাব্যপ্রকাশযন্ত্রে
শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয়। যোড়াসাঁকো বলরাম দের স্ট্রীট ১৮।২ নং ভবন।

Price 5 annas. মূল্য ।/০ আনা।

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ	আশ্বিন, ১২৭৪।	মাসিক মূল্য ... ।০
৬ ষ্ঠ সংখ্যা।	অক্টোবর ১৮৬৭।	অগ্রিম বার্ষিক ২॥০

খনিজ রত্নাবলী।

উপক্রমণিকা।

থিবী রত্নগর্ভা। নরলোকে যত কিছু সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য্য এবং বহুমূল্য ধাতু দৃষ্টিগোচর হয়, ভগবতী বসুন্ধরা তৎসমুদায়েরই জননী। যিনি সসাগরা ধরিত্রীর একচ্ছত্রা সম্রাট হইতেছেন, তিনিও কেবল খনিজ রত্নের অধীশ্বর মাত্র। ভূগর্ভে অথবা সাগরগর্ভে যে সমস্ত রত্ন পাওয়া যায়, তাহাই জগতের সার রত্ন, তদ্ব্যতীত রত্ন সৃষ্টির অন্য সূত্র কিছুই নাই। আজি আমরা সামান্য দৃষ্টিতে যে মৃত্তিকাকে তুচ্ছ জ্ঞান করি, পদতলে দলন করি এবং অমূল্য বলিয়া অযত্ন করি, বাস্তবিক তাহা গুণাংশে যথার্থই অমূল্য। পৃথিবীর মহারত্ন-সমষ্টি ঐ মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে, যে কহিনুর হীরকের রাষ্ট্রব্যাপী গৌরব, তাহা এক খানি সামান্য অঙ্গার মাত্র। অতএব যত্ন ও অধ্যবসায় একত্রিত হইলে সংসারের সমুদয় রত্ন এই মৃত্তিকা হইতেই লব্ধ হইতে পারে। সামান্যতঃ

অনেক সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থে কুলাল চক্রের বর্ণন দৃষ্ট হয়।

এই পৃথিবীর সমুদায় স্থানে কোন না কোন অভাব অবশ্যই হইয়া থাকে, এমত অবস্থায় অভাব দূর করিবার নিমিত্ত কোন স্থানে কোন একটী নূতন উপায় নিরূপণ হইলে তাহা যে সর্ব্বত্রে সকলে অবিকল অথবা প্রকারান্তরে গ্রহণ করে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। অতএব যে সকল দেশ পূর্ব্বে পরিচিত ছিল না এবং অসভ্য জাতীয়েরা সংসারের সুখ-সাধনোপযোগী অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল, সেই সকল স্থানের সেই সকল লোকেরা যে অন্য দেশের আবিষ্কৃত বিষয়ের অনুকরণ করিতেছে, ইহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে মৃণ্ময়পাত্রের ব্যবহার ছিল, তাহার অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে একটী প্রমাণ এই যে, মস্‌কুইটো তীরস্থ ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে অনেক উত্তম মৃণ্ময় শিল্প দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; যাহা তাহারা অতি প্রাচীন চিহ্নজ্ঞানে যত্ন করিয়া রক্ষা করিয়াছে। ঐ সকল পাত্র ঐ দেশেই যে নির্ম্মাণ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যেহেতু ঐ দেশস্থ এক নদীর উপরিভাগের অধিক দূরবর্ত্তী দেশে কুম্ভকারালয়ের চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইয়াছে।

কুম্ভকারের বিদ্যা কত প্রাচীন, তাহার নিশ্চিত কালানুসন্ধানে যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকিলেও তদনুসন্ধানে কোন উপকার নাই, বরং মিথ্যা চিন্তা সকল পরিত্যাগ করিয়া সপ্রমাণ ঘটনা সকল বর্ণনা করাতে যথেষ্ট ফলদায়ক হইতে পারে। অতএব যাহা অনুভব দ্বারা নির্ণয় হয় না, তাহাতে অনর্থক কালক্ষেপ করণাপেক্ষা এই বিদ্যার আধুনিক অবস্থা বর্ণনা করাতে অধিক উপকার আছে।

আগষ্টসের সময় বিট্রুবিয়াস নামে এক জন রোমীয় গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে, তৎকালে রোমকেরা কুম্ভকারের মৃত্তিকা দ্বারা জলের নল সকল নির্ম্মাণ করিত। তাহারা যখন যে দেশ অধিকার করিত সেই দেশেই তখন তাহাদিগের আপন বিদ্যা সকল প্রচলিত করিত এবং ইংলণ্ড দেশ তাহাদিগের অধিকারে থাকাতে সে স্থানেও তাহারা কুম্ভালয় সং-

স্থাপন করিয়াছিল তথায় অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ঐ প্রকার নলও নির্ম্মাণ হইত। ঐ দেশে হাইড্ পার্ক নামে যে স্থান আছে, প্রায় এক শত বৎসর গত হইল, সেই স্থান খনন করাতে ঐ প্রকারে কিঞ্চিৎ নল উত্থিত হইয়াছিল, সেই সকল নলের স্থূলতা দুই ইঞ্চ পরিমাণ। তৈল মিশ্রিত সামান্য চূর্ণ সুরকি দ্বারা ঐ সকল নল গাঁথিয়া রাখা হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন যে রোমকদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে ব্রিটিস জাতিরা কুম্ভকারের ব্যবসায়ের অনুশীলন করিত, ইহার একটী বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন এই যে, ইংরাজেরা বলেন যে, ঐ রাজ্যের স্থানে স্থানে মৃণ্ময় শবাধার সকল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য অনেক মান্য গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বর্ণনানুসারে এই কথাই বিশেষ যোগ্য যে, ইংরাজদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা তৎকালে বিনিসীয়দিগের নিকট হইতে ঐ সকল মৃণ্ময়পাত্র প্রাপ্ত হইত। ঐ উপদ্বীপের নানাস্থানে, বিশেষতঃ ষ্টাফোর্ডসায়ার প্রদেশে রোমীয়দিগের স্থাপিত কুম্ভালয়ের চিহ্ন সকল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

সৎসঙ্গে কাশীবাস।

একদা কোন রাজা ছদ্মবেশে পথিমধ্যে একাকী যাইতেছিলেন; হঠাৎ একদল দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বলিল যে আপনার নিকট যে সমুদয় দ্রব্যাদি আছে, তাহা আমাদিগকে দিতে হইবেক; নতুবা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইব। রাজা একাকী কি করেন, সুতরাং সমুদায় (যাহা তাঁহার নিকট ছিল) দিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু তাঁহার নিকট পূর্ব্ব-পুরুষ প্রদত্ত যে একটী বহুমূল্য অঙ্গুরী ছিল, তাহা না দিয়া বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন, যে উহার পরিবর্ত্তে মূল্য পাইলে যদি তোমরা সন্তুষ্ট হও, তাহা দিতে স্বীকৃত আছি। কল্য প্রাতে

আমার বাটীতে উপস্থিত হইলে মূল্য প্রদান করিব। দস্যুদের দলপতি উক্ত বাক্যে সম্মত হইল; এবং পরদিবস প্রাতে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে রাজার নিকট উপস্থিত হওয়াতে, রাজা তাহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান করত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, যে তুমি কোন্ সাহসে পুনরায় আমার নিকটে আসিয়াছ? প্রত্যুত্তরে দলপতি বলিল, মহারাজ! আমি অতিশয় দুঃসাহসের কর্ম্ম করিয়াছি সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনি আমাদের হর্ত্তা ও কর্ত্তা, আপনাকে আর অধিক কি বলিব, এক্ষণে যাহা অনুমতি করিবেন, এ দাস তাহাই করিতে প্রস্তুত আছে। রাজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে অদ্য বেলা অধিক হইয়াছে, স্নানাহারের সময় হইল, সুতরাং আর অধিক বিলম্ব করিতে পারি না। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবার অনেক বাকি রহিল, অতএব কল্য মধ্যাহ্নে এইখানে আহারাদি করিবে, ও সেই সময় আমার যাহা বক্তব্য আছে, সমুদয় বলিব। দলপতি ইহাতে সম্মত হইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিল। সেই অবসরে রাজাও তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব গণকে নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ করিলেন। পর দিবস নির্দ্ধারিত সময়ে দলপতি ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে, কেহ কেহ দলপতিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? নিবাস কোথায়? আমাদের দেশস্থ কি? প্রত্যুত্তরে রাজা কহিলেন, ইহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ নাই, তবে উনি একজন সম্ভ্রান্ত দলপতি— নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনি যে আর কিছু বলিলেন না? আর বোধ হইতেছে যেন আপনি অর্দ্ধেক গোপন রাখিলেন ইহার সবিশেষ কারণ আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া বাধিত করুন। আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া রাজা বলিলেন যে, "গত পরশ্ব রজনীতে আমি যখন একাকী ভ্রমণ করিতে ছিলাম, হঠাৎ এই ব্যক্তি স্বদলের সহিত

আমাকে আক্রমণ করিয়া বলিল, আপনার নিকট যে সমুদয় দ্রব্যাদি আছে, তাহা আমাদিগকে দিতে হইবেক, নতুবা বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইব আমি অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া আমার একটী বহুমূল্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অর্থ দিব বলিয়া আসিতে বলিয়াছিলাম, তদনুসারে আমার নিকট আসিয়া অর্থ লইয়াছে এবং আমিও অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া উহাকে অদ্য নিমন্ত্রণ করাতে এ ব্যক্তি এখানে উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে ইচ্ছা করি আপনারা উহাকে যৎকিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিবেন। যদিও আমি উহাকে অন্য প্রকারে উত্তম রূপে শাসন করিতে পারি, তত্রাচ প্রথমতঃ উপদেশ দ্বারা যতদূর হইয়া উঠে, সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। "সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট," অতএব উহাকে কুসংসর্গ হইতে পরিত্যাগ করাইয়া যাহাতে সৎসঙ্গে থাকিতে পারে ও যাহা দ্বারা চরিত্র সংশোধন হইবার সম্ভাবনা, এমত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা দলপতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং দলপতি লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল। পরে রাজা ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা তাহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করাতে, দলপতির কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইলে ক্ষণকাল পরেই মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল, আমি যে কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম, এক্ষণে আমি আপনাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে সৎসঙ্গে থাকিব, সৎকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, ইহার অন্যথা হইলে আপনাদের যাহা ইচ্ছা তাহা করিবেন। কিন্তু যতদিন আমি কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তত দিন আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। রাজা দস্যু দলপতির নিকট হইতে এবম্বিধ শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কিঞ্চিৎ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে তুমি প্রত্যহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। দলপতি রাজার অনুমত্যানুসারে প্রতিদিন রাজার সহিতসাক্ষাৎ করিত ও সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া অতি অল্পদিনের

মধ্যেই একজন প্রকৃত ভদ্রলোক হইয়া উঠিলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল পরম সুখে যাপন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণের প্রতি স্পর্ণখা।

কে তুমি কানন মাঝে পুরুষ রতন।
রূপেতে করেছ আলো নিবিড়কানন॥
অশ্বিনীকুমার হবে হেন মনে লয়।
কিবা স্মররূপ ধরি হয়েছো উদয়॥
কিবা শরদিন্দু জিনি বদন কমল।
কুরঙ্গ খঞ্জন জিনি নয়ন চঞ্চল॥
খগ গর্ব্ব খর্ব্বকারি সুন্দর নাসিকা।
যুবতীজনের প্রিয় প্রাণবিনাশিকা॥
মরি কিবা বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত অতি।
প্রিয়পতি ত্যজি রতি ইচ্ছাকরে রতি॥
এমন নিদয় কেবা আছে এ ভুবনে।
পরায়েছে যোগীবেশ তোমাহেন ধনে
চাঁচর চিকুরে জটা নির্ম্মাণ করিয়ে।
এখন কি আছে সেই জীবন ধরিয়ে॥
তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গের বরণ।
কি দুঃখেতে চীরবাস করেছ ধারণ॥
দেখিয়ে এ বেশ তব হেন জ্ঞান হয়।
যোগীবেশ ধরে যেন স্মর রসময়॥
কিবা যেন স্মরহর হয়ে শ্রদ্ধাবান্।
হিমালয়ে যোগীবেশে করিছেন ধ্যান॥
বুঝিলাম নাহি তব জনক জননী।
বুঝিলাম নাহি তব প্রেয়সী রমণী॥
এঁরা যদি রসরাজ থাকিত ভবনে।
তবেকি আসিতে পার এবেশে কাননে
হে বর নাগর! তব মুরতি মোহন।
হেরি সচঞ্চল হয় মম প্রাণ মন॥
এমনি তোমার রূপে মজিয়াছে মন।
কোনমতে নাহি পারি ফিরাতে নয়ন
যেন চকোরিণী কুল অনুরাগ ভরে।
চন্দ্রমার স্নিগ্ধকর অন্বেষণ করে॥
নলিনী সূর্য্যের পক্ষপাতিনী যেমন।
তোমার মোহনরূপে আমি হে তেমন
চীরবাস পরিহরি ওহে গুণাধার।
কৃপা করি যদি এস ভবনে আমার॥
মনোহর রাজবেশে সাজায়ে তোমারে
যতনে রাখিব সখা হৃদয় মাঝারে॥
নূতন নূতন বেশ করিয়ে ধারণ।
প্রতিদিন নবরসে যুড়াইব মন॥
তোমারে লইয়া সখা নির্জ্জন প্রদেশে
করিব হে নানাক্রীড়া প্রেমের আবেশে
নিকুঞ্জকানন আর ভূধরগহ্বরে।
বিহার করিব দোঁহে হরিষ অন্তরে॥
চতুর্ব্বিধ রসে নিত্য করাব ভোজন।
প্রেয়সী অধিক আমি করিব যতন॥
সরিৎ সিন্ধুর অনুগামিনী যেমন।
সুনিশ্চয় অধিনীরে জানিবে তেমন॥
রাবণভগিনী আমি সূর্পণখা নাম।
কৃপা করি কৃপাবারি দেহ গুণধাম॥

প্রাপ্ত।

বৈদেহী নাটক।

প্রস্তাবনা।

(নট নটীর প্রবেশ)

নট। আজ দশানন-হারী রামচন্দ্রের গুণগ্রাম এই সভায় অভিনয় কত্তে বাসনা হচ্চে।

নটী। নাথ! বৃথা বাঞ্ছা পরিত্যাগ কর: রামচন্দ্রের গুণগ্রাম কি আর ছাপা আছে, কত জন কত সভায় যে রামায়ণ কীর্ত্তিত রামচরিত অবলম্বন করে অভিনয় করেছেন, তার কি আর ইয়ত্তা আছে? পুরাণ কথায় সজ্জনগণের মন প্রফুল্ল হবে কেন? বাসি ফুল দেখে কি অলির নেত্রের উৎসব হয়?

নট। "দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তিবর্ণং, ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং। ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারু গন্ধং—" ইত্যাদি।
প্রিয়ে! মহানাটকের এই শ্লোকটী কি তোমার স্মরণ নাই?

নটী। ভট্টাচায্যিদের মত কথায় কথায় সংস্কৃত বচন বল কেন? বাঙ্গলা করে বল্লেই ত হয়। তোমরা আবার স্কুলের নিন্দা কর।

নট। স্কুলের নিন্দা করি কোথায়?

নটী। মনে নাই, সেই সে দিন কয়েক জন ইস্কুলের ছাত্র অর্দ্ধেক ইংরেজী ও অর্দ্ধেক বাঙ্গলা বলে যাচ্ছিল. তুমি তাইতে ব্যঙ্গ করে বল্লে "বাবুদের মাতৃভাষা বুঝি বিলাত হতে এসেছে, না বাঙ্গলায় সমুদয় ভাব প্রকাশ হয় না। আপনাদের জিহ্বা ইংরেজী বল্‌তে বল্‌তে পিছল হয়ে গেছে, তাই বাঙ্গলা আছাড় না খেয়ে স্থির থাক্‌তে পারে না" এখন তোমাদেরও ত তাই।

নট। সংস্কৃত বাঙ্গলার জননী, তা কি জান না? যাক্, ও কথায় এখন কায নাই। বল্‌চি, যখন বার বার দগ্ধ কল্লেও সোণার বর্ণ বিবর্ণ হয় না, যখন পুনঃ পুনঃ ছিন্ন হলেও ইক্ষুতে রস থাকে, আর যখন অনবরত ঘষ্‌লেও চন্দনের চারু গন্ধের হানি হয় না, তখন কি দুই তিন বার অভিনীত হলেই মহাত্মাদিগের চরিত্রের যে হৃদয়াকর্ষক শক্তি

আছে, তা কি একেবারে লোপ পাবে?

নটী। গ্রন্থকারেরা গ্রন্থ রচনা কর্‌বার সময় ভাবে, আমার এই গ্রন্থ অবশ্যই সকলের নিকট আদর পাবে। এই অহঙ্কার তাদের মনোমধ্যে প্রবেশ কল্লেই এদিক ওদিক না তাকিয়ে পুরাণ কথায় পূর্ণ করে। কিন্তু শেষে দেখে, তাদের পূর্ব্ব আশা সফল হবার নয়। না ঠেক্‌লে লোকের বুদ্ধি হয় না।——যা অভিরুচি, তাই কর; আমি এখন—

নট। হাঁ চল বেশ বিন্যাস করে দিতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি প্রস্তাবনা।

—০ঃ০ঃ০—

প্রথম অঙ্ক—প্রথমগর্ভাঙ্ক।

অনঙ্গদেবের বন।

পুরোভাগে তাড়কার আবাস।

বিশ্বামিত্র ও রাম লক্ষ্মণ উপস্থিত।

বিশ্ব। চুপ্ কর বাপ্, এখন কি কথা বলার সময়, ঐ যে রাক্ষসীর ঘর দেখা যাচ্ছে। সাড়া পেলে সেই পাপিয়সী এক গ্রাসে তিন জন্‌কে গ্রাস করে ফেল্‌বে।

রাম। ভগবন্! আপনার দাস রাম লক্ষ্মণ বিদ্যমান থাক্‌তে আপনি এত ভয় করেন কেন? আপনি যে অমোঘ দীক্ষা দিয়েছেন, এখন কার্য্যে তার ফল দেখুন। সেই পাপিয়সী কোথায়? (ধনুষ্টঙ্কার)।

লক্ষ্ম। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য, রাক্ষস দেখ্‌বো এখন। রে দুষ্টচারিণি, নরহত্যাকারিণি তাড়কে! আমরা তোমার ভক্ষ্যার্থ দ্বারে উপস্থিত হলেম একবারে—"

বিশ্ব। (কাঁপিতে২) লক্ষ্মণ ওকি? বালচাপল্য কেন, একি প্রাণ নিয়ে খেলা, আগুন নিয়ে তামাসা: আমার প্রাণ ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ছে। (আকাশে মেঘ দেখিয়া) এইত পাপিয়সী রাক্ষসী উপস্থিত, কি করি, কোথায় যাই, প্রাণ গেল, দুষ্ট ছোঁড়াদের সঙ্গে এসে প্রাণ হারালাম। (মূর্চ্ছা)

রাম। বৎস! কি প্রমাদ! মুনিবর একবারে হতচেতন হলেন!

লক্ষ্ম। এমন ভীরু!

রাম। তা যা হোক্, ঐ যে গহ্বরের

দিক থেকে নির্ঝর পাতের শব্দ শুনা যাচ্ছে, তুমি মহর্ষিকে ঐ খানে রেখে এস।

লক্ষ্ম। যে আজ্ঞা (মুনির হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলন চেষ্টা)

বিশ্ব। (মুদিত নয়নে) সুকেতু তনয়ে! আমি বনচারী ফলমূলাহারী শীর্ণ তাপস, আমায় বধ করোনা; আমার দোষ নাই, ঐ দুটো অবোধ বালকই তোমাকে ত্যক্ত করেছে; আমাকে ছেড়ে দেও, আমি নাকে খত দিয়ে বল্‌চি, এ বনে আর কদাচ আস্‌বনা।

লক্ষ্ম। (...য করিয়া) মহাশয়! আমি আপনার দাস লক্ষ্মণ, ভয় কি? সেই পাপিয়সী রাক্ষসী এখনও আসে নাই। চলুন, ঐ নির্ঝরতীরে যাই।

মুনি। সুন্দবল্লভে! আমাকে কেন বঞ্চনা কর, আমার কোন দোষ নাই, আমি রুগ্ন, আমায় ছেড়ে দেও। লক্ষ্মণ কি আর—"(অচেতন)

লক্ষ্ম। (কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া) (স্বগত) এমন ভীরু ত আর কোথাও দেখি নাই। ইঁহারাই আবার লোকালয়ে গেলে চোখে পথ দেখেন না। কেউ কথার একটু প্রতিবাদ কল্লেই আরক্ত নয়নে শাপ দিতে উদ্যত হন।

(মুনিকে লইয়া নির্ঝরতীরে গমন)

বিশ্ব (কিঞ্চিৎ চেতন পাইয়া মুদ্রিত নয়নে স্বগত) পাপিয়সী ছাড়লে না, বুঝি আমাকে আগুনে পাক করে খাবে। ঐযে প্রজ্বলিত বহ্নির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কি করি, আর একবার পরিহার প্রার্থনা করে দেখি। (প্রকাশে ভঙ্গস্বরে) আমি ব্র—ব্রা—ব্রাহ্মণ—। মেরে ফ—ফ—ফল নাই।

লক্ষ্ম। আমি আপনার দাস লক্ষ্মণ, এত ভয় কেন? চক্ষু মেলে দেখুন।

বিশ্ব। (অর্দ্ধোন্মীলিতনেত্রে) লক্ষ্মণ যে—আগুন নয় ঝরণা। (উপবেশন)

লক্ষ্ম। (স্মিত বদনে) "আগুন নয়, ঝরণা" মহাশয়! এ বাক্যটির অর্থ কি?

বিশ্ব। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) আমি বুঝেছিলাম, রাক্ষসী আমাদিগকে পুড়িয়ে খাবার জন্যে আগুন জ্বেলেছে, এখন দেখি আগুন নয়, ঝরণা, হা হা হা (হাস্য)

নেপথ্যে। হুঁ হুঁ হুঁ—চট্ চট্ চট্।

বিশ্ব। (সচকিতে) লক্ষ্মণ! এ আবার কি?

লক্ষ্ম। বুঝি তাড়কা আর্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ কচ্চে। আমি যাই, আপনি এখানে থাকুন, দেখে আসি ব্যাপারটা কি?

(ধনু গ্রহণ ও গমনোদ্যোগ)

নেপথ্যে। হায় কি হলো প্রাণ গেল—উঁ উঁ উঁ (নিঃশব্দ)।

লক্ষ্ম। তাড়কা বুঝি নিহত হলো। রক্তের গন্ধে চারদিক ভরেছে।

বিশ্ব। আমি তাড়কাকে দেখবো। লক্ষ্মণ চল যাই।

লক্ষ্ম। (স্বগত) যে ভয় দেখ্‌চি, তাতে সাপ দেখে বাঘ বলে অস্থির হওয়া আশ্চর্য্য কি। (প্রকাশে) আমি বিষয়টী পূর্ব্বে জেনে আসি, তার পর ভগবানের ইচ্ছা হলে পুনরায় এসে নিয়ে যাব।

বিশ্ব। আচ্ছা, তাই ভাল। বৎস! তুমি বুঝে এসো ব্যাপারটা কি?

(লক্ষ্মণের প্রস্থান।)

বিশ্ব। ক্ষত্রিয়দের কি আশ্চর্য্য সাহস! রাম লক্ষ্মণ বালক, বিশেষতঃ অল্পদিন হলো আমার নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেছে। সেই একমাত্র ধনু সহায় করেই এখন রাম রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, কিছু মাত্র ভয় নাই। শিশুরা খেলার নূতন বস্তু পেলে যেমন আনন্দে পুলকিত হয়? সেইমত লক্ষ্মণ রাক্ষস দেখ্‌তে পাব, এই আহ্লাদে মেতে উঠেছে। এরূপ সাহস না থাক্‌লে কি দেশ রক্ষা হয়? বুঝেচি বিধাতা আগ্নেয় পাথরে সূর্য্যসঙ্গমে দাহিকা শক্তি দিয়েছেন।

(লক্ষ্মণের পুনঃপ্রবেশ।)

লক্ষ্ম। (সহর্ষে) যথার্থই আর্য্য এক বাণে রাক্ষসীকে বধ করেছেন, এখন দেখ্‌তে বাসনা থাকে ত আসুন।

বিশ্ব। আমার প্রাণ এখন পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। রাক্ষসী মরেছে ত? দেখ, সাবধান, নিশাচরেরা বড় মায়া জানে।

লক্ষ্ম। মহাশয়! আপনার দত্ত বাণের মুখে আর মায়া খাটে না।

বিশ্ব। তাড়কার রূপ কেমন? বড় ভয়ঙ্কর কি?

লক্ষ্ম। ভগবন্! সেরূপ কুরূপ আমি আর কখনও দেখি নাই। দেখ্‌লেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাড়কার বর্ণ কৃষ্ণপক্ষীয় নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির ন্যায় কালো। কুলোর মত কাণ দুটীতে মৃত নর-কপালের কুণ্ডল, দেখ্‌লে বোধ হয় যেন, কাদম্বিনী সংলগ্ন বক-শ্রেণী উড়িতেছে। নাসা স্থূল, তাতে সমূল উৎপাটিত হাতীর দাঁত নলক রূপে শোভা পাচ্ছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস বিস্তৃত নাসা-রন্ধ্র দিয়ে ফস্‌ ফস্‌ করে বার হচ্চে। সরযূ নদী পার হবার সময় নদী সঙ্গমের যেমন শব্দ শুন্‌তে পেয়েছিলাম, এ শব্দ তার চেয়ে কম নয়। এই বনের মধ্যে মধ্যে কীটজীর্ণ বাঁশের ভিতরে বাতাস গেলে যেমত কর্ কর্ শব্দ হয়, তাড়কার শ্বাসের শব্দ ও ঠিক সেইমত। গলা দীর্ঘ গণ্ডারের চর্ম্মের মত মোটা চর্ম্মে আবৃত, আমি যত জোরে পেরেছিলাম, তত জোরে এক বাণ তার গলায় মারলেম, কিছুতেই কিছু হলো না, বাণ যেন লজ্জা পেয়ে আবার আমার তূণে ফিরে এসে পড়লো। কণ্ঠদেশে বড় তালের মত একটী গলগণ্ড আছে। চুল গুলি সরল ও মোটা। ওষ্ঠের বর্ণ মেটে, তাতে আবার বড় মাছের আঁইসের মত স্থানেং ফেটে গিয়েছে। অধর ওষ্ঠের মধ্যে এক প্রাদেশ ফাক, তাই দিয়ে লাল মাটীর স্তূপের মত অপরিষ্কার দাঁ-তের অর্দ্ধেক দেখা যায়। পরিধেয় কাপড় খানার এমন দুর্গন্ধ যে, একদণ্ড স্থির থাকা যায় না। আমি যুদ্ধের সময় তাকে এই অবস্থায় দেখে একবারে অস্থির হয়েছিলাম।

বিশ্ব। হা হা (হাস্য) এরূপ কুরূ-পের কথাত আর কোথাও শুনি নাই। চল দেখে আসি।

লক্ষ্ম। আজ্ঞে চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন সরসী-তীরে
রাম লক্ষ্মণ আসীন।

রাম। কি শান্তিময় স্থান! এখানে এলে তাপিতের তাপও শীতল হয়। স্বাধ্যায়-নিরত মহর্ষিগণের মনোহর স্বর পক্ষিগণের কূজনের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে কেমন হৃদয়াকর্ষক ও শ্রুতিসুখকর। অ-

বিরত হোম-ধূম উত্থিত হওয়াতে বৃক্ষ সকলের নব পল্লব সমুদয় নীলিমা ধারণ করেছে, বোধ হয় পাদপগণও পরাৎপর জগদীশ্বরের চিন্তা কর্‌বার নিমিত্ত অক্ষমালা গ্রহণ করেছে।

লক্ষ্ম। আর্য্য! দেখুন দেখুন, কি অদ্ভুত ব্যাপার! সিংহ শাবককে দূর করে দিয়ে মৃগশাবক নির্ভয়ে সিংহীর স্তন পান কচ্চে। আর সিংহীও বাৎসল্য বশতই যেন প্রদীপ্তচক্ষু হয়ে আহ্লাদে মৃগবৎস লেহন কর্ত্তে আরম্ভ করেছে। খাদ্যখাদকে এরূপ সদ্ভাব ত আর দেখি নাই।

রাম। বৎস! অধিপতি প্রজাদের সহিত যেমন ব্যবহার করেন, প্রজারাও পরস্পরের প্রতি সেইমত আচরণ করে। রাজা যদি প্রজানুরঞ্জনে অবহিত থাকেন, প্রজারাও সদয় ব্যবহার করে পরস্পরের মনোরঞ্জন কর্ত্তে চেষ্টা পায়। প্রধানের অনুকরণ কর্ত্তে সকলেই ব্যগ্র; এখানে শান্ত প্রকৃতি ঋষিদিগের আবাস। তাঁহারা কেহই উদ্ধত বা অত্যাচারী নহেন। স্বার্থপরতা কাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। এই জন্য আশ্রমপদবাসী পশুদিগের মধ্যেও কোন দ্বৈধ ভাব নাই। যদি তপোধনগণ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার কর্ত্তেন, আর মৃগয়াসক্ত হতেন, তা হলে কি মৃগগণ আমাদিগকে শস্ত্রপাণি দেখেও নিঃশঙ্ক চিত্তে এসে আমাদের করতল অবলেহন কর্ত্তো, আর কুশাগ্র বোধে শাণিত বাণের ফলা ভক্ষণ কর্ত্তে আসতো?

লক্ষ্ম। (সম্মতিসূচক মস্তক চালনা করিয়া) আর্য্য! ঐ দেখুন, আর একটী আশ্চর্য্য দেখুন।

রাম। কি আশ্চর্য্য?

লক্ষ্ম। এই সরোবরের মধ্যে একটী স্বর্ণ কমল স্রোতোবেগে এক বার জল মধ্যে ডুবছে, আবার কতক্ষণ পরে ভাস্‌চে। এর কারণ কি?

রাম। কোথায়? (নয়ন বিবর্ত্তন করিয়া) হাঁ, সত্যই ত। এত বড় আশ্চর্য্য!

লক্ষ্ম। আপনার আদেশ হলে আমি বাণ দিয়ে ঐ পদ্মটির মূল উন্মূলিত করে আন্তে পারি।

রাম। ওটি সরোবরের শোভাস্বরূপ, অকারণে একটী শোভা হরণ করা উচিত নয়।

নেপথ্যে।

কাঞ্চন কমল বৎস! করিয়ে চয়ন।

রামের করেতে কর শীঘ্র সমর্পণ ॥

লক্ষ্ম। আর্য্য! বনদেবী আমাকে কমল চয়ন কত্তে আদেশ কচ্চেন। আমি শর সন্ধান কর্‌লেম।

লক্ষ্মণের পরিত্যক্ত বাণ স্বর্ণ পদ্ম লইয়া উপস্থিত।

রাম। (একখান শরচ্ছেদিত মৃণাল-তলে পত্র দর্শনে) বৎস! একখান পত্র দেখ্‌চি। (পত্রোদ্ঘাটন) আহা! তোমার বাণ বিদ্ধ হয়ে পত্রখানা অপাঠ্য হয়েছে।

লক্ষ্ম। আর্য্য! আমি একবার চেষ্টা করে দেখি, পত্রখানা পড়া যায় কি না? (পাঠ)

জনক রাজার সুতা, অনুপম গুণযুতা.
তোমারে করিবে মাল্য দান।
পত্র শুনি প্রীতিকর, কহিলেন মুনিবর.
বিদেহে চলহ মতিমান ॥

নেপথ্যে। (কোলাহল)

রাম! একি লক্ষ্মণ? চল কি হলো দেখে আসি। (স্বর্ণ কমল ও পত্র ভূমে রাখিয়া গমনোদ্যোগ।

নেপথ্যে। রাম লক্ষ্মণ কি বনের সৌন্দর্য্য দেখ্‌তেই এসেছে? এ দিকে আমাদের সর্ব্বনাশ—যজ্ঞ নষ্ট হলো।

রাম। ওঃ!—রাক্ষসেরা এসে উৎপাত আরম্ভ করেছে। লক্ষ্মণ চল।

নেপথ্যে। তোদের আনীত যোদ্ধারা কোথায়? আজ ভাল করে যজ্ঞ দেখাব।

রাম। (অগ্রসর হইয়া) তপোধনবর্গ! শান্ত হউন। এই আপনাদের চির-কৃত-দাস রামলক্ষ্মণ উপস্থিত। দুষ্ট নিশাচরেরা কোথায়?

নেপথ্যে। ইস! বেটা নিজে দেড়-বুড়ির লোক--তার বড়াই শোন, এক গ্রাসে দুই বেটাকে গিলে ফেল্‌চি।——আমাদের তল্লাস হচ্চে। নর বলবান, আমরা দুর্ব্বল—আমাদের সর্ব্বনাশ হলো। রাম শীঘ্র এসো—শীঘ্র এসো।

রাম। (বায়ব্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া) রে অসৎ উত্তেজকেরা। তোরা যেমন সৎকর্ম্ম চক্ষুর শূল জ্ঞান করিস্, তেমন এই নিষ্পাপ শান্ত রসাস্পদ তপোবন হতে দূর হ।

আকাশে। মলেম মলেম—আমরা যাই। উঁ উঁ উঁ—রে দুরাত্মা দুর্ব্বল, রে রক্ষকুল কালি!

আমাদের দল পরিত্যাগ কর।
শোঁ শোঁ শোঁ (এক পতম্মুখ বৃক্ষ বৃক্ষ ঘূর্ণন)
নপথ্যে। রাম! গাছ পড়্ছে। রক্ষা কর, রক্ষা কর।
রাম। (এক বাণে বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড এবং রাক্ষসদিগকে দূরীকৃত করিয়া) আপদ দূর হলো। হে তপোধনগণ! এখন নিঃশঙ্ক চিত্তে যজ্ঞ করুন। দুষ্টেরা পলায়ন করেছে।
আকাশে। (কোমল বাদ্য সহকারে পুষ্পবৃষ্টি)
ঋষিগণ। কি আশ্চর্য্য শিক্ষা! এত দিনে আমরা আশ্রয় প্রাপ্ত হলেম। কৌশল্যা আর সুমিত্রাই রত্নগর্ভা।
আকাশে। সাধু রাম লক্ষ্মণ!
(পুষ্পবৃষ্টি)
লক্ষ্মণ। আর্য্য! এখন কি হবে, চলুন বনশোভা দেখি গিয়ে, রাক্ষসেরা ত পলায়ন করেছে।
রাম। বৎস! রাক্ষসেরা বড় মায়াবী ও প্রবঞ্চক, আমরা আশ্রম হতে দূরে গেলে আবার এসে মহর্ষিগণের উপর উৎপাত কত্তে পারে।
লক্ষ্ম। তাত সত্য কথা, আমাদের আর কোন খানে যাওয়া উচিত নয়।
রাম। চল এখন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যাই, বোধ করি তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েছেন।
লক্ষ্ম। ভাল কথা তবে চলুন, —ঐ পত্রখানার কোন ভাব বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।
রাম। (স্বগত) আর ভাব কি বৈদেহী আমার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে থাকবেন, তাই কৌশল করে পত্র রেখেছিলেন, নতুবা বনদেবী আমার হাতে স্বর্ণ কমল দিতে লক্ষ্মণকে অনুজ্ঞা কল্লেন কেন? (প্রকাশে) পত্রের ভাব বুঝ্‌বে কি ভাল করে পড়াই যায় না।
লক্ষ্ম। (বিষণ্ণ বদনে) আমি বাণ দ্বারা ভেদ করে পত্র খানা অপাঠ্য করেছি।—বোধ হয়, কোন নায়িকা নায়ককে আমন্ত্রণ কর্‌বার নিমিত্ত এরূপ পত্র স্থাপন করেছিল।
রাম। হাঁ তাই হওয়ার সম্ভব। চল মহর্ষির নিকট যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক--তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনদেশ—রাম লক্ষ্মণ এবং
বিশ্বামিত্র মুনি।

—০ঃ◌ঃ০—

রাম। মহর্ষে! মিথিলা আর কত দুর?

বিশ্ব। কেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তথায় যাওয়া যাবে, ক্লান্তি বোধ হয়ে থাকে ত, চল ঐ সম্মুখবর্ত্তী বেতস কুঞ্জে গিয়া একটু বিশ্রাম করি। এখন বড় রৌদ্রের সময়।

লক্ষ্ম। আজ্ঞা হাঁ চলুন। এতদুর লতা মণ্ডপের ছায়ায় ছায়ায় এসেছি, বলে এখন এত গ্রীষ্ম বোধ হচ্চে।

বিশ্ব। তবে চল।

(সকলের কুঞ্জে গমন ও শিলাতলে উপবেশন)।

লক্ষ্ম। এখন পর্য্যন্তও মধ্যাহ্ন হয় নাই?

বিশ্ব। তাইতো একটুক নিদ্রা যাও, আমিও এই শিলাতলে অল্পকাল আরাম করি। (সকলের শয়ন ও নিদ্রা)

রাম। (সহসা উন্নিদ্র হইয়া) আহা কি মধুর স্বপ্ন, এরূপ মনোহারিণী কামিনী জগতে নিতান্ত দুর্লভ, হায় সেরূপ তরল নয়ন সেরূপ শরচ্চন্দ্রবিলাঞ্ছন বদন, সেরূপ বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠরাগ, ললিত মুখছবি সেরূপ সমবিভক্ত চারু বরাঙ্গ আমিত কোথায়ও দেখি নাই। একপ মনোহর রূপলাবণ্য কি ইহলোকে সম্ভবে? (হৃদয়কে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া) রে অবোধ! স্বপ্ন দর্শনে এত ব্যাকুল হলে কেন? স্বপ্নে কে কি না দেখে, সে সকল কি সত্য হয়। (চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিয়া এক খান আলেখ্য প্রাপ্ত) এ পট কেমন করে এখানে এলো? এত সেই স্বপ্নদৃষ্ট বরবর্ণিনীর রূপই প্রতিভাষিত কচ্চে। হায় আমি কি যথার্থই প্রবঞ্চিত হলেম। হা মনোহারিণি তুমি কি আমাকে উদ্বিগ্ন কত্তেই প্রয়াস পাচ্চো। পূর্ব্বে এক পত্র পেয়ে অবধি শরীর মন অস্থির হয়েছে, তাতে আবার জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি দিলে, কেন তুমি স্বপ্নে আমাকে আশ্রয় কল্লে, কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারি না। কি জন্যই বা "পূর্ব্ব পত্র আমার প্রেরিত" এই মাত্র বলে অন্তর্হিত হয়েছ। তোমার প্রতিকৃতি দেখে বোধ

হয়, তুমি যার পর নাই সরলা। কিন্তু তোমার কার্য্য কৌশল বড় সরল নহে। আমি তোমারই অনুধ্যানে অহোরাত্র যাপন করি। কই তুমিত আমাকে বঞ্চনা কর্ত্তেই প্রবৃত্ত হয়েছ। পত্র খানা শরভিন্ন হয়ে সমগ্র পড়া যায় না। আবার এই চিত্রপটেও তোমার কোন উদ্দেশ নাই। হে কামদেব' এসকল তোমারই চাতুরী। সেরূপ সুকুমারীর হৃদয় কখনই বিষলেপময় নহে। (চিত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) আহা আমি সরলহৃদয়া নিতম্বিনীর অনুচিত কুৎসা করেছি, এই ত তাঁর পরিচয় স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। কি আশ্চর্য্য ! লোভনীয়দর্শনা কামিনীর সকলই লোভনীয়। যখন আমি প্রথমত তাঁর প্রতিকৃতি দেখ্‌ছিলাম, তখন নয়ন প্রত্যাবর্ত্তন করার কথা মনে ছিল না। এখন আবার তাঁর পত্রাক্ষর দেখে নয়ন প্রত্যাবর্ত্তন কর্ত্তে মন নেয় না। দেখি পত্রে কি লিখা আছে। (পত্র পাঠ)

ওহে দিনকর-কুল-নলিন-দিনেশ !
বিদেহবাসিনী এই চিরঅভাগিনী
নিবেদন করি তব চরণে বিশেষ
অবজ্ঞা করোনা ভেবে জনমদুখিনী॥ ১

বড় আশা ছিল মনে দিয়ে তবগলে,
প্রেম-দরশনি সম বর বর-মালা
সলিল সেচিব হায় হুতাশ অনলে,
জুড়াব জন্মের মত বিরহের জ্বালা। ২।

হত বিধি বাদী তাহে হইল সহসা
কহিতে না পারি আর বিদরে হৃদয়,
—অবলা কুলের হায় সুখময় দশা
পারে না২ বিধি সহিতে নিশ্চয়। ৩।

সেদিন জনক মম বিদেহ ঈশ্বর
করিলা প্রতিজ্ঞা এক দারুণ এমন,
শ্রবণ করিয়া যাহা ধরণী-উপর
পড়েছিল অভাগিনী হয়ে অচেতন।৪।

কে বলে জনক অতি স্নেহী রসময়,
কিসে সন্তানের সুখ হবে অনুক্ষণ,
এই ভাবনায় তাঁর যড়িত হৃদয়।
আমিত দেখিনা তার কিছুই লক্ষণ।৫।

যে কুসুম দল রেণু পরশে অমনি
বৃন্ত হতে ধরণীর কোলে খশি পড়ে
তাহেকি পাষাণ রাখা যায় গুণমণি
জলহৃদে কভু কিহে উপল বিহরে।৬।

কহিলা সেদিন তাত নির্ঘাত বচন,
যে জন ভাঙ্গিবে দৃঢ় হরশরাসন
দাসীর এ পাণি সেই করিবে গ্রহণ।
ভুলেছ কি ঘোরে ওরে নিদয় শমন।৭।

কোথা তব নবনীত গঞ্জি কলেবর
কোথা সুকঠোর এই শিব শরাসন;
কুলিশ কঠিন তুঙ্গ শাল তরুবর
পারে কি কমলদলেকরিতে ছেদন।৮

বুঝেছি হে রঘুবর উত্তমে অধম
সঙ্গত না হয় কভু বিধির এ বিধি—
তাই ফলবতী নাহি হলো আশা মম
তবজন্যআছে অন্য কোনবামানিধি।৯
কতশত কুমুদিনী সরস অন্তরে
প্রফুল্লিত হয়ে থাকে সুধাকর আশে
কুমুদিনী আশা পূর্ণ দৈবেতে না করে,
রোহিণীর সঙ্গেশশী মজেনবিলাসে১০
অভাগিনী কুমুদিনী হতাশ হইয়া
জীবনে জীবন করে থাকে বিসর্জ্জন
আমিও ভুলিব সব সলিলে পশিয়া
বিদায় হে গুণধাম হইনু এখন।১১।

রাম। আহা বৈদেহী আমার জন্য নিতান্তই কাতর হয়েছেন। তিনি আমাকে একত হরধনু ভাঙ্গবার অযোগ্য বিবেচনা করেছেন—তাতে আবার আমার বিলম্ব দেখে মনঃক্ষুন্ন হয়েছেন। এখন কি করি কেমন করেই বা এই পত্রের উত্তর পাঠাই। পত্র লিখ্বার উপকরণ মাত্র নাই। (ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া) উষ্ণীষের এক ভাগই পত্রিকার স্থানীয় হলো, শর ফলক দ্বারা কোন মতে লিখা যেতে পারে, এখন মসীর অসম্ভাব—হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত—না না বেস্ হয়েছে? এই ছিটকিতেই কালীর কায চল্‌বে। এখন কি লিখ্‌বো—(গণ্ড দেশে তর্জ্জনী সংলগ্ন করিয়া চিন্তা।) হাঁ হয়েছে।

অয়ি চারু চন্দ্রাননে! পাইয়া তোমার,
সরস লিখন, সব হনু অবগত
একতান মনে ভীরু পূজ সারাৎসার
অবশ্য লভিবে যাহা চির মনোগত।১॥
যাঁহার ইচ্ছায় বল আদেশে যাঁহার
জলবিন্দুপাতে শিলা হতে পারে জল,
তাঁহারি কৃপায় এই রামবাহু ছার
ভাঙ্গিতেপারিবেধনুপ্রকাশিয়েবল।২॥
নিস্তেজ শীতল যথা আগ্নেয় পাষাণ।
পরশে ময়ূখ-মালা অগ্নি ভাব ধরে,
তথা মন্দ ভাগ্য মোর হইবে কল্যাণ
তব দৃঢ় দেবনিষ্ঠা অনুকূল করে।৩॥

কন্দর্প দেবের কি অনন্ত প্রভাব! যিনি কস্মিন্ কালেও আমাকে দেখেন্ নাই, তিনি কেবল তোমার প্রতাপেই চির পরিচিতার ন্যায় আমার নিকট পত্র লিখেছেন। তোমার মন্মথ নাম সার্থক। কামিনী মন রূপ সাগর মন্থন করে তুমি কি আশ্চর্য্য সদ্ভাব রত্ন সংগ্রহ কত্তে পার। দৈবের কি অনিবার্য্য শক্তি, বোধ করি, জনকতনয়া বৈদেহীও আমার ন্যায় কোন দৈব ঘটনা ক্রমে প্রণয়াসক্ত হয়েছেন, তা যা হোক এখন শীঘ্র

এই পত্রখানা প্রেরণ করা উচিত, কি জানি কুসুম-কোমল-হৃদয়া বিলম্ব দেখে উপেক্ষিত বিবেচনা করে যদি আপনার,—আপনার কেন আমার কোন অত্যাহিত করে বসেন। এখন ত আমার তদ্গত প্রাণ। (তূণ হইতে একটী সমন্ত্র অস্ত্র গ্রহণ করিয়া) হে সজীব শরবর! এই পত্রখানি বিদেহ রাজনন্দিনীর নিকট দিয়ে এস, আমরা বিদেহে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হব।—

(শনৈঃ শব্দে শরের পত্র লইয়া প্রস্থান)।

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চারুচন্দ্রাবলী উপাখ্যান।

১২৫ পৃষ্ঠার পর।

দ্বিতীয় সর্গ।

অনন্তর নরপতি চিত্ররথ অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ্য প্রত্যাগত হইলেন। নগর আনন্দময় হইল, উৎসব কল্লোলে রাজধানী কল্লোলিত হইল, উদয় রবে দিক পরিপূরিত হইল, আনন্দনীরে নগর প্লাবিত হইল এবং মঙ্গলাচরণ ধ্বনিতে ত্রিদিবকেও তিরস্কার করিতে বিরত হইল না। জলনিধি বেষ্টিত সুবর্ণশৈল মৈনাক যেমন শোভা পায়, নরেশ্বরও তেমনি প্রজাপুঞ্জ বদন বিনির্গত উদয় ধ্বনি এবং মঙ্গলধ্বনিতে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইলেন, কিন্তু সেই সুবর্ণশৈল যেমন স্বীয় সুবর্ণাভা বিস্তারিত করিয়া দিক্পালকে বিকাশিত করে, নরপতি সে স্থলে হীনপ্রভ হইলেন, যেহেতু মনোরমা মিশ্রকেশীর ভুবনমোহন রূপলাবণ্য এবং কুটিল কটাক্ষ শর ঘাতন জনিত বেদনা তাঁহার মনোমাঝে জাগরূক রহিয়াছে, এবং সর্ব্বচিন্তাকে, সর্ব্বদর্শনকে, ও সর্ব্বামোদকে মানসমন্দিরে আসিতে বাধা দিতেছে; সুতরাং মহারাজের মনোমাঝে সেই এক ভিন্ন অপর কিছুতেই স্থান পায় না। যেমন কীট-প্রবেশিত কুসুম-কুট্মল স্বীয় সুমধুর কান্তি বিস্তার করণে অক্ষম, সেইরূপ এই দারুণ শত্রুর শত্রুতা ভেদ করিয়া যে

মহারাজ স্বীয় জ্যোতি বিস্তার করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে? তথাপি সুচতুর নরপতি বাহ্যিক ভাবের ব্যতিক্রম না করিয়া প্রজাপুঞ্জের আমোদে আমোদ প্রকাশ করিয়া যেন আন্তরিক ভাবের আবির্ভাব করিলেন।

অতঃপর মহারাজ স্বীয় সিংহাসনে পুনরারূঢ় হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনে দিন যাপন করিয়া প্রজাপুঞ্জের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সর্ব্বদাই বিমন এবং সর্ব্বদাই চিন্তা সাগরে নিমগ্ন থাকেন। সকল বস্তুই ক্রমে ক্রমে বিষের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল শেষে আর কিছুই ভাল লাগেনা, কেন লাগে না? যেহেতু নির্ব্বোধ মদনের তীক্ষ্ণ-শর-স্বরূপিনী মিশ্রকেশী সর্ব্বেন্দ্রিয়ের মন্ত্রি স্বরূপ মনকে হতবুদ্ধি করিয়াছে। মন্ত্রণা নির্ভরকারিণী মন্ত্রণা বিহনে কবে স্বীয় কর্ম্মে সক্ষম হইয়া থাকে? যাহা-হউক, দিন দিন মহারাজের শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল, রূপ লাবণ্য মলিন হইল এবং নিরন্তর হা হুতাশ আসিয়া জীবনের সহচর হইল।

নরপতির এরূপ হীনাবস্থা দেখিয়া পরিবারবর্গ ও অমাত্যবর্গের মনে ক্রমে ক্রমে চিন্তার উদয় হইল। সকলেই নানাবিধ তর্ক বিতর্কে যথার্থ কারণ জিজ্ঞাসু হইল, কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিতে সমর্থ হইল না অপরাস্ত সাহসিক হইয়া নরবর দ্বারাও মনোভিলাষ পূরণে সমর্থ হইল না। সকলেই নানামতে অন্যান্য ভাবে ভূপতিকে বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কি প্রকারে বিপরীত ভাব মগ্ন মনে প্রবোধের উদয় হইতে পারে? বরং বিরক্তিরই উদ্রেক হয়; প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ করিতে হইলে জলের পরিবর্ত্তে তৈল প্রদান করিলে কি কৃতকার্য্য হওয়া যায়? বরং উহা আরও দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

রাজমহিষী ভূপতির দিন দিন হীন দশা দর্শনে এবং হীন মতি অনুভবে নিতান্ত বিষণ্ণা হইতে লাগিলেন এবং মনোমাঝে কত রূপই ভাবিতে লাগিলেন। শেষে স্থির করিলেন যে, মহারাজ অবশ্যই কোন মহিলাকে হৃদয়ের অধিশ্বরী করিয়া তাহার নয়ন-

শরাঘাতে জর জর হইয়া দিন দিন শীর্ণ হইতেছেন, নতুবা অন্য কোন বিষয়ে ইঁহার এরূপ হওয়া কখনই সম্ভব নহে, কারণ যে ব্যক্তি এইরূপ শ্রীশালী সুরম্য রাজ্যের অধীশ্বর, এরূপ বিপুল বিভবের অধিপতি, এরূপ সুচতুর সুবুদ্ধিমান-সুধীবর্গ যাঁহার অমাত্য এরূপ সুমন্ত্রণাদাতৃগণ যাঁহার সচিবরন্দ এবং সমস্ত নরপতি-কুল যাঁহার আজ্ঞাকারী তাঁহার আর কিসের অভাব আছে এবং কোন্ বস্তুতেই বা এরূপ দুঃখের ভাজন করিতে সমর্থ হয়? অত-এব ইহা নিশ্চয় যে মহারাজ কোন মহিলার মনোহর রূপ-লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন, নতুবা কি কারণে এমন হইবেন। যাহাহউক দেখিতে হইবে পরে কি হয়। এবং ইহা অবশ্যই যুক্তি সিদ্ধ যে ইহার সারতত্ত্ব অতি অল্প কালেই জানিতে পারিব। এরূপ চিন্তায় রাজমহিষী একদা বিষণ্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার জনেক প্রিয়-তম পরিচারিকা আসিয়া কহিল। —"রাজমহিষী আপনি কি ভা-বিতেছেন, ওদিকে যে আপনার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে, তা কি আপনি জানিতে পারিতেছেন না?

রাজমহিষী সহচরীর এতা-দৃক বচন শ্রবণে নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সহ-চরি! তুমি যে এরূপ ভাবে কথা কহিলে? কেন আমার কি সর্ব্ব-নাশ হইবার সূত্রপাত হইয়াছে?

সহচরী উত্তর করিল, —"মহিষি! আপনার আর তাহা শুনিবার কোন আবশ্যক নাই, শুনিলে কেবল মনোবেদনা পাই-বেন, বৈ ত না"

রাজ্ঞি কহিলেন—"সে কি সহ-চরি! তুমি এরূপ করিতেছ কেন? সে এমন কি কথা যে, আমাকে সবিশেষ বলিতেছ না, আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে, আমার দিব্য, তুমি সকল কথা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। যদি আমার কপাল নিতান্তই ভাঙ্গিয়া থাকে, তাহা শুনিলে আমি আর কি মনোবেদনা পাইব? কারণ ক্ষণ-বিলম্বেই আমাকে তাহা হাতে হাতে গ্রহণ করিতে হইবে, অত-এব তাহাতে আশঙ্কা কি আছে?

সহচরী কহিল, আপনি যদি

শুনিতে নিতান্তই উৎসুক হয়েন। তবে শুনুন।—“এই কতক্ষণ আমি মহারাজের মন্দিরে গিয়াছিলাম, দেখিলাম মহারাজ নিতান্ত দীন ভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন এবং আপনা আপনি কহিতেছেন, হা খরনয়নে! দুর্ব্বোধ পুরুষগণকে দারুণ শরঘাতনই কি তোমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তোমার বদন চন্দ্রমা দর্শন বিরহে আমি যে এত কাতর হইয়াছি, আর নয়নশরে এত দগ্ধ হইতেছি, তবু কি তোমার মনে দয়ার সঞ্চার হইতেছে না? তোমার লাবণ্য কমল অপেক্ষাও কোমল, কিন্তু মন কেন পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইল? হায় তৃষ্ণাতুরের মরীচিকা দর্শনের ন্যায় আমিও কি নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন হইব? পরে অমনি আমাকে দেখিবামাত্র নিতান্ত লজ্জিত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন এবং আস্তে ব্যাস্তে অর্দ্ধস্ফুট বচনে কহিয়া উঠিলেন, “পরিচারিকে কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ, মহিষী কোথায় আছেন?” আমি অমনি একটিও কথা না কহিয়া বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া কুণ্ঠিতভাবে সেখান হইতে অতি দ্রুত প্রস্থান করিলাম। তাই বলি কি, মহারাজ হয় ত আর কোন মহিলার রূপ দর্শনে মোহিত হইয়াছেন, তাহা না হইলে কেন এরূপ কথা কহিবেন, আর—আমার বোধ হয়, সেই জন্যই উনি দিন দিন এমন ক্ষীণ হইতেছেন, তাহলে ত আপনাকে আবার সপত্নীযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।”

রাজমহিষী সহচরির এতাদৃক বচন শ্রবণে নিতান্ত ম্রিয়মান হইলেন, নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন হইতেও ক্ষণকালের নিমিত্ত বিলম্ব করিলেন না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। হায় যে কোন ঘটনা উপস্থিত হয়, কিম্বা আশু হইবে, তাহা মনের গতিতেই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। এইক্ষণে আমি যে ভাবিতেছিলাম, “মহারাজ হয়ত কোন মহিলার রূপদর্শনে এরূপ হইয়াছেন” তাহা হাতে হাতেই ফলিল। হায় বিধাতঃ! সপত্নী যন্ত্রণাও কি আবার আমাকে ভোগ করিতে হইবে? এইরূপ কথনান্তর রাজমহিষী বিরসবদনে গণ্ডহস্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সহচরী বহির্গত হইয়া কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত হইল।

রাজমহিষী পুনর্ব্বার চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং মানসপটে সপত্নী যন্ত্রণার মনোগত মূর্ত্তি করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং কখন বা তাহার ভীষণাকৃতি দর্শনে ভীত হইতে লাগিলেন। কখন বা ভাবিতে লাগিলেন যে, "আর মিথ্যা ভয়ে ভীত হইয়া কি ফলোদয়, কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে। আমি বা কোন, যিনি বিশ্বমোহিনী মানিনী কমলিনী, তিনিও সপত্নীস্বরূপ দুরন্ত রৌদ্রের যন্ত্রণা সহ্য করিতে থাকেন, তা যাহোক তিনিও যেমন রৌদ্রকে উপেক্ষা করিয়া রবির মনোরথ পূর্ণ করেন, আমিও না হয় তাহাই করিব আর বৃথা ভাবিলে কি হইবে।"

এমন সময়ে সহচরী পুনঃপ্রবেশ করিল এবং কহিল "মহিষি! ঐ মহারাজ প্রমোদ উদ্যানে একাকী গমন করিতেছেন, যে হেতু সে নির্জ্জন স্থান, বোধ করি সেখানে মনের উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সুস্থ হইবার নিমিত্ত যাইতেছেন, তা চলুন আমরাও অন্তরালে থাকিয়া দেখিগে যে ব্যাপারটা সত্য কি মিথ্যা।"

মহিষী ইহা শুনিয়া সম্মত হইলেন এবং উভয়ে সেই স্থলে প্রস্থান করিলেন।

পৌণক কহিলেন "গুরো, ওদিকে মিশ্রকেশীর যেরূপ অবস্থা হইল এবং তাহা কর্ত্তৃক কিরূপ কৌশল প্রদর্শিত হইল, যাহাতে উভয়ে মিলনসুখে সুখী হইয়াছিল, তাহা শুনিতে নিতান্ত বাসনা হয়, অতএব অনুগ্রহে বিবরণ বর্ণিয়া দাসকে চরিতার্থ করুণ।"

মহর্ষি কৌশিক কহিলেন "বৎস পৌণক! ইহাদের বৃত্তান্ত অতি দীর্ঘ এবং পরমানন্দজনক ও আশ্চর্য্য, যেরূপে ইহাদের উভয়ের মিলন হয়, তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, অতএব আমি ক্রমে ক্রমে এবং পরে পরে সমুদয় বিবরণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মনোত্তমা।

একদা বসন্তকালের ত্রয়োদশী-যামিনীতে যাদব ও মাধব নামক দুই মিত্র এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন। যাদব কহিলেন, মিত্র! বহু দিন ইতিহাস শুনি নাই, অদ্য একটী ইতিহাস শুনিতে বাসনা হইতেছে। তোমার গল্প করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, বিশেষতঃ আজ তোমার কিঞ্চিৎ অবসরও দেখিতেছি, যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করা তোমার অকর্ত্তব্য না হয়, তবে মনোত্তমার গল্পটী বলিয়া আমাকে সুখী কর। মাধব কহিলেন, বন্ধু! গল্পটি অতি দীর্ঘ, যদি বিরক্ত না হও, শ্রবণ কর। ইহা বলিয়া মাধব গল্প আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্ব দেশে নীলব্রত নামে এক জন অপব্যয়ী বণিক ছিলেন। পিতা বর্ত্তমানে তাঁহার উচিতমত বিদ্যা শিক্ষা হয় নাই। এই জন্য কেহই তাঁহাকে বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন না। সেই গ্রামে তাঁহার পিতার এক জন সমব্যবসায়ী বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম যোগানন্দ। যোগানন্দ স্বয়ং সুশিক্ষিত এবং তাঁহার একটী কুমারী কন্যা ছিল, সেটিও সুশিক্ষিতা। কন্যার নাম মনোত্তমা। এক দিন যোগানন্দ ঐ কন্যাটির বিবাহসম্বন্ধ

করিবার জন্য নীলব্রতের ভবনে উপনীত হইয়া তাঁহা-
কেই ঐ কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি-
লেন। নীলব্রত কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমার
পিতৃসখা, আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অনুচিত,
কিন্তু বিবেচনা করুন, আমার বয়স ৪০ বৎসর উত্তীর্ণ
হইয়াছে, আপনার কন্যা বালিকা, ঊর্দ্ধ্ব সংখ্যা ৯ বৎস-
রের অধিক হইবে না। এমত স্থলে আমাকে এ বিষয়ে
অনুরোধ করা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইতেছে না।
আমি এই নিমিত্ত তাহাতে এক প্রকার অসম্মতি
প্রকাশ করিতেছি। আপনি আমারে সে বিষয়ে ক্ষমা
করুন। বরং আমি একটী অল্প বয়স্ক সুপাত্র অনু-
সন্ধান করিয়া আপনার আত্মজার পরিণয় বিধান সুস-
ম্পন্ন করিয়া দিব; তথাচ আমি নিজে সেই অপূর্ণবয়স্কা
বালার পাণিগ্রহণে কখনই সম্মত হইতে পারিব না।
যোগানন্দ নীলব্রতকে বিবাহবিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ
করিতে দেখিয়া নানাগত উপদেশ বাক্যে বুঝাইতে
লাগিলেন। নীলব্রত স্বয়ং তাদৃশ সুশিক্ষিত ছিলেন
না, কেবল বালিকা রমণীর পাণিগ্রহণ করা নিষিদ্ধ, ইহা
লোকের মুখে শুনিয়াই ঐ রূপ অস্বীকার করিয়াছিলেন।
পরক্ষণেই বিবাহলিপ্সা হৃদয়ক্ষেত্রে বলবতী হইয়া
অগত্যা যোগানন্দের বচনে স্বীকার করিলেন। তদনন্তর
উভয়ে একত্রে যোগানন্দভবনে উপনীত হইয়া কৌলীক
নিয়মানুসারে আভ্যুদয়িক ক্রিয়াদি সমাপন করিলেন,

এবং শুভ দিনে মনোত্তমার সহিত নীলব্রতের পরিণয় বিধান সমাধান হইল; কিন্তু যোগানন্দদুহিতা নীলব্রতকে পতিত্বে বরণ করিয়া পরম সুখাস্পদ দাম্পত্য সুখ অনুভব করিতে সমর্থা হইলেন না। তিনি বালিকা বলিয়াই যে ঐ রূপ বিসদৃশ ঘটনা হইল, তাহা নহে, নীলব্রত সহজেই অকৃতবিদ্য ও দুঃশীল; মনোত্তমা স্বভাবতঃ নম্রা ও বিদ্যাবতী। কাযেই তাঁহাদের পরস্পরের মনের ঐক্য না হওয়াতে ক্রমে ক্রমে বিপরীত ফলোৎপত্তি হইতে লাগিল। তাহাতে ক্রমাগত ছয় সাত বৎসর তাঁহাদিগকে মনের অসুখেই অতিবহন করিতে হইয়াছিল। রজনীযোগে মনোত্তমা দুই এক খানি মনোহর পুস্তক লইয়া পতিকে শ্রবণ করাইতে বসিতেন। নীলব্রত কোন কোন দিন তাহাতে বিরক্তি দর্শাইয়া হয়ত গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, কোন কোন দিন বা পত্নীকে তিরস্কার করিয়া অন্য গৃহে যাইয়া ক্রোধভরে নিদ্রা যাইতেন। ভাবিতেন যে, এই দুঃশীলা কামিনীটার পাণি গ্রহণ করিয়া কি কুকর্ম্মই হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার পিতার নিকট যে রূপ অসম্মতি প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বিষম পাপে লিপ্ত না হওয়াই ভাল ছিল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কি অধর্ম্ম সঞ্চয়ই করিয়াছি। এই সকল মনোগত কথা মধ্যে মধ্যে সুহৃৎ ও বারাঙ্গনাগণের নিকটেও প্রকাশ করিয়া বলিতেন।

হায়! অকৃতবিদ্য যুবকের পক্ষে বুদ্ধিমতী ও বিদ্যা-রসগ্রাহিণী রমণী যে কত অসন্তোষ ও ক্লেশপ্রদায়িনী, তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। মনোত্তমা স্বামীর এই সকল ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, দূর হউক; আর ওসব পুস্তক পাঠ করিয়া স্বামীর অসন্তোষ-উৎপাদিনী হইব না, অদ্যাবধি পতি গৃহে আসিলেই সাধারণ কথাবার্ত্তায় সময় যাপন করিব। পতির অপ্রিয় কার্য্য করিয়া কেনই বা ধর্ম্মের নিকট অপরাধিনী হই? এই রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া এক একবার বিমনা হইতেন। কখন বা প্রফু-ল্লান্তঃকরণে পতির আগমন কাল প্রতীক্ষা করিয়া আপ-নাকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন। বর্ষাকালীন বারিধারা-সম্ভূত জলবিম্বের ন্যায়, নিদাঘ-পরাহ্নের জলধর-সঞ্চারিণী অচিরপ্রভার প্রভার ন্যায়, ও ক্ষণভঙ্গুর বিশ্ব-মনোহর স্বচ্ছ স্ফটিকমণিচ্ছায়ার ন্যায় নবোঢ়া কামিনীর অন্তঃকরণ মুহূর্ত্তের জন্যও স্থিরতা লাভে সমর্থ হয় না, ও উহাদিগের মনে কখন যে কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অনুভব করা দেবতারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নীলব্রতের অপব্যয়বিষয়িণী অনিষ্টকরী বৃত্তি অতি প্রবলা। তাহাতে তিনি দিন দিন এত দীন অবস্থায় পতিত হইলেন যে, দাস দাসী রাখিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। মনোত্তমাকে স্বহস্তেই সমুদায় গৃহ-

কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইত। তাহাতেও এক দিনের জন্য তাঁহার অপ্রফুল্ল বদন নিরীক্ষিত হয় নাই। কেবল পতির কি দশা হইতেছে, সমস্ত বিভবে জলাঞ্জলি দিয়া কি রূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাহাই ভাবিয়া এক একবার ম্রিয়মাণা হইতেন ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার পরিবারস্থ ও প্রতিবাসী লোকেরা বিবেচনা করিতেন যে, মনোত্তমা বুঝি স্বামীর কটু বাক্য বশতই ঐরূপ সন্তাপচিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন, বাস্তবিকও তাঁহার পূর্ব্ব লাবণ্য অনেকাংশে বিবর্ণ হইয়াছিল। এই রূপে কিয়দ্দিন গত হইলে একদা যামিনীযোগে নীলব্রত শয়নমন্দিরে আগমন করিলেন। দেখিলেন যে, মনোত্তমা একাকিনী শয্যার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া যেন কি চিন্তা করিতেছেন। ভাবিলেন, যদি মনোত্তমা আমার আগমন জানিতে না পারিয়া থাকে, তবে কৌশল করিয়া কিঞ্চিৎ কৌতুক করিব। ইহা স্থির করিয়া হঠাৎ গুপ্তভাবে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, কই প্রিয়ে! আজ যে তুমি পুস্তক পাঠ করিতে বসো নাই? কেন এমন অলক্ষণ দেখিতেছি? আহা! এমন সময় আলস্য করিয়া কি চিন্তা করিতেছ? গ্রন্থ পাঠ না করিলে যে মনোবৃত্তি সকল মলিন হইয়া যাইবে; বিদ্যাবতী কামিনীদিগের কি এ প্রকারে বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত? মনোত্তমা সহসা পতিকে সমাগত

দেখিয়া সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, নাথ! অদ্য কোন্ পথ দিয়া আসা হইল? বসুন বসুন! গোপনে রমণীর গৃহে প্রবেশ করিয়া আমারে অপরাধিনী করেন কেন? অদ্য আপনাকে দেখিয়া মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়কে স্মরণ হইতেছে। বীরসিংহ-দুহিতা বিদ্যার ভবনে সুকবি সুন্দরের প্রথম সমাগমও ঠিক এইরূপ। পিপীলিকা আসিলেও বরং জীবসঞ্চার জানিতে পারা যায়, কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আপনার আগমনের কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই। এই কথা বলিয়া মনোত্তমা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন, প্রিয়তম! বসুন! আপনি দাঁড়াইয়া ক্লেশ পাইতেছেন; আমি শয়ন করিয়া ছিলাম, এটী আমার অপরাধ হইয়াছে। অথবা আমি জানিতে পারি নাই, তাহাতে অপরাধই বা কি? নীলব্রত কহিলেন, প্রিয়ে! অত সঙ্কুচিতা হও কেন? আমি তোমারে অপরাধিনী করিতেছি না; তবে পুস্তক পাঠ কর নাই, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। মনোত্তমা উত্তর করিলেন, নাথ! আপনি সর্ব্বদা আমায় পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়া বিরক্ত হন বলিয়া অদ্য আমার মনে এক প্রকার ধিক্কার জন্মিয়াছে। আর শ্রোতা না থাকিলে বক্তা একা কি কিছু পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে? সেই জন্যই একাকিনী শয়ন করিয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

অদ্য আমার কি সৌভাগ্য! বহু দিনের পর আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া হৃদয় আশ্বাসিত হইল। তৃষ্ণার্ত্ত চাতকিনী যেমন শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বারি প্রার্থনা করিল, অমনি নবজলধর হইতে সুশীতল জীবন তাহার মুখে পতিত হইল। তৃষিতা চকোরী যেমন চন্দ্রমার প্রতি দৃষ্টি পাত করিল, অমনি নির্ম্মলা শশিকলা হইতে সুধাবৃষ্টি হইল। নাথ! আমার প্রতি অদ্য গ্রহদেবতাগণ অনুকূল হইয়াছেন। নীলব্রত কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যে রূপ উৎকণ্ঠিতার ন্যায় ভাব প্রদর্শন করিতেছ, তাহাতে যেন তোমার কোন অভিসন্ধি থাকিতে পারে এবং ভাব ভঙ্গী দ্বারা বিবেচনা হইতেছে যেন, কিছু জিজ্ঞাসা করিবে। অতএব যদি আমার অনুমান ভ্রমাত্মক না হইয়া থাকে, তবে যাহা ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর। মনোত্তমা অবসর পাইয়া কহিলেন, নাথ! আমার মনে যে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, যদি রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট না হন, তবে জিজ্ঞাসা করিয়া নিরাকরণ করিয়া লই। নীলব্রত কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া কহিলেন, ভাল, কি সন্দেহ অগ্রে শুনা যাউক, পরে সঙ্গত অসঙ্গত বুঝিয়া নিরাকৃত করিবার বিবেচনা। সঙ্গত হইলে অবশ্যই নিবৃত্তি করিতে যত্ন পাইব। মনোত্তমা কহিলেন, প্রিয়তম! যদি অভয়দান করিলেন, তবে নিঃশঙ্ক চিত্তে কহিব শ্রবণ করুন। আমি পুস্তক পাঠ করাতে আপনি সে রূপ বিরক্তি প্রকাশ করেন কেন?

তাহাতে যেন আপনার বিদ্বেষভাবই প্রতীয়মান হয়। এবং আপনি সর্ব্বদা বাহিরে বাহিরেই কাল কাটান, গৃহ ধর্ম্মের কোথায় কি হইল, একটিবার জিজ্ঞাসাও করেন না। ইহাতে সংসারের মধ্যে যে কত বিশৃঙ্খলা হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কর্ত্তা হইয়া সকল কর্ম্মে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে সংসার যেরূপ সুনিয়মে চলে, তাহা বুঝিতেই পারেন। আপনি ওরূপ বিরুদ্ধ কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হন, আরো দেখুন! আপনার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা কত কৃশ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং আপনি যেরূপ ইতরসহবাস, ইতর কর্ম্মে আসক্তি ও অকারণ অপব্যয় অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাতে সংসারের মধ্যে নানা অপ্রতুল হইবার সম্ভাবনা। এসব কি গৃহীলোকের ভাল দেখায়? সেই জন্যই বলিতেছি যে, এরূপ বিরুদ্ধ আচরণ কেন করেন? নীলব্রত ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অয়ি স্নেহসুলভে! চিন্তা কি? এত অনিষ্ট আশঙ্কা কেন? পুস্তক পাঠে আমার বিরক্তিই বা কি? তুমি বিদ্যানুশীলন করাতে আমার অসূয়াই বা কি দেখিয়াছ? তবে এক একবার বলি যে, তুমি চিরকালই কি পঠদ্দশাতেই কাটাইবে? কোন্ কালে আর অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়া বিদ্যাশিক্ষার সার্থকতা করিবে? কবে আর তোমার মানসক্ষেত্রে জ্ঞানকলাপের আবিষ্কার করিয়া লইবে?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

	নাম		স্থান		মূল্য
শ্রীযুক্ত	ডাইরেক্টর অফ্ পবলিক ইন্‌স্ট্রাকসন		কলিকাতা	...	৬৲
,,	এইচ, এফ, ব্ল্যান্‌ফোর্ড	...	ঐ	...	১৲
,,	এম, এইচ, এল বিবী	...	ঐ	...	১‖০
,,	বাবু যদুনাথ মল্লিক	... ...	ঐ	...	১৲
,,	ফকিরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ...	ঐ	...	১৲
,,	কালীচরণ দত্ত	... ...	ঐ	...	৸০
,,	দ্বারকানাথ দত্ত	... ...	ঐ	...	৸০
,,	রাধিকাচরণ মিত্র	... ...	ঐ	...	১৲
,,	শম্ভুনাথ মল্লিক	... ...	ঐ	...	১৲
,,	গোপালচন্দ্র লাহিড়ী	... .	ঐ	...	৸০
,,	গুরুদাস ঘোষ	... ...	ঐ	...	১৲
,,	শশিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	... ...	ঐ	...	১৲
,,	জয়গোপাল বশাক	... ...	ঐ	...	১৲
,,	নবীনচন্দ্র পালিত	... ...	ঐ	...	১৲
,,	গিরিশচন্দ্র দেব	... ...	ঐ	...	১৲
,,	মতিলাল মজুমদার	... ...	ঐ	...	১৲
,,	মদনমোহন হালদার	... ...	ঐ	...	১৲
,,	রামসুন্দর ভৌমিক	...	কেতনবাড়ী, ময়মন সিংহ		৩।০
,,	পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	...	কাশীমবাজার, বহরমপুর		২৲
,,	নবীনকৃষ্ণ বসু	...	রাজসাহী, রামপুর বোয়ালীয়া		৫৲
				ঠিক	৩২৲

বিজ্ঞাপন।

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে যাঁহারা নব-প্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও ফাল্গুন হইতে ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, গত শ্রাবণ মাসে তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। অপর যাঁহারা গত বৈশাখ হইতে ষাণ্মাসিক প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মূল্যও পরিশোধ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে পুনর্ব্বার বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিবেন। যদি একমাস মধ্যে মূল্য প্রদান না করেন, তবে তাঁহাদিগের দত্ত মূল্য অগ্রিম বলিয়া পরিগণিত হইবেক না; যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা এবং যাঁহাদিগের নিকট অদ্যাবধি গত বৎসরের মূল্য বাকি রহিয়াছে তাঁহারাও অবিলম্বে আমাদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিবেন, ইহাতে অন্যথা হইলে আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগের নাম ধাম প্রকাশে অগত্যা বাধিত হইব।

---

১ যদি কেহ মাস্থল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবেক না।

২ গ্রাহক মহাশয়েরা মূল্য প্রেরণকালে যেন এক আনার অধিক মূল্যের ডাকের টিকিট না পাঠান।

৩ মফস্বলীয় গ্রাহক মহাশয়েরা অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে এই পত্র প্রদান করা যাইবেক না।

৪ ষাণ্মাসিকের ন্যূন কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবেক না।

৫ কেহ এই পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রতিবারে প্রতি পংক্তিতে এক আনা দিতে হইবেক।

৬ এই পত্র যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীটের ১৮।২ নং ভবনে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষালের নিকট অথবা থ্যাকার ইস্প্রিঙ্ক এণ্ড কোম্পানির আফিসে শ্রীযুক্ত হরিমোহন কর্ম্মকারের নিকট পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। বালেশ্বর ও তন্নিকটস্থ স্থানের যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তবে বালেশ্বর একজিকিউটিব্ ইঞ্জিনিয়র আফিসের কেসীয়ার শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও ঢাকার হিন্দু হিতৈষিণী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নিকট এবং কুমারখালীতে গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদারের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এই পত্রের

মাসিক মূল্য … … …	।০
ষাণ্মাসিক মূল্য … … …	১৷৴০
বার্ষিক মূল্য … … …	২॥০
বিনাস্বাক্ষরকারির প্রতি প্রত্যেক পত্রের মূল্য … … … …	।৴০
ডাকমাসুল প্রতি সংখ্যায় …	৴০

Part II. *No* 7.

NABA-PROBUNDHA

A
MONTHLY MAGAZINE.

——0000000——

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ, প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ, পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ।	কার্ত্তিক, ১২৭৪।	মাসিক মূল্য ... ।০
৭ম. সংখ্যা।	নবেম্বর ১৮৬৭।	অগ্রিম বার্ষিক ২॥০

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

Printed at the Girisha Vidyaratna Press,
No. 58—5. Mirjapur.

☞ নব-প্রবন্ধ কার্য্যালয়। যোড়াসাঁকো বলরাম দের
ষ্ট্রীট ১৮।২ নং ভবন।

Price 5 annas. মূল্য ।/০ আনা।

Published by Tincari Ghosala for the Editors

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ।	কার্ত্তিক, ১২৭৪।	মাসিক মূল্য - - ।০
৭ম সংখ্যা।	নবেম্বর, ১৮৬৭।	অগ্রিম বার্ষিক ২৷০

ফ্রান্সের অনাথ বিদ্যালয়।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ফ্রান্সে দরিদ্রদিগের বিশেষতঃ প্রোটেষ্টান্ট বালকদিগের শিক্ষাবিষয়িণী অবস্থা অতি নিকৃষ্ট ছিল। সেই অবস্থা সংশোধনের যেরূপ উপায় অবধারিত হয়, ফ্রান্সের ইতিহাসমধ্যে তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী, বাস্তবিক ইউরোপখণ্ডের এই রাজ্য সামাজিকতা বিষয়ে অগ্রগণ্য। উন্নতিকামুক সম্প্রদায় বিশেষ আগ্রহ সহকারে ফরাশী সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা করেন, সেই আলোচনায় তাঁহাদিগের চিত্ত মুগ্ধ হয়। এডিন্‌বরার সমাজবিজ্ঞান সভায় ফরাশী সামাজিকতা বিষয়ে যে একখানি পত্র প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার উপযোগিতা অনুসারে উল্লিখিত অভাবের মোচন হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৮৯ অবধি ১৮০০খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সকলেই জাতিসাধারণ শিক্ষার নিমিত্ত উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রধান উদ্যোগ তিনটি সভা স্থাপন। প্রতিনিধি সভা, ব্যবস্থাপক সভা এবং জাতিসাধারণ সভা। এই শেষোক্ত সভার দ্বারাই ফরাশীরা অধিক উপকার লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট নেপোলিয়ন একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ১৮২৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে তদ্দ্বারা সাধারণ

শিক্ষার কোন বিশেষ উপকার দর্শে নাই, তৎপর বৎসরাবধি উন্নতিকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৪৭ অব্দের পূর্ব্বে ৩৩,৬২৫টী (বালক শিক্ষার্থ) বিদ্যালয় ছিল, ঐ বর্ষের শেষে ৪৩,৫১৪টী হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যালয়ের সংখ্যানুরূপ শিক্ষা বৃদ্ধি হয় নাই। বালিকা, শিশু ও শিক্ষকদিগকে শিক্ষিত করিবার প্রণালী তখনও অসম্পূর্ণ ছিল। পারিশ্রমিক ও শিল্প বিদ্যালয়ের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ তখনও ছিলনা। ৭৬টী নর্ম্মাল স্কুল ছিল বটে, কিন্তু তাহা রাখিতে হয় বলিয়াই অঙ্গীকার করা যায় নাই।

জাতিসাধারণ সভার প্রযত্নে ১৮৫০ খৃঃ অব্দের মার্চমাসে ফ্রান্সে নূতন নিয়মানুসারে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। সম্রাট তৎকালে রাজকীয় প্রধান সভার হস্তে শিক্ষাকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নাম মাত্র। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মোপাসকদিগের হস্তেই সাধারণ শিক্ষাভার সমর্পিত ছিল। সচরাচর মতভেদে যে রূপ ঘটিয়া থাকে, ক্যাথলিকেরা সেই স্বাভাবিক নিয়মের অধীন হইয়া প্রোটেষ্টান্টদিগকে সেই উপকারে বঞ্চিত রাখিতে বিস্মৃত হন নাই। ধর্ম্মসংক্রান্ত তত্ত্বানুসন্ধানে তৎ পরিণাম বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। রাজমন্ত্রিসভা, সাধারণ শিক্ষাকার্য্যকে যে রূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ এই—সভাপতি, সাধারণ শিক্ষার অধ্যক্ষ, চারিজন আর্কবিশপ তাঁহাদিগের সুহৃৎগণের দ্বারায় মনোনীত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মশালায় একজন পুরোহিত শিক্ষাসভার দ্বারা নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা লিথেরিয়ো ধর্ম্মশালার আর একজন সভ্যকেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইস্রায়েল সভার আর একজন সভ্য ঐ সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট ছিলেন, প্রশিনিধি সভার তিনজন সভ্য এবং বিদ্যালয় সভার তিনজন সভ্য আপনাপন সহচরদিগের দ্বারা এবং আটজন সভ্য সম্রাটের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

শেষোক্ত সভ্যেরা বিশেষ বিশেষ শ্রেণী হইতে মনোনীত হইয়া যাবজ্জীবন নিয়মিত বেতনে এক চির-

স্থায়ী কমিটী স্থাপন করেন, তাঁহাদিগের পদ নির্ব্বাচনের ক্ষমতা সম্রাটের হস্তেই ছিল। তদ্ব্যতীত অবৈতনিক শিক্ষকদিগের শ্রেণী হইতে আর তিনজন সভ্য গৃহীত হন। শিক্ষাকার্য্যের অধ্যক্ষদ্বারা তাঁহারাও সম্রাটকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ফলতঃ সর্ব্বপ্রকারে সংমিলিত শিক্ষাসমাজ সর্ব্বাংশে রাজ্যের অধীনেই ছিল। জরডান্ নামক একজন ফরাশী, শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের দোষ উল্লেখ করিয়া একটী উদাহরণ প্রদর্শন করেন। ৪০,০০০ স্ত্রীলোক, যাহারা ধর্ম্মোপাসনায় ব্রতী, তাহারা বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা দেয়, উদারচরিত ব্যক্তি মাত্রেই ইহার প্রতিবাদী। ঐ স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণ অবলম্বিত ধর্ম্ম সংস্পর্শে কুসংস্কার বর্জ্জিত হয় নাই। তাহারা উঞ্ছবৃত্তি ভালবাসে, প্রয়োজন হইলে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহারেও অপ্রস্তুত হয়না, এরূপ হতভাগ্য শ্রেণীর দ্বারা শিক্ষাদান বিড়ম্বনা মাত্র। লেখকের অনুমান অথবা পরিচয় যথার্থ কি না, কে তাহার বিচার করিবেন? যেস্থানে ধর্ম্ম লইয়া গোলযোগ, সেস্থানে ভিন্ন মতাবলম্বীর ভিন্নপ্রকার সংস্কার হওয়া অসম্ভব নহে, যাহা হউক, জাতি সাধারণ সভা স্থাপন হওয়াতে ফ্রান্সের সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, যথার্থ, সম্রাটের একাধিপত্য হেতু কার্য্যাদি শেষ সীমাবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ফ্রান্স আজিও কোন স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তার করতলস্থ হয় নাই। একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের হস্তে এতাদৃশ গুরুভার সমর্পণ করা সাধারণ মতের অনুমোদিত না হইলেও যখন সমুদায় বিষয়ে রাজসভার কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে, তখন ভারপ্রাপ্ত সম্প্রদায় ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, সে আশঙ্কা অধিক নাই, তাহা থাকিলে এই অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যে ফ্রান্সের শিক্ষাপ্রণালী এতদূর শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। যে অভাবে ভারতবর্ষ মলিনা, ইউরোপে সে অভাব অল্প। ফ্রান্সে যাহা ছিলনা, তাহা হইয়াছে, ইহার দ্বারা বোধহয়, স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপর লোকেরা নেপোলিয়নের নিকট মায়াচক্র

বিস্তার করিয়া কৃতার্থতা লাভে সমর্থ নহেন। বিদ্যালয়ের সংখ্যা, পাঠার্থী বালকবালিকার সংখ্যা ও শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক-দিগের সঙ্খ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে ফ্রান্স রাজ্য অপেক্ষাকৃত উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া ক্রমে অধিকতর উন্নত হইবার আশা রহিয়াছে। দরিদ্র বালক বালিকারা বিনাব্যয়ে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে। শতকরা ৬৫ জন লোক লিখিতে ও পড়িতে পারে, ইহা পূর্ব্বাবস্থার সহিত তুলনায় ৬৫ গুণ শ্রেষ্ঠ হইবে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে পাঠকেরা দেখিলেন, ফ্রান্স রাজতন্ত্রতা ও বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া কেবল একমাত্র জাতিসাধারণ সভার গুণে কতদূর শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন। সভ্যদেশ মাত্রেই জাতিসাধারণ সভা আছে, সাধারণতন্ত্র রাজ্যে এই সভার অধিক আদর হইয়া থাকে, ভারতবর্ষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাধারণতন্ত্র না হইলেও বিদেশীয় রাজা এখানকার সাধারণ মত অমান্য করিয়া সকল কাজ করিতে পারেন না। এরূপস্থলে ভারতবর্ষে জাতিসাধারণ সভা সংস্থাপিত হইলে আমাদিগের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের যে কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হয়, অনুভবশালী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা প্রত্যাশা করি "সময় আইসে নাই" এই অভ্যস্ত পদটী বিস্মৃত হইয়া ভারতবর্ষীয়েরা জাতিসাধারণ একতাবন্ধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন। ইহার ফল একপ্রকারে পরিণত হইবে না। সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, স্বাধীনতা, বাণিজ্য, রাজকীয় বিচার এবং সংসারের যথাকর্ত্তব্য সকল বিষয়েরই সংস্কারের সদুপায় অবশ্য হইবে। যাঁহারা উন্নতি দর্শন করিতে চাহেন, অগ্রসর হউন, অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষের ন্যায় সম্ভ্রমশীল রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরব পুনরাহ্বান করুন। সকলেই দেখিতেছেন, একজনের যত্নে কিছুই হয় না, বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিপ্লব, বিদ্বেষ পুরোবর্ত্তী। এক সম্প্রদায়ের,—মনে করুন, হিন্দু সম্প্রদায়ের একব্যক্তি একটী কল্পনা করিলেন, অপর সম্প্র-

দায়, —মনে করুন, মুসলমান তাহাতে সম্মতি দিলেন না, কাযেই ইষ্টকরী কল্পনা গর্ভে গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। জাতি-সাধারণ সভা হইলে এবং সেই সভায় সর্ব্বজাতীয় এবং সর্ব্ব-ধর্ম্মাবলম্বী লোক প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগের সমষ্টির বিচারে যাহা স্থির হইবে, তাহাতে প্রতিবন্ধ-কতা করিবার আর লোক থাকিবেন না।

তুমি কি আমার?

উপক্রমণিকা।

দ্বাবিংশতি বৎসর অতীত হইল, উত্তর-বঙ্গ-প্রদেশে একটী পল্লীগ্রামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করি-তেন, তাঁহার দুটী পুত্র ছিল। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে উপযুক্ত সময়ে বিদ্যালয়ে দিয়াছিলেন। বালকেরা স্বভাবতঃ সুবোধ; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই অসৎ-সঙ্গে মিশিয়া নিয়ত অসৎক্রীড়ায় কাল হরণ করিত। তাহাদিগের পিতা অর্থ ব্যয়ে কাতর ছিলেন না, সন্তানেরা যাহাতে লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হয়, অন্তরের সহিত সে চেষ্টা করিতেন। বিধাতার লিখনে যদি কেহ অবিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে এই দুই হতভাগ্য বালকের অদৃষ্ট ভবিষ-য়ের উজ্জ্বল প্রমাণ প্রদান করিবে সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ের নামে যত অর্থ তাহাদিগের হস্তগত হইত, তৎসমুদয়ই তাহারা অব-লম্বিত ক্রীড়াকৌতুকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিত। পিতার ভয়ে বিদ্যালয়ে যাইত বটে, কিন্তু কার্য্যে সকলই বৃথা। বৃদ্ধ দ্বিজবর এই সকল গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিয়া প্রত্যহই তাহাদিগকে সদুপদেশ দিতেন, নিতান্ত অসহ্য হইলে বাৎসল্যভাবে তিরস্কার করিতেন; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। নদীর জল স্রোতোবেগে যখন কোন উচ্চ ভূমি লঙ্ঘন করিয়া বক্রভাবে প্রবাহিত হয়, কোন্ ব্যক্তি তখন তাহার দুর্দ্দম বেগ বালুকা বন্ধনে নিবা-রণ করিতে পারেন? বালকেরা

ক্রমেই অবাধ্য হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ একদা আর সহ্য করিতে না পারিয়া দারুণ মনস্তাপে পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, লোকে ঈশ্বরের নিকট পুত্র কামনা করে,—পুত্রের দীর্ঘ জীবনের নিমিত্ত বর প্রার্থনা করে, কিন্তু আমি তোমাদের মৃত্যু কামনা করিতেছি। পিতার মুখে এই প্রকার তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া উন্মার্গগামী বালকদিগের মনে তিতিক্ষার উদয় হইল "আর এ পাপ সংসারে থাকিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দুই ভ্রাতায় একত্রে গুপ্তভাবে বাটী হইতে বাহির হইল। কোথায় গেল, পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সরোবর পুলিনে।

গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রতাপে সন্তপ্ত দুটী পথিক বিষণ্ণ বদনে রাজপথে ভ্রমণ করিতেছে, তাহারা বিদেশী বালক। কোথায় যাইবে? কে জানে। তাহারা কি নিঃসম্বল? না, তা নয়। সঙ্গে অর্থ আছে। তবে আর তাহাদিগের ভয় কি? জলে, জঙ্গলে, অনলে অথবা পর্ব্বতশিখরে কোথাও তাহাদিগের মার নাই, যেখানে যাইবে, সেই খানেই আমোদ,—সেই খানেই বন্ধু,—সেই খানেই মঙ্গল,—এবং সেই খানেই উন্নতি। এক্ষণে তাহারা ভারতবর্ষের উন্নতির সভ্যতার রাজধানী কলিকাতায় উপনীত হইল। সম্পূর্ণ বিদেশী হইয়া কলিকাতায় আসিল,—এক দিন আপনার বলিয়া থাকিতে পারে, এমন একটী স্থান নাই। বাদুড়বাগানের নিকটে একটী প্রাচীন সরোবর ছিল, বহুদিনের প্রাচীন,—সেওলা ও ঝাঁঝীতে পরিপূর্ণ। নগরবাসিনী ইতর কামিনীরা প্রতি দিন বৈকালে তথায় জল আনিতে যাইত। বালকদুটী যখন সেই সরোবর কূলে উপবিষ্ট ছিল, তখন প্রায় বৈকাল। চৈত্র মাস,—রৌদ্রের উত্তাপ,—পথ শ্রান্তি,—ক্ষুধা,—পিপাসা,—রজনী আগতা,—নিরাশ্রয়ে কোথায় থাকিবে, সে চিন্তা,—এই গুলি একত্র হইলে মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, শরীর যেরূপ

অলস হইতে থাকে, পাঠক মহাশয় কি কখন তাহা অনুভব করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, মনে মনে সেইটী স্মরণ করুন। বালক দুটীর এখন সেই অবস্থা। বালক বলিয়া কি দুগ্ধপোষ্য? তাহা নয়। একটীর বয়স বিংশতি, আর একটীর ষোড়শ। দেখিতে দুটিই পরম রূপবান।

পাঠক মহাশয়! কিঞ্চিৎ দূরে দৃষ্টিপাত করুন। অরুণদেব প্রায় অস্তাচলে চলিলেন,—দুটি স্ত্রীলোক জল লইতে আসিতেছে; বামকক্ষে কুম্ভ, দক্ষিণ হস্ত দুলিতেছে,—মস্তক অনাবৃত,—পুষ্পাবৃত কবরী,—অর্দ্ধাবৃত বক্ষ,—ঈষৎ চঞ্চল দৃষ্টি,—চঞ্চল অথচ স্থির। বোধহয় যেন, এক স্থানে থাকিয়া সমস্ত জগৎ দর্শন করিতেছে। এজগতে আর কি চঞ্চল? —বিদ্যুল্লতা। ইহাদের নিকটে কি তাহা-আছে? অধরে দৃষ্টিপাত করুন,—ঈষৎ,—অথচ ঈষৎ সুমধুর হাস্য। দেখিতে দেখিতে সরোবর তীরে উপনীতা। নিবিড় অন্ধকার, নিশীথ সময়ে ঘনগর্জ্জনের মধ্যে ক্ষণপ্রভা দর্শন করিলে পথভ্রান্ত পথিকের মনে যেরূপ আনন্দ হয়, এই দুটি বিদ্যুল্লতা দর্শনে বিদেশী পথিক দুটীর মনে সেইরূপ আনন্দের উদয় হইল। "জলপান কর" বারিধর একথা না বলিলেও চাতক আপন চঞ্চু ব্যাদন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে ফটীকজল—ফটীকজল রব করে। পথিকদিগের বয়স যখন ব্যক্ত হইল, তখন আর তাহাদিগকে বালক বলিবার আবশ্যক নাই, ক্রমে নাম প্রকাশ হইলে আরও অনাবশ্যক হইবে। এখন অবধি আমরা তাহাদিগকে যুবা বলিয়া সম্বোধন করিব। যুবকেরা ঐ দুটী কামিনীকে দেখিবামাত্র দাঁড়াইয়া উঠিল। কামিনী দুটির মধ্যে একটী কিছু মধুরভাষিণী। সে জ্যেষ্ঠ যুবকটীকে লক্ষ্যকরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে? অসময়ে এখানে বসিয়া কি করিতেছিলে? আকারে বোধ হইতেছে, তোমরা বিদেশী। এখানে বাসা কোথায়?" যুবক উত্তর করিল, সত্যই আমরা বিদেশী, অদ্য এ নগরে আসিয়াছি। এখানে থাকিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিব। বাসা কোথায়, কিরূপে পাওয়া যায়, কিছুই

জানি না, ক্ষুধা পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এ রাত্রিকালে কোথায় যাইব, কিছুই স্থির নাই। কামিনী পুনরায় কহিল "যদি অন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, আমার সঙ্গে আইস,—আমি বিদেশীদিগকে বাসা দিয়া থাকি।" যুবকেরা আহ্লাদিত হইয়া তাহার সঙ্গে চলিল। পথে যাইতে যাইতে কামিনী কনিষ্ঠকে জনান্তিকে বলিল "তুমি কি আমার?"

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রোশিনারা শিবজী নাটক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর রাজসভা।

(আরেঞ্জেব আসীন, পার্শ্বে মন্ত্রী দণ্ডায়মান।)

আরে। মন্ত্রি! আমার বোধ হয়, মহারাজ জগৎসিংহ, শিবজীকে পরাস্ত করে, রোশিনারাকে উদ্ধার করেছেন।

মন্ত্রি। মহারাজ! তার আর সন্দেহ আছে? মহারাজ জগৎসিংহ যদিও বৃদ্ধ হয়েছেন, তথাচ তাঁর তুল্য বীর পুরুষ, ও যুদ্ধ বিদ্যা-বিশারদ ভারতবর্ষে অতি বিরল। এমন কি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, যুদ্ধের কথা উপস্থিত হলে, বৃদ্ধরাজের উৎসাহ ও অধ্যবসায় শত গুণ প্রবল হয়।

আরে। তা আর একবার করে বলছো। কিন্তু মহারাজ জগৎসিংহ বর্ত্তমান থাকতে ভারতবর্ষে একাধিপত্য স্থাপন করা আমার পক্ষে সুকঠিন। তবে তাঁর ভুজবল আশ্রয় করলে অনায়াসেই হতে পারে। কিন্তু তা আমি করবো না।

মন্ত্রি। আজ্ঞে, তা আপনি করবেন কেন? আপনার অভাব কিসের? শিবজী এইবার হস্তগত হলো, আর জগৎসিংহ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, ক দিনই বা—।

আরে। সে যা হউক, দুশ্চরিত্র শিবজীর কি সাহস? আমার শৌর্য্য বীর্য্য ও পরাক্রম জে-

নেও, কোন্ সাহসে রোশি-নারাকে হরণ কর্‌লে? মহা-রাজ জগৎসিংহকে আমি বিশেষ করে বলে দিয়েছি যে, তাকে সেখানে বধ না করে, বন্দী করে এখানে আনেন। সে দুরাত্মাকে স্বহস্তে বধ কর্‌লে, তবে আমার ক্রোধের উপশম হবে।

মন্ত্রি। আজ্ঞে, এবার তা হয়েছে। (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) মহারাজ! সেনাপতি ভীম-সিংহ, রাজনন্দিনী রোশি-নারাকে নিয়ে আস্‌ছেন।

আরে। (সহর্ষে গাত্রোত্থান ক-রিয়া) মন্ত্রি! বল কি? ভীমসিং রোশিনারাকে নিয়ে আস্‌ছে! তবে বোধ হয়, ভীমসিংহই শিবজীকে পরাভব করেছে। বা!—ভীমসিং এক জন যথার্থ বীর পুরুষ। (পার্শ্বে অব-লোকন করিয়া) এই যে আগত প্রায়। মন্ত্রি! আজ আমার কি সুখের দিন. বহু-কাল পরে অতুল প্রেমাস্পদ নন্দিনীর মুখশশী নিরীক্ষণ কর্‌লেম। এত দিনে মনের উদ্বেগ দূর হলো, উৎসাহ বাড়্‌লো এবং ভূমণ্ডলে একা-ধিপত্য স্থাপন কর্‌বার আশাও বলবতী হলো।

(রোশিনারাকে লইয়া ভীম-সিংহের প্রবেশ।)

ভীম। (করযোড়ে) মহারাজের জয় হউক।

আরে। (সহর্ষে) এস এস, ভীম-সিংহ। সমুদয় কুশল তো?

ভীম। আজ্ঞা হাঁ, আপনার বীর্য্য-প্রভাবে যখন রাজনন্দিনী রোশিনারাকে দুরাচার দস্যু শিবজীর হস্ত থেকে উদ্ধার করেছি, তখন এ দাসের সকলি মঙ্গল।

আরে। ভীমসিংহ! শিবজীর হস্ত থেকে রোশিনারাকে উদ্ধার করে যার পর নাই আমার প্রিয়কার্য্য করেছ। অধিক কি বল্‌বো, তুমি আমাকে বিনামূল্যে কিনে রাখ্‌লে, আর আজ অবধি তোমাকে বিংশতি সহস্র সেনার সেনাপতি পদে নিযুক্ত কর্‌লেম।

ভীম। (করযোড়ে) রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

আরে। (রোশিনারাকে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিয়া) এস মা এস। দিল্লীর রাজভবনে যে, তোমার অকলঙ্ক মুখচন্দ্র পুনর্ব্বার সমুদিত হবে, এ আমার মনে ছিল না। বৎসে! তোমার অভাবে দিল্লীর রাজভবন শোভাশূন্য, উৎসাহশূন্য, ও অন্ধকারময় ছিল। একমাত্র দুরাচার শিবজীর পরাভবে, রাজভবন শোভাময়, উৎসবময় ও আনন্দময় হয়ে উঠ্‌লো। ভীমসিংহের শৌর্য্য বীর্য্য নিতান্ত প্রশংসনীয়। ভীমসিংহের অতুল্য ভুজবলে আমি তোমাকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হলেম। বৎসে! আমার আর মনে ছিল না যে, পুনর্ব্বার তোমার শরদশশীবিনিন্দিত অনুপম মুখচন্দ্র দর্শন করে শোকার্ত্ত মনকে শান্ত কর্‌বো। আমি নিরন্তর ভাবনা কর্‌তেম্ যে, কেমনকরে দুরাত্মা দস্যু শিবজীর হস্ত থেকে তোমাকে উদ্ধার করবো। তা, জগদীশ্বর এতদিনে আমার সে ভাবনা দূর করলেন, এখন সেই দুরাচার দস্যুকে হস্তগত কর্‌তে পার্‌লে হয়। (সক্রোধে) স্বহস্তে তার মস্তক ছেদন না কর্‌তে পার্‌লে আমার ক্রোধের উপশম কিছুতেই হবে না। বৎসে! সে দুরাচার তো তোমার উপর কোন নির্দ্দয় ব্যবহার করে নি?

রোশি। পিতঃ! আমি মহারাজ শিবজী কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়া অবধি, একাল পর্য্যন্ত তাঁর আলয়ে পরম সুখে ছিলেম। উদার চরিত্র শিবজীর সৌজন্যে আমার কোন বিষয়েরই অভাব হয় নাই। দুঃখের মধ্যে কেবল আপনার ও জননীর মুখদর্শনে বঞ্চিত ছিলেম। আমি দিল্লীর রাজভবনে, আপনার স্নেহরসাভিষিক্ত হয়ে যেরূপ সুখসচ্ছন্দতায় কালযাপন করেছি, সেখানেও সেইরূপ সুখে ছিলাম। আমার সুখসচ্ছন্দতার পরিবর্দ্ধনের জন্য উদারচরিত্র শিবজী একান্ত যত্নবান ছিলেন।

আরে। বৎসে! তুমি অতি সরলা, চাতুরি কাকে বলে, তা জাননা। শিবজীর ন্যায় দুশ্চরিত্র, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক এ জগতে আর দুটী নাই। তোমাকে যে বিশেষ যত্ন করেছিলো, সে কেবল আমার অলৌকিক বীর্য্য প্রভাবে, আর কিছু দিন তোমাকে উদ্ধার কর্‌তে না পার্‌লে আমাকে হতবীর্য্য জ্ঞানকরে আপনার দুষ্টাভিপ্রায় সিদ্ধ কর্‌তে ত্রুটি কর্‌তো না। আর তা হলে জগৎ বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গ-বংশ এককালে কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হতো।

রোশি। না পিতঃ! আপনি অমন করে বল্‌বেন না। মহারাজ শিবজীর ন্যায় ধার্ম্মিক, উদার স্বভাব, সুচতুর ও প্রিয়দর্শন আর দ্বিতীয় নাই। পিতঃ! অধিক কি বল্‌বো, কি প্রয়োজনে, কিঅপ্রয়োজনে, মহারাজ শিবজী বিনয়ের সহিত আমাকে নিয়তই প্রিয় সম্ভাষণ কর্‌তেন। এবং আমার সুখ সচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধনের জন্যে সাধ্যানুসারে যত্নের ত্রুটি কর্‌তেন না। মহারাজ শিবজী আমাকে অপহরণ করে, আপনার এবং আমার নিতান্ত অপ্রিয় কার্য্য করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সুশীলতা, সুজনতা, অমায়িকতা, ও উদারতা মনে হলে, করুণ ও প্রণয়রসে হৃদয়সরোবর এককালে প্লাবিত হয়। পিতঃ! একাধারে প্রায় সমস্ত গুণ হয় না, যিনি বলেন, আমার মতে তিনি নিতান্ত অদূরদর্শী; বিধাতা মহারাজ শিবজীতে সমস্ত গুণ সন্নিবেশিত করেছেন। পিতঃ! অধিক কিবল্‌বো, চন্দ্রমা আর দিনমণি যেমন, রজনী ও দিবসের ভূষণ, তদ্রূপ একমাত্র মহারাজ শিবজী এই ভারতবর্ষের ভূষণ স্বরূপ। অতএব পিতঃ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁর সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌লে পরম সুখী হই।

আরে। (সক্রোধে) কি? তোর এতবড় স্পর্দ্ধা? আমার সম্মুখেই মুক্তকণ্ঠে আমার চিরশত্রু, দুরাচার দস্যু শিবজীর

গুণানুবাদ কর্‌ছিস! রে দুশ্চরিত্রা কুলকলঙ্কিনি! পিতা অপরাধী হলেও আমার নিকটে ক্ষমা নাই, তুই ইহা জেনেও কোন্ সাহসে আমার নিকটে অপরাধিনী হতে উদ্যত হয়েছিস্! তোকে ধিক্; তোর জন্মে ধিক্, দুরাচার শিবজীতে অনুরাগিণী হয়ে,—জগৎ বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গ-বংশে কলঙ্ক দিলি! তুই এখনি আমার সম্মুখ হতে দূর হ, তোর মুখ দেখ্‌তে আর আমার ইচ্ছা নাই। (ভীমসিংহের প্রতি) ভীমসিংহ! তোমার এত পরিশ্রম সকলি বৃথা হলো। এখন আমার বোধ হচ্ছে যে, এ পাপিয়সী, দুশ্চরিত্রাকে অসভ্য শিবজীর হস্ত হতে উদ্ধার না করাই ভাল ছিল।

রোশি। (স্বগত) হায়, হায়! বিধাতা বিমুখ হলে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই বিপক্ষ হন। আমার চিরসঞ্চিত আশালতা কি এককালে সমূলে উন্মূলিতা হলো? মনের বাসনা সকল কি মনোমধ্যে বিলীন হয়ে গেল? হা জগদীশ্বর! আজন্ম দুঃখ ভোগ কর্‌তে কি আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন? মনে করেছিলেম, পিতা, মহারাজ শিবজীর অপরাধ সকল মার্জ্জনা কর্‌বেন, এবং সেই-সঙ্গে সঙ্গে আমার আশালতাও ফলবতী হবে, তা এইতো ভাবী সুখ সকল এককালে বিনাশ হলো। আর ভরসা কি? হায় হায়! যখন দুর্গ অধিকার হয়, তখন মহারাজ শিবজী বলেছিলেন, "প্রিয়ে! দেখো যেন, আমাকে বিস্মরণ হইও না।" কঠিন হৃদয় জনকের জন্য বোধ হয়, প্রাণনাথকে বিস্মরণ হতে হলো। কিন্তু তাঁর মোহন মূর্ত্তি যে হৃদয়ে পাষাণরেখার ন্যায় খোদিত রয়েছে, তাত এজন্মে বিলীন হবে না। (প্রকাশে) পিতঃ! আপনার চরণে ধরি, মহারাজ শিবজীর অপরাধ সকল বিস্মৃত হোন্, আর এ জন্মদুঃখিনীর প্রতি অনুকূল নয়নে

নিরীক্ষণ করুন। পিতঃ! আপনি যদি বিশেষ বিবেচনা করে দেখেন, তা হলে আপনার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হবে, যে মহারাজ শিবজীর তুল্য উদারচরিত্র ও বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতবর্ষে আর নাই।

আরে। (সক্রোধে) কি? তুই এখনো দুরাত্মা শিবজীর গুণানুবাদে ক্ষান্ত হলিনে? দেখ, তোর কি দুরবস্থা করি। (প্রতিহারির প্রতি) প্রতিহারি! আর অপেক্ষা কর্‌বার আবশ্যক নাই, এইদণ্ডে এই দুশ্চরিত্রাকে, কারারুদ্ধ কর। আমি আর ও পাপিয়সীর মুখ দেখ্‌তে চাইনে।

প্রতি। (করযোড়ে) রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। (রোশিনারার হস্ত ধারণ করিয়া) রাজনন্দিনি! চলো, আর রাজসভায় থাক্‌বার আবশ্যক নাই।

রোশি। (স্বরোদনে স্বগত) হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি শেষে এই হলো! হা নাথ! হা সরলহৃদয়! "জন্মের মত এই দেখা হলো" এই কথাগুলিই কি আজন্ম হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হয়ে রইলো? (প্রকাশে) পিতঃ! এ জন্মদুখিনী কি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কারাগারে থাকবে?

আরে। (সগর্ব্বে) যেমন কর্ম্ম, তদুপযুক্ত ফল ভোগ কর।

প্রতি। রাজনন্দিনি! চলো, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আমাকে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন কর্‌তেই হবে।

রোশি। (স্বগত) হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল; হায়! হায়! পিতার হৃদয় কি কঠিন, ওঁর হৃদয়ে কি বাৎসল্য রসের লেশ মাত্র নাই! দূর হোক্, আর ওসব কথায় প্রয়োজন নাই, অদৃষ্টে যা ছিল তাই হলো। (প্রকাশে) তবে চল।

(রোশিনারাকে লইয়া প্রতিহারীর প্রস্থান)

আরে। আ! আপদ গেল, এমন পাপীয়সী দুশ্চরিত্রাকে, আমি

একাল পর্য্যন্ত স্নেহরসপরবশ হয়ে প্রতিপালন করে ছিলেম। ভীম সিং! তুমি এখন যথাস্থানে অবস্থান কর গে। মন্ত্রি! বেলাটাও প্রায় দুই প্রহর অতীত হলো, আর মনটাও নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌ছে, আমি এখন অন্তঃপুরে চল্লেম, স্নান আহার করিগে, তোমরাও আহারাদি করে একটু বিশ্রাম কর গে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(সকলের প্রস্থান।)

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রাপ্ত।

পাণ্ডব বনগমন কাব্য।*

প্রথম সর্গ।

হস্তিনা নগরাধীপরাজাদুর্য্যোধন,—
কৌরব-কুল-শেখর; সুবিপুল যাঁর
কীর্ত্তি জগতে বিদিত, মহামানী বলি
লোকেঘোষেসদাযাঁরে;কেনআজিতিনি
ম্রিয়মান্ হয়ে অতি, বসিয়ে ভূতলে.
ত্যজি রাজ সিংহাসন মরকত ময়?
কহ দেবি! কেশব-বাসনা, কহ শুনি,
এ দাসে সে সব বিবরিয়া বীণাপাণি!
ডাকিগোতোমারেদেবি অতিসকাতরে
মন্দমতি, মাত! আমি অতি জ্ঞানহীন
কৃপাচক্ষে চাহ একবার, উর মম
লেখনী উপরে, হও বরদাত্রী, মম
মানস মোহিনী বাঞ্ছা কর ফলপ্রদা।

সুচারু মোহন ছবি, রতন গঠিত
সুসভা সুরেন্দ্র সভা নিন্দিত, সুন্দর,
সুরাসুর নর চমৎকার, তুলনাতে
অতুল্য ধরণী মাঝে এ হেন সভায়,
মরি, কৌরবেরপতিত্যজিসিংহাসন
নিমগ্ন দুখের হ্রদে, বসিয়া ধরায়,
হইয়া নীরব, নিবারেন নেত্রনীর।
বসনে বিরলে; অধোমুখে ত্যজিছেন
দীর্ঘ শ্বাস. হয়ে অতি ব্যাকুল হৃদয়।
দেখিয়া ভূপের ভাব সহচরী যত,
খেদে মগ্ন সচকিতা, ত্যজিয়া চামর.
শারি শারি দাঁড়াইলা সবেএকপাশে
সরি, চিন্তাকুলা; ছত্রধর-গণ যত
ফেলিছত্র,রহেপাশেকৃতাঞ্জলি হয়ে,
বিমনা হেরিয়া ভূপে, মগ্ন হয়ে দুখে
নর্ত্তকীরা ম্লান মুখী ত্যজিল নর্ত্তন।
পতাকা বাহক ফেলি হেম ধ্বজদণ্ড,
নীরবেত্তেএকপাশেদাঁড়াইলাত্রাসে।

---

* এই অমিত্রাক্ষরটির ৪৪ পংক্তি মাত্র আমরা কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছি, অবশিষ্ট সমুদয় অবিকল রহিল।—সম্পাদক।

সকলেই হইল নীরব, পাত্র মিত্র,
আছে যত বসি সভাতলে, নতভাবে।
গাঙ্গেয়, বিদুর, দ্রোণ, জয়দ্রথ শল্য,
ভূরিশ্রবা ভগদত্ত আদি যত জন,
নীরবিলা নরবরে দেখিয়া অস্থির।
সকলেরি বিষণ্ণ বদন, কেহ কিছু
না পায় সন্ধান: জিজ্ঞাসয়ে পরস্পরে
চুপে চুপে, জানিতে নিগূঢ় তত্ত্ব যত।
সকলে বুঝায় বিধিমতে নৃপবরে,
কিন্তু হায়! কে করে সান্ত্বনা শোকাবেগে!
পারে কি নাড়িতে গিরি মৃদুল পবনে?
ভানু কি জুড়াতে পারে অনলের তাপ?
নাহি কর্ণ প্রিয়তম, নিকটেতে আজি,
অথবা মাতুল হিতৈষী সৌবল পাশে,
যথায় প্রকাশি দুঃখ, হইবে শীতল,
কিঞ্চিৎ বেদনা তাঁর। সভাসদ হয়ে
বিফল, বসিলা সভাতলে অধোমুখে।
দুর্য্যোধন ত্যজে অশ্রুধারা, তিতি বস্ত্র
আর আর সকলে তে রহিলা নীরবে।
আদিত্য প্রখর এবে ধরি ভীম ভাব।
উঠিলা নভো-মধ্য-স্থলে; আসি পরি
শ্বেতবাস, হয়ে বিবিধ রতনে চারু
সজ্জিত কিন্তু, রে অজন্ম স্বভাব! তুই
দুর্ব্বার সতত কভু নহে প্রবর্ত্তন
তোর! এবে দ্বিগুণ দ্বেষেতে, ক্রোধানল
করি প্রজ্বলিত, পিঙ্গল নয়নে চাহি,
করিতে লাগিলি দগ্ধ যত জীবকুলে,
যাহারা সতত ইচ্ছে তাঁহার উদয়।
প্রচণ্ড তাপ তাপিত মৃগকুল, হয়ে,
অতি তৃষাতুর এবে, ভ্রমিতেছে বন
বনান্তরে জল আশে। মরীচিকা বশে
কভু পাইতেছে ক্লেশ। শিখিকুল ক্লান্ত
এবে ম্লান ভাবে বিশ্রামে তরুতলেতে।
তরুবর বেষ্টিত ব্রততী ম্লান এবে,
পল্লব পুষ্পাদি হায় হৈল শোভাহীন
জীবকুল হইয়াছে ক্লান্ত, করে সবে
বিশ্রাম নিজ আবাসে। ভূষিত ধূষর
বর্ণে হৈল চতুর্দ্দিক। দেখিয়া প্রচণ্ড
রবি শিরোপরে হইল সঙ্কেত তবে
ভাঙ্গিবারে সভা সকলে ত্যজিলা রাজ
কার্য্য, চলি গেলা যে যার শিবির মাঝে।
সকলে নিষ্ক্রান্ত এবে হৈল সভা হতে.
একা মাত্র রহে দুর্য্যোধন, পৌর্ণমাসী
গোধূলি ললাটে একটি রতন শোভে
যথা। তার কতক্ষণে, করি চিন্তা মনে,
কিবা, উঠিলা সভা হইতে, চলিলেন
আপন মন্দিরে ভূপবর অন্যমনা।
বসন লোটায় ভূতলে, হায় কুসুম
মন্দার দাম, মালিকা, হইছে ধূলায়
ধূষরিত; ছিঁড়ি রত্ন মুকুতার হার,
যতেক মুকুতাচয় পড়ে শারি শারি
ভূতলে, আহা, যেন রে (কি দিব তুলনা)
প্রভাতে শিশির নীরবিন্দু শোভে চারু,
তৃণদল পরে, যবে রবি দেখা দেয়

উদয় অচলে. কুঙ্কুম, কস্তুরি আর
কেশর চন্দন ভাসিতেছে নেত্রনীর
শ্রোতেদ্রুত, আহা যথা হিমাচলশিরে
গলিয়া তুষাররাশি পড়ে ধীরে ধীরে
বহি গাত্র; যবে রবি, খরতর কর
বিতরয়ে তদুপরে। পড়িয়ে কিরীট
খসি হৈম, চারু জড়িত বিবিধমণি;
আহা যেন সুমেরুর সুবর্ণ শিখর
চারুনিভ : পড়িল সাগরনীরে ঘোর
শব্দে, মহাবলিবৈনতেয়পাকশাটে।
এইরূপে আলু থালু বেশভূষা ধরি,
চলিলা চঞ্চলচিত্তে শিবির সদনে
মগ্নদুঃখে। আহাবেযেমনগোপরাজ
নীলমণির বিহ ন, (১) হয়ে নয়নের
তারাহারা প্রায়; ফিরিযানশূন্যমনে
ব্রজধামে। ওরূপচলিলাদুর্য্যোধন।
চলিলাকৌরবপতি। হেনকালেকর্ণ,
সহশকুনিদুর্ম্মুখ: আসিদিলা দেখা।
সম্ভাষিল সসম্ভ্রমে রাজা দুর্য্যোধনে।
দেখিয়াগমন ম্লানমুখেতে, জিজ্ঞাসে
কৌন্তেয়অতিবিনীতভাবে। কহভূপ!
হে প্রাণসখে! কিহেতু হেনভাবতব
দেখিআজি? যেনঅতিচিন্তাকুলপ্রায়
কেনহেনবেশ? কেনহেঅধোবদন
কেননাহিকওকথা? কিহয়েছেতব
কহতাপ্রকাশিমোরে। সাধিবতখনি
যদিও সাধিতে হয় সঙ্কটে। করিয়া
প্রাণপণ সাধিব মঙ্গল তব আমি।
ঘুচাইব মনোগত সমুদয় দুঃখ।
বলিয়া এতেক বাণি নীরবিল কর্ণ।
কহিলা শকুনি তবে, কহপ্রিয়তম,
প্রাণেবঅধিকতুমিমোর; দেখিনেরে
বদন তোর ম্লান; অনুতাপে দহেরে
অন্তর আমার। নিরীক্ষণ করি আজি
তোরএভাব, রে কুরুচূড়ামণি! মোর
হৃদয়দহিছেঅনুতাপেতে। কিহেতু
আজিএত ম্রিয়মান তুমি, কিঅভাব
তব; বলদেখিপ্রকাশিয়ামোরে। হায়,
সসাগরা সহ যার অসীম রাজত্ব;
অমাত্যভানুকুমার; ভীষ্মদ্রোণআদি
সেনাপতি; সৈন্যঅসংখ্য যারগণনে
যারভুজবলে সদা ত্রিলোক কম্পিত:
বিদ্যাধরীআদিযার সেবাকরেনিত্য
বিপুল ধনেতে ধনি; হৈম রাজাবাস
চারুনিভ অয়স্কান্ত মণিতে খচিত:
কেনআজিতারহেনদশা! হায়রেএ
বড় আশ্চর্য্য! ভুবন যার আজ্ঞাকারী
তারকিসম্ভবেকোন দুঃখেরব্যাপার?
ধনদের দুঃখ নাকি ধনের অভাব?

---

(১) নন্দ যেমন নীলমণি হারা হয়ে দুঃখে ব্রজধামে গিয়াছিলেন, দুর্য্যোধনও তদ্রূপ মানহারা জনিত দুঃখে মগ্ন হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন. এস্থলে নীলমণির সহিত দুর্য্যোধনের নামের সহিত [illegible]

কহতবে কহ, হে কৌরবকুল রবি
কিকারণেআজিএতআছ ম্লানভাবে?
তবেরাজা দুর্য্যোধন ভূপকুলাধীপ,
দেখিয়া মাতুলে আর প্রাণসখাকর্ণে
সম্মুখে নিজ; হরষেতে হইলামগ্ন।
ত্যজিদীর্ঘশ্বাস, ক্ষণে হাহুতাশক'র
কহিতেলাগিলা মৃদুস্বরে, হায়, নিজ
দুঃখের বারতা যেমন মৈনাকশৈল(২)
গোত্রভিদ্ ভয়ে, পশিয়া অতলজলে;
কহে নিজদুঃখকথাবারীন্দ্রনিকটে;—
মগণি বন্ধুত্ব সরে কহিলা বান্ধবে।—
"শুনহেপ্রাণসখা! হে মাতুল হিতৈষি।
শুনিবে বা কিবা অভাগার মনস্তাপ?
কহিতে লজ্জায় মম না সরে বচন,
দহন হতেছে মন প্রাণ; হায়, যথা
বনাধীপ খাণ্ডব দহিল ঘোর তেজে,
যবে পার্থ দিল অগ্নি নারায়ণ সহ।"
বলিতে বলিতে অম্নি হইলা নীরব
রোদন বদনে নতশিরে। গত দেশে
বহেঅশ্রুস্রোত! অহো, যথা গিরিশিরে
নির্ঝর নিকর, ঝরি ঝর ঝর রবে
বহি গিরি দেশ, ক্রমে পড়য় ভূতলে!
ভূপের এ ভাব দেখি শকুনি, কৌন্তেয়;
হইলা অবাক্ দোঁহে। এচাহে উহার
মুখ পানে কেহ কিছু নাপায় ভাবিয়া
তবে কর্ণ—দিনকর সুত, তেজে দেব
দিনকর প্রায়; কহিতে লাগিয়া মৃদু
ভাষে। —"হেবাজরাজেশ! বলকিকারণে
এত হইলা অস্থির তুমি; এই কিহে
সাজেহে তোমায়? বলহেপ্রাণসখা হে!
কৌরব কুল-পঙ্কজনাথ স্থির হও
ধর ধৈর্য্য, হওনা ব্যাকুল এত; যদি
কেহ দেখে তোমার এভাব, বলদেখি
তবেকি বলিবে সেইজন। ত্যজশোক,
বলহে আমায় সবিশেষ; অবশ্যই
প্রতিকার করিব তাহার, করিলাম
তোমারসদনে আমিএ প্রতিজ্ঞাদৃঢ়।"
শুনিয়া এতেক বাণী কর্ণের বদনে,
হইলা পরম হর্ষ রাজা দুর্য্যোধন;
মনের মালিন্য যত সব গেল দূরে।
বিকসিল বদন সুধাকর, মরি রে,
যেমতি দিনান্তে, প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি
হইলে বিগত; বিস্তারিত ভানুকরে,
নিমগ্ন সুখসাগরে যদ্রূপ ধরণী।
কহিতে লাগিলা তবে প্রফুল্ল বদনে
রাজাদুর্য্যোধনমন্দ্যমন্দ্য। —"হেমাতুল!

---

(২) যেমন মৈনাক শৈল দেবরাজ-ভয়ে ভীতহইয়া অতল জলে ডুবে জলেশের নিকট দুঃখের কথা কহিয়াছিল, সেই রূপ দুর্য্যোধন অনুতাপ-রূপ শত্রুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত, বন্ধুত্ব-রূপ সরোবরে লুকায়িত হইয়া আপন মনোকথা ব্যক্ত করিলেন।

হে সখে! প্রাণের সমান মম তোমরা
সবে: কেবলসাহসে তোমাদের, আমি
হই ভূপগণ পতি যথা সুবিপুল
শাখা সহকারে তরুবর, প্রকাশয়ে
নিজনাম মহাদ্রুম বলি বনমাঝে।
তোমাদের সহায়েতে সর্ব্বত্র বিজয়ী,
শত্রুকুলধ্বংসি, সুখেতেবাসি এরাজ্যে
যথা দেবরাজ, দেবদল সহকারে
নাশিরত্রে; অতুলত্রিদীবেবাসে সুখে।
তোমাদের বাহুবলে আমার এনাম,
ধরাধামেব্যাপ্ত সদা; যথা স্রোতস্বতী
যত সানন্দেতে, গাইতেছে প্রচেতের
মহিমা সতত। তোমরা সহায় তার,
কি অভাব তার এতব মণ্ডল মাঝে?
যাহার ঘরের দ্বারে আছে প্রস্রবণ,
সেকিহে কখন ক্লেশ পায় জল হেতু?
তোমরা সর্ব্বস্ব মম, জীবন হইতে
প্রিয়; তোমাদেরসম বন্ধু কোথাকারে
পাব খুজিয়া এ ধরাধাম? তোমাসবা
ভিন্ন, কে করিতে পারে হেন মধুবৃষ্টি
বচন-অমৃতে, আমার মানস-ক্ষেত্রে?
মম মন-সন্তাপ গেল দূরেতে এবে
কথঞ্চিত; তবে হেন অনুমানি মনে,
বলিলে সকল, সর্ব্ব তাপ যাবে দূরে।
চলতবে চল হে প্রিয় বান্ধব কর্ণ,
হে বিজ্ঞ মাতুল-সচিবশ্রেষ্ঠ; জুড়াব
মনের জ্বালা বিরলে, কহিয়া সে সব
যারহেতুআমিএতহয়েছিতাপিত।"—
এতেক কহিয়া নীরবিল কুরুপতি।
তবে দুইজন অতি সানন্দ অন্তরে;
প্রবেশিল ভূপ সহ সুবিরল গৃহে
যথা নিশান্তে নিশীশ, সহ নিজদল,
পশে অস্তাচলস্থিত চারু হৈমঘরে।
পুনঃ দুঃখ সাগরেতে হইয়া মগন,
নীরবে আসন পরে বশিলা ভূপেশ,
চিন্তায়বদনভারি, মৌন।—হায়, যথা
লঙ্কেশ্বর সভাতলে; দূতমুখে যবে
শুনিলেন, প্রিয়-পুত্রগণ যত হত;—
দুর্ব্বার, রাঘব রবি, রামচন্দ্র শরে।
আবার দেখিয়া হেনদশা, ভানুসুত
হইলা চিন্তিতঅতি। ভাবিতে লাগিলা
হায়রে, নাজানিআজি হইয়াছে কিবা
তাই রাজা দুর্য্যোধন (সদা যে প্রফুল্ল)
হইয়াছে এত বিষাদ সাগরে মগ্ন।
চিন্তিয়া ক্ষণেক, তবে অতি মৃদুস্বরে
জিজ্ঞাসিল পুনঃকর্ণ।—"কিহেতুহে সখে
হইলে ব্যাকুল এত; কেআজি করেছে
তোমাদুঃখেরভাজন, বলতাহামোরে।
আমি-পরন্তপ, সমুচিত শাস্তি দিয়া
তায়, করিব যেমতে পারি তবমন
তোষ; জীবন করিনু এই পণ। বল
তবেবল, কেতব এদুঃখ হেতু আজি!"
শুনিয়া প্রবোধ বাণী, হয়ে স্থিরচিত্ত,
উত্তরিলা রাজা দুর্য্যোধন মৃদুস্বরে।

—"আর কিবলিব,সখে! দুঃখেরবারতা
বৰ্ণরিতোমায় সব ?—জানত সকলি ।
এভব মণ্ডলে আর আছে কোনজন
সাধিতেঅনিষ্টমম ?—আমিদুর্য্যোধন;
কিন্তু সেই দুর্ব্বার পাণ্ডব পঞ্চজন
চিরবৈরিমম । কভু না আঁটিতে পারি
আমিযাহাদের ।—করেছে যেঅপমান,
অকথ্য সেসব । কহিতে লজ্জায় মুখে
নাহিস্বরে বাণী । হায়! কভু, জন্মাবধি
আমি, হইনাই হেন মানহীন কোথা,
কিন্তুযে লাঞ্ছনা মোর করেছে পাণ্ডবে,
হায়, স্মরিলে সে সব দহেরে এ অঙ্গ
ঘোর অভিমানানলতাপে । কারবেনা
হয় ইচ্ছা মনে, নিপাতিতে হেনশত্রু!
কিন্তুবলকিকারিতেপারি আমি?—হায়
হিমাদ্রি কিহয় চূর্ণ ক্ষুদ্রলোষ্ট্রাঘাতে?
অবধ্য পাণ্ডব তারা কে বধিবে রণে ?
কে আর করিবে দূর এ মন বেদনা ।
ধন্য ধন্য জন্মেছিল তারা ভূমণ্ডলে,
যথার্থতঃ তারা ধরেছিল ধনুর্ব্বাণ :
যথার্থতঃ দ্রোণগুরু দিয়াছিলশিক্ষা,—
হায়রে, এ হেন শিক্ষা কার এভূতলে!
কিন্তু ধিকমোরে !—শতবার দিইধিক!
আমিওত জন্মিয়াছি এ ক্ষত্র কুলেতে,
কেনহেহেনদশামোরভবে!—কিহেতু
নহিবলেবলি, সহি অপমানমাত্র!"—
এতেক বলিয়া চুপ হইলা বীরবর:—
হাহাকার রবে দিক্ করিয়া ধ্বনিত ।
শুনি দুর্য্যোধনের বচন, মনস্তাপ
পেয়েমনে,প্রকাশেতেকহিলা আস্ফালি
বীরকর্ণ ধনুর্দ্ধর ।—"হায়, কিকারণে
কেন এত কর ভয়, হে ভূপ; পাণ্ডবে!
কি করিতে পারে তারা তব, যতদিন
রবে ভবে তব এমিত্র ভানুজ!—আমি
বিদ্যমানে এথা বল, কোনযোধ আসি
হিংসিবেতোমায় ?—সুরপতিডরেযার
শরে, কিভয় তাহার, সেজন যাহার
মিত্র-আক্রমিতেপারে কিশৃগালেতারে.
কেশরী সহায় যার? বল, কোনজন
আছে পাণ্ডবেরমাঝে, যুঝিবে যে মম
সনে ? -পরাজিবে রণে ? একা ধনঞ্জয়
মাত্র গণনায় গণি আমি পঞ্চভ্রাতা
মাঝে, আরনাহি বীরকেহ। কিন্তুবল,
কিকরিতেপারিবে সেএকা?কাহারেনা
করিভয় আমি, কেবা এভুবনে মম
সম ধনুর্দ্ধর ? গুরু-পদ পূজি যদি
আমিপশিরণে, তিলেকেজিনিতেপারি
এ তিনভুবন;—অপরে কাহার সাধ্য!
অতএব মিছাভয় করিছ নৃমণি।
বল অতঃপর, সখে ! কি হইল পরে,
কেমনে পাণ্ডব দুরাচার করিয়াছে
মর্ম্মভেদতব ।—শুনিতেবাসনাবড় ।"
তবে আরম্ভিল পুনঃ কুরুকুল-পতি
মহাত্মা বর্ণিতে "সখা শুনিবে নিতান্ত যদি

শুনতবে বলি।—হায়! কিআর বলিব
সেইসব ?—জানতসকলি।-যেপ্রকারে
(যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞকালে) সভা
ইন্দ্রপ্রস্থে, দ্বারভ্রমে হই অপমান।
হাধিক !এবলিতেছিকিবা !-করিতেছি
নিজ শিরশ্ছেদ ! সখে, আরকেন আছ
হেন অভাগার কাছে !-হয়ে স্থিরচিত্ত!
বলিতে বলিতে হেন হইলা অস্থির,
ঝরিল অশ্রুবিন্দু, নিপতিল উরসে
শ্রেণীবদ্ধ; শোভিল যেন উজ্জ্বল তর
মুকুতারমালা গলদেশেতে—উজ্জ্বলি
হা-হতাশ করিলা খেদেতে কত মত
অবিহিত চিত্তে শুনি দুর্য্যোধন বাণী
শকুনি কহিলা একান্তে কর্ণে।-"হে কর্ণ.
শুনিলেত সব, যতেক বলিলা ভূপ।
যে হেতু ভূপতি, হায়, হয়ে মানহীন
পেতেছেন মনমাঝে বিষম সন্তাপ
যথা সাধ্বীসতী,—নাশে সতীত্বরতন
এবে করহে যাহাতে হয় ভাল। দেখি
রাজার যে গতি, তাহে ভিন্ন সে অরাতি
পীড়নে ; হইবেনা তাঁহার মনতোষ
এবে কিচিন্ত উপায়, কিরূপ করিবে
আশুতুমিবলদুর্য্যোধনে।—কেমনেসে
শত্রুপীড়িবেকিম্বাকরিবেকিকৌশল।"
উত্তরিলা কর্ণ।-"কহিলে যেকথা তুমি।
হে সৌবল, শুনিলাম [illegible] কেন
[illegible] মন্ত্রণা মোরে ? হিয়া [illegible]

তুমি, তুমি হে করিবে তার সদুপায়
যেইরূপ; আরকে পারিবে হেনকবে?"
তবে মন্ত্রী শকুনি কহিলা (চিন্তা করি
ক্ষণকাল) দুর্য্যোধন পানে চাহি হর্ষে।
—"করিনু মন্ত্রণা এক, শুন-কুরুপতি
জানি আমি ভাল, যুধিষ্ঠির নৃপমণি
সদা দ্যূতক্রীড়াসক্ত ; অতএব খেল
তারসহ পাশা, আরাধিয়া কলিদেবে
আগে।-যারচক্রে নলরাজা, হারাইয়া
পাশায় রাজত্ব, ভ্রমণ করিলা বনে।
জয়করি লহ রাজ্যধন, সকলেরে
প্রের বনবাসে ; নির্ব্বিঘ্নে করহ রাজ্য
যথা ইন্দ্র দেবরাজ, বলিকে বান্ধিয়া
আর কোনআশঙ্কা রবেনাতবেপরে।"
শুনিয়া এ হেন বাণী রাজা দুর্য্যোধন
কৌরব-কুল গৌরব: হরষে কহিলা
হাসি,—"ধন্যহেমাতুল'ধন্যবাদতোমা
কি অগাধবুদ্ধি! কিবাচাতুরিকৌশল !
তুমি সচিব-কুলসম্ভব শ্রেষ্ঠতম।
অসঙ্খ্য প্রনাম আমি করি তব পায়।
মরি মরি কি মন্ত্রণা করিলেগো তুমি
শুনিয়া জুড়ালো মোর তাপিত জীবন
যথা কর্কটক নাগ, যবে নিষধের
পতি নলনরবর, করিলে উদ্ধার
তারে দাবানল হতে বিঘোর বিপিনে।
যথার্থ হিতাষী মম তোমরা দুজন,
[illegible]

আজিযদি নারহিতে হেথা; বলদেখি,
কেবা বাঁচাইত মোরে এ বিপত্তিকালে,
হেনরসে পরিপূর্ণ বাক্যামৃত দানে ?
কিন্তু এবে করসবে আয়োজন তার,
আর না বিলম্ব সহে; ত্বরায় কৌশলে
দ্বিশতদাবিয়া, মাতুল! করহনিঃশঙ্ক।"
অমনি কহিলা কর্ণ পরম হরষে,—
"শুন সখা মমবাণী; জনেক দূতেরে
প্রের ইন্দ্রপ্রস্থে নিমন্ত্রিতে যুধিষ্ঠির
পঞ্চভ্রাতা সহ, ভাণ্ডি যজ্ঞ উপলক্ষে।
তাহলে আসিবে এখনি ; তখন তুমি
করোঅনুরোধখেলিতেপাশা, আগেতে
পূজিয়া কলিদেবেরে। পালিতে ক্ষত্রিয়
ধর্ম্ম, অবশ্য ধর্ম্মজ খেলিতে বসিবে।
আমি সেইকালে আনিয়া দিব দেবল,
পরিশয়ে যার, অবশ্যই হারিবেক
রাজা যুধিষ্ঠির। জিনিয়া লইবে রাজ্য
ধন; মিটাইবে মনবাঞ্ছা প্রতিশোধে,
যার হেতু পাইতেছ এত অনুতাপ।
তখন প্রকারে সবে পাঠাইব বনে,
নিষ্কণ্টক করি এই বিপুল রাজত্ব।"
এতেক রাধেয় রাজে কহি কুতুহলে,
যাইয়া বিরলে ; সানন্দে তবে স্মরিল
নাগরাজে অতিব্যস্তে যেমন রাবণ
স্মরে মহীরাবণে, শুনিলা যবে, হায়,
হত যত প্রিয়পুত্র রাঘবের রণে।
[illegible]

বেষ্টিত নীলাব্ধি চারিদিকেতে;দেখিতে
সুরম্য, সুরাসুর মানব মনোহর।
নিরন্তর সুধাকরে সুধাকরে করে
সুধাবরিষণ ; মনোরম ঋতুরাজ
বিরাজেন তথা নিরন্তর অবসর
কালে-যবে ত্যজেন ধরণী। আরআর
শোভা যত কেপারে বর্ণিতে! হেনরম্য
পুরীমাঝে; যথা সুখেবাসেন বাসুকী,
বিস্তারি অসংখ্য ফণা ধরেন বসুধা,
তাহার নিকটে এক প্রাসাদ সুচারু
শোভমান। গঠিত হেম রতনে, মণি
খচিত;-মানব দুর্ল্লভা: আভায় যার
ঝলসি নয়ন ঝক-ঝকে, প্রকাশয়ে
দিক-দশ। সুসভা সুরম্য তাহে, অতি
রত্নগর্ভ-সম্ভূত রতন রাজী চারু
বিনির্ম্মিত, মণিময় স্ফটিকে গঠিত
যত স্তম্ভ, তাহাহতে বাহিরায় আলো
করিয়া সভা উজ্জ্বল। ঝুলিছে ঝালর
চৌদিকে মুকুতাফলে গাঁথা হৈমসূত্রে
দ্বিরদরদ নির্ম্মিত দ্বার শারি শারি
করিয়া লাঞ্ছনময় দানব নির্ম্মিত
ইন্দ্রপ্রস্থ প্রতিহার। গোপুর গর্ব্বিত
নিন্দি ত্রিদিবতোরণ; তাহেদ্বৌবারিক
ভীমাকার ভিন্দিপাল, পরশু প্রভৃতি
অস্ত্রধারী কালান্তের কালের সমান
যত নাগ;—ভীষণ দর্শন, নানাবর্ণে
হইয়া রঞ্জিত। কাহারো সহস্র ফণা,

কারো অসংখ্য গণনে। কঞ্চুককুঞ্চিত
নানাভাবে নানাবর্ণে হইয়া রঞ্জিত।
উগারিছে সঘনে হলাহল, রোধিতে
দ্বিষদ্গতি। সম্মুখে উদ্যান সুচারু,
নানাবর্ণে তরুরাজী হেমময় শোভে
শারি শারি হইয়া জড়িত রম্যভাবে
কত বর্ণ ব্রততী। শোভি নবদলে
মণিময়, ধরিয়াছে নানারূপ ফল:—
প্রত্যেকেই রত্ন ভিন্ন ভিন্ন, আভাময়।
যতেক কুবের অনুচর যক্ষ, লয়ে
নাগরাজ আজ্ঞা, রাশি রাশি করিতাহা
পাড়ি, বহাইয়া নরশিরে লইতেছে
মরুত ভুবনে: লইতেছে যক্ষরাজ
পরেতে সানন্দে পশারিয়া নিজবাহু
যেমন জননী, লয় আপন সন্তানে।
এহেন সভায় বসি আছে নাগরাজ
পাত্রমিত্র সভাসদে হইয়া বেষ্টিত
হেম সিংহাসন পরে। চমকিয়া হেন
কালে উঠে আচম্বিতে; মাথার মুকুট
পড়ে খসি যথা জলের তরঙ্গে হায়
অস্থির, ভাঙ্গিয়া পড়ে নদীতট। কাঁপি
উঠিল সিংহাসন জিজ্ঞাসিল জানিতে
কারণকার্তান্তিকে।-"কহহেবুধ' কেন
হেন হৈল অকস্মাৎ, কহ বিবরিয়া।'
অমনি দৈবজ্ঞ গণিলা খড়ি পাতিয়া
লভিয়া ফল, কহিলা সানন্দ অন্তরে
[illegible] ।"[illegible]

যেকারণে টলিতেছে আসন তোমার
স্মরিছে তোমায়, কৌরবপুরেতে কর্ণ
কুরুপতি উপকার হেতু। করিয়াছে
চক্রান্ত তাহারা, কোনরূপে যুধিষ্ঠিরে
পাঠাইবে বনে সহ ভ্রাতাগণ তার।
এহেতু যাচিতে তাহারা তব সাহায্য
স্মরিছে তোমায় কর্ণ. কহিনুবিশেষ।"
শুনিয়া এতেক দর্ব্বীকর-কুলরত্ন
হরষে হইলা মগ্ন, সাজিলা যাইতে
কৌরব নগরে। করিলা সুবেশ ভূষা
বিধিমতে। হেনকালে দেখিয়া এসজ্জা
প্রণয়িনী নাগেশী চিত্রিণী তার, কহে
করি যোড়হাত."কহ জিবীতেশ,আজি
কেন হেন সজ্জা; বল বল, যাবেতুমি
কোথায়?—সেযে কুরুনগর ভয়ানক।
দুষ্ট দুর্য্যোধন রাজা তায়, মন্ত্রি তার
খলশ্রেষ্ঠ শকুনি পাষণ্ড; মিত্র কর্ণ
পরম গর্ব্বিত। একের আক্রমে যার
ধরানন্ স্থিরা, তাহাতে মিলেছে তিন
জন-দুষ্টকুলশ্রেষ্ঠ; সর্ব্বদা যে তারা
চেষ্টেলোকের অহিত, বল কেমনেতে
যাবে তুমিতথা, লবেকি ডাকি বিপদ!
কেমনেবা আমি নাথ, ছাড়িদিইতোমা
করি এ হৃদয় শূন্য। বিশেষত দেখ,
নরপতি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম চূড়ামণি।—
সদা যে আকাঙ্ক্ষে এই জগতের হিত
[illegible]

তাই অহিত তার। অনুচিত এত, হে
নাথ, কেনকর; কহ তা দাসীরে সব।"
উত্তরিলা নাগেশ্বর;—"শুনহৃদিবাঞ্ছা.
যেহেতু শক্রতা মম পাণ্ডবের সহ।
প্রথমেতে ভাবিয়া দেখনা কেন মনে
অহিতে সদাই রত থাকয় অহিতে।
দ্বিতীয়তঃ সত্যবটে, যুধিষ্ঠির ধীর,
ধর্ম্ম পরায়ণ: করেনিকো অপকার
কিছু মম। কিন্তু, তার সোদর অর্জ্জুন
করিয়াছে শক্রতা যতেক মম সহ;
অদ্যাপিওআছেগাঁথামনেতেআমার'
শুনিয়া স্বামির বাণী, কহিলা নাগিণী
—"কহ প্রাণনাথ, কেমনে অর্জ্জুনতব
সনে করিল শক্রতা, কেনবা সাধিল
অহিতভোমার; দাসীরে কহ বিবরি।"
উত্তরিলা নাগতবে :-"শুন প্রিয়তমে
কি আর বলিব সেইসব; স্মরিলে যে
তাহা, হৃদয় বিদরে! বিশেষ, বিলম্ব
হয় যাইতে কর্ণ সদনে। তবে যদি
একান্ত বাসনা তব, শুনতাহা বলি।"
"একদা চারুলোচনে, খাণ্ডবকাননে,
ধরাধামে অতুল্য কানন যাহা। হয়ে
তার শোভায় মোহিত, হায়,একাকিনী
ভ্রমিতেছিলেন মাতা পরম উল্লাসে।
অগ্নিতোষ হেতু, হেনকালে, নারায়ণ
সহ পার্থ আগুন দিলেক মহাবনে।
ঘোর রবে ঘেরিল চৌদিকে বৈশ্বানর
ধূমপুঞ্জ উড়িল আকাশ আঁধারিয়া।
রক্তজিহ্বা বিভাবসু ঘোর কোলাহলে
করিয়া বিকটরূপে দন্ত কড়মড়ি,
ভ্রমি চতুর্দ্দিক: গ্রাসিলেন জীবকুল
তরুলতা আদি। চৌদিকে উঠিল হায়
হাহাকার রব। এহেনকালে, জননী
আমার হইয়া ভয়ার্ত্ত, পাইয়া পথ;
বনহতে বাহির হইয়া অতি ত্রস্তে
আসিতেছিলেন নাগপুরে। হেনকালে
দুর্ব্বিনীত নৃশংস অর্জ্জুন, হায়, তাঁয়
পাইয়া দেখিতে; করিয়া শরেতে খণ্ড
খণ্ড ফেলাইল অগ্নিকুণ্ড মাঝে। প্রিয়ে
বলদেখি এ হেন যাঁহার আচরণ!
কাহার না যায় ইচ্ছা পরিশোধ লতে
নিপাতি এহেনশক্র?-কে থাকে নিস্তব্ধ
সিংহ কি নীরব থাকেশৃগালআক্রমে!
পূর্ব্বে সখ্য ছিল মম কর্ণবীর সহ,
শোকবাদে গিয়া আমি সেকুরুনগরে
(যাহার নামেতে তুমি ভয়পাও ধনী!)
কর্ণসহ করিয়া এসেছি ষড়যন্ত্র।
এতকাল পরে তিনি পাইয়া সময়,
করিছে স্মরণ মোরে। যাই, বিধুমুখি!
দেহবিদায়; রহিতে নাপারিলোআর।
কর মঙ্গল, অবিলম্বে আসিব ফিরি;
হেরি ও চাঁদমুখ, জুড়াইব জীবন॥"
এতেক বলিয়া তবে সরোষে ভুজঙ্গ
উড়িল অম্বর পথে: উজলিয়া দিক্

যথা বৈনতেয় গজকচ্ছপ লইয়া
উড়িল অম্বরপথে বটকাণ্ড ত্যজি ।
অধোভাগে ত্যজি কত বন উপবন
মনোহর—ফলপুষ্প সুশোভিত; কত
পর্ব্বত শিখর উচ্চ—চূড়া উঠিয়াছে
যার অভ্রভেদী; কত ভূগুদেশ রম্য,
কন্দর, নগর, গ্রাম, শ্যামল বসুধা,
তীর তারা নিন্দি আর পবনের বেগ,
মানসিক রথ-গতি করিয়া আশ্রয়
চলিয়া অবিরাম প্রবাসি জন যেন,
অবিশ্রাম গতি ধরে যাইবারে গৃহে;
উতরিল কতক্ষণে নাগরাজ তবে
যথায় বসিয়া কর্ণ। করিল সম্ভাষা
সমাদরে, পরস্পর ব্যাকুলিত ভাবে
যথা সতী পতিব্রতা পতিপ্রাপ্তে, হায়
বহুদিনান্তরে। জিজ্ঞাসিল পরস্পর
শুভ সমাচার; বসিল আসনে দোঁহে।
তবে কর্ণে জিজ্ঞাসে ফণীন্দ্র সমাদরে:
"কহহে কিহেতু,সখা!স্মরিয়াছমোরে
হেনকালে? কেনহে বিষণ্ণদেখিতোমা
বল, আমি কোন কায সাধিব তোমার?
করআজ্ঞা,পালিবহেপ্রাণপণেআমি।"
উত্তরিলা কর্ণ;-"আহা! নাজানিযেকত
পুণ্য করিয়াছি পূর্ব্বজন্মে, সেইভাগ্য
ফলে পাইয়াছি আমিতোমা হেনমিত্র।
ধন্য হে তুমি! —তুমি নাগকুলেরচারু
অলঙ্কার! নাপারিব প্রাশংসিতে তব
গুণ, জীব যতকাল এ ধরা ধামেতে।
ধিক্ সে সুধায়,—যাহা লভিল দেবতা
কুল,মথিয়া সাগর অপার যতনে।
সুমিষ্ট কি হে সে সুধা তব বাক্যামৃত
হতে?—আহা, যাহা শ্রবণে হইলতৃপ্ত
শ্রবণ আমার ; জুড়াইল প্রাণ মন।
অতঃপর শুন, সখে! যেহেতু বিষণ্ণ
তব বান্ধব বদন, আর চিন্তাকুল
মতি। কহিতেছি তাহার কারনসর্ব্ব।"
"এ কিছু অজ্ঞাত নয় তব: যে, ভূপেশ
দুর্য্যোধন মম প্রিয় বান্ধব সুশীল;—
প্রাণের সমান। যাহার দুঃখেতে হই
দুঃখী, সুখেসুখী; বিষাদেবিষাদিকত।
সদা বাঞ্ছি শিবযার (সেজনও হেন
মমপ্রতি, আমি যেইরূপ।) দেবপদ
পূজি মাগি যাহার কল্যাণ;-আরকিহে
কহিব অধিক? এরূপ যে প্রিয়তম;
বিষণ্ণ বদন দেখি তার, বলদেখি,
কেমনেতেথাকে প্রাণশান্ত? দুর্য্যোধন
রাজা,-রাজরাজেশ্বর; পাণ্ডব ভবনে
হয়েছিল অপমান।—এইহেতু তিনি
হয়েছেন ব্যাকুলিত অতি। জানত হে,
মানমদে মত্ত যেইজন ; সে মানের
হলেহানি, কিতাপেদহয়ে প্রাণমন
শুনসখা! এবে শত্রুদলে শাস্তিভিন্ন,
হবেনা তাঁহার মনোতোষ। অতএব
ডাকিনু তোমায়, করিতে সাহায্য কিছু

পূর্ব্বসত্য মত:—বিশেষতঃ পাণ্ডবের অহিত সঙ্কল্প, তব চিরবাঞ্ছা যাহা করেছি মন্ত্রণা মোরা, অক্ষক্রীড়া ছলে জিতিয়া লইয়া তাহাদের রাজ্যধন, পাঠাইবে বনে; নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য, ভূতলেতে আরনা রহিবে কোনশত্রু। কিন্তুতব মত কিবা কহতা আমারে।'

এতেক বলিয়া নীরবিল কর্ণ দুষ্ট মতি, থামিল যেন মরুভূমেতে, হায় ভীমাকার সুপ্রবল বায়ু। কে আবএ হেন মূঢ়মতি ধরাধামে যেন কর্ণ!— সুচন্দন তরুরাজী মাঝে জন্মিয়াছে এ বিষবৃক্ষ, কুন্তীর জঠর ক্ষেত্রেতে।

শুনিযা কর্ণের মুখে অনুকূল বাণী, সানন্দ অন্তরে উত্তরিল নাগবর চাহিকর্ণে।—"হেমিত্রবলিলেযাহা মম অভিমত তাহা; নাই ইথে ভিন্নভাব কিছু মম। উত্তম মন্ত্রণা করিয়াছ সবে, ইহাতে হইবে বাঞ্ছা সিদ্ধ; কিন্তু ভাই যত্নযোগে সাধ্য চাই তাহা। ইথে কিকরিব আমি, করমোরেআজ্ঞা; কভু করিবনাত্রুটি সাধিতে তাহা, যেকোন প্রকারেপারি।-করিনুআমিএপ্রতিজ্ঞা।'

কহিলাকর্ণ,-"শুনহেমিত্র, মমবাণী আনিয়া দেহ দৈবল, এরূপ যেসব যাহাতে অবশ্য জয় হব দুর্য্যোধনে, এইমাত্র তবকাছে আমার প্রার্থনা।" উত্তরে নাগেশ তবে।-"ওহে কর্ণবীর কিহেতু ভাবনা তব অক্ষতরে এত? অবশ্যই আনিদিব আমি, নাহিকোন সন্দেহ তায়; যাহাতে অবশ্য,হইবে জয়লাভ। কিন্তু এবে দেহ হে বিদায়, রাধেয়, হেমিত্রকর্ণ, আসিআমিতবে।- এখন যাইব আমি আপনার পুরে। কিন্তু,আমি,আরনাহিআসিতেপারিব এথা কর্ম্মবশে; বিশেষঅর্জ্জুনে দেখি কাঁপে ভয়ে অঙ্গ, অতএব ক্ষমিবেহে মোরে। পাঠাইব অক্ষ আমিকলিদেব সহ,-জিনি আসিবেন এথা দুর্য্যোধন তপোবলে।পাইবেতাঁহারকাছেপাশা, প্রতি পরিণয়ে যার হবে জয়লাভ। অতএব যাই আমি, দেওহে বিদায়, সখে' আরনাহি করিতেপারিবিলম্ব।'

এতেক কহিয়া নাগ চলিল বিমানে, যেমন মৈনাক শৈল হৈম পক্ষভরে চলিল পবনবেগে, হইল অদৃশ্য।

এথা দুর্য্যোধনে কর্ণ কহে সবিশেষ, হইল সকলে অতি প্রফুল্ল অন্তর, যথা হারাধন প্রাপ্তে দুর্ব্বিধ যেজন। সময় বিলম্ব তবে নাহি করি আর, পাঠাইল রাজদূত সভা ইন্দ্রপ্রস্থে; আনিবারে যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চজনে, আজ্ঞাবাহী রাজদূত গেলা ইন্দ্রপ্রস্থে, কুরুপুরে কুরুপতি রহিলা আনন্দে;

সীতা প্রাপ্তে সীতাকান্তলঙ্কাপুরে যথা
সংহারিয়া লঙ্কেশ্বরে দুর্ব্বার সমরে।
হরষ অধীপ শূর লভিলা হরষ,
পরাভবি পরিতাপে মন্ত্রণা সমরে।

ইতি শ্রীপাণ্ডববনগমন কাব্যে অক্ষলাভো নাম প্রথম সর্গ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
পুর্ণিয়া।

ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট!!!

একদা নিশাবসানে জনৈক সিদ্ধপুরুষ কোন গূঢ় অভিপ্রায়ে চিত্রকুট গিরিশিখর হইতে কালিঞ্জরী পর্ব্বতে গমন করিতেছিলেন। গন্তব্য পথের কিয়দ্দূরে হঠাৎ এক মনুষ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, একব্যক্তি দীনবেশে কোন বৃক্ষতলে বসিয়া অনন্যমনে যেন কি চিন্তা করিতেছে। চিন্তা এমনি গভীর যে, বারিবিন্দু তাহার ললাটদেশ ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়াছে, কিছুই জানিতেছে না! সিদ্ধপুরুষ তদ্দৃষ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "বাছা! তুমি বিমর্ষভাবে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছ? তোমার পরিচয় প্রদানের কি কোন প্রতিবন্ধক আছে? যদি না থাকে, তবে আমার কৌতূহল নিবারণ কর।" এই কথায় উপবেশন-কারীর অবনত মস্তক উন্নত হইল।

সিদ্ধপুরুষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন: "আপনার এ বিমর্ষভাবের কারণ কি?" তিনি কহিলেন: "মহাশয়! এ হতভাগ্যের দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমি একজন ভিক্ষাজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এই পৃথিবীমধ্যে আমার সহধর্ম্মিণী ও একটী পুত্র ব্যতীত আর কেহই জীবিত নাই। এই স্থানের দুই ক্রোশ উত্তরে যে এক গণ্ডগ্রাম আছে, তাহার প্রান্তভাগে এ হতভাগ্য বাস করে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত সমস্তদিন ভিক্ষা করিলেও আমার অদৃষ্টদোষে যৎসামান্য তণ্ডুলাদি হস্তগত হয় না। এমন কি, তদ্দ্বারা একজনেরও ক্ষুধা নিবৃত্তি হওয়া কঠিন হয়। কিন্তু উপায়াভাবে তাহাই তিন অংশ করিয়া আহার করি। বিশেষতঃ একদিনের জন্যও আমার স্ত্রীপুত্রকে আমি সুখী করিতে পারিলাম না! ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? ঈশ্বর আমার প্রতি যে কেন এত প্রতিকূল, বলিতে পারি না! আমি প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এইস্থানে আসিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া থাকি;

কিন্তু যখন মনে হয়, আমি স্ত্রীপুত্রের উদরান্ন যোগাইতে পারি না, তখন মানসিক যাতনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতে থাকে।—হা বিধাতঃ! আমারে আর কেন জীবিত রাখিয়াছ! আমি আর যাতনা সহিতে পারি না!” ব্রাহ্মণ এই অবধি বলিয়া নীরব হইলেন। স্বদুঃখের কাহিনী নিজমুখে ব্যক্ত করিয়া তাঁহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল; হস্তদ্বারা মুখাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন! ক্রন্দনশব্দে বিজন বন প্রতিধ্বনিত হইল।

সিদ্ধপুরুষ ব্রাহ্মণের এইরূপ অবস্থায় যারপর নাই দুঃখিত হইলেন, কহিলেন; “ভাই!—তুমি কেঁদো না। আমি তোমার দুঃখ বিমোচন করিব; স্থির হও” এইরূপে সিদ্ধপুরুষ তাঁহারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে ব্রাহ্মণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে মহাপুরুষ কহিলেন; “ভ্রাতঃ! অদ্য দিবাবসানে যখন আমি প্রত্যাগমন করিব, তখন এইস্থলে একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি; যদি আমার আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়, তাহা হইলে এইস্থানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিও।” ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাশয়! অধিক কি কহিব, এ দাস আপনারি শরণাপন্ন; দাসেরপ্রতি যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাতেই প্রস্তুত। প্রত্যাগমনকালে এইখানেই আমারে এইভাবে দেখিতে পাইবেন।

মহাপুরুষ বিদায় হইলেন। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তিনি কালিঞ্জরী পর্ব্বতে যাইতেছিলেন, এক্ষণে তথায় গমন করিলেন। পাঠক! এদিগে একবার ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহাকে কি আর বৃক্ষতলে দেখিতে পাইতেছেন?—না, ক্ষণকাল হইল, তিনি তথাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

কয়েক দণ্ডের মধ্যে মহাপুরুষ অভিলষিত স্থানে উপনীত হইলেন। তথায় তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় সংসাধনার্থ সূর্য্যদেবের শরণ লইলেন। অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, সূর্য্যদেবের দর্শন পাইলেন। সূর্য্যদেব কহিলেন: “বৎস! এক্ষণে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল, আমি বিদায় হই।” মহাপুরুষ বলিলেন; “ঠাকুর! আপনার অনুকম্পায় যদিও এ দাসের সমুদয় বাসনা ফলবতী হইয়াছে, তথাপি আর একটি প্রার্থনা আছে। অদ্য প্রাতে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের মনস্তাপে আমার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে, তাহাকে সুখী করা আমার একান্ত অভিলাষ। অতএব আপনারে সেই অভিলাষটী পরিপূর্ণ করিতে হইবে।”

দিনপতি কহিলেন; এখনি আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারি, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহার অদৃষ্ট

দোষে দুঃখ ভোগ করিতেছে। একদা মধ্যাহ্নকালে ঐ ব্রাহ্মণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এক প্রান্তর দিয়া বিমর্ষভাবে যাইতেছিল, আমি তাহার ম্লানমুখ দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম; ইচ্ছা হইল, তাহার দীনতার কারণ অপসারিত করিয়া দিই। তদ্দণ্ডে এক কলস মুদ্রা ঐ প্রান্তরের প্রান্তভাগে ব্রাহ্মণের অগোচরে গন্তব্য পথের একদিকে রাখিয়া দিলাম। সেই স্থান দিয়া গমনকালে ব্রাহ্মণ মনে করিল, আজি অমুকস্থলে যে অন্ধকে দেখিয়া আসিলাম, সেব্যক্তি কিরূপে অজ্ঞাত পথ দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে! একবার অন্ধ হইয়াই দেখি না কেন, অন্ধেরা কিরূপ সুখে পথভ্রমণ করে। হতভাগ্য ব্রাহ্মণ এইরূপ কল্পনা করিয়াই চক্ষু মুদিল। যেখানে কলস পূর্ণ অর্থ ছিল, সেস্থান অতিক্রম না করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলনা। অতএব বৎস! অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে কে তাহা মোচন করিতে পারে? মহাপুরুষ পুনর্ব্বার বিনীতভাবে বলিলেন: ভগবন! এত কালের পর আমার সমুদয় ধর্ম্ম বোধ করি ব্যর্থ হইল। সেই ব্রাহ্মণের নিকট আমি যে সত্য করিয়া আসিয়াছি, তাহা রক্ষা না হইলে সকলই বৃথা হইবে; বিশেষতঃ সত্যরক্ষা করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এক্ষণে আপনি এ শরণাগতের প্রতি সদয় না হইলে আর সত্যরক্ষার উপায় নাই। মহাপুরুষ এইরূপে তাঁহার নিকট বহু মিনতি করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব ভক্তের কথা আর এড়াইতে পারিলেন না, পরিশেষে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন। কহিলেন: অদৃষ্টের দুঃখ বিমোচন করিতে কাহারই সাধ্য নাই। তবে এক্ষণে আমি তোমারে যে উপায়টী বলিয়া দিব, তাহাতে সেই ব্রাহ্মণের সকল কষ্টই নিবারিত হইতে পারিবে। এই বলিয়া দিনপতি তাঁহাকে সেই উপায়টী কহিয়া অনতিবিলম্বে অন্তর্হিত হইলেন।

মনোরথ সিদ্ধ হওয়াতে মহাপুরুষের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। ক্ষণকাল মধ্যে তিনি তথা হইতে কালীঞ্জরী পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থলে আসিয়া দেখিলেন, দুঃখী ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব কথানুসারে সেই বৃক্ষতলেই বসিয়া আছেন কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় বিমর্ষভাব লক্ষিত হইল না। প্রথমে মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি সাধ্যানুসারে তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর মহাপুরুষ ব্রাহ্মণকে কহিলেন; দ্বিজবর! ঈশ্বরেচ্ছায় আজি আমার মনোস্কাম সিদ্ধ হইয়াছে,

এক্ষণে তোমার মনোবাঞ্ছা সুসিদ্ধ হইলে আমার সমুদয় পরিশ্রম সার্থক হয়। ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাশয়! আপনি যখন আমার প্রতি মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন এবং আমি যখন আপনার আশ্রিত হইয়াছি, তখন আর মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির বাকি কি! নিষ্ঠুর দৈন্য আর আমার কি করিতে পারিবে? মহাপুরুষ কহিলেন দেখ, কালিঞ্জরী পর্ব্বতের দক্ষিণ-দিকে যে "বুঢ়াতলাও" নামে প্রসিদ্ধ ও পবিত্র সরোবর আছে, তাহাতে স্নান করিলে মনুষ্যের সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। কল্য প্রত্যূষে তোমরা সকলে সেই সরোবরে স্নান করিয়া ভগবান ভাস্করের নিকট এক একটি বর প্রার্থনা করিবে; প্রার্থনা করিলেই তিনি তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি করিবেন। মহাপুরুষ ব্রাহ্মণের হিত-কামনায় এইরূপ সৎপরামর্শ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে কিঞ্চিৎ শান্তভাবে কহিলেন; মহাশয়! এ পৃথিবীতে কেহই নির্ধনের গৌরব করে না। কিন্তু আপনি অনুকূল দেবতার ন্যায় আমার সমুদয় ক্লেশ বিদূরিত করিলেন! আপনার এই মহোপকার চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। মহাপুরুষ কহিলেন; "বন্ধো! পরোপকার, সন্ন্যাসধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা সাধন করিতে না পারিলে ধর্ম্মের নিকট পতিত হইতে হয়। অতএব তোমার যে যৎসামান্য উপকার করিলাম, তন্নিমিত্ত এতদূর বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবে না: পরোপকারই আমার জীবনের চির-ব্রত। যাহা হউক এক্ষণে সায়ংকাল উপস্থিত, চল আমরা স্বস্বস্থানে গমন করি।' এই বলিয়া মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণও সহর্ষচিত্তে গৃহে উপনীত হইলেন।

বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীপুত্র ক্ষুধার উৎপীড়নে অস্থির হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহারা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন; আজি আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? ব্রাহ্মণ হর্ষচিত্তে বিলম্বের সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহাদিগের মনে যুগপৎ আহ্লাদ ও বিস্ময় জন্মিল। ব্রাহ্মণী কহিলেন, আমাদিগের কি এমন অদৃষ্ট হইবে? ভগবান কি আমাদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন? এ হতভাগ্যদিগের প্রতি কি তাঁহার অনুগ্রহ হইয়াছে? ব্রাহ্মণ কহিলেন; "হইয়াছে। দেবতাদিগের বাক্য কি কখন মিথ্যা হইয়া থাকে? তিনি আমাদিগের দুঃখে অবশ্যই সদয় হইবেন।" ক্ষণকাল

এইরূপ বাক্যালাপের পর তাঁহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি দ্বারা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুতের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কালচক্রের গতি কে রোধ করিতে পারে! রজনীদেবী ক্রমে ক্রমে গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। এদিকে পর্ণকুটীর-বাসীরা ভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া শয়ন করিয়াছেন। শয়ন করিয়াছেন বলিয়া যে নিদ্রিত হইয়াছেন, এমন মনে করিবেন না। সকলেরই আনন্দ হইয়াছে কি না, সুতরাং নিদ্রা নাই। দুঃখে নিদ্রা নাই, আর হর্ষে নিদ্রা নাই। শোকে নিদ্রা নাই, আর দারিদ্র্যে নিদ্রা নাই। পাঠক! এমন অবস্থা কি কখনও ঘটিয়াছিল? যদি কখন ঘটিয়া থাকে, ভাবিয়া দেখ, সে সময় নিদ্রা হইয়াছিল কিনা? ভাবনা উত্তর দিবে, হয় নাই। সদারাপুত্র ব্রাহ্মণের সেই জন্য নিদ্রা হইল না। ব্রাহ্মণ মনে করিতেছেন, "আমিত বৃদ্ধ হইয়াছি, চিরদিন দুঃখভোগ করিলাম, বাঁচিতে আর ইচ্ছা নাই। এখন স্ত্রীপুত্র যাহাতে কিছুদিন সুখে থাকে, সূর্য্যের নিকট সেই বর লইব।" ব্রাহ্মণী মনে করিতেছেন, "আমি কুরূপা, স্বামী আমার নির্ধন, সেই জন্যও বটে; আর চিরকাল দুঃখে দুঃখে গেল;—স্বামী আমার একদিনের জন্য প্রিয়সম্ভাষণ করিলেন না। ধনের সুখে না হউক, একদিনও মনের সুখে থাকিতে দিলেন না; সে জন্যেও বটে, অতএব অদ্য রজনী-শেষে সর্ব্বাগ্রে সরোবর-তীরে গিয়া সূর্য্যদেবের নিকটে এই বর চাহিব, যেন আমি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতী হই। সুন্দরী হইয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করিব। আর দেবতা যখন প্রসন্ন হইলেন, তখন অবশ্যই ধন হইবে। তাহা হইলেই সংসারের সুখ জানিতে পারিব। সুন্দরী হইলে স্বামী অবশ্যই ভাল বাসিবেন। তাহাতেই চিরদিনের দুঃখ ভুলিয়া যাইব।" পুত্র মনে করিতেছেন, "মহাপুরুষ যদি সত্য সত্যই সদয় হইয়া থাকেন, তবে কখনই এ কষ্ট থাকিবে না। পিতামাতা সুখে থাকিলে সন্তানের ইহপর উভয় লোকের সারধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়। আমি স্বয়ং উপার্জ্জনক্ষম হইলে একবারে দুই মনোরথ সিদ্ধ হইবে। অতএব ভগবান ভাস্করের নিকট আমি তাহাই প্রার্থনা করিব।" এইরূপ মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে সকলের নিদ্রাকর্ষণ হইল। রজনী শেষ হইতে না হইতে ব্রাহ্মণী সর্ব্ব প্রথমে পূর্ব্ব কথিত সরোবরাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার কতরূপ ভাবনার উদয় হইল। তাঁহার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দিনমণি উদয় হইলেন। ব্রাহ্মণ-

পত্নী সরোবরে অবগাহন করিয়া অরুণদেবের নিকটে পূর্ব্বকল্পিত বর চাহিলেন। ভগবান সহস্ররশ্মি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন; তিনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতী হইলেন তাঁহার রূপে সমুদয় অরণ্য আলোকিত হইল।

দৈবক্রমে সেই সময়ে মোগল সম্রাট আরঙ্গজেব কালীগুরবী গিরি শিখরের নিকটস্থ বরাহ অবতারের মস্তক চূর্ণ করিবার মানসে একখানি ক্ষুদ্র অর্ণবপোতারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছিলেন। অদূরবর্ত্তী বন হঠাৎ আলোকময় দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধিৎসা উত্তেজিত হইল। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন ভৃত্যকে ইহার কারণানুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিল; "প্রভো! এক যুবতীর সৌন্দর্য্যে বন আলোকময় দেখাইতেছে।" আরঙ্গজেব শুনিয়া বিস্মিত হইলেন: কহিলেন. "তাহাকে যে কোন প্রকারে হউক, আমার নিকট লইয়া আইস" ভৃত্যেরা বলপূর্ব্বক সুন্দরীকে লইয়া আরঙ্গজেবের নিকট গমন করিল।

এদিকে ব্রাহ্মণ সরোবরে আসিয়া অবগাহন করিলেন। তীরে উঠিয়া দেখেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীরে যবনে লইয়া যাইতেছে। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন: "হে ভগবন্! ব্রাহ্মণী যবনাস্পৃষ্ট হয়! আপনি তাহাকে শূকরী-দেহ প্রদান করুন।" ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ শূকরী হইলেন। যবনেরা এতদ্দৃষ্টে ভীত হইয়া তাহারে মায়াবিনী বিবেচনায় পরিত্যাগ করিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মণকুমার সরোবর সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তিনি পিতার প্রমুখাৎ সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি শোক করিবেন না, আমি মাতারে প্রকৃতিস্থ করিব। এই বলিয়া ব্রাহ্মণকুমার অবগাহনানন্তর দিনপতির নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে সূর্য্যদেব! আপনি আমার জননীকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ করুন।" তাঁহারা অনতি বিলম্বে দেখিলেন, ব্রাহ্মণী পূর্ব্বের ন্যায় মলিনবেশে তাঁহাদের নিকটে আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া বিমর্ষচিত্তে স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই স্থানে ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব অদৃষ্ট ফিরিয়া আসিল। যাঁহারা অদৃষ্ট মান্য না করেন, তাঁহারা এই দৃষ্টান্ত (১) অনুধাবন করিবেন।

---

(১) দৃষ্টান্তটী অনৈসর্গিক না হইলে যথার্থ উপদেশ পাওয়া যাইত।

সম্পাদক।

নূতন পত্রের সমালোচন।

অবকাশ-বন্ধু, মাসিক পত্র।—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক। কলিকাতা দরমাহাটা হইতে আশ্বিনমাস অবধি ইহা প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে। প্রস্তাবগুলি মন্দ হইতেছেনা। আশ্বিন মাসের পত্রে পাঁচটী প্রস্তাব আছে, তন্মধ্যে জন্মভূমি, কিংকাজো পশু, এবং যৌবনের উন্নত আশা, এই তিনটী উত্তম; কিন্তু যত সংক্ষেপে উহার বর্ণনা হইয়াছে, তাহাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভাবগুলিও প্রকাশ হয় নাই। আয়তনের ক্ষুদ্রত্বের এই-একটী প্রধান অভাব। বিশেষতঃ ইংরাজি হইতে যৌবনের উন্নত আশা বিষয়িণী যে একটী কবিতা সংগৃহীত হইতেছে, তাহার সকল স্থলের রচনা সময়ানুসারিণী হইতেছেনা। "সত্যময় প্রভা যায়, ত্যজি ভ্রম কুসংস্কার" ইত্যাদি শুনিতে অত্যন্ত শ্রুতিকটু। যদিও অনুস্বারকে বর্ণমধ্যে ধরা যায় না, সুতরাং অনুস্বার যোগে বর্ণাধিক্যও হইতেছে না; কিন্তু কুসংস্কার শব্দ কবিতার মধ্যে থাকিলে শ্রবণে সূচী বিদ্ধ করে। দ্বিতীয়তঃ 'আশ্রিব, খননিব" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা কোন কবি-বিশেষের নূতন রীতি, ব্যবহারবিরুদ্ধতা দোষে সহজে সকল শব্দের অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট, আমরা অনুরোধ করি, সম্পাদক ভবিষ্যতে সতর্ক হইবেন। উপায় সত্বে কোমল কবিতাকে কর্কশ করিবার চেষ্টা পাওয়া কবিত্বের উপদেশ নহে। এই পত্রের মাসিক মূল্য তিন পয়সা।

১২৭৪ । ১২৭৫ সালের মূল্য প্রাপ্তি ।

(অগ্রিম)

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ		কলিকাতা	(ভাদ্র হইতে	শ্রাবণ পর্য্যন্ত)
" ঈশানচন্দ্র সরকার	... ...	ঐ	"	"
" অমৃতকৃষ্ণ বসু	... ...	ঐ	"	"
" গিরিন্দ্রনাথ মল্লীক	... ...	ঐ	"	"
" মহেশচন্দ্র কুণ্ডার	... ...	ঐ	"	"
" তিনকড়ি দে	.. ...	কলিকাতা	"	"
" চণ্ডীচরণ বসু	...	গণ্ডা আউড়	"	"
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল	.. ...	অম্বালা	"	"
" রামদাস সেন	.. ...	বহরমপুর	"	"

২

গ্রাহকগণের প্রতি ।

যাঁহারা ১২৭৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে নবপ্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ফালগুন হইতে ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, গত শ্রাবণ মাসে ত নিঃশেষিত হইয়াছে। অপর যাঁহারা গত বৈশাখ হইতে ষাণ্মাসিক প্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মূল্যও পরিশোধ হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে পু র্ব্বার বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিবেন। যদি একমাস মা মূল্য প্রদান না করেন, তবে তাঁহাদিগের দত্ত মূল্য অগ্রিম বলিয়া পরিগ হইবেক না। যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা এ যাঁহাদিগের নিকট অদ্যাবধি গত বৎসরের মূল্য বাকি রহিয়াছে তাঁহার অবিলম্বে আমাদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিবেন, ইহার অন্যথা হই আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগের নাম ধাম প্রকাশে অগত্যা বাধ্য হইব।

শ্রী তিনকড়ি ঘোষাল

• ১।০ বাকি রহিল।

নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয়ের বিক্রেয় পুস্তক।

বিজ্ঞাপন।

মেদিনীপুর কালেক্টরীর হেডরাইটর শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার বসু মহা- অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের নবপ্রবন্ধের অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ য়াছেন। তদঞ্চল নিবাসিগণ গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে মহাশয়ের নিকট সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রী শ্যামাচরণ সিংহ নামক জনৈক সরকার আমাদের নবপ্রবন্ধের কতক- বিলের টাকা আদায় করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অতএব গ্রাহক শয়েরা উক্ত সরকারকে যেন বিলের টাকা আর না দেন, আমরা স্বতন্ত্র কার প্রেরণ করিব। যদি কোন গ্রাহক মহাশয় উক্ত সরকারকে দেখিতে া, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলে চিরবাধিত হইব।

কাতা।
প্রবন্ধ কার্য্যালয়।
২ নং বলরামদের ষ্ট্রীট।

শ্রী তিনকড়ি ঘোষাল।

Part II. No. 8.

NABAPROBUNDHA

A

MONTHLY MAGAZINE

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ। } অগ্রহায়ণ, ১২৭৪। { মাসিক মূল্য —।০
৮ ম সংখ্যা। } ডিসেম্বর, ১৮৬৭। { অগ্রিম বার্ষিক ২॥০

নির্ঘণ্ট

কলিকাতা

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৩৪। ১ ভবনে কাব্যপ্রকাশযন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয়। যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রিট ১৮। ২ নম্বর ভবন।

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ	অগ্রহায়ণ, ১২৭৪।	মাসিক মূল্য ... ।০
৮ম সংখ্যা।	ডিসেম্বর ১৮৬৭।	অগ্রিম বার্ষিক ২।।

খনিজ রত্নাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৬৫ পৃষ্ঠার পর।

কুম্ভকারের বিদ্যা চারি খণ্ডে বিভক্ত। যে যে দ্রব্যের দ্বারা মৃণ্ময়পাত্র নির্ম্মিত হয় এবং যদ্দ্বারা সেই সকল পাত্রের স্বভাব ও গুণ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত। দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ সকল দ্রব্য একত্রে যোগ করিবার নিয়ম এবং পাত্র সকল গঠনের প্রকরণ অবগত হওয়া যায়। বাসনের নানাপ্রকার বর্ণ ও চিত্র এবং তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত যে সকল কারুকার্য্য আবশ্যক, তৃতীয় খণ্ডে তাহার উপদেশ পাওয়া যায়। অগ্নি দ্বারা যে প্রকারে ঐ সমস্ত বস্তু দগ্ধ করিতে হয়, চতুর্থ খণ্ডে তাহার প্রকরণ বর্ণিত আছে, কিন্তু এই সকল অবস্থা বর্ণনে চিত্রের বিষয় এবং অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করণের যে সকল নিয়ম আছে, তাহা একত্রে বলা যাইবে।

কুম্ভকারের সকল কর্ম্মেই কর্দ্দম ও চুমকি পাতর প্রধান সামগ্রী। পদার্থবিদ্যা দ্বারা এই দুই দ্রব্য মৃত্তিকার আদিম অবস্থায় গণ্য হইয়াছে। কর্দ্দম যখন নির্ম্মল অবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে আলুমিনার কলঙ্ক বলে এবং চুমকি পাতরকে সিলিকমের কলঙ্ক বলে। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে আলুমিনাকে এক বিশেষ দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা হইত। পরে মেঃ সর হম্‌ফ্রি সাহেব তাহাকে ধাতুস্থ কলঙ্ক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। *

উপযুক্ত কর্দ্দম এই ব্যবসায়ের উপকরণ, কিন্তু বিখ্যাত বাকুইলিন সাহেব কহিয়াছেন, উপযুক্ত পরিমাণে চুম্‌কি প্রস্তরের ভাগ নিরূপণ করাই প্রধান কর্ম্ম। কারণ যে যে সামগ্রীর সংযোগে বাসন প্রস্তুত হয়, সেই সকল সামগ্রী উত্তম হইলেই যে বাসন উত্তম হইবে এমত নহে, উপকরণের ভাগের পরিমাণেই পাত্রের উত্তমত্ব বা অধমত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে।

কর্দ্দম উজ্জ্বল নহে, স্ফটিকত্ব স্বভাবও নহে, বস্তুতঃ তাহা অতি কোমল। কর্দ্দমে লৌহের আঘাত করিলে এক দাগ উৎপত্তি হয় এবং তাহার এক প্রকার বিশেষ ঘ্রাণ থাকাতে মৃত্তিকা নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু সেই ঘ্রাণের মূল কারণ লৌহ সম্পর্ক। নতুবা নির্ম্মল মৃত্তিকার কোন ঘ্রাণ থাকে না।

জল ও মৃত্তিকায় একত্রে কর্দ্দম করিলে তাহাতে নানা প্রকার গঠন হইতে পারে। তাহার গাঢ়ত্ব থাকে, উত্তাপে কঠিন হয়, স্পর্শ করিলে তৈলাক্ত বোধ হয় এবং শুষ্ক হইলে অঙ্গুলি দ্বারা অনায়াসে মার্জ্জন করা যাইতে পারে। মৃত্তিকা জলে একেবারে দ্রব হয় না; কিন্তু সকল পরিমাণে তাহার সহিত জল মিশ্রিত হয়। মিশ্রিত হইলে পুনরায় পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। জিহ্বা দ্বারা কর্দ্দম স্পর্শ করিলে তাহার সহিত সংলগ্ন হয়। কুম্ভকারেরা যে মৃত্তিকা ব্যবহার করে, তাহা মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশে দ্রব হয় না; তাহাদিগের কোন কোন মৃত্তিকাতে লৌহের সম্পর্ক থাকিলে রক্তবর্ণ হয়, নির্ম্মল হইলে শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। মৃত্তিকা যত দগ্ধ হয়, ততই কঠিন

ও পরিমিতাকার হয়, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে তাহার আকারের ক্ষুদ্রতা হওয়া সাধারণ নিয়মের বিপরীত, কেবল তাহার জলীয় ভাগ বাষ্পে পরিণত হওয়াতেই ঐ প্রকার হইয়া থাকে। অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যেমন সঙ্কোচিত হয়, শীতল হইলেও সেই প্রকার থাকে। ইহা পরীক্ষা করিয়া মেং ওএজউড্ সাহেব বিবেচনা করিলেন যে, তাহার সঙ্কোচিত হইবার পরিমাণ নিশ্চিতরূপে স্থির করা যাইতে পারে; কারণ অগ্নির প্রখরতা অনুসারে তাহার আকারের সঙ্কোচ হয়; কিন্তু এই প্রকার বিবেচনা তাঁহার ভ্রম মাত্র। তিনিই অগ্নিপরিমাপক Pyrometer যন্ত্রের স্থষ্টি করেন, তদ্দ্বারা অগ্নির তেজ নিরূপণ হইত। অগ্নিপরিমাণের স্বতন্ত্র যন্ত্র না হইলে প্রচলিত তাপমাণ Thermometer যন্ত্রের দ্বারা অগ্নির উত্তাপাদি নির্ণীত হইত না। ২৪ ইঞ্চি পরিমাণের এক খানি তৈজস পাত্রে ২টী পিত্তলের চুঙ্গী এতদ্রূপ স্থাপিত, যে তাহাদিগের এক পার্শ্ব অর্দ্ধ ইঞ্চি অন্তর, অন্য পার্শ্ব এক ইঞ্চির দশম ভাগের তিন ভাগ অন্তর। ঐ চুঙ্গীদ্বয়ের গাত্রে এক ইঞ্চিকে দশ ভাগ করিয়া চিহ্নিত করা ছিল, সুতরাং তাহার এক এক চিহ্ন ঐ সমুদয় পরিমাণের ২৪০ অংশের এক অংশ। করণওয়াল দেশের মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করিবার নিয়ম এই যে সাধারণ মৃত্তিকা দুই ভাগ এবং নির্ম্মল মৃত্তিকা তিন ভাগ একত্র মিশ্রিত করিত, সেইরূপ মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা কতকগুলি চুঙ্গী নির্ম্মাণ করিয়া মৃদু অগ্নিতে দগ্ধ করা হইত। ঐ চুঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে যে দিক অধিক অন্তর সেই দিকে তাহারা নিশ্চিত প্রবেশ করিতে পারিত; পরে যে অগ্নির তেজ নিরূপণ করিতে হইত, সেই অগ্নিতে পুনরায় তাহা দগ্ধ করিয়া ঐ চুঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে প্রদান করিলে তাহা জানা যাইতে পারিত।

কিন্তু ঐ যন্ত্রের অনেক দোষ থাকাতে বহুকাল স্থগিত হইয়াছে। যেহেতু প্রখর অগ্নিতে কোন দ্রব্য অল্পকাল থাকিলে যেমত সঙ্কোচিত হয়, মৃদু অগ্নিতেও অধিককাল থাকিলে সেই প্রকার হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

অবাধ্য বালকের দুর্দ্দশা।

(রাক্ষস-কবলে)

কোন পল্লীগ্রামে একজন গৃহস্থ বাস করিত। গৃহস্থের প্রিয় নামে একটী মাত্র পুত্র ছিল। পুত্রটী দেখিতে অতি সুন্দর ও হৃষ্টপুষ্ট,—বয়স অন্যুন দ্বাদশ বৎসর। প্রিয় সকলের প্রিয় ছিল সত্য; কিন্তু পিতামাতাকে অমান্য করা তাহার একটী প্রধান দোষ ছিল বলিয়া, তাহাকে বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এক দিবস তাহার মাতা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, বৎস! তুমি প্রতিদিন বনমধ্যে ক্রীড়া করিতে যাও; কিন্তু আমি তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছি এবং অদ্যও নিষেধ করিতেছি, তুমি তথায় আর যাইওনা। কারণ তথায় একটী নরভুক রাক্ষস বাস করে, হঠাৎ তাহার সমক্ষে পতিত হইলে, নিশ্চয়ই সে তোমাকে বধ করিবে।

প্রিয় যদিও মাতৃ আজ্ঞা পালন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তথাচ অধিক দিন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। দৈবাৎ এক দিবস খেলা করিবার সময় তাহার গোলাটী গড়াইতে গড়াইতে অধিক দূরে পতিত হইয়াছিল। বালকেরা স্বভাবতই চঞ্চল, সুতরাং প্রিয়ও স্থির হইতে নাপারিয়া সেই গোলার নিকটবর্ত্তী হইল;

কিন্তু গোলাটী যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তথা হইতে যে, বন অধিক দূর ছিল না, বোধ হয়, প্রিয় তাহা পূর্ব্বে জানিলে কখনই আসিত না। যাহা হউক, এক্ষণে সে সকল বিস্মৃত হইয়া বনের অদূরে কতকগুলি পক্ষিশাবকের কিচিমিচি ধ্বনি শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের বাসান্বেষণ করিতে গেল এবং তথা হইতে একটী কাষ্ঠমার্জ্জার দেখিতে পাইয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। এই রূপে সমুদয় (যাহা তাহার মাতা বলিয়াছিল) বিস্মৃত হইয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র একটী বজ্রতুল্য শব্দ শুনিতে পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল; কিন্তু ইচ্ছা হইলেই কার্য্য হয় না। সুতরাং মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে মনোমধ্যে নানা প্রকার ভাবনার উদয় হইল। এ দিকে কতকগুলি বৃক্ষের মড় মড় শব্দ, এমন কি, একশত বৎসরের পুরাতন বৃক্ষগুলি পর্য্যন্তও ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, পদতলে ঘাস ও অন্যান্য ছোট ছোট বৃক্ষ যে রূপ দলিত হয়, সেই রূপ ঐ সকল বৃক্ষ মৃত্তিকাসাৎ হইতে লাগিল এবং ক্ষণকাল পরে যথার্থই একটী বৃহদাকার রাক্ষস দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার আকৃতি এমনি ভয়ানক যে, বর্ণনা করিতে গেলে বর্ণের অভাব হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক; পূর্ব্বে যে বজ্রতুল্য শব্দের কথা বলা গিয়াছে, তাহা কেবল তাহার নিশ্বাসপ্রশ্বাস গতায়াতের শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

রাক্ষস নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, প্রিয় যার পর নাই ভীত হইল, বিশেষতঃ তাহার হস্তস্থিত ভোজনপাত্রে (ঝুলিতে) অনেকগুলি বালক থাকাতে, মৃত্যু সন্নিকট বিবেচনা করিয়া একেবারে নীরব হইয়া বনান্তরালে দণ্ডায়মান রহিল। প্রিয় যদিও নীরব

হইল, তথাচ কিরূপে রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, মনো মধ্যে সে চিন্তা প্রবল হইয়া উ-ঠিল; কিন্তু তাহার কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। রাক্ষস যাহা যাহা করিতেছিল ও বলি-তেছিল, তাহার কিছুই প্রিয়ের অগোচর ছিল না। রাক্ষস নিকটে আসিয়া আপনা আপনি এইরূপ বলিতে লাগিল, "ত্রিশ,-বত্রিশ,-চল্লিশটী বালক হইলেই যথেষ্ট হইবে; কিন্তু তাহা ত রাত্রে ভো-জন করিব, আপাততঃ কি খাইয়া উদর পূর্ণ করি? ইহাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, যে আমি অন্যান্য রাক্ষসদিগের মধ্যে পরি-মিতাচারী, অধিক ভোজন করি না, তথাচ অদ্য যদি একটী দিব্য হৃষ্টপুষ্ট বালক দেখিতে পাই, তাহা হইলে উপস্থিত জলযো-গের পক্ষে বড়ই সুবিধা হয় ও আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। আমার সঙ্গী রাক্ষসদের মধ্যে কেহ তিনটী, কেহ বা চারিটীর ন্যূন জলযোগ করে না; কিন্তু আমি তাহাদের মত লোভী নহি, আ-মার একটী হইলেই তৃপ্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক, অদ্য একটী বালক অভাবে আমি অন্যান্য বি-ষয় কর্ম্ম কিছুই করিতে পারিতেছি না।" রাক্ষস এবম্প্রকার বলিতে বলিতে প্রিয় তাহার দৃষ্টিগোচর হইল এবং সাহ্লাদে উচ্চৈঃস্বরে বলিল "এ কি? চাহিতে চাহি-তেই যে শিকার মিলিল? কুল-গুরু মহর্ষির কি অনুগ্রহ! ভগ-বতী উগ্রচণ্ডার কি অসীম কৃপা!" এইরূপ বলিয়া অগ্রসর হইবার সময় দেখিল যে, প্রিয় পলায়নের চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে বৃথা চেষ্টা। প্রিয় যখন পলায়ন করে, তখন রাক্ষসকে আর কষ্ট করিতে হইল না,—রাক্ষসের অঙ্গুলী স-কল এত দীর্ঘ যে, প্রিয় তাহার অঙ্গুলীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না।

প্রিয় রাক্ষসের হস্তে পতিত

হইয়া নানা বিধ স্তুতিবাদ করিতে লাগিল এবং ক্রন্দন করিয়া বলিল, মহাশয়! "কে আপনি? আমাকে ছাড়িয়া দিন, মাতার নিকট যাই,-সন্ধ্যা হয়,-অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইব.না,-মাতা আমাকে অনেক ক্ষণ না দেখিয়া কতই উদ্বিগ্না হইয়াছেন, আরো বিলম্ব হইলে আরও হইবেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কল্পনার প্রতি প্রিয় প্রকৃতি।

চিনিতে কি পার মোরে কল্পনা সুন্দরি?
সেই দেখা এক দিন বাসন্তী কাল_ভ্রমে,
গতবর্ষে, ম্লানমুখে এসেছিলে হেথা,
প্রিয়সখী ভাবনারে সহচরী করি,
মানস সদনে মম, বিজলীর প্রায়।
পড়ে কি মনেতে দেবি! সে দিনের কথা?
কহ দেখি কত আমি করিয়ে বিনয়,
জিজ্ঞাসা করেছি সতি! ভবযাত্রা বাণী?
কোথায় ভাবনা আজি? হেচারুহাসিনি!
তব চির সোহাগিনী, দুখিনী ললনা,
কেন সে কামিনী সদা, ফেলে নেত্রজল,
শ্রাবণের ধারা সম তিতিয়া হৃদয়?
চাহিনা দেখিতে তারে, চাহিনা ভাবিতে
ভাবনারে, চাহিনা ত, পেয়েছি যখন
সুখদা কল্পনা সতি! সম্মুখে তোমার।
কিসেব সংসারচক্র, ছায়া রাজ্যপাট,
কিসের মমতা স্নেহ, পরিজন প্রতি?
যে সকল উপদ্রব, অক্ষি মনোপুরে,
ভাবনা আনিয়া দেয়, মায়িক সে সব।
হাসি কাঁদি কথা কই, পাগলেব মত,
যেন কে দিয়েছে খেতে উন্মাদ ঔষধ,
পূর্ণ করি মায়াপাত্র, মায়াবিশ্বধামে।
আর কি ভুলাতে পাবে ভাবনা আমায়,
আর কি সে মায়াকান্না, বিষন্নবদন,
নিরখিয়ে মম মন হয় ব্যাকুলিত?
কে জানে কপটমায়া জানে মায়াবিনী?
পেয়েছি তোমারে সতি! হৃদয় মন্দিরে,
অসার ভাবনা পথে যাব না ত আর?
যাবনা ত পথ ভুলে, কব না ত মুখে,
আমার আমাব এই নশ্বর সংসার!
ঘুরিবনা ভ্রমে কভু, রাশিচক্রাকারে,
ঘোরে যথা বায়ুবেগে কুম্ভকার চাক,

যখন ঘুরায় তারে কুম্ভকারগণ
চক্রদণ্ড প্রচালিয়া পদাঘাত করি?
অথবা বালকবৃন্দ পঞ্চবর্ষ কালে,
উঠানেতে করে ক্রীড়া ঘুরায়ে বাটুল,
ঘুরে ঘুরে ঘোরে দেখি আনন্দ বদনে
বাহবা লাটিম! বলি হাস্য করে শিশু,
ছুটে যায় কাছে কাছে, দিয়ে করতালি,
সেরূপে কি ঘুরি আর ঘূর্ণা বায়ু মাঝে,
সার রত্ন আজি আমি করি অন্বেষণ।
কহ শুনি মনোবাণি! ধরি পা দুখানি,
কোন পথে, কতদূরে, পরমার্থ পথ?
কখন লইয়া যাও রসাতল বাসে,
কভু পুরন্দর পুরে, বৈজয়ন্ত ধামে,
বেদিয়ার মত দেবি! তুলিছ ফেলিছ
নীচে ঊর্দ্ধে চারি দিকে প্রীকলের প্রায়,
এ ফলে প্রকৃতি কিলো, ভুলিবে শুভদে?
অনন্ত বিশ্রাম যথা, প্রিয় সুখধাম,
কহ দেখি কৃপা করি, সেই পথ কোথা?
প্রিয় হৃদি বিলাসিনি সুখদে কল্পনে!
এই কি সে স্বর্গধাম? যথা শচীপতি
দেবরাজ অমরেন্দ্র অপ্সরা বেষ্টিত,
লভেন বিমল প্রেম, প্রমদা বিলাসী,
মুগ্ধ হয়ে পারিজাত কুসুম আঘ্রাণে,
নৃত্য গীত, হাস্যরসে, দুন্দুভি নিনাদে,
সুরূপসী শচী দেবী শোভা পান বামে,
চৌদিকে অমরবৃন্দ আলো করে সভা,
বসিয়া থাকেন সবে, স্থির দৃষ্টি হয়ে,
উভভিতে বিদ্যাধরী চামর ঢুলায়,
স্বর্ণ দণ্ড, রত্ন ছত্র; শোভা পায় শিরে,
অশ্বশালে উচ্চৈঃশ্রবা হ্রেষে হ্রেষাবর,
গজগৃহে ভীম নাদে, গর্জ্জে ঐরাবত,
এই কি সে শোভাময় অমর নগরী,
এই কি অমরাবতী সর্ব্ব বাঞ্ছনীয়,
কহ সতি! এই কি সে মোক্ষ পুণ্য স্থান?
এরি নাম স্বর্গ? যথা বাসিতে বাসনা
কোরে থাকে মানবেরা ভুঞ্জিবারে সুখ?
এ ত দেবি স্বর্গ নয়, বুঝিতেছি ভাবে,
স্বর্গভোগ নামে সুধু, কর্ম্মভোগ সার!
এখানে আমার সতি! নাহি অভিলাষ,
আরো কোথা সুখস্বর্গ আছেই নিশ্চয়।
যথা নাই শোক দুঃখ জরা ব্যাধি ভয়,
আত্মপর, দিবা রাত্রি, মাতা পিতা দারা,
ভ্রাতা পুত্র পরিজন মায়ার শৃঙ্খল,
যথা নাই রাজা প্রজা, ছত্র সিংহাসন,
সেই খানে লয়ে চল মরুত নন্দিনি!
এক পিতা, এক রাজা, যে রাজ্যের সার,
নিত্য প্রেম সদানন্দ যথা বিরাজিত,
সেই রাজ্যে চল দেবি! সঙ্গে লয়ে মোরে,
সেই খানে সার রত্ন মিলিবে আমার।

অপূর্ব্ব কারাবাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"কস্য ত্বং মৃগশাবাক্ষি কথমত্র্যাগতা বনম্।
কথঞ্চেদং মহৎ কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তবত্যসি ভাবিনি॥,,
মহাভারত।

দুর্ভাগ্য! সৌভাগ্য-দীপকের এক-মাত্র প্রচণ্ডপবন! সুখ-চন্দ্রমার উৎপাতরাহুগ্রহ! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তোমার প্রচণ্ড আক্রমণ কাহারও অবিদিত নাই। এই চরাচর বিশ্বসংসার মধ্যে এমন কিছুই দৃষ্ট হয় না, যাহা তোমার ভীষণ দর্শনপথ পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় জীবনকাল সুখে অতিবাহিত করিয়াছে। কি সুখ সৌভাগ্য-পূর্ণ রাজার রাজত্ব, কি জল-রাশি-পরিপূরিত অগাধ সমুদ্র, কি গিরি নদী পরিবেষ্টিত নিবিড় অরণ্য, সকল স্থলেই তোমার প্রতাপজ্বালা নিরন্তর প্রজ্বলিত রহিয়াছে। যেস্থল এক্ষণে সুখ-সৌভাগ্য মদে উন্মত্ত, নিরন্তর আমোদে আমোদিত, ধন রত্নে পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে, সেই স্থল কখন না কখন তোমার করাল নয়নের পথবর্ত্তী হইবে ও অবশেষে অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিবে। তুমি অবলীলা ক্রমে অসঙ্কুচিত চিত্তে চির-সুখোচিত ব্যক্তিসমূহকে এককালে অপার দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিতেছ, ও যার পর নাই অনর্থ পরম্পরা সংঘটিত করিয়া উহাদিগের জীবন নাশে কৃতসংকল্প হইতেছ; তোমার ন্যায় পামর, নির্ঘৃণ ও নিষ্ঠুর আর কেহই নাই। তুমি দুঃখীর দুঃখে বিকট হাস্য, শোকান্বিতের শোকে বিপুল হর্ষ প্রকাশ ও ক্রন্দিতের ক্রন্দনে আনন্দ নৃত্য করিয়া থাক। যে ব্যক্তি কখন দুঃখের নামমাত্রও জানে না, অভাব কাহাকে বলে, শুনে নাই, চিরকাল সুখ ভোগে লালিত, সে ব্যক্তিও তোমার দৃষ্টিমাত্র হৃত-

র্ব্বস্ব হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; এবং তুমিও ব্যাঘ্রের অঙ্কগত জন্তুর ন্যায় উাহাদি-কে মধ্যে মধ্যে বিকট অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করিতেছ। দুরাচার! তোমার কুটিল গতির যথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারে, কাহারও এমন সাধ্য নাই।

এই যে সম্মুখে বিজন অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে, উহাতেও কি তোমার প্রবল পরাক্রম স্ফুষ্ট হই-তেছে না? ঐ যে যুবতী কামিনী একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালক ক্রোড়ে করিয়া নয়ন জলে ধরাতল অভি-ষেক করিতেছে, উহারা কি তোমারই আক্রমণে এই বিষম যাতনা ভোগ করিতেছে না? পামর! তোমার বীরত্ব-প্রকাশের কি পাত্রবিচার নাই? দুগ্ধপোষ্য বালক, বিজন অরণ্যের নামমাত্রও শুনে নাই, সর্ব্বদাই অসংখ্য দাস দাসীতে পরিবৃত থাকিত, সেও কি এক্ষণে তোমার বিক্রম প্রকাশের পাত্র হইয়া উঠিল? নিষ্ঠুর! তোর হৃদয়ে কি দয়ার নামমাত্র নাই? এই অবোধ বালক যখন ক্ষুধার অসহ্য বেদনায় কাতর হইয়া রো-দন করিবে, তখন কে উহার আ-হার আহরণ করিবে, তৃষ্ণায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইলে কে উহারে জল প্রদান করিবে? যুবতী এক এক বার উহার ম্লান বদন নিরীক্ষণ করিতেছে, আর অবিরল নয়নজল বিসর্জ্জন করিতেছে। পিতা নিকটে থাকিলে কি পুত্রের এরূপ দুর্দ্দশা হেরিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি-তেন? মাতার হৃদয় কি বিদীর্ণ হইত না? কিন্তু রমণী কি করিবে; বিপদ উপস্থিত হইলে রোদন ভিন্ন অবলার বল কি? যুবতী নিরন্তর রোদন করিতেছে ও করুণস্বরে বলিতেছে।

দেবি! বুঝি এতক্ষণের পর তোমার প্রাণধন বৎস চন্দ্রকেতুকে জন্মের মত হারাইলাম, আর ইহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলাম না। এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে এমন কিছুই দেখিতে পাই না, যদ্দারা তোমার জীবনধনের জীবন রক্ষিত হইবে। দেবি! তুমি আমার হস্তে বৎস চন্দ্রকে-তুকে সমর্পণ করিবার কালে বলি-য়াছিলে যে, "সখি! বোধ হয় আজ অবধি তোমাদিগের প্রতি আমার সখি-সম্বোধন শেষ হইল, দুরন্ত বিপক্ষে চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক-

রিয়াছে, অবিলম্বেই সমুদায় অধিকার করিবে ও আমাদিগের জীবন সংহার করিবে। এত কাল তোমরা যে আমার প্রতি প্রাণ অপেক্ষাও সমধিক স্নেহ প্রকাশ করিয়াছ, আমি তাহার কি প্রত্যুপকার করিলাম, বরং চিরকালের জন্য তোমাদিগকে বিপদ সাগরে ভাসাইলাম। সখি! পূর্ব্বে এই অভাগিনীর হৃদয়ে কত প্রকার সুখাশা উদিত হইত, আশাতে কতপ্রকার স্বপ্ন দর্শন করিতাম, মরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত হরিণীর ন্যায় কতবার বৃথা আশার অনুসরণ করিয়া আত্মাকে সন্তোষসাগরে নিমগ্ন করিতাম। দারুণ দুর্দ্দৈব চিরকালের জন্য আমাকে সে আশায় বঞ্চিত করিল। জানি না অদৃষ্টে আরো কি দুর্ঘটন সংঘটিত হইবে। সখি! এই সুখপূর্ণ অট্টালিকা এক্ষণে শূন্যময় ও বিষময় বোধ হইতেছে, রাজধানীও হিংস্র পশু পরিপূর্ণ ভীষণ অরণ্যময় জ্ঞান হইতেছে। হায়! এরূপ ঘটিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। রে দারুণ দুর্দ্দৈব! এত দিনের পর তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। ঐ দেখ চতুর্দ্দিকে বিপক্ষ দলের কোলাহল শুনা যাইতেছে, অবিলম্বেই উহারা এস্থলে আগমন করিবে। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, এখনই এস্থল হইতে প্রস্থান কর। হায়! তোমাদিগকেও আমায় পরিত্যাগ করিতে হইল, অসময়ে রক্ষার জন্যই কোথায় তোমরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে, না সেই অসময়েই আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম, আমার ন্যায় পাষাণহৃদয়া আর কেহই নাই। কিছুমাত্র অসুখের কারণ উপস্থিত হইলে যে সখীগণের বদন সন্দর্শনেই আমার সমুদায় অসুখ নিরাকৃত হইত, আমোদে পুলকিত হইয়া উঠিতাম, সেই সখীগণকেও এক্ষণে আমায় বিদায় প্রদান করিতে হইল।"——" সখি! কি করিব? সকলই দৈবের বিড়ম্বনা, ইহা খণ্ডন করিতে কে পারে, কাহারও এমন সাধ্য নাই। কিন্তু আমার এই শেষ প্রার্থনাটী তোমায় রক্ষা করিতে হইবে। বৎস চন্দ্রকেতু জন্মাবধি তোমারই অনুগত এবং তুমিও ইহারে পু[illegible]র ন্যায় স্নেহ করিয়া থাক। অতএব ইহাকে আমি এক্ষণে তোমার হস্তে

নিক্ষেপ করিলাম, আজ অবধি তুমিই ইহার মাতা হইলে। সখি! চন্দ্রকেতু আমার প্রাণ অপেক্ষাও সমধিক স্নেহের পাত্র। কিন্তু এরূপ বিপদ সময় আমার নিকট থাকিলে কখনই আমি উহাকে রক্ষা করিতে পারিব না। নিশ্চয়ই বিপক্ষগণ উহাকে বিনষ্ট করিবে। কিন্তু তোমার নিকট থাকিলে কথঞ্চিৎ রক্ষার সম্ভাবনা।———”

কিন্তু অভাগিনী তাহার কি করিল? বুঝি এই অরণ্যমধ্যে দেবীর জীবন রত্নকে হারাইলাম। বেলা অবসান হইয়া আসিতেছে। রাত্রি কালে হিংস্র পশু সমাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে কি রূপে ইহার প্রাণরক্ষা করিব? দেবি! তোমার কিঙ্করী সেই বিপক্ষসমাকীর্ণ নগরী হইতে কথঞ্চিৎ ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াও অবশেষে বুঝি অরণ্যমধ্যে ইহার প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইল না। হায়! এই অনাশ্রয় অরণ্যমধ্যে কি রূপে এই দুরন্ত রজনী অতিবাহিত করিব? যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই গহন কানন। কি রূপে বৎসের প্রাণ রক্ষা হইবে; চন্দ্রলেখে! তুমিই সার্থক জীবন পরিগ্রহ করিয়াছিলে। নগরে থাকিতেই শুনিয়াছিলাম যে, তুমি বৎস হংসকেতুকে লইয়া নিরুপদ্রবে নগর উত্তীর্ণ হইয়াছ ও কোন ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ। অনায়াসেই দেবীর কনিষ্ঠ তনয়ের জীবনরক্ষায় সমর্থ হইবে. কিন্তু আমি এই দুস্তর অরণ্যমধ্যে কখনই কুমারের জীবন রক্ষায় সমর্থ হইব না। যুবতী যখন এইরূপ রোদন করিতেছে ও বিহ্বল ভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তখন ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে।

অপূর্ব্ব কারাবাস।

দ্বিতীয় স্তবক।

“———পীন-শ্রোণি পয়োধরাম্।
লক্ষয়িত্বা মৃগব্যাধঃ কামস্য বশমীযিবান্॥”
মহাভারত।

দিবাকর রমণীর করুণ বিলাপ শ্রবণে অসমর্থ হইয়াই যেন অরণ্যের অপর প্রান্ত আশ্রয় করিলেন, দিবাসতী পতির দুর্দ্দশা

দর্শনে ক্রমে মলিন হইতে লাগিলেন। সন্ধ্যাসখী হিমস্রুতিচ্ছলে অশ্রুবারি পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হস্তের মাল্যদাম হস্তেই অবস্থিত। কে পরিধান করিবে? দিবার আর সে দিন নাই, সে সময় নাই, এক্ষণে পতির দুঃখেই দুঃখিত, পতির দশা দর্শনেই ম্রিয়মাণ। রবিও শোকে তাপে ক্রমশ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, প্রভা প্রভাহীন, অনুমিতই হয় না। নির্ব্বাণের পূর্ব্ব ক্ষণে দীপশিখার ন্যায় দেহও বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি পরোপকারে বিরতি নাই। এরূপ হীনাবস্থাতেও স্বকরখচিত হেমমুকুটে পাদপশিখর অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন। রবির অনুমোদিত বিবেচনায় মলয় গিরি মৃদুমন্দ বীজনে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন, বিহঙ্গমগণ সুললিত সঙ্গীত সহকারে স্তুতিপাঠে প্রবৃত্ত হইল এবং মস্তকোপরি হীরক মণ্ডিত সুনীল চন্দ্রাতপ শোভা পাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুই চিরস্থায়ী নহে, কালের করাল নয়ন কাহারই চিরন্তন সৌন্দর্য্য দর্শনে সমর্থ হয় না। এই পৃথিবীমণ্ডলের সর্ব্বত্রই এই একের জয় অন্যের পরাজয়, একের সুখ, অন্যের দুঃখ ও একের অভ্যুদয় অন্যের বিপর্য্যয় নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে। ইহা দেখাইবার জন্যই যেন প্রভাকর-ভয়-পলায়িত গাঢ়তর অন্ধকার সময় পাইয়া ক্রমে বহির্গত হইতে লাগিল এবং প্রভাকর প্রদত্ত অনুগ্রহ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন পাদপ শিখর হইতে হেম মুকুট দূরে নিক্ষেপ করিল ও উহাদিগের ব্যবধান ভূমি পর্য্যন্ত অধিকার করিল। আশ্রয় দাতার বিপদ উপস্থিত হইলে আশ্রিতেরও তাহার অংশভাগী হইতে হয়; এই কারণেই রমণীর অন্তরেও অন্ধকার আস্পদ লাভ করিল।

রজনী উপস্থিত; অরণ্যও বিজন, রমণী ভয়ে বিহ্বল, মুখে বাক্য নাই; মনের স্থিরতা নাই, কোথায় আসিয়াছে, কোথায় যাইবে এক কালে এই বিবেচনা শূন্য। চকিত নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু কিছুই আর লক্ষ্য হয় না, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত, বনভূমি নিস্তব্ধ, কেবল মাত্র বায়ুর শন্ শন্ শব্দ

ও গিরিনির্ঝরিণী গণের পতন শব্দভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। অঙ্কস্থ বালকও অন্ধকারে কিছু দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। কে তাহাকে শান্ত করিবে? রমণী প্রায় চেতনাশূন্য। কিন্তু বালকের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিলে অচেতন পাষাণও যখন বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন যে তাহাতে একটী রমণীর কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইবে না! ইহা নিতান্ত অসম্ভব। জ্বালা সংক্রামিত ধূমসূত্র ধূমিত দশাকে কত ক্ষণ অনির্ব্বাপিত রাখিতে পারে?

রমণী বালকের করুণ বিলাপে আর স্থির থাকিতে পারিল না। অধীর ভাবে রোদন করিতে লাগিল। অবশেষে কতক শান্ত হইয়া বালককে শান্ত-ভাবে বলিতে লাগিল, বৎস! আর রোদন করিও না, তোমার করুণ বিলাপে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। ক্ষান্ত হও। রোদন করিয়া কি করিবে, সকলই দৈবের বিড়ম্বনা। দৈব প্রতিকূল হইলে লোকের নানা প্রকার দুর্ঘট ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, তিনিই সুখাসুখের নিদান। রমণী বালককে এই রূপ উপদেশ দিতেছে, কিন্তু কাতরতা বশত তাহারই মুখ হইতে নানা প্রকার অসংশ্লিষ্ট বাক্য বহির্গত হইতেছে। কখন তৎকালোপযোগী উত্তম উত্তম উপদেশ বাক্যে বালককে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, কখন বা করুণ স্বরে স্বয়ংই ভয়শোক জনিত বিলাপধ্বনি করিতে লাগিল। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে রমণী ভাবিল, যদিও দিবাভাগ কথঞ্চিৎ অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে রাত্রি উপস্থিত। রজনী যোগে নিশ্চয়ই বন্য জন্তুগণ বহির্গত হইবে এবং আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। কিন্তু এরূপ ক্লেশে বিজন অরণ্যে বাসাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। যুবতী এই নিশ্চয় করিয়া আপাতত শান্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার জীবনের সহিত কুমারের জীবন সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহা মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র এককালে অধীর হইয়া উঠিল। আর শান্তির বিষয় কি? প্রচণ্ড বাত্যাসহযোগে সলিল রাশি কোথায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে!

যুবতী আকুল হৃদয়ে চতুর্দ্দিক হিংস্র ময় দেখিতে লাগিল। কল্পনা দুর্দ্দৈবের উপদেশক্রমে শত শত পশুর আকার ধারণ করিয়া রমণীকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল; কিন্তু প্রকৃতের নামমাত্রও সে স্থলে উপস্থিত ছিল না। তাহারা রমণীর বন-প্রবেশের পূর্ব্বেই কিরাতগণের কোলাহলে ও শরবর্ষণে এই বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বনমধ্যে হিংস্র জন্তুর নামমাত্র নাই। হিংস্রের মধ্যে কেবল একমাত্র দুর্ভাগ্যই বিকট বেশ রমণীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে ও তাহার দুঃখে অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

রমণী যখন আপনার অঙ্কমধ্যে বালককে লুক্কায়িত করিয়া সামান্য শব্দেও জন্তুগণের আগমন আশঙ্কা করিতেছিল, তখন বনভূমির উত্তর প্রান্ত হইতে মনুষ্য কোলাহলের ন্যায় কোন শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। "কি শব্দ? বুঝি শত্রুগণ সমুদায় বিনষ্ট করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, এখান অবধিও আমাদের অন্বেষণে আসিতেছে; আগত প্রায়।" এই চিন্তা উদিতমাত্র রমণী ভয়ে অধীর হইয়া উঠিল। আকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই আর দেখা যায় না। পলায়নের ইচ্ছা থাকিলেও পালাইবার উপায় নাই। বৃক্ষলতাদি অন্ধকারে পরস্পর সংশ্লিষ্ট, স্থানটিও নিতান্ত অপরিচিত, তথাপি ক্ষান্ত নাই, বালককে অঞ্চলে আবৃত করিয়া আশ্রয় জন্য চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু যে দিকে গমন করে, সেই দিকেই বৃক্ষলতাদি গতি রোধ করিতেছে। তখন রমণী উপায়ান্তর না দেখিয়া রোদন করিতে করিতে কোলাহলের অভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়গণ! আমাদিগকে বিনাশ করিবেন না আমরা আপনাদিগের শরণ গ্রহণ করিলাম, দেবীর নিক্ষিপ্ত ধন হরণ করিবেন না। রমণী যখন করুণস্বরে এই কথা বলিতেছে, তখন সেই দিকে আলোক মালা দেখা যাইতে লাগিল, আলোক দর্শনে রমণীর কল্পিত নিশ্চয় স্থিরীকৃত হইল, "শত্রুগণই আসিতেছে, নতুবা এই দুর্গম অরণ্যমধ্যে এই

রজনীযোগে কে আসিবে" রমণী কি আর স্থির থাকিতে পারে? অস্পন্দের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত।

ক্রমে আলোক মালা নিকট বর্ত্তী। কোলাহল গগনতল স্পর্শ করিয়াছে ও সুখপ্রসুপ্ত বিহঙ্গম গণের আর্ত্তস্বরে বনভাগ আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে, রমণী ভয় বিক লিত নয়নে আলোকের দিকে অল্পে অল্পে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে দেখিতে পাইল, বিকটাকার অসংখ্য মানব মসাল হস্তে সেই দিকে আগমন করিতেছে, দেখিবা মাত্র রমণী স্পন্দহীন শরীরে সাড় নাই, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, কি! এককালে চেতনাশূন্য? সে আকার দর্শন করিলে যখন সাহসী পুরুষেরও শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়, তখন যে একটী অবলা বিচেতিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

পাঠক! পূর্ব্বে যে কিরাত সৈন্যের কথা শুনিয়াছিলে, এই সেই মৃগয়াপ্রতিনিবৃত্ত কিরাতসৈন্য, ইহারা সমস্ত দিবস বনমধ্যে আপনাদিগের মৃগয়াকুতূহল চরিতার্থ করিয়া এক্ষণে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছে। ভীষণকায় কুক্কুর গণ আমোদে ক্রীড়া করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে প্রধাবিত। কেহ দৌড়িতেছে, কেহবা তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছে, ক্রমে রমণীর আশ্রিত তরুতলের সম্মুখীন। রমণী চেতনশূন্য, অবশদেহ বৃক্ষমূলে পতিত। কুক্কুরগণ আমিষগন্ধের অনুসারে সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু মানবাকার দর্শনে কোনপ্রকার হিংসা না করিয়া গাত্র আঘ্রাণ করিতে লাগিল।

ক্রমে কিরাত গণ সেই স্থলে আগমন পূর্ব্বক সেই অনুপম সৌন্দর্য্য শালিনী কামিনীকে অকস্মাৎ বৃক্ষমূলে শয়ান দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, একি, এরূপ রূপসম্পন্না কামিনী ত কখন নয়নগোচর করি নাই। কোথা হইতে এ সৌন্দর্য্য রাশি উপস্থিত হইল। এই কথা শ্রবণে অন্যান্য কিরাতগণ ও পরে দলপতিও সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন, সকলেই বিস্মিত, কেহ কিছুই নিরূপণ করিতে পারিতেছে না। দলপতি কামিনীর নিকটবর্ত্তী হইয়া ও আলোক দ্বারা সমুদায় অ-

বলোকন করিয়া ভাবিলেন, কোন সম্ভ্রান্তকুল-কামিনী দস্যু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া এই স্থলে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু লাবণ্যজ্যোতিতে মৃতের ন্যায় বোধ হইতেছে না। অথচ নিশ্চেষ্ট, জ্ঞান নাই। গাত্রে হস্তপ্রদান করিতেছি, ইহাতেও কিছু বলিতেছে না। শ্বাসও বহিতেছে। ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য। কোন্ যুবতী কামিনী অপরিচিত পুরুষের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে? কিন্তু এ যুবতী তাহাতেও কিছু বলিতেছে না। তবে কি কোন কুহকিনী আমাদের ছলিবার আশয়ে এই বিজন বনে মায়াজাল বিস্তার করিয়া শয়ান রহিয়াছে? এত কলরবে যে নিদ্রিতের নিদ্রার অপগম হইবে না, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। যাহা হউক, ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া উহারে সচেতন করিবার মানসে নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই চেতিত করিতে না পারিয়া এক জন অনুচরকে বলিলেন, দেখ, কামিনী কিছুতেই চেতনা লাভ করিল না, অথচ জীবিতের ন্যায় বোধ হইতেছে, বোধ হয়, যত্ন করিলে অবশ্যই চেতনা লাভ করিবে। আকৃতি দর্শনে বোধ হইতেছে, কামিনী কোন সম্ভ্রান্ত কুলোৎপন্না, কোন বিপদ্‌বশতই এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, যাহাতে অবিলম্বে চেতনা লাভ করে, তাহাতে সচেষ্ট হও, কামিনীকে স্পর্শ করা অবধি আমার শরীর বিবশ হইয়া আসিতেছে। ইহার চেতনা ভিন্ন আমাকেও উহার দশা ভোগ করিতে হইবে।

অনুচর আদেশমাত্র শুশ্রূষাপগমের জন্য রমণীর বস্ত্রাদি কথঞ্চিৎ অপসৃত করাতে দেখিতে পাইল, এক সুকুমার কুমার অঞ্চলে আবৃত হইয়াছে। মুখে বাক্য নাই, ভয়ে আড়ষ্ট, কেবল নয়নপ্রান্ত হইতে অবিরল অশ্রু জল নির্গত হইতেছে। যদিও ভয়শোকে মলিন, তথাপি সেরূপ অপরূপ রূপ কখন তাহার নয়নগোচর হয় নাই। বালককে দেখিবামাত্র অনুচর আমোদে পুলকিত হইয়া দলপতিকে বলিল, মহাশয়! বুদ্ধদেব আপনার প্রতি নিতান্ত সানুগ্রহ। যদিও অনুপম রূপসম্পন্না কামিনী অদ্যাপি

চেতনালাভে সমর্থ হন নাই; তথাপি তাঁহা হইতেও সমধিক প্রিয়তর অন্য বস্তু আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। আপনি যে বস্তুতে বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা আক্ষেপ করিতেন, সংসারকে অসার ভাবিতেন ও আপনার অপরিসীম ঐশ্বর্য্য রাশিতে কোন্ ব্যক্তি অধিকারী হইবে? বলিয়া সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন, বুদ্ধদেবের অনুগ্রহে আজ আপনার সেই মনোদুঃখ নিবারিত হইল। দেখুন, কিরূপ অপূর্ব্ব কুমার-রত্ন আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বলিয়া কুমারটীকে দলপতির হস্তে প্রদান করিল। কুমার কিরাত হস্তগত হইবামাত্রই ভয়বিস্ময়ে কাঁদিয়া উঠিল ও কিরাতপতির মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। দলপতির শান্তবাক্য নিরর্থক, কিছুতেই বালক রোদন হইতে ক্ষান্ত হইতেছে না। রমণীর নিকট যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

ক্রমে অনুচর গণের যত্নে রমণীর মোহ অপনীত হইলে কিরাতপতি সেই রমণীকে জীবিত ও উহার দেহ স্পন্দিত হইতে দেখিয়া আহ্লাদে চৈতন্য-রহিতের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। দেহে বল নাই, চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। কি করিবেন, কি করিলে রমণী সন্তুষ্ট হন ও তাঁহার অনুগামিনী হন, এই ভাবনা যেন তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল; কিন্তু বলিবার সামর্থ্য নাই; উপায় নির্দ্ধারণেও অক্ষম, দৃষ্টি পলকহীন—রমণীমুখেই নিপতিত রহিয়াছে, কিন্তু দর্শনে অসমর্থ। বালক কিরাতপতির হস্তবেষ্টনী ক্রমে শিথিলিত দেখিয়া অবরোহণ পূর্ব্বক যুবতীর নিকট গমন করিল। মাতৃ সম্বোধনে আহ্বান করিতেছে—ভ্রূক্ষেপ নাই, উত্তর নাই, স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় দেখিতেছে, নাও দেখিতেছে। নয়ন বিকশিত রহিয়াছে, কিন্তু কিছুমাত্র চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে না। কুমার বাক্যের উত্তর না পাইয়া যুবতীর অঙ্কে আসীন হইয়া রোদন করিতে লাগিল। রমণী বালকের করুণ বিলাপে চমকিতের ন্যায়, বিস্মিতের ন্যায়, ভয়াকুলিতের ন্যায় সহসা উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল; মোহাবেশ অপনীত হওয়াতে পূর্ব্বভাব ক্রমশ স্মৃতি-

পথে উদিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে স্বপ্নের ন্যায় যাহা দেখিতে ছিল, এখন প্রত্যক্ষেই তাহা দেখিতে লাগিল। কি ভয়ঙ্কর! কালান্তক যম সদৃশ অসংখ্য বন্য পশুতে চতুর্দ্দিক পরিবৃত রহিয়াছে। উহাদিগের পৃষ্ঠের এক ভাগে মাংস ভার ঝুলিতেছে, অন্য ভাগে তূণীর ও বাণাসন, এক হস্তে প্রজ্বলিত মশাল, অন্য হস্তে পথরোধক বৃক্ষলতাদির কর্ত্তন জন্য সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরী, মুখমণ্ডল নানা বর্ণে চিত্রিত, গাত্রভাগ পশুচর্ম্মে আবৃত, পদতল উষ্ট্রচর্ম্ম নির্ম্মিত পাদুকায় সংস্থাদিত ও কটিদেশ নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্রে সমলঙ্কৃত। কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! একটী সুখোচিত কামিনী যুবতী কামিনী যে এরূপ অবস্থায় কিরূপ কাতর হইবে, তাহা পাঠক বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিতেছেন, কিন্তু আমাদিগের যুবতী ততদূর ভীরুস্বভাব ছিল না, এই কারণে তখনও চেতনা ধারণে ও উচিতমত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সক্ষম হইয়াছিল।

কিরাতপতি সেই সৌন্দর্য্য রাশিকে এককালে উপবিষ্ট দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অধীর হইয়া উঠিলেন। কি করিবেন, মানস নিতান্ত চঞ্চল, কেবল মাত্র রমণীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, সুন্দরি! কি বলিব, বলিবার সামর্থ্য নাই। তোমার দর্শন মাত্র আমার বলবুদ্ধি অপহৃত হইয়াছে, নয়ন মন তোমার রূপ রাশিতে নিমগ্ন হইয়াছে। কিছুরই স্থিরতা নাই, বলিবার বিষয় কি? তবে এই মাত্র বলিবার ক্ষমতা আছে যে, অদ্যাবধি এই নিরাশ্রয় তোমার শরণাপন্ন হইল, এই আমার অনুচরবর্গ আজ অবধি তোমার আজ্ঞাবহ হইল, সুখপূর্ণ কিরাতরাজ্য তোমারই এক মাত্র আজ্ঞাধীন হইল। এক্ষণে ঐ বদন সুধাকর হইতে সুধামাখা অনুকূল বাক্য নিঃসৃত হইলেই এই দাসদাসের নয়ন মন ধন রাজ্য চরিতার্থ হয়, নতুবা এই কর্ত্তরী এই ক্ষণেই অধম শোণিতে তোমার পদতল দূষিত করিবে। সুন্দরি! বদনাবরণ মোচন কর, সম্পূর্ণ মণ্ডল শশধর কি মেঘাবরণের উপযুক্ত? সৌদামিনী স্পর্শে

করতল্ অনবরত কম্পিত হইতেছে, হৃদয় অস্থির হইয়াছে। বাক্ পথাতীত অবস্থা উপভোগ করিতেছি, কে বলিবে? যে ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও এইরূপ অবস্থা উপভোগ করিয়াছে, সেই জানে যে, অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অনুপম রূপলাবণ্য-সম্পান্না যুবতী কামিনীর অঙ্গ স্পর্শ কতদূর ভয়ঙ্কর! করতল পদতল হইতে বিশ্লিষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই, শুষ্ক অলাতে বহ্নি সংযুক্ত হইলে বিযুক্ত করা নিতান্ত সুকঠিন। হৃদয় বিদীর্ণ-প্রায়। অসহ্য বেদনাকুঠার হৃদয়গ্রন্থিতে অবিরত আঘাত করিতেছে। আর সহ্য হয় না। সুন্দরি! তোমার কেবলমাত্র কোমল পদতল স্পর্শেই দেহ মন হৃদয় এইরূপ আকুল হইয়া উঠিয়াছে, আত্মপর বিবেচনা শূন্য হইয়াছে, অনবরত কম্পিত হইতেছে। জানিনা তোমার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ কিরূপ ভয়ঙ্কর! যাহা মনে উদিত হইলেও প্রাণকে আকুলিত করে, তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিরূপে উপভুক্ত হইতে পারে? এই বিশ্বসংসার মধ্যে এমন কি কোন বীর পুরুষ অবস্থিত আছে? যে তোমার সর্ব্বাঙ্গস্পর্শে আত্মাকে সুখিত করিয়া চেতনা ধারণে সক্ষম হইয়াছে?

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যখন তোমার ঐ মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইবে, তখন কখনই এই দেহ সচেতন থাকিবে না। সুন্দরি! সেই বিচেতন অবস্থাও যে কিরাতপতির কতদূর প্রার্থনীয়, কত যে অনুপম সন্তোষপ্রদ, কত যে বিমল আনন্দ সম্পাদক, তাহা এই মন চিরজীবন কাল চিন্তা করিলেও অনুভব করিতে পারে না। আহা! ও বদনের প্রেম মাখা সুমধুর হাস্য যে এক মুহূর্ত্তের জন্য দর্শন করিয়াছে, সেই ধন্য, তাহার জন্মই সার্থক, সেই স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছে, এই আকর্ণ বিসারিত লোচনে যখন কটাক্ষ সংযোজিত হয়, তখন কি ধরামধ্যে শারীরিক বলের নামমাত্র শোনা যাইতে পারে? কন্দর্প কি তখনও স্বকীয় বাণাসন ধারণে সক্ষম হন? এই সুনীল কুঞ্চিত কেশপাশ পীতলোহিত স্থূলোন্নত গণ্ডদেশে পতিত রহিয়াছে, ইহা স্বপ্নে সন্দর্শন করিলেও কি মনুষ্য চেতিত থাকিতে পারে?

এই আরক্ত ওষ্ঠাধর যখন তাম্বূল-রাগে রঞ্জিত হয়, তখন কাম-হুতাশন কাহার না অন্তরকে ভস্মীভূত করে?—স্থির দৃষ্টি, পলকহীন কপোলে স্বেদজল বিনির্গত হইতেছে। সুন্দরি! অনুমতি কর, একবারের জন্য, চিরজীবনের মধ্যে একবারের জন্য তোমার বদন কমল মুছাইয়া দিই, শরীর পবিত্র করি, হস্তের সার্থকতা বিধান করি, জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করি! অনুমতি কর। আঃ—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? বলিতে বলিতে কিরাতপতির কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল, মুখে অস্পষ্ট বাক্য বিনির্গম—কই তাও আর শুনা যায় না, অবিরল ঘর্ম্ম জল বহিতেছে, গ্রীবাদেশ বলহীন, দৃষ্টি সঙ্কুচিত, এ কি? মূর্চ্ছার পূর্ব্ব লক্ষণ? দেখিতে দেখিতে কিরাতপতি অবশদেহে অনাবৃত অপরিষ্কৃত ভূমিতলে পতিত হইলেন।

"কি হইল, কি হইল, কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশি! কুহকিনি! কি সর্ব্বনাশ করিলি, ইনি তোর কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন? তোর স্পর্শও যে এত ভয়ঙ্কর, অগ্রে ইহা জানিলে কখনই ইঁহাকে স্পর্শ করিতে দিতাম না। হায় কি হইল, অপরিমিত বলবীর্য্য সম্পন্ন সাহসরাশি কিরাতনাথ একটা কামিনীর স্পর্শে গতচেতন হইলেন। হতভাগিনি! যাহাতে আমাদিগের দলপতি শীঘ্র চেতনা লাভ করেন, তাহা কর, নতুবা এই শত শত সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরী তোর সমক্ষেই তোর প্রিয় কুমারকে খণ্ডিত করিয়া তোকে নিধন করিবে।" চতুর্দ্দিক হইতে বজ্রনির্ঘোষ সম এই দারুণ বাক্য সমুত্থিত হইল।

শুনিবামাত্র রমণী মূর্চ্ছিতপ্রায়। মুখে বাক্য নাই, নয়ন হইতে দর দর জলধারা পতিত হইতেছে। কি করিবে, কি করিলে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে, এই চিন্তা যুবতীর হৃদয় মধ্যে উদিত হইল বটে। কিন্তু কে উপায় নির্দ্ধারণ করিবে? এইরূপ বিপৎপরম্পরা কোন্ রমণী কোন্ বীরপুরুষ সহ্য করিতে পারে? রমণী অধীর ভাবে রোদন করিতে লাগিল ও উহাদিগের মুখের দিকে সভয়দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল আর অনুনয় বিনয়ের সময় নাই। যমদূত সদৃশ কিরাত-

দল অনুনয় বিনয়ে বশীভূত হই-বার নহে। দল হইতে ঘন ঘন পূর্ব্বোক্ত বাক্য বিনির্গত হইতেছে, যুবতী উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিল, মহাশয়গণ ! স্থির হউন, আমি আপনাদিগের অধিপতির চৈতন্য সম্পাদনে চেষ্টা করি-তেছি। "এখনিই কর্, নতুবা অবিলম্বে উচিত প্রতিফল পা-ইবি" রমণী কি করে, দলপতির চৈতন্যসম্পাদনার্থে উহাকে অ-গত্যা যত্ন গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু চৈতন্যাধানের উপকরণ কিছুই নাই, কিসে চৈতন্য সম্পা-দিত হইবে ! কিন্তু এরূপ যুবতী কামিনীর একটী যুবককে চেতিত করিবার উপকরণের অভাব কি ?

যুবতীর কোমল করতল কি-রাতপতির অঙ্গে পদ্মদলের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইল, নিঃশ্বাস পবন বীজন সদৃশ হইল, নয়ন জল বারিসেকের কার্য্য সম্পাদন ক-রিতে লাগিল এবং কোমল বচন পরম্পরা পরস্পর সংলগ্ন দন্তপং-ক্তির কথা দূরে থাকুক্ হৃদয়গ্র-ন্থিরও বিদারণক্ষম হইয়া উঠিল। এরূপ উপকরণসমবায় একত্রিত হইলে যখন পাষাণও অঙ্কুরিত হয়, তখন কি উহাতে একটী সামান্য মনুষ্যদেহ চেতিত হইবে না ? কিরাতপতি ! তুমিই ধন্য ! তোমার মোহই তোমার সুখের নি-দান। তোমার সমতুল্য ব্যক্তি যাহা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারে না, তাহা তুমি সামান্য মোহের বশী-ভূত হইয়াই উপভোগ করিলে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সুখ তুমি বহুক্ষণ ভোগ করিতে পারিলে না, তোমার দেহ স্প-ন্দিত হইতেছে, অবিলম্বেই চে-তিত হইবে।

দেখিতে দেখিতে কিরাতপ-তির দেহে চৈতন্যাধান হইল, রমণীর শুশ্রূষার সহিত মোহও অ-পনীত হইল। কিরাতনাথ কিরা-তগণের জয় ধ্বনির সহিত গাত্রো-ত্থান করিবামাত্র যুবতীর অন্তরে কুমারের জীবন নাশের বিরুদ্ধে সতীত্বনাশের আশঙ্কা পুনরায় উ-দ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিরাতপতি যুবতীকে সম্মুখে দেখিয়া মোহ-জনিত কষ্ট কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। অনুপম সন্তোষ-বেগ বদন-বেলা অতিক্রম করিয়া হাস্যরূপে চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিতে লাগিল। কিন্তু যুবতীর জীর্ণপ্রায়

সতীত্ব কুটীর উহার বেগে কম্পিত হইতে লাগিল।

কিরাতপতি যুবতীকে ম্রিয়মাণ ও লজ্জাভয়ে উহার নয়ন বদন সঙ্কুচিত দেখিয়া বলিল, সুন্দরি! ভয় নাই, আমার সহিত আমার আশ্রয়ে চল। এই ভীষণ অরণ্য মনুষ্যের আবাসযোগ্য নহে। রাত্রিও অধিক হইয়াছে। হিংস্র জন্তুগণ অদ্য আমাদিগের শরপাত ভয়ে অন্যত্র গমন করিয়াছে, কিন্তু অবিলম্বেই এই স্থলে আগমন করিবে ও তোমাদের জীবন সংহার করিবে।

যুবতী কিরাতপতির ভাবভঙ্গি দর্শনে ভীত হইল বটে, কিন্তু লোকালয় ভিন্ন কুমারের প্রাণ রক্ষা নিতান্ত সুকঠিন বিবেচনা করিয়া বলিল, মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য, এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে অবস্থান করিলে কখনই আমাদিগের প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা নাই। বিশেষত যে স্থান জন্মেও দেখি নাই, সে স্থানে এক কালে বাস করা কখনই সাধ্যপর নহে। থাকিলেই বা কে আমাদিগের আহারাদি আহরণ করিয়া দিবে? ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুর হস্তে পতিত হইলে কে বা আমাদিগকে উদ্ধার করিবে? সকলই বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু কুলকামিনীর সতীত্বনাশাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। কলঙ্কিত দেহে মুহূর্ত্তের জন্যও জীবন ধারণে আমার অভিলাষ নাই। শত শত বন্যপশুতে আমার দেহ খণ্ডিত করুক, তাহাতেও শ্লাঘা বিবেচনা করিব। যদিও শোকে তাপে আমার মন নিতান্ত ক্লিষ্ট রহিয়াছে, তথাপি "প্রভুর উপকারের জন্যই আমাকে এরূপ দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে," ইহা মনোমধ্যে উদিত হইলে এই কষ্ট কষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় না, বরং আহ্লাদে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। কিন্তু আপনার বাক্য শ্রবণে আমার পূর্ব্ব-কষ্ট সামান্য জ্ঞান হইতেছে। সন্তুষ্ট মনে অসুখের কারণ নিতান্ত অসহ্য; যে সৎকার্য্যের আমোদ উপভোগ করিয়াছে, কি করিতেছে, তাহার কর্ণে কুৎসিত কার্য্যের নাম মাত্রও উঠিলে নিতান্ত পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন, লোকালয় গমনে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। বরং

এই বালকটী আমি আপনাকে প্রদান করিতেছি, আপনি পুত্রের ন্যায় ইহাকে লালন পালন করিলে অবশ্যই এ আপনার বাধ্য হইবে ও অসময়ে প্রিয়কার্য্য সাধনাদি দ্বারা আপনার যথেষ্ট সন্তোষ প্রদান করিবে।

উত্তর ঝটিকায় আশারজ্জু ছিন্ন হইল, মানসতরী নৈরাশ্য সাগরের মধ্যদেশে ঘূর্ণিত হইতেছে, কাম নাবিক ছিন্নগুণ হস্তে তীরেই দণ্ডায়মান।—অপ্রস্তুত, বলহীন, নৌকার প্রতি একদৃষ্টেই চাহিয়া রহিয়াছে, রক্ষার সামর্থ্য নাই। আরোহী দূরে অবস্থিত, অধিপতি ম্রিয়মাণ। চেতনারহিতের ন্যায় কি দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সেই বাত্যার আন্দোলনে জীর্ণ তরী ভগ্ন হইল। যাহার সাহায্যে তিনি এত দূর-পথে আনীত হইয়াছিলেন, সে কোথায়? ছিন্নরজ্জু গ্রহণ করিয়াই কি পলায়ন করিয়াছে? কি কষ্ট! অধিপতি নৌকার ফলকমাত্র অবলম্বন করিয়া সাগরে মগ্নোন্মগ্ন হইতেছেন। কে সাহায্য করিবে? ধৈর্য্য-ছোট দূরে ভাসিতেছে, তরীস্বামী ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। পারিতেন কি না তারও সন্দেহ থাকিত, যদি দক্ষিণ বায়ু না প্রবাহিত হইত।

কিরাত পতি অতি কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন সুন্দরি! যদিও আমরা নীচ বংশোদ্ভব, যদিও আমাদের আকার প্রকার অতি জঘন্য; তথাপি আমাদিগের মানস তাদৃশ জঘন্য নহে, সত্য পথ হইতে বিচ্যুত করা আমাদিগের ধর্ম্ম নহে, কোন অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আমাদিগের মনেও গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। তবে যৌবন কাল অতি বিষম কাল, এই কালে লোকের অন্তর কন্দর্পের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকে, কন্দর্প মনে করিলেই উহাকে যথা ইচ্ছা তথায় লইয়া যায় ও নানা প্রকার কষ্ট প্রদান করে। সেই কারণেই আমি এইরূপ উন্মাদিত হইয়াছিলাম, বোধ করি সকলকেই কোন না কোন সময়ে এইরূপ অবস্থা উপভোগ করিতে হইতেছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মনোত্তমা।

১৯২ পৃষ্ঠার পর।

প্রিয়ে! তুমি যেরূপ উপদেশ দিতে জান; ও যেরূপ বিদ্যাবতী হইয়াছ, তাহাতে অবশ্যই কোন না কোন উপায় স্থির করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে। সাধে কি লোকে বিদ্যাবতী কামিনীর পাণি গ্রহণ করে? সাধে কি লোকে বিদ্যাবতীর পতি হইতে আগ্রহ পায়? এবং সাধে কি লোকে এই অমূল্য নিধি প্রাপ্তির কামনা করে? অবশ্যই কখন না কখন অসময়ে কাজে দেখেই দেখে সন্দেহ নাই। সেই রূপ তুমি আমার অদৃষ্টক্রমে যেরূপ গুণবতী হইয়াছ, তাহাতে অবশ্যই আমার বিপৎ সময়ে কাজে লাগিবে। মনোত্তমা কহিলেন নাথ! কেন আমারে বারংবার অপরাধিনী করেন?—এই কথা বলিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে বিবেচনা করিলেন যে, এই রূপ শ্লেষোক্তি সহ্য করিয়া নিরুত্তর হইয়া থাকাও ভাল নহে। বিষয় বুঝিয়া কথঞ্চিৎ উত্তর করিতে হইল। ইহা ভাবিয়া কহিলেন, নাথ! আপনি যখন আমারে অভয় দিয়াছেন, তখন আর ভয় কি? অসঙ্কুচিত চিত্তে আরো কিছু বলিব। দেখুন! আমি অবলা। স্ত্রীলোকের ন্যায় নিঃসহায়িনী এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। পতিই অবলাগণের এক মাত্র সহায় ও আশ্রয়। আপনি জ্ঞানবান্ হইয়া অকারণে কেন আমারে অপরাধিনী করেন?

বিবেচনা করুন, কামিনীগণের বিদ্যা শিক্ষা ধনোপার্জ্জনের কারণ নহে। যথাসম্ভব নীতি শিক্ষা করিয়া পরিবার প্রতিপালন ও পুত্রকন্যা লালন পালন, গৃহকার্য্যের তত্ত্বাবধান ও পতিশুশ্রূষা প্রভৃতি কর্ম্মের অনেক আনুকূল্য হয় বলিয়া লোকে বালিকাগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। পুরুষের পক্ষে অর্থকরী ও জ্ঞানকরী দুই প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করাই বিধেয়; কিন্তু রমণীগণ শেষোক্ত বিদ্যার যথোচিত আলোচনা করিলেই যথেষ্ট উপকার দর্শিতে পারে। নীলব্রত কহিলেন শোভনে! স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছ, স্ত্রীলোকের গৃহকার্য্য; পুত্রকন্যা প্রতিপালন প্রভৃতি কর্ম্ম তুমি যেরূপ করিতে জান, এপাড়ার মূর্খ রমণীরা কি সেরূপ করিতে পারিতেছে না? তাহাদের তাদৃশ কার্য্যের সাহায্যার্থে কি তোমারে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতে হয়?

এই রূপ কথায় কথায় ক্রোধ রিপু অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বোধ হয় যেন, দশনাগ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, চক্ষুর্দ্বয় যেন জবা কুসুমের ন্যায় আরক্ত হইয়াছে; নাসারন্ধ্র হইতে যেন, বহ্নির উত্তাপ নির্গত হইতেছে। এইরূপ ক্রোধ চণ্ডালের বশবর্ত্তী হইয়া রোষকষায়িত লোচনে কহিলেন,—রে দুর্ব্বিনীতে! তোর এই মোহনীয় জালে কি আমি প্রতারিত হইব? রে ধর্ম্মঘাতিনী পাপী-

য়সি! এই প্রকার যাদুমন্ত্রে কি আমারে ভুলাইতে পারিবি? ধিক্ নারীদাস মানবকে ধিক্। নির্ব্বোধেরা তোর কথার প্রতি বিশ্বাস করুক। মূঢ়েরাই ঐ কথার প্রতি বিশ্বাস করিয়া কুমারীগণকে বিদ্যালয়ে দিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিউক। রমণীগণকে ঐরূপ জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া, আর যথেচ্ছাচরণ করিবার পথ দেখাইয়া দেওয়া এই উভয়ই তুল্য। হা কুলকণ্টকি! থাক্ এই দুষ্প্রবৃত্তি পথেই থাক্। এই কথা বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। মনোত্তমা এই অকাল গর্জ্জন দেখিয়া একেবারে অবাক হইলেন। ভাবিলেন, কি সর্ব্বনাশ! ইঁহার যেরূপ চিত্তবিকার দেখিতেছি, তাহাতে ইঁহার মনোমন্দির হইতে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার কোন কালে যে দূরীকৃত হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবনা করা যায় না। লাভে হইতে আমারে স্বেচ্ছাচারিণী অনুমান করিয়া গেলেন। হিতকথা বুঝাইতে গিয়া উত্তম পুরস্কার লাভ হইল। কি বিপদ্! কালধর্ম্মে সকলিই বিপরীত!

আহা! সুকুমার কামিনীজনের অন্তঃকরণ কি সন্দেহপ্রবণ! বিশেষতঃ মনোত্তমা বিদ্যাবতী না হইলে কখনই পতির তাদৃশ কটু বাক্য সহ্য করিতে পারিতেন না। অতএব রমণীজাতির জ্ঞানশিক্ষা যে, কত অংশে উপকারিণী ও অশিক্ষিত মূঢ় পুরুষেরা যে, কি পর্য্যন্ত অনর্থ উৎপাদক, তদ্বিষয়ে এই উদাহরণই স্পষ্ট সাক্ষ্য

দিতেছে। মনোত্তমা ঐ রূপ বীভৎস ব্যবহার দেখিয়াই যে, উপযুক্ত সময় পাইলে উপদেশ দিতে বিরত হইবেন, এমত ভগ্নোৎসাহ হন নাই। কহিতেন, দেখি যদি কোন রকমে কিছু স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারি; ইহা মনে ভাবিয়া পতির আগমন প্রতীক্ষায় অতি মৃদুভাবে ম্লান মুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রায় এক পক্ষ অতীত হইল, পতিসমাগম লাভ করিতে পারিলেন না দেখিয়া মনে মনে অতিশয় দুঃখিত থাকেন, কিন্তু এরূপ সাবধান যে, অন্যে তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না। যৎকালে অনেকের নিকটবর্ত্তিনী থাকেন, তখন তাঁহার মনোগত ভাব এমনি কৌশল করিয়া গোপন করেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া কেহই হাস্য নিবারণ করিতে পারে না। যৎকালে কেহ নিকটে না থাকে, তখন পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া ভাবনায় নিমগ্ন হন। নির্জ্জনে একাকিনী নিরবলম্বনে বসিয়া থাকিলেই মনে এক প্রকার অভিমানের উদয় হয়। তদানুসঙ্গিক চিন্তাও আসিয়া আশ্রয় করে। বাম করতলে বামগণ্ড সংস্থাপিত করিয়া অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন। মনোত্তমার তদানীন্তন মধুর মূর্ত্তি ও বাষ্পপূর্ণ নেত্রদ্বয় অবলোকন করিলে মনে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। বোধ হয় যেন, পূর্ণচন্দ্র পাণ্ডুবর্ণ মেঘাবৃত হওয়াতে চক্ষূরূপ চকোরীযুগল সকাতরে রোদন করিতেছে। হায়!

প্রণয় পরাঙ্মুখ নির্ব্বোধ যুব জনের হৃদয় কি নিদারুণ! তাহাদের বক্ষঃস্থল পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। তাহারা যে, কেবল প্রণয় পাশচ্ছেদন করিয়াই নিরস্ত হয়, এমত নহে, সুকোমলস্বভাব তরুণীগণের তরুণ আশালতার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিতে চেষ্টা পায়। রমণীগণের উচ্ছেদ দশাকে আহ্বান করিবার ঐ এক ভয়ঙ্কর বিকার। তাহা নিরাকরণের অন্য ঔষধ প্রায়ই নাই। হায়! দম্পতীর কি দুর্দ্দশা! দাম্পত্য প্রণয়ের কি দুরবস্থা! আহা! মনোত্তমা যখন পতিকৃত অপমান ও সংসারের ভাবী আপৎপাতের বিষয় চিন্তাকরত সন্তাপ সলিলে নিমগ্ন হইতে থাকেন, যখন তাঁহার কুরঙ্গ নেত্রযুগল হইতে মুক্তা কলাপের ন্যায় নীরধারা পতিত হইয়া গণ্ডস্থল অতিক্রম করত হৃদয়কে প্লাবিত করিতে থাকে, তখন তাহা নয়নগোচর করিয়া কোন্ পাষাণহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার না হয়? পাপমতি নীলব্রত সততই কুসঙ্গে রত। মনোত্তমার সহিত সে দিন কথান্তর হওয়া অবধি বনে বনেই ভ্রমণ করিতেন, কখন কখন লোকালয়ে আসিয়া গণিকাগণের নিকটে মনোত্তমার অকারণ নিন্দাবাদ করিয়া তাহাদের প্রণয়ভাজন হইতে চেষ্টা পাইতেন। নিরবধি অনাহারে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া আসিল। এক দিন বেলা দুই প্রহরের সময়, যৎকালে দিনমণির উত্তাপে চারি দিক প্রাণিশূন্য প্রান্তরের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে,

পূর্ব্ব দিক্ যেন প্রিয়বিরহে কোপ প্রদর্শন করত দিগ্-দাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, পশ্চিম দিক্ যেন হস্ত বিস্তার করিয়া দিবাকরের কর আকর্ষণ করিতেছে, গগণমণ্ডল যেন জ্বলিতেছে, সহসা মরীচিকা দৃষ্টি করিলে মৃগতৃষ্টার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত নহে, এমন সময়ে নীলব্রত একাকী এক উদ্যানস্থ বিটপিসন্নিহিত পর্ণকুটীরে বসিয়া এক একবার পত্নীর আচরণের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, কত প্রকার অনিষ্ট কল্পনা করিতেছেন, কখন বা মনোত্তমার সদুপদেশ বাক্য পর্য্যালোচনা করিয়া কতই আশঙ্কা করিতেছেন। ইত্যবসরে তাঁহার সহযোগী দুই বান্ধব ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। এবং আতপজনিত শ্রান্তিদূর করিবার আশয়ে নীলব্রতের কুটীরদ্বারস্থিত তরুচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ গৃহমধ্যে নীলব্রতকে সচিন্তমনা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং অলক্ষিত রূপে তাঁহার বনগমনের কারণ কি, পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। কহিলেন, এই জন্যই বোধ হয়, উঁহাকে আর সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই রূপ উভয়ে বিতণ্ডা করিয়া নীলব্রতকে সম্বোধন করত কহিলেন, বয়স্য! একি? তুমি আমাদিগকে না বলিয়া কবে এ-স্থানে আসিয়াছ? এই বিজন বনে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছ? একে এই উত্তাপের সময়, তাহাতে

নিবিড় বন, একি অবস্থানের উপযুক্ত স্থান? তোমার শরীর যে একেবারে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে? হঠাৎ দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। তোমার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, কোন দুঃসহ ভাবনা তোমাকে আক্রমণ করিয়াছে। এ অবস্থা দেখিয়া আমরা কোন ক্রমেই মনকে সুস্থির করিতে সমর্থ নহি। প্রিয় সুহৃদের ম্লানমুখ আমাদিগকে এই মধ্যাহ্নকালীন প্রখর রবিকিরণ অপেক্ষাও কাতর করিতেছে। নীলব্রত সচকিত মনে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন এবং সহসা বান্ধবসমাগম লাভ করিয়া মনে মনে আপনাকে সৌভাগ্যশালীও জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। ক্ষণকাল পরে বন্ধুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,বয়স্য! এক্ষণে কোথায় গমন হইয়াছিল, এবং কোথা হইতে আশা হইতেছে, আর কোথাই বা যাইবে? তাঁহারা উত্তর করিলেন, বন্ধো! আমরা কানন পরিভ্রমণেই বহির্গত হইয়া দৈবাৎ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। অন্য কোন অভিলষিত প্রদেশে গমন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে তোমার এই বিষণ্ন আকার আমাদিগকে অত্যন্ত যাতনা দিতেছে। ত্বরায় আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পরিতৃপ্ত কর। নীলব্রত কহিলেন, বন্ধো! তোমরা এই স্থানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম কর, আমি আমার অদৃষ্ট বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি। অথবা তাহা

শুনিয়াই বা কি হইবে? যদি একান্তই না শুনিলে নহে, তবে শ্রবণ কর। তদনন্তর তিন জনে একত্রে উপবেশন করিলে নীলব্রত কহিলেন, বয়স্য! জানই ত আমি সেই পাপিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া অবধি কত অসুখেই কালক্ষেপ করিতেছি।—তাঁহারা এই কথা শুনিয়াই মনে করিলেন, উঃ! ইনি অতদূর গিয়াছেন! বয়স্য! তার পর, তার পর? নীলব্রত কহিলেন, তার পর সেই পরিণয় অবধিই আমার মন কেমন এক প্রকার ভগ্নোৎসাহ হইয়া গিয়াছে; কিছুতেই কিছু ভাল লাগে না। তাহাতে আবার সেই আপৎস্বরূপা রমণীটা কথায় কথায় আমাকে নীতি বুঝাইতে আইসে; কথায় কথায় আমাকে সঙ্গদোষ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করে এবং কথায় কথায় এক একখানা ছাপার পুথি লইয়া পাঠ করিতে বসে। আবার আস্পর্দ্ধাও সামান্য নয়। আমাকে বলে কি, নাথ! এই এসো, দেখ, কেমন নীতি কথা! কথার মধ্যে কি না, স্ত্রী-শিক্ষা মহোপকারিণী; বালকবালিকাগণ জননীর নিকট উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত হয়; বাল্যবিবাহ মহাপাপ; বিধবাবিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত। এই সকল অশ্রাব্য বচনেই বিরক্তি জন্মাইতে থাকে। তাহাতে আমার ক্রোধে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া যায়।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

দান প্রাপ্ত।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নবপ্রবন্ধের সাহা-য্যার্থ অম্বালা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল ৪ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

১২৭৩।৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র আঢ্য	...	কলিকাতা ...	১৲
,, ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	...	ঐ	১৲
,, হারানচন্দ্র আঢ্য	...	ঐ	১৲
,, মথুরমোহন খাঁ	...	ঐ	১৲
,, ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়	...	ঐ	১৲
,, কালীপ্রসন্ন সেন	...	ঐ	১৲
,, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	ঐ	১৲
,, হেমচন্দ্র রক্ষিত	...	ঐ	১৲
,, মতিলাল দে	...	ঐ	১।০
,, দেবেন্দ্রনাথ বসু	...	ঐ	১৲
,, অমরনাথ ঘোষ	...	ঐ	১৲
,, ঋষিবর মুখোপাধ্যায়	...	ঐ	২॥০
,, যদুনাথ দত্ত, গড়পার	...	ঐ	১৲
,, ভুবনমোহন কর রায়		পোর্জ্জানা, সাহাজাতপুর	১৵০
,, দ্বারকানাথ রায়	...	ঢাকা	১৸৵০
,, শ্যামাচরণ দাস	...	চৈবাসা ...	॥৵০
		টোটাল	১৮।৵০

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে যাঁহারা নব-প্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিকও ফাল্গুন হইতে ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন গত শ্রাবণ মাসে তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। অপর যাঁহারা গত বৈশাখ হইতে ষাণ্মাসিক প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মূল্য ও পরিশোধ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে পুনর্ব্বার বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিবেন। যদি একমাস মধ্যে মূল্য প্রদান না করেন, তবে তাঁহা-দিগের দত্ত মূল্য অগ্রিম বলিয়া পরিগণিত হইবেক না; যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা এবং যাঁহাদিগের নিকট অদ্যাবধি গত বৎসরের মূল্য বাকি রহিয়াছে তাঁহারাও অবিলম্বে আমাদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিবেন, ইহাতে অন্যথা হইলে আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগের নাম ধাম প্রকাশে অগত্যা বাধিত হইব।

নব-প্রবন্ধ পত্রের নিয়মাবলী।

---

১ যদি কেহ মাস্থল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবেক না।

২ গ্রাহক মহাশয়েরা মূল্য প্রেরণকালে যেন এক আনার অধিক মূল্যের ডাকের টিকিট না পাঠান।

৩ মফস্বলীয় গ্রাহক মহাশয়েরা অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে এই পত্র প্রদান করা যাইবেক না।

৪ ষাণ্মাসিকের ন্যূন কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবেক না।

৫ কেহ এই পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রতিবারে প্রতি পংক্তিতে এক আনা দিতে হইবেক।

৬ এই পত্র যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীটের ১৮।২ নং ভবনে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষালের নিকট অথবা থ্যাকার ইস্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানির আফিসে শ্রীযুক্ত হরিমোহন কর্ম্মকারের নিকট পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। বালেশ্বর ও তন্নিকটস্থ স্থানের যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তবে বালেশ্বর একজিকিউটিব্ ইঞ্জিনিয়র আফিসের কেসীয়ার শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও ঢাকার হিন্দু-হিতৈষিণী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নিকট এবং কুমারখালীতে গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজমদারের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এই পত্রের

মাসিক মূল্য ... ... ।০
ষাণ্মাসিক মূল্য ১৶০
বার্ষিক মূল্য ... ... ২॥০
বিনাস্বাক্ষরকারির প্রতি প্রত্যেক পত্রের মূল্য ... ... ।৵০

Part II. *No.* 9.

NABAPROBUNDHA

A

MONTHLY MAGAZINE.

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ। পৌষ, ১২৭৪। মাসিক ... ।০
৯ম সংখ্যা। জানুয়ারি, ১৮৬৮। অগ্রিমবার্ষিক ২॥০

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয়। যোড়াসাঁকো বলরাম দেব ষ্ট্রিট ১৮। ২ নম্বর ভবন।

Price 5 annas. মূল্য ।৵০ আনা।

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ ৯ম সংখ্যা।	পৌষ, ১২৭৪। জানুয়ারি, ১৮৬৮।	মাসিক মূল্য ... ।০ অগ্রিম বার্ষিক ২।।০

কিরাতার্জ্জুনীয়।

চতুর্থ সর্গ।

অনন্তর সেই লোকরঞ্জন মহাবীর অর্জ্জুন সখীসমক্ষে মুখরিত মেখলাদামে ভূষিতা পাণ্ডুবর্ণা যৌবনবতী প্রেয়সীর ন্যায় জনসমীপে কলহংসরবে আকুল সুপক্ক শস্যদামে পাণ্ডুবর্ণা ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামান্তসন্নিবিষ্ট ভূমিখণ্ডে ধান্যবৃক্ষসকল ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে, কর্দ্দম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ও সরোবর সকল পঙ্কজদলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন, সেই শরদ্গুণসম্পন্ন ভূমিখণ্ড অর্জ্জুনকে সমধিক প্রীত করিবার মানসে স্বকীয় শরদ্গুণসম্পত্তি উহাঁরে উপহারস্বরূপ প্রদান করিতেছে; ইহা দেখিয়া অর্জ্জুনের হৃদয় আমোদে পুলকিত হইয়া উঠিল।

তখন তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে দেখিতে পাইলেন,

কোন স্থলে সরোবরসকল বিস্ময়-বিস্ফারিত পদ্মরূপ লোচন দ্বারা শফরীর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন দেখিতেছে, প্রেয়সীর দৃষ্টিবিলাস-সদৃশ সেই শফরীবিবৃত্তি অর্জ্জুনের মানসকেও একান্ত আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল। একান্ত দুর্ল্লভ যোগ্য সমাগম সংঘটিত হইলে কে না তাহার সম্পদাতিশয্যের প্রশংসা করিয়া থাকে? অতএব তিনি যে অম্বুজরাজি সমলঙ্কৃত সলিল মধ্যে কলমগুচ্ছের রমণীয়তা সন্দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইবেন, ইহার আর বিচিত্র কি? কিঞ্জল্ক সংবলিত ফেণরাজি-মধ্যে পদ্মিনী বিকসিত রহিয়াছে, দেখিবামাত্র অর্জ্জুনের অন্তরে অগ্রে যে স্থলপদ্ম ভ্রম সঞ্জাত হইয়াছিল, এক্ষণে পরিবর্ত্তিত পাঠীন মৎস্য দ্বারা আহত জলরাশি দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে আর সেই পূর্ব্বসংকল্প স্থান প্রাপ্ত হইল না। যখন তিনি দেখিলেন, নদীসকল ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, বেগেরও তাদৃশ প্রাখর্য্য নাই, কেবলমাত্র ক্ষৌমবস্ত্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ভঙ্গীবিশিষ্ট সৈকতভাগে ঊর্ম্মি-রেখা নিপতিত রহিয়াছে, তখন আর তাঁহার হৃদয়ে আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। কোন স্থলে দেখিলেন, কৃষকবধূগণ সূক্ষ্মতর কেশর রেণু সমলঙ্কৃত স্ব স্ব ভ্রূমধ্য বন্ধূকপুষ্পে খচিত করিয়া অলক্তের ন্যায় তাম্রবর্ণ অধর-পল্লব শোভার সহিত যেন উহার সারূপ্য পরীক্ষা করিতেছে। পীবর পয়োধরযুগলের সর্ব্বতোভাগে যে বালাতপ সদৃশ পদ্ম পরাগ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা শ্রমজনিত ঘর্ম্মজলে দেহময় বিস্তৃত হওয়াতেও উহারা বিলক্ষণ শোভা পাইতেছে এবং আপন আপন লোচন প্রভা-দ্বারা কপোল সন্নিবিষ্ট কর্ণোৎপল-রাজিরও শোভা সম্পাদন করিতেছে।

গাভীগণ রাত্রিশেষে বনভূমি পরিত্যাগ করাতে তাদৃশ বেগে গমন করিতে পারিতেছে না, কিন্তু বৎসের কথা স্মরণ হওয়াতে উহাদিগের উধঃস্থল হইতে অনবরত দুগ্ধ ধারা ক্ষরিত হইতেছে; গমনেও বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে; দেখিবামাত্র অর্জ্জুনের হৃদয়ে দর্শনলালসা সাতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। উক্কা-

সংঘর্ষে একের পরাজয়-নিবন্ধন শারদীয় পুষ্টি সম্পন্ন মূর্ত্তিমান দর্পের ন্যায় পরাজয়কারী, সগর্ব্ব চীৎকার সহকারে শৃঙ্গ দ্বারা নদীতার খনন করিতেছে। হিমানীশুভ্র ধেনুগণ অল্পে অল্পে নদীর পুলিনভাগ পরিত্যাগ করাতে উহাদিগকে ঐ তরঙ্গিণীর জঘনস্থল হইতে অপহৃত পট্টবস্ত্রের ন্যায় বোধ হইতেছে, ইহা দেখিয়া অর্জ্জুনের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। কোন স্থলে নিরন্তর সহবাসনিবন্ধন ধেনুসদৃশ সরল ভাবাপন্ন, ধেনুগণের প্রতি সহোদর স্নেহবিশিষ্ট গো-পালগণ গৃহের ন্যায় বনেতেও ধেনুগণের নিকটে অবস্থিতি করিতেছে। গোপকামিনীগণ নবনীত মন্থন করিতেছে; নর্ত্তন প্রবৃত্ত বারবিলাসিনীগণের ন্যায় উহাদিগের বদনকমল ভ্রমর সদৃশ চঞ্চলিত কেশদামে আকুলিত হইতেছে, কেশরাভ দন্তরাজি হাস্য জন্য ঈষৎ বিকশিত হইতেছে ও বালাতপসদৃশ আকুলিত কুণ্ডলরশ্মিতে বিচ্ছুরিত রহিয়াছে। বিস্ফুরিত একমাত্র পল্লবসম্পন্না লতার ন্যায় নিঃশ্বাসনিরোধ জন্য উহাদিগের অধর পল্লব কম্পিত হইতেছে। পার্শ্ববিবর্ত্তন জন্য নিতম্বভাগ পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও মন্থনদণ্ড সম্বন্ধ রজ্জুর আকর্ষণ জন্য উহাদিগের পাণিযুগল মনোহর বিক্ষেপ সম্পন্ন হইয়াছে। উহাদিগের হস্ত বিঘূর্ণিত মন্থন দণ্ড-দ্বারা বিকম্পিত কুম্ভ হইতে মৃদঙ্গ গম্ভীরধ্বনি উত্থিত হওয়াতে গোষ্ঠ প্রাঙ্গণবিহারিণী ময়ূরীরা মেঘগর্জ্জন বোধে নৃত্য করিতেছে। উহাদিগের পীনোন্নত পয়োধরযুগল মন্দ মন্দ কম্পিত হইতেছে এবং নয়নোৎপলও শ্রমজন্য সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে; দেখিবামাত্র অর্জ্জুনের দৃষ্টি উহাদিগের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইয়া উঠিল।

এইরূপ দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুন যে পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, তাহার বক্রগামিতা বর্ষার অবসান হওয়াতে বিনষ্ট হইয়াছে, প্রান্তবর্ত্তী শস্য সকল বৃষ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছে, রথচক্র চিহ্নিত গাঢ় কর্দ্দম অদ্যাপি সীমন্তের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছে ও নিরন্তর গমনাগমন জন্য পথভাগ কর্দ্দম হইতে বিভিন্ন হই-

য়াছে এবং কোন স্থলে বা পুষ্পিত পুষ্পনিকরে বিকাশিত আশ্রমমণ্ডপ সদৃশ লতাগৃহ-সকল অনিন্দ্যকর্ম্মা বিশুদ্ধভাব ও কার্য্যরূপ ভূষণে ভূষিত জনগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অর্জ্জুন সতৃষ্ণ নয়নে এই সকল শারদীয় শোভা সন্দর্শনে সাতিশয় পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

আন্তরিক অভিপ্রায়জ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সময়ানুরূপ বর্ণনে ঔদাস্য অবলম্বন করে না, এই কারণেই অনুচর যক্ষ অর্জ্জুনকে তদবস্থ ও শরদের তাদৃশ সুশ্রীকতা সন্দর্শনে অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই বলিল, মহাশয়! যে শরৎ কল্যাণকর নিয়তির একমাত্র উত্তরসাধক ও কৃষিকর্ম্মাদিরূপ জগতের কার্য্যজাতকে ফল দ্বারা সফলিত করিতেছে, স্বচ্ছসলিলবাহিনী ও নির্জ্জল মেঘশালিনী সেই শরৎ আপনার জয়শ্রী পরিবর্দ্ধিত করুক।

মহাত্মন্! শরদের আগমনে এই স্থলের শস্য সকল পরিণাম নিবন্ধন রম্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, নদীর ঔদ্ধত্য তিরোহিত হইয়াছে, পৃথিবীও পঙ্কভার হইতে মুক্ত হইয়াছে। কালধর্ম্মে বর্ষালক্ষ্মীর চিরপরিচিত প্রেমও এককালে নিরর্থক করিয়া তুলিয়াছে। নভোমণ্ডল বিষদবর্ণ বলাকারাজি বিযুক্ত ইন্দ্রচাপ বিরহিত ও জলধর মণ্ডলে পরিশূন্য হইলেও যে অন্যাধি শোভায় সমলঙ্কৃত রহিয়াছে, ইহাই স্বভাবরম্যের নিকট আহার্য্য শোভার নিরর্থকতার একটী প্রধান নিদর্শন স্থল। বিকশিত কদম্বানিলে সুরভিত স্বামীরূপ বর্ষাঋতুর অত্যয়ে দিগবধূগণ যে ম্লান, পাণ্ডুবর্ণ ও হেমহার বিযুক্ত পয়োধর ধারণ করিতেছে ও নিতান্ত কৃশ ভাবাপন্ন হইয়াছে, ইহাতেও কি উহাদিগের শোভা সম্পাদিত হইতেছে না?

মদক্ষয় নিবন্ধন কর্কশকণ্ঠ ময়ূরগণের উন্নতধ্বনিও আর কর্ণের সুখপ্রদান করিতে পারিতেছে না, এক্ষণে মদমত্ত কলহংসধ্বনিই একমাত্র শ্রুতিসুখকর হইয়া উঠিয়াছে. প্রীতিকর বস্তু সত্ত্বে কখনই পরিচরাধিক্য গুণাধিকরণে সমর্থ হয় না। ফলপাকনিবন্ধন পাণ্ডুবর্ণ পৃথুগুচ্ছশালী শালী ক্ষেত্রসলিলাভিমুখে অবনত থাকাতে বোধ হইতেছে

যেন, গন্ধদ্বারা অনুমিত বিকশিত নীলোৎপল আঘ্রাণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। যে স্থলে ক্ষেত্রবারি হরিদ্বর্ণ মৃণালকান্তিতে রঞ্জিত রক্তবর্ণ পদ্মদলশোভায় মিশ্রিত ও পরিণত ধান্যশিখরে পিঙ্গলিত হইয়া গলিতখণ্ড ইন্দ্রধনুর ন্যায় বোধ হইতেছে, যে স্থলে বনরাজিরূপ অঙ্গনাগণ বিকশিত পুষ্পনিকরে হাসিতে হাসিতে অনাকুল ও উন্মীলিত বাণকুসুমরূপ লোচনে অনিলাহৃত সপ্তপলাশপরাগরূপ শুভ্রস্তনোত্তরীয়নিরোধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে ও যে আকাশ মার্গ আর বিদ্যুতালোকে উদ্ভাষিত হইতেছে না, শ্বেতবর্ণ অম্বুদখণ্ডে স্বচ্ছায় রহিয়াছে এবং বিরলপ্রায় সলিলকণাতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই সেই স্থল ও পথ লক্ষ্য করিয়া হংসগণ মধুরনিনাদে পথভাগ আকুলিত করিয়া গমন করাতে বোধ হইতেছে যেন, মেঘোপরোধনির্ম্মুক্ত দিগ্বধূগণ বহুকালের পর পরস্পরসম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ধেনুগণ বিহার ভূমি হইতে গোষ্ঠে গমন জন্য আগ্রহাতিশয় সহকারে যূথবিমুক্ত হইয়া নিরন্তর ক্ষীরধারা বাহী উধঃস্থল বৎসদিগকে উপহার সদৃশ প্রদান করিতেছে। জগতের প্রসূতি ও একমাত্র পবিত্রকারিণী গো-সমিতি গোষ্ঠসমীপে বৎসকর্ত্তৃক উপগত হইলে ঋক্ যজুপ্রভৃতি মন্ত্রযোজিত আহুতির ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইতেছে। সম্মুখবর্ত্তী মৃগযূথ ময়ূরীকণ্ঠ অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর গোপাঙ্গনাদিগের সুস্বর গীত শব্দে আকৃষ্ট হইয়া আহারে সাতিশয় স্পৃহাসত্ত্বেও আহার করিতে পারিতেছে না। কলমগুচ্ছ অবনত মস্তকে পদ্মিনীকে নমস্কার করিতেছে, তথাপি পদ্মিনী অবজ্ঞাপূর্ব্বক উহাকে প্রত্যাখ্যান করাতেই বুঝি সহচর সলিলের সহিত অন্তঃশোষিত ও কামতপ্ত হইয়া নিতান্ত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সলিলকণবাহী বায়ু পদ্মপরাগ বিচলিত করিয়া প্রবাহিত হওয়াতে ভ্রমরগণ গন্ধাকৃষ্ট হইয়া রাজভয়ভীত চৌরাদির ন্যায় গন্তব্য স্থল নির্ণয়ে সমর্থ হইতেছে না। নভোমণ্ডলবিহারী শিরীষ কুসুমের ন্যায় কোমলমূর্ত্তি শুকাবলি প্রবালখণ্ডের

ন্যায় রক্তবর্ণ চঞ্চুপুটে পিঙ্গল-বর্ণ কলমশীর্ষ ধারণ করাতে ইন্দ্র-চাপের সারূপ্য লাভ করিয়াছে। অর্জ্জুনানুচর যক্ষ যখন এই প্রকার শারদীয় শোভা বর্ণন করিতেছিল, তখন সূর্য্যমণ্ডল হইতেও সমধিক উন্নত, জলশূন্য জলধররাশির ন্যায় একত্র অবস্থিত হিমগিরি অদূরে দেখা যাইতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই হিমালয়ের উপত্যকাভাগ শ্যামল বনরাজিতে পরিবৃত ও শিখরদেশ হিমানীশুভ্র রহিয়াছে দেখিয়া মদরাগ বিমুক্ত নীলবসনপরিবৃত হলধরমূর্ত্তি অনুধ্যান করিতে লাগিলেন।

ইতি ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যে চতুর্থ সর্গ॥

অরিষ্টকীর্ত্তন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত অলর্ক-দত্তাত্রেয় সম্বাদ।

মহর্ষি দত্তাত্রেয় বলিলেন, মহারাজ! যোগিগণ যে সকল অরিষ্ট সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব মৃত্যুকাল অবগত হইতে পারেন, আপনার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

যে ব্যক্তি দেবমার্গ, ধ্রুব, শুক্র এবং সোমচ্ছায়া অরুন্ধতীকে দেখিতে না পায়, নিশ্চয়ই তাহাকে সংবৎসর পরে মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইবে। যে সূর্য্যমণ্ডল কি প্রদীপ্ত হুতাশন কিরণরাজি-পরিশূন্য অবলোকন করে, তাহার জীবনের আর একাদশ মাস মাত্রকাল অবশিষ্ট আছে। যে স্বপ্নেতে স্বকীয় বিষ্ঠা-মূত্র কি বমন মধ্যে স্বর্ণ কিম্বা রজত প্রত্যক্ষ দর্শন করে, সে দশমাস মাত্র জীবিত থাকিবে। যাহার স্বপ্নে ভূতপিশাচাদি কি গন্ধর্ব্বনগর অথবা সুবর্ণবর্ণ বৃক্ষ-সকল প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, নয় মাস পরে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে। যে ব্যক্তি স্থূল-দেহ হইতে অকস্মাৎ কৃশদেহে কিম্বা কৃশদেহ হইতে অকস্মাৎ স্থূলদেহে পরিণত হয়, প্রকৃতির বিপরীতভাবাপন্ন সেই ব্যক্তি আটমাস পরেই মৃত্যু মুখে নিপতিত হইবে। পাংশু বা কর্দ্দম মধ্যে বিচরণকালে যাহার পদের তলভাগ কি অগ্রভাগ খণ্ডিত হয়,

সপ্তমাস পরেই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইবে। যাহার মস্তকের উপরিভাগে নীলবর্ণ কপোত, গৃধ্র, কাকোল বিচরণ করে, তাহার জীবনের মাসত্রয় মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

যে ব্যক্তি মেঘ শূন্য গগণের দক্ষিণভাগে বিদ্যুন্মালা সন্দর্শন করে, কিম্বা রাত্রিকালে ইন্দ্রধনু দেখিতে পায়, তাহার আর দুই মাস মাত্র জীবিত থাকিতে হইবে। যে ঘৃত, তৈল, সলিল কি আদর্শমধ্যে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনে কিম্বা প্রতিবিম্বিত স্বকীয় দেহের মস্তক দর্শনে সমর্থ না হয়, তাহাকে আর এক মাসের অধিক জীবিত থাকিতে হইবে না। যাহার গাত্রে শবগন্ধ অনুভূত হয়, তাহাকে পঞ্চদশ দিবস পরে মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইতে হইবে। সলিলে অবগাহনমাত্র যাহার হৃদয় ও পদভাগ শুষ্ক হইয়া উঠে, অথবা জলপান করিলেও যাহার কণ্ঠশোষ নিবৃত্ত হয় না। তাহার জীবনের আর দশদিবস মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

ক্রমশঃ।

কার দর্পে হতেছিস্ গর্ব্বিত লঙ্কেশ,
স্পর্শিতে সীতার গাত্র অপবিত্র করে—
অসহায়া অনাথিনী এবে কি জানকী?
কি তুচ্ছ, রাজত্ব তোর স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী—
তৃণসম জ্ঞান হয় সীতার নয়নে।
পরদারে পাপাসক্ত দুর্ম্মতি দুর্জ্জন
হরে এনে দেবনারী এত দর্প তোর
সামান্য রমণী নয় রঘুপতি-নারী,
সূর্য্যবংশ-কুলবধূ, জনক দুহিতা।
যে দিনে হরিলি তুই পঞ্চবটী বনে,
দেখায়ে কনক মৃগ মায়াবী রাক্ষস,
থাকিতেন যদি তথা জানকীবল্লভ,
দেখিতিস্ কোন্ বীরে রক্ষে জানকীরে,
যেমন শিবার দশা কেশরী কবলে,—
সেইরূপে নাশিতেন তোরে দাশরথী।
ধিক্ রে রক্ষের পতি কি কুমতি তোর,
শৃগাল হইয়ে চাস্ লভিতে সিংহিনী;
সরে যা পাপিষ্ঠ দুষ্ট নির্লজ্জ পামর;
কোন মুখে আগুসারি আগুলিয়া পথ,
দিতে চাস্ কামভাবে ঘৃণাকর কর—
পতিব্রতা সতীগাত্রে মাতিয়া মদনে,
যদি পতিপদে মতি থাকে বৈদেহীর,
যদি সঁপে থাকে মন, রাঘব চরণে,
যদি ধর্ম্ম অনুরতা জনক নন্দিনী
হয়ে থাকে চিরদিন বালিকা অবধি,
উত্তরি যৌবন পদে, একান্ত মানসে,

দেখিবি পাপাত্মা রক্ষ, প্রতাপে তাহার
খণ্ড খণ্ড হবে তোর ঘৃণিত বসনা,
লুটাইবে দশ মুণ্ড সাগরের কূলে,
কনক রচিত লঙ্কা হবে ছারখার।
কোথা তোর ইন্দ্রজিত বীর চূড়ামণি,
যার বলে বলী তুই বাঁধি পুরন্দরে,—
শরাসন ধরাধামে দেখিস বর্ব্বর,
কোথা বীরবাহু তোর মল্ল সেনাপতি,
অক্ষয়কুমার কোথা ধানুকী তরণী,
কোথা ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ অকালে যাহারে
জাগাইয়া ছিলি রণে বধিতে রাঘবে,
কোথা তোর লক্ষ পুত্র সওয়া লক্ষ নাতি
প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত সেনাপতিগণ,
শ্রীরাম সৌমিত্রী শরে বানরের করে,
লাঙ্গুল সাপটে আর বৃক্ষ শাখাঘাতে,
ছিন্ন ভিন্ন বীরবৃন্দ তৃণখণ্ড সম,
ধরাশায়ী এবে সব সমুদ্র পুলিনে।
একেশ্বর আজি তুই রক্ষিবি কেমনে,
কার বলে বলী আর হইবি রাবণ,
কেহ নাই রক্ষকুলে বংশে দিতে বাতি।
তবুও গর্জ্জিস যেন শরদ গর্জ্জনে,
গর্জ্জে যথা গুপ্তবিলে হৈম ভুজঙ্গম,
ছুঁবি কি আমারে দুষ্ট রক্ষেশ শৃগাল,
দশ মুণ্ডে কুড়ি হস্তে দেখাইয়া ভয়।
ডরে কি শিবার ডাকে সিংহের রমণী,
শৃগালের লম্ফ দেখে ডরে কি মৈথিলী
ফিরে যা রাবণ, তোরে ডাকিছে সমনে,
ভীমনাদে দম্ভ করি, প্রভাকরসুত ;
পরিহরি পাপদেহ দাশরথিকরে,
চলে যা বিমানে চড়ি বৈজয়ন্ত ধামে।
তবু যে দুরাত্মা আরো আসিস্ নিকটে,
দেখো মা সরমা এই মরে দশানন,—
যেমন পতঙ্গবৃন্দ হর্ষে নৃত্য করি,—

ইচ্ছা করি সঁপে প্রাণ ঝাঁপিয়া অনলে,
বড় অভাগিনী সীতা জনমদুখিনী,
অযোনিসম্ভবা হয়ে জনকপালিতা,
রাজকন্যা, রাজরাণী, রাজকুলবধু,
কত কষ্ট ভুগিতেছে পূর্ব্বজন্মপাপে।
অভিষেক দিনে সুখে হইয়ে বঞ্চিতা
আসিয়াছে বনবাসে প্রাণেশের সনে,
সেধেছে দারুণ বাদ, মহিষী কৈকেয়ী
পুত্রশোকে দশরথ তেজেছেন প্রাণ,
বনে হারাইয়া রামে মৃগ অন্বেষণে,
লক্ষ্মণে কটূক্তি করি, করিয়ে বিদায়,
পড়েছি রাক্ষসকরে বিধির বিপাকে ;—
তা বলে কি হবে আজি অবিশ্বাসী সীতা
অযোধ্যার রাজ্যপাট স্বর্ণসিংহাসন,
রাজভোগ উপহার, রাজ অট্টালিকা
তেজেছে জানকী যবে যাহার কারণে,
থাকিবে হৃদয়ে ধরে সেই পা দুখানি,
পৃথিবীতে এ দুখিনী জীবে যত কাল।
কে দেখাস খড়্গ তুই দুরন্ত লম্পট
প্রাণের মায়াতে, সীতা পাইবে কি ভয়।
কখনো না কখনো না, প্রতিজ্ঞা অচল,
তুচ্ছ দেহ, তুচ্ছ প্রাণ, চাহেনা জানকী।
দেখিবি রাবণ কিরে বীরপত্নী কাজ,
এখনি ত্যজিব প্রাণ, ছার লোষ্ট্র সম
হৃদে ভাবি কমলাক্ষি কমল চরণ।
হেনকালে নিবারিলা রাণী মন্দোদরী,
নিবর্ত্তিলা লঙ্কেশ্বর নীরবি লজ্জায়।

অপূর্ব্ব কারাবাস ।

২৪৮ পৃষ্ঠার পর ।

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদি আমার আকার এরূপ জঘন্য ও জন্ম এরূপ নীচকুলে না হইত, তাহা হইলে তোমারই এই মনের আবার অবস্থান্তর দর্শন করিতাম । যাহা হউক আর বৃথা বাক্য ব্যয়ের আবশ্যক নাই । এক্ষণে আমার সহিত আমার আশ্রয়ে যাইতে হইবে, তোমাকে এখানে রাখিয়া কখনই আমি গৃহে যাইব না, বুদ্ধদেবের এমন আজ্ঞা নাই যে, কোন অসহায় ব্যক্তিকে মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া অক্ষতদেহে স্বয়ং গৃহে করিবে । অতএব কোন আপত্তি শুনিব না, সহজেই হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, আমার সঙ্গে যাইতে হইবে ।

তখন যুবতী কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতের ন্যায় হইয়া বলিল, মহাশয়! আমি আপনার মতে সম্মত হইলাম; কিন্তু আমার প্রতি কোনরূপ অহিতাচরণ ঘটিলে তখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিব ।

কিরাতপতি যুবতীর সম্মতিসূচক বাক্য শুনিবামাত্র আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন । প্রভুর অভীপ্সিত বিবেচনায় দলমধ্যে গগনস্পর্শী জয়ধ্বনি উত্থিত হইল । না বলিতেই সুসজ্জিত অশ্বতরী সম্মুখে প্রস্তুত । অনুরোধে যুবতী অগ্রে অশ্বতরী পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে কিরাতপতি অশ্বে আরোহণ করিলেন । পশ্চাৎ অনুচরগণ অশ্বে আরোহণ করিয়া জয় ধ্বনিতে বনভাগ আকুলিত করত নগরাভিমুখে গমন করিল ।

তৃতীয় স্তবক ।

"তাং নবাং পরিণায় বধূং শ্রিয়ঞ্চ সমুপাদ্রবম্ ।"
মহাভারত ।

"রাত্রি অবসান——উষাদেবি! সত্বর হও, নিদ্রা-কুহকিনীর মায়াজাল ছিন্ন কর, উহার মোহে এখন জীবজন্তুগণ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তামসী জবনিকা এখনো অপসারিত হয় নাই, উদ্ঘাটন কর, নিশা অদ্যাপি পতি-সহবাস-সুখ উপভোগ করিতেছে, কুমুদিনী পদ্মিনীকে অদ্যাপি উপ-

হ্রাস করিতেছে, হিমানী-বর্ষ এখনও উহাকে কেশ প্রদান করিতেছে, দলবদ্ধ খদ্যোতদীপিকার পুচ্ছজ্যোতি আর কতক্ষণ তোমার সমক্ষে জ্যোতিরূপে অনুমিত হইবে? দক্ষিণাবধূর দুঃখনিঃশ্বাসে উপেক্ষা প্রদর্শন করা কি তোমার কর্ত্তব্য? নিশাকরোপভুক্ত তারকাকুসুম অদ্যাপি গগনাঙ্গনে পর্য্যস্ত রহিয়াছে, আর কখন সম্মার্জ্জিত হইবে? পূর্ব্বাবধূ যে স্বয়ং স্বর্ণশলাকা নির্ম্মিত সম্মার্জ্জনীহস্তে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন? অগ্রসর হও, সম্মার্জ্জনী গ্রহণ কর; এখন কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, এই অখণ্ডরাজ্য ভিন্ন অধিকারভুক্ত হইয়াছে? ঐ দেখ নিশাকর পাণ্ডুবর্ণ কলেবরে পলায়নোদ্যত হইয়াছেন, নিশা স্ত্রীস্বভাব-সুলভ মমত্বে আকৃষ্ট হইয়া অদ্যাপি স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু চিন্তায় সর্ব্ব শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বেই যে উহাকে নব ভূপতির দারুণ প্রতাপে বিনষ্ট হইতে হইবে, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছে না। আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই—দিবাকর উদিত-প্রায়, দিবাকরসারথি অরুণদেব রাগরক্ত কলেবরে দূর হইতে সমুদায় দেখিতেছেন, কখনই তোমার এই অবিনয় সহ্য করিবেন না; প্রকৃতিসতী তোমার কার্য্য সমুদায় নিজে সম্পন্ন করিলেন, ইহা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমাকে তোমার অধিকার হইতে চ্যুত করিবেন।"

চতুর্দ্দিক হইতে একতানস্বরে এই মনোহর ধ্বনিই যেন উত্থাত হইল। সর্ব্বজনমনোহারী উষার হৃদয়শোষক পক্ষীবিরাবে উষার চৈতন্যোদয় হইল। তখন উষাদেবী প্রখরপ্রতাপ দিবাকর ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইলেন ও রবিকর হইতে মুক্ত হইবার আশয়ে পশ্চিমাশা আশ্রয় করিলেন। দিগাঙ্গনাগণ উষার রঙ্গ দেখিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, অনবরত হাস্য করিতে লাগিলেন, উহা দেখিয়া জলে পদ্মিনী, স্থলে কুসুমনিকর ও সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিসতীও হাসিতে লাগিলেন। কি মনোহর দৃশ্য! দিবাকর আর কি নিশ্চিন্ত থা-

কিতে পারেন? হাস্য দর্শনে হাসিতে হাসিতে উদিত হইলেন। কোন দিকে আর হাস্যের বিরাম নাই, কি ধরাতল, কি নভোমণ্ডল, কি উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী এই অখণ্ড ভূমিভাগ, সমুদায়ই হাস্যময়। সমুদায় নগর নগরী গ্রাম উপগ্রাম এই হাস্যের জ্যোতিতে উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কিরাতনগরী ইহা ভিন্ন অন্যতর আলোকে আলোকিত, অন্যতর আমোদে আমোদিত। সে আলোকের ইয়ত্তা নাই, আমোদও অভূতপূর্ব্ব। একমাত্র নিশার অবসানে অদ্য কিরাতনগরে আমোদরাশি উচ্ছলিতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। পাঠক অগ্রসর হও, কিরাত নগরীর শোভা দর্শন কর, ঐ দেখ নগরের চতুর্দ্দিকই আহ্লাদে উন্মত্ত, উল্লাসরবির আলোকে আলোকিত, আর সে শ্রী নাই, সে রাত্রিও নাই, এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক অনন্দকল্লোলে কল্লোলিত হইতেছে। অধিবাসিগণ সকলেই বেশভূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। কেহ কাহারও অপেক্ষা করিতেছে না, সকলেই অগ্রসর, যে স্থলে আমাদিগের পথভ্রষ্ট যুবতী কামিনী অবস্থিতি করিতেছে, সেই রাজপুরীর অভিমুখেই অগ্রসর। রাজভবনও অদূরবর্ত্তী—ঐ পশুরক্তরঞ্জিত রক্তবর্ণ নিশানপট্ট বায়ু ভরে কম্পিত হইতেছে। নিরন্তরপ্রবাহিত জনস্রোতে রাজপথ আপ্লাবিত হইতেছে। পুরীও লোকে লোকারণ্য, দর্শনাগত কিরাতগণে পরিপূর্ণ, আনন্দ-কোলাহলে পরিপূরিত। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকে তামসী মূর্ত্তি,—সুমধুর বন্যবেশে সুবেশিত তামসী মূর্ত্তি। দেখিতে মনোহর, যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে, বেশবেশিত কিরাতমূর্ত্তি দেখিতে কিরূপ সুন্দর? উৎসবিগলিত জলধারার ন্যায় বনলতাসংযমিত কেশপাশে কঙ্করা আবরিত, গ্রন্থিসংলগ্ন কুসুমস্তবকে গ্রন্থিভাগ পরিশোভিত, শরীরের অপর ভাগ বল্কল পরিণদ্ধ, অন্য ভাগ অনাবৃত, কর্ণে কুসুমগুচ্ছ, হস্তে লতাঙ্গুরীয়, কণ্ঠে বনমালা ও সুচিত্রচিত্রে মুখমণ্ডল চিত্রিত—সকলেরই অগ্রগামী হইবার বাসনা। কি স্ত্রী কি পুরুষ, কাহারও

বারণ নাই, অবাধে অন্তঃপুরে গমনাগমন করিতেছে, কেবলমাত্র পারের নৌকার ন্যায় একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যই উহাদিগের গমনাগমনের সহায়ভূত রহিয়াছে।

সম্মুখেই কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বিতলগৃহ। উহার মধ্যে সুগন্ধি কাষ্ঠ ধূমিত হইতেছে ও অন্যান্য বহুবিধ বন্য উপকরণে গৃহভাগ সুসজ্জিত রহিয়াছে। মধ্যে পল্লবাস্তরণ, আস্তরণের মধ্যভাগে আমাদিগের পথভ্রষ্ট যুবতী ও উহার অঙ্কদেশে সুকুমার কুমার শয়ান। বনমধ্যে তামসী রজনী সমাগমে তৎকালে যাহার রূপলাবণ্য তাদৃশ অনুভূত হয় নাই, যাহার দেহপ্রভা তমঃপঙ্কে মগ্ন হইয়া মলিনভাব ধারণ করিয়াছিল, ও হিমানীজাল-জড়িত শশধরের ন্যায় যাহার বদনকান্তি নিতান্ত নিষ্প্রভের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার সেই রূপশশী গৃহভাগ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে, কিরণচ্ছটা কিরাতদেহের ধূসরিমা সম্পাদন করিতেছে, ও উহাদিগের মানসরূপ সলিলরাশি করাকর্ষিত হইয়াই যেন হাস্যরূপে পরিণত হইয়া দেহবেলা অতিক্রম করিতেছে। সুন্দরী কিরাতমধ্যগতা হওয়াতে মলিনাভ নভোমণ্ডলের মধ্যদেশে সম্পূর্ণমণ্ডল শশধরের ন্যায়, সুনীল সরোবর সলিলে বিকশিত শতদলের ন্যায় ও কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলালম্বিত কৌস্তুভমণির ন্যায় শোভা পাইতেছে। বদন শশধর হইতেও নির্ম্মল ও প্রতিপ্রদ, নয়ন কলঙ্ক হইতেও সুনীল ও সুমধুর এবং আলুলায়িত কেশপাশ গগন হইতেও ঘনঘোর ও চিক্কণ। দেহখানি ক্ষীণবাসে আবরিত হইলেও কি শরন্মেঘসংচ্ছাদিত শশধরের ন্যায় দর্শকের নয়ন মনকে বিকশিত করিতেছে না? ক্ষীণতা সুগঠিত হইলে যে দেহের একটী রমণী দেহের কতদূর সুশ্রীকতা সম্পাদন করে, এই যুবতীই তাহার একমাত্র নিদর্শন। এই বদনমণ্ডল যখন কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত হয়, তখন কি রসায়ন অপেক্ষা অন্য কোন উৎকৃষ্টতর রাগের কার্য্য সম্পাদন করে না? এই দেহ অলঙ্কৃত হইলে বিধাতার নির্ম্মাণ রমণীয়তা স্থানে স্থানে অসংশ্লিষ্টের ন্যায় বোধ

হইয়া থাকে। যদিও সে মুখে হাস্য নাই, তথাপি কি দর্শনমাত্র ভাবুকের মন চঞ্চলিত হইতেছে না। সে ভাব দর্শন করিলে কাহার না অন্তর আকুলিত হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি সেই সময়ে সেই রমণীকে সেই ভাবে আসীন দেখিয়াছে, সে-ই বিলক্ষণ তাহার ভাবভঙ্গী ও সুন্দরতর সুশ্রীকতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহার রূপলাবণ্য সুবিস্তীর্ণ নগরের কাশ্মীর নগরের একমাত্র ভূষণরূপে পরিগণিত হইয়াছে, যাহার সামান্য মাত্র দৃষ্টিও কোন বিলাসীর প্রতি নিপতিত হইলে সে আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে, সেই রূপসী অদ্য কুৎসিৎ কিরাত হস্তে পতিত হইল! ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এ দিকে লোকের কলরবে কুমারের আকর্ণবিসারিত নয়নযুগল ক্রমে প্রাভাতিক শতদলদলের ন্যায় বিকশিত হইল, ভ্রমরের ন্যায় তারকাযুগল বিলসিত হইতে লাগিল, নৈশতমের ন্যায় নিদ্রান্ধকার দূরীভূত হইল এবং দেখিয়া শুনিয়া বদনসুধাকরও মলিনভাব ধারণ করিল; নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইল, হিমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, ও পক্ষীবিরাব সদৃশ করুণ কণ্ঠনিঃস্বন সমুদ্গত হইল। কুমার ভয়ঙ্কর কিরাতমূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে স্তব্ধপ্রায়, মুখে বাক্য নাই, অঙ্গে বল নাই, দৃষ্টির স্থিরতা নাই বিকলের ন্যায় নিশ্চেষ্টের ন্যায় চিত্রিতের ন্যায় যুবতীর অঙ্কমধ্যেই শয়ান। ক্রমে নয়ন মুদিত হইয়া আসিতেছে—আর যুবতীর চিন্তিত হৃদয় স্থির থাকিতে পারিল না, পূর্ব্বের অবস্থা দ্বিগুণভাবে যাতনা প্রদান করিতে লাগিল, ও মনোবেদনা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তখন যুবতী করুণস্বরে বালককে সম্বোধন করিয়া বলিল, বৎস! আর ভয় নাই, এক্ষণে তোমাকে আশ্রয়ে লইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তোমার জীবন রক্ষা হইবে বোধ হইতেছে; যদিও ইহা কিরাতপুরী, তথাপি ভাবে অনুমান হইতেছে যে, ইহারা তোমার জীবনের হিংসা করিবে না, বরং যত্নে রক্ষা করিবে। শুনিয়াছি, কিরাতপতি অপুত্রক এবং তোমারে পুত্ররূপে পালন করিতে তাঁহার নিতান্ত বাঞ্ছা।

যুবতীর বাক্যের বিরাম না হইতে হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হইল, দর্শক-গণ আহ্লাদে পরিপূরিত, কিরাত-পতির অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিতেছে, ও বুদ্ধদেবের কল্যা-ণোদ্ঘোষণ করিতেছে। তখন মূকের বাক্শক্তির ন্যায়, বধিরের শ্রবণশক্তির ন্যায় ও অন্ধের দর্শনশক্তির ন্যায়, যুবতীর শেষ বাক্যটী কিরাতপতির সংসার-সুখের উন্নত সোপানরূপে পরি-ণত হইল, উহাঁর আশাভরসা সোপানশিখরে অধিরূঢ় হইল, ও অসুখের সংসার সুখময় হইয়া উঠিল। এই সময়টী যে কিরাত-পতির কিরূপ সন্তোষের হইয়া-ছিল, তাহা উহাঁর অবস্থাগত ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারই সহজে অনুভব করা নিতান্ত সুকঠিন।

পাঠক! এ স্থলে তোমার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, "রমণী যখন বনমধ্যে এই কুমারগ্রহণে কিরাতপতিকে অনুরোধ করিয়াছিল, তখন কি নিমিত্ত কিরাতপতি এরূপ আ-হ্লাদিত হয়েন নাই, আর কিরাত-গণ সহজেই অধর্ম্মাচারী, তাহাতে উহাদিগের দানাদানে ভেদাভেদ কি?" কিন্তু এ কিরাতরাজ সেরূপ লোক ছিলেন না, ইনি ভাবিয়া-ছিলেন, যদিও বনমধ্যে রমণী এই কুমারগ্রহণে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বাক্য কখ-নই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। কারণ যুবতী সে সময় ভয়ে একান্ত কাতর। লোকে ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কি না ব-লিয়া থাকে? ইহা বলিয়া কি তিনি সেই রমণীর একমাত্র জীবন-ধন সেই কুমাররত্ন হরণ করি-বেন! ইহাও কি বুদ্ধধর্ম্মের আনুমোদিত হইতে পারে? বল-পূর্ব্বক পরদ্রব্য হরণ করা তাঁ-হার ন্যায় একজন বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর কখনই অনুমোদিত হইতে পারে না। "তবে কি কিরাতপতি বুদ্ধ-ধর্ম্মবিগর্হিত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেন না;" তাহাও নয়, প্রাণিহিংসাপ্রভৃতি দুই একটী কার্য্য বুদ্ধধর্ম্মে একান্ত নিষিদ্ধ হইলেও চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারেই তাঁহাদিগের বংশ পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসি-তেছে, এবং ইনিও সেই দৃষ্টান্তানুসারে মৃগয়াপ্রভৃতিকে

ততদূর দোষাবহ বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু মিথ্যাবাক্য, অপলাপ, প্রতারণা, অতিথির প্রতি অনাদর ও আশ্রিতের প্রতি বলপ্রকাশপ্রভৃতি কতকগুলি অসৎকার্য্যে ইনি সাতিশয় ঘৃণাপ্রকাশ করিতেন। অধিক কি, তাঁহার রাজমধ্যে কোন ব্যক্তি এই সকল অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বিশেষ দণ্ডও প্রাপ্ত হইত। অতএব নিতান্ত আবশ্যক বলিয়াই যে তিনি এরূপ কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অধিক কি, তিনি বনমধ্যে সেই যুবতীর যেরূপ তেজোগর্ভ প্রত্যাখ্যান বাক্য সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা কোন্ কামোন্মত্ত সভ্য ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে? যদিও কিরাতরাজ নীচবংশোদ্ভব ছিলেন, তথাপি উহাঁর প্রকৃতি সাতিশয় গম্ভীর ও কার্য্যাকার্য্যেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান ছিল। তবে যে উহাঁর অন্তরে যুবতীর সহবাস রূপ বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছিল, ও প্রচণ্ড বাত্যাসহযোগে নির্ব্বাপিত হইয়াও অদ্যাপি ধূমিত হইতেছে, সে বিষয়ে যৌবনসারথি কন্দর্পই একমাত্র অপরাধী। দুশ্চরিত কন্দর্পের অসাধ্য কি আছে? উহার প্রভাবে কতশত মুনি ঋষিও চিরসঞ্চিত তপোবলে বিসর্জ্জন প্রদান পূর্ব্বক কামিনীর দাস হইতেছেন, কত শত জ্ঞানবান ধার্ম্মিকও আপন আপন ধর্ম্মপথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন, ও কত শত মহান্ ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিও অরণ্য কুটীর আশ্রয় করিতেছেন। উহার প্রভাবেই এই ধরামধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহাদি সংঘটিত হইয়া ধরাকে মনুষ্যশোণিতে দূষিত করিতেছে। চিরসৌহার্দ্দ্য-রূপ অমৃতরাশিতে গরল উৎপাদিত হইতেছে ও ধর্ম্মরূপ উন্নত পর্ব্বত শিখরে বজ্র পাতিত হইতেছে। অধিক কি, উহার প্রভাবে যখন লোকের অন্তরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধ্যাসাধ্য কিছুই বিবেচনা থাকে না, তখন যে কিরাতপতির অন্তর উহার প্রভাবে বিচলিত হইবে না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। আর একবারমাত্র উপদিষ্ট বা তিরস্কৃত হইলেই যদি কামপ্রবণ যুবকের মন প্রকৃতিস্থ হইত, তাহা

কথাই এখন ব্রহ্মজ্ঞান। তাঁহারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসম্মত না হইলেও তাহাই শাস্ত্র। আর আমরা যদি শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়া কোন কথা অপ্রামাণ্য বলি, তাহা হইলেও সে অশাস্ত্র হইবে। অতএব বোধ হইতেছে যে, অধুনা মনুপ্রভৃতি স্মৃতিকারগণ পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছেন, তাঁহারাই যেন এক্ষণে স্ব স্ব কৃত নিয়মসকল অশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিয়া দিতেছেন। এ সকল কালেরি দোষ সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বয়স্য! তুমি এই কারণে বনবাসী হইয়াছ? ছি! তুমি কাপুরুষ। বিবাহিতা ভার্য্যা কি এত প্রবলা হইতে পারে? "প্রহারেণ সুমঙ্গলম্", প্রহারে ভূত বশ হয়, আর মানুষ বশ হয় না? নীলব্রত কহিলেন, উত্তম বলিয়াছ। আজ যদি জ্ঞান শিক্ষা দিতে আইসে, তবে উত্তম মধ্যম জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যাইবে। অদ্য যাহা মনে আছে তাহাই করিব। মিত্রদ্বয় কহিলেন বয়স্য! দেখ! আর এক কর্ম্ম আছে। যাহা বলিলাম, তাহাত করিবেই, কিন্তু সেই কুসংস্কারবিশিষ্টা কামিনী কখনই সরলপ্রকৃতি হইবে না। যখন তাহার পেটে কিঞ্চিৎ বিদ্যার জল পড়িয়াছে, তখন তাহাকে প্রকৃতিস্থ করা বড় দুঃসাধ্য। অতএব আমাদের বিবেচনায় কোন এক সদ্বংশজাতা সৎস্বভাবা দেখিয়া পুনরায় একটী বিবাহ করা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে আর কোন উৎপাতই থাকে না। জোঁকের মুখে লুণ পড়ে। আর

আমরা শুনিয়াছি যে, সপত্নী হইলে পূর্ব্বপরিণীতা বনিতাও সৎস্বভাব প্রাপ্ত হয়। নববধূকে পতিসোহাগিনী দেখিয়া মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইলে জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর চরিত্র শোধন হইলেও হইতে পারে। সেই জন্যই অনেক বিজ্ঞ লোকে কহিয়া থাকেন, রমণীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের ঐ একটীমাত্র মহৌষধ। অতএব তুমি আর একটী বিবাহ কর। নীলব্রত কহিলেন, ভাল! দেখা যাউক। পরে তাহাই হইবে স্থির হইল। এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে ভগবান্ কমলিনীনায়ক কমলবন পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। চারি দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। নীলব্রতও বয়স্যদ্বয়সমভিব্যাহারে ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনাদিবিশ্বনিয়ন্তা জগৎপতি কাহাকে যে কি রূপ বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া কি অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সকলই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির সুগোচর। তাঁহার অনন্ত মহিমার শক্তি প্রভাবে কত লোক যে কত কৌশল অভ্যাস করিতেছে, তাহা তিনিই জানেন। সেই নির্ব্বিকার যে কত লোকের মনোবিকার জন্মাইয়া দিতেছেন, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। তিনি নির্গুণ হইয়াও যে কত লোককে কত গুণ প্রদান করিয়া মায়াগুণে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার নির্ণয় নাই। কত লোক যে কত প্রকার বাগ্বিদগ্ধতা শিক্ষা করিয়া প্রকৃত পদার্থকে অমূলক ও অমূলক বস্তুকে প্রকৃত করিবার পোষকতা করে,

তাহা শুনিলে মতিভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। এই প্রস্তাবোক্ত নীলব্রতের বয়স্যগণ এদেশীয় কুরীতিজাল দেশ হইতে অপনীত না হইবার অভিপ্রায়ে যে সকল স্বকপোলকল্পিত বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে অনভিজ্ঞ লোকেদের স্বতই প্রতীতি হইতে পারে যে, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুরীতি সমস্ত নির্ব্বাসন করা বুঝি মন্বাদি স্মৃতিকারগণের অভিপ্রেত নহে। বস্তুতঃ শাস্ত্রোক্ত শত শত বিধানের শত শত স্থানে ঐ সকল কুসংস্কারের প্রতিষেধ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এদিকে মনোত্তমা দিবাবসানে সমস্ত গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে দুই একটী প্রতিবাসিকন্যা ও পঞ্চ ষষ্ঠ বর্ষবয়স্ক দুই এক জন বালক আসিয়া মিলিত হইল। মনোত্তমা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া নানা নীতি বিষয়ক গল্প আরম্ভ করিলেন। সমাগত বালকবালিকাগণ একমনা হইয়া শুনিতে বসিল। এইরূপ প্রায় প্রতিদিন দুই পাঁচটী করিয়া আসিয়া চারি ছয় দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া যাইত। কোন কোন দিন মনোত্তমা একএকখানি মনোরঞ্জন পুস্তক পাঠ করিয়া তাহাদিগের মনোরঞ্জন করেন। যে সকল শব্দ তাহারা বুঝিতে না পারে, মনোত্তমা তাহা সহজ কথায় প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দেন। এইরূপে প্রতিবাসী অনেকগুলি কুমারকুমারীর মানসকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়। সে

দিন যখন ঐ রূপ বাক্যালাপ ও পুস্তক পাঠ করিতে-ছেন, এমন সময় নীলব্রত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রন্ধন গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, মনোত্তমা পুস্তক পাঠ করিতেছেন, কন্যাগণ অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, কি আপদ্ এখনো নিরস্ত হয় নাই?

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে গোপনে অবস্থিতি করিতেছেন, দৈবাৎ একটী বালিকার নয়নপথে পতিত হই-লেন। কন্যাটী কহিল ও বৌ! ঐ দাদা এসেছেন দেখ। কেমন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের বৈ পড়া শুনিতেছেন! মনোত্তমা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়াই পতিকে নেত্রগোচর করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং পুস্তক আবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, ভাই! তোমারা একটু বসো, আমি আসিতেছি। এই কথা বলিয়া তথা হইতে উঠিলেন। নীলব্রত কহিলেন, আরে কর কি? এ আপদ যায় এই। তুমি বেশ পড়িতেছিলে, পড়। তার পর সুশীলার শ্বশুর সুশীলাকে কি বলিলেন? মনোত্তমা কহিলেন, নাথ। পরিহাস করেন কেন? আসুন ঐ গৃহমধ্যে যাই। নীলব্রত কহিলেন, সে কি? আমাকে অভ্যর্থনা কেন? ঐ যে সব মনস্তোষিণীরা তোমার অপেক্ষা করিতেছেন, তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করগে, আমি এই চলিলাম। মনোত্তমা লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, নাথ! কেন আমারে লজ্জা দেন? উহাতে

আমি অত্যন্ত দুঃখ পাই। ঐ ও বাড়ীর ঠাকুরঝি বিনোদিনী আর নূতন পিসিমার ছেলেরা এলেন, আর আপনিও বাটী ছিলেন না; তাই ঐ সুশীলার উপাখ্যান প্রথমভাগ খানা একটু পড়িতেছিলাম, তাতে কি দোষ হইয়াছে? নীলব্রত কহিলেন, না, দোষ কেন? তুমি পড়িতেছিলে, তাহাতে ভঙ্গ দিলাম, সেটা আমারই দোষ। সত্য সত্যই কি তুমি সেই জন্য দুঃখিত হও নাই? মনোত্তমা হাস্য করিয়া কহিলেন, প্রিয়তম! আমি আপনার সঙ্গে কথায় পারিব না। আর বাগ্জাল বিস্তার করাও অনুচিত। আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করুন। এইরূপ কথোপকথনানন্তর মনোত্তমা ভোজনের আয়োজন করিতে গেলেন। সমাগত কুমার ও কুমারীরা মনোত্তমার নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। তদনন্তর নীলব্রতের আহারাবসানে মনোত্তমা ভোজন করিয়া শয়নগৃহে গমন করিলেন। ভাবিলেন, আজিও একবার উপদেশ দিয়া দেখিব কি হয়। ইহা ভাবিয়া নানা কথাপ্রসঙ্গে রজনী গভীরা হইলে মনোত্তমা কহিলেন, নাথ! গৃহধর্ম্মের কোন কথা উত্থাপন করিলেই আপনি ত্যক্ত হইয়া চলিয়া যান। কিন্তু আমি তাহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কই? আপনার যে কয়েকটী সুহৃৎ যুটিয়াছে, তাহারা আপনারে সমভাব না করিয়া পরিত্যাগ করিবে না। বারবিলাসিনীরাও আপনার স্বভাবিক সদ্গুণ সকল শোষণ করি-

তেছে। দিবারাত্রিই কেবল নীচ সহবাসেই রত। একটী কথা বলিলে গায়ে সহ্য হয় না। যেরূপ অপব্যয়ে ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করেন, তাহার কিয়দংশমাত্র সৎকর্ম্মে ব্যয় হইলে কত মঙ্গল হইতে পারে, একবার বিবেচনাও হয় না। এত অপরিমিত ব্যয় করিলে গৃহী লোক কত দিন গৃহে তিষ্ঠিতে পারে? আপনি ঐ সকল অসৎসঙ্গ ও অপব্যয়দোষ পরিত্যাগ করুন। নচেৎ এ সংসারে আর ভদ্রতা নাই। এই সকল কথাতে আমার এক প্রকার পতিনিন্দা করা হইল। খদ্যোত হইয়া চন্দ্রমাকে আলোক প্রদানের ন্যায় উপদেশ দেওয়াও হইল। অথবা তাহাও নিতান্ত দূষণীয় নহে। কারণ গত কার্ত্তিক মাসে পুরুতবাড়ী মহাভারত কথা হইতেছিল, তাহার আদি পর্ব্বে শুনিয়াছি যে, কণ্বঋষিপালিতা বিশ্বামিত্রদুহিতা শকুন্তলা যখন স্বীয় দয়িত মহারাজ দুষ্মন্তসমীপে গমন করেন, পৌরবরাজ যখন তাঁহাকে দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে পরিণীতা ভার্য্যা বা দৃষ্টপূর্ব্বা বলিয়াও চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করেন, সেই সময়ে শকুন্তলা বলিয়াছিলেন "মহারাজ! শুনিয়াছি যে, পুরুবংশীয়দিগের সত্যই কুলব্রত। তা, আপনি কি বলিয়া এই অভাগিনীর পাণিগ্রহণ সময়ে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে সত্যপালনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন? এবং কি বলিয়াই বা দুর্লভ ধর্ম্ম সত্যকে অপলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? অতএব রাজন!

এরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা করা আপনার নাম ও বংশের অনুরূপ হইল না।,, অতএব নাথ! আমিও বলিতেছি যে, আপনিও এই দুঃশীলার পরিণয়কালের সত্যে বদ্ধ আছেন; যাহাতে সেই সত্যসূত্র ছেদ না হয়, তাহা করুন, আর আমার এই দুঃসাহসকে ক্ষমা করুন। এই কথা বলিয়া মনোত্তমা বসনাঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। নীলব্রত ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, হাঁ, আমিই যেন মহাপাপে লিপ্ত হইয়া সত্যলোপ করিতে বসিয়াছি; তুমিও ত বিবাহ কালে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এবং আমার ন্যায় নির্ব্বোধও নও; তা তুমিই আমাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিও। রে দুশ্চরিত্রে পাপীয়সি! তুই আমাকে নিত্য নিত্য হেয় জ্ঞান করিয়া উপদেশ প্রদান করিস্; তোর লজ্জা হয় না? হা ধিক্! আমাকে ধিক্! এই কথা বলিয়া কপিকুল যেমন বৃশ্চিক দংশনে জ্বালাতন হইয়া উঠে, সেই রূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া মনোত্তমাকে পদাঘাত করিলেন। হায়! ক্রোধের কি বিচিত্র ভাব! ক্রোধপরবশ ব্যক্তিগণের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! সর্ব্বসংহারিণী অবিদ্যার কি চমৎকার শক্তি! স্বার্থপর বিবেকবিহীন নির্ব্বোধ পুরুষেরাই বা কি অনর্থের মুল! ধন্য রে ক্রোধ! তোর বশতাপন্ন প্রাণিগণ কি দুষ্কর্ম্মই না করিতে পারে? এই ক্রোধে কত লোক প্রাণাধিক পুত্ররত্ন বিসর্জ্জন দিয়াছে, এই ক্রোধে কত ব্যক্তি পরমারাধ্য জনকজননীর প্রাণ

বিনাশ করিয়াছে এবং এই ক্রোধে কত জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও আত্মহত্যা করিয়া মহান্ অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছেন! অথবা নীলব্রতের এই কার্য্য বিচিত্রই বা কি? বিদ্যাহীন, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণের উপর সকল রিপুই সমান ভাবে প্রভুত্ব করে। নীলব্রত সেইরূপ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া মনোত্তমাকে পদপ্রহার ও তিরস্কার করিয়া সেই রজনীযোগে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পরে বন্ধুগণের পরামর্শক্রমে বিমলপ্রভা নাম্নী এক রমণীকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই নীলব্রত ইতিপূর্ব্বে বিবাহ করিবেন না বলিয়া একেবারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এক্ষণে নবপ্রণয়িনীর পাণিপীড়ন করিয়া অবধি নিয়ত অন্তঃপুরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর অনুমতি বিনা শয়ন—অশনও নির্ব্বাহ হইবার ব্যতিক্রম হইল। পূর্ব্বে এই মুখ দিয়া "নারীদাসকে ধিক্!" এই শব্দ নির্গত হইয়াছিল। এইরূপ রমণীর বশীভূত হওয়াও নিতান্ত দোষাবহ নহে। ভার্য্যা যদি স্নিগ্ধ প্রকৃতি ও সুবুদ্ধিমতী হয়, তবে তাহার বাক্যে যথোচিত সমাদর করাতে হানি নাই। অথবা অতিশয় বাড়াবাড়ীও ভাল নহে। নীলব্রতের এই দ্বিতীয়া রমণী অত্যন্ত প্রখরস্বভাবা ও ঈর্ষ্যাপরবশ ছিলেন। মনোত্তমার প্রতিও বিলক্ষণ বিদ্বেষভাব প্রদর্শন এবং নীলব্রতকেও যথোচিত তিরস্কার ও অবমাননা করি-

তেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এততেও নীলব্রতের অপব্যয়, সুরাসেবা ও বারাঙ্গনা বিলাসের কিছুই দমন বা হ্রাস হয় নাই। বরং অভ্যাস সহকারে দিন দিন বৃদ্ধিই হইয়াছিল।

কালক্রমে বিমলপ্রভা গর্ভবতী হইয়া শুভক্ষণে এক পুত্র প্রসব করিলেন। নীলব্রত পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইলেন। দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিগণ, যে যাহা প্রার্থনা করিল, অসাধ্য হইলেও তাহা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। এমন কি, বলিতে গেলে একেবারে দানে কল্পতরু হইয়া বসিলেন। বিমলপ্রভার অনুরোধে তখন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকিল না। ধন্য রে অসঙ্গত প্রণয়! তুই এই পৃথিবীতে না করিতে পারিস্ এমন কর্ম্মই নাই! বিমলপ্রভা একে স্ত্রীজাতিসুলভ হিংসা দ্বেষের একান্ত বশবর্ত্তিনী; তাহাতে পুত্র প্রসব করিয়া স্বামিসোহাগিনী হইলাম, ভাবিয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিলেন। সকল সময়ে পৃথিবীতে তাঁহার চরণ স্পর্শ হইত না। বিলাসিনীগণ সপত্নীর উপর প্রভুত্ব দেখাইয়া স্বামীমনোমোহিনী হইতে পারিলেই ধরাকে শরা বোধ করে! বিমলপ্রভা একদিকে পতির অনুরাগ, আর দিকে সপত্নীবিরাগ ও পুত্রবতী, ইহাতে তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। মধ্যে মধ্যে মনোত্তমাকে কটাক্ষ করিয়া কত কথাই বলিতেন, তাহা বর্ণন করিতেও

দুঃখ হয়। বাস্তবিক ঈর্ষ্যাকলুষিত মূর্খ স্ত্রীলোকদের এতগুলি একত্র হইলে কতদূর পর্য্যন্ত আস্ফালন হইয়া থাকে, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। মনোত্তমা সপত্নী কি সপত্নীপুত্র হইয়াছে বলিয়া এক দিনের জন্যও ক্ষুব্ধ হন নাই; বরং সপত্নীকে সহোদরা ভগিনী ও তৎপুত্রকে স্বগর্ভজাত অপত্যসম জ্ঞান করিতেন। পতিভক্তিরও কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। পূর্ব্বের ন্যায় সেবা শুশ্রূষা ও তাঁহার আহারের সময় সম্মুখে অবস্থিতি এবং আজ্ঞামাত্রেই আদেশ পালনে যত্নবতী থাকিতেন। তাহাতে অণুমাত্রও ব্যতিক্রম বা বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। কেনইবা হইবে? স্ত্রীলোক হইলেই যে, ঈর্ষ্যা ও অসূয়া পরবশ হইতেই হয়, এমন কিছু কথা নাই। সপত্নীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে কত রমণীকে দেখা গিয়াছে। রাজা দশরথের পত্নী কৌশল্যা, স্বামীপ্রদত্ত চরুর অর্দ্ধভাগ লক্ষ্মণজননী সুমিত্রাকে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পর কেমন সদ্ভাব ছিল। বৃষপর্ব্বাকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা শুক্রাচার্য্যকন্যা দেবযানীকর্ত্তৃক কত প্রকার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াও প্রাণান্তে তাঁহার প্রতি মন্দ ব্যবহার করেন নাই। আচার্য্যপুত্রী ঐ উপলক্ষে নহুষাত্মজ যযাতিকে দৈত্যগুরুকর্ত্তৃক জরাগ্রস্ত শাপপ্রদান করাইয়াছিলেন, তথাপি দানবরাজদুহিতা ভৃগুকন্যার সহিত কিছুমাত্র অসদ্ব্যবহার করেন নাই।

মনোত্তমাও সেইরূপ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া পতি-শুশ্রূষা ও সপত্নী এবং সপত্নীপুত্রের প্রতি যথাবৎ ন্যায়ানুগত আচরণ করিতেন। তাহাতে বিমলপ্রভা ও নীলব্রত মনে করিতেন যে, মনোত্তমা সৌভাগ্যলোভিনী হইয়াই বুঝি আমাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বাস্তবিক তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। নির্ম্মল শশী-কলা রাহুকর্ত্তৃক গ্রাসিত হয় বলিয়াই কি রাহু তাঁহাকে মলিন করিয়া রাখিতে পারে? ফলবতী শস্যমঞ্জরী কি বায়ু দ্বারা ক্ষেত্র--বিমর্দ্দিত হওয়াতে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া থাকে? যে বস্তু স্বভাবত মধুরপ্রকৃতি, সে কি মনুষ্য কর্ত্তৃক বারম্বার প্রপীড়িত হইলেও স্বভাব পরিত্যাগ করে? ইক্ষুদণ্ডকে অস্ত্রাঘাতে শত শত খণ্ডে খণ্ড খণ্ড করিলে কি তাহার মধুরতা দূরীকৃত হয়? মলয়-পর্ব্বতস্থ চন্দনবৃক্ষ ভুজঙ্গাবৃত থাকাতেই কি পরিমল-চ্যুত হয়? চন্দন কাষ্ঠকে পুনঃ২ ঘর্ষণ করাতেই কি তাহা সুগন্ধভ্রষ্ট হয়? এবং সুচারু স্বর্ণকে বারম্বার হুতাশনে দগ্ধ করা হয় বলিয়া কি সুবর্ণ আপন চারু সুবর্ণ পরিত্যাগ করে? এই সকল যেমন নিতান্ত অসম্ভব এবং এই সকল স্বভাবমধুর পদার্থ যখন প্রকৃতিচ্যুত হয় না, তখন মনোত্তমা যে, বিদ্যাবতী ও শান্তপ্রকৃতি হইয়া প্রাণান্তেও সৎস্বভাব পরিত্যাগ ও কুলকলঙ্কিত করিবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। তাহা হইলে নীলব্রতের তদানীন্তন তিরস্কার

ও চরণপ্রহার কখনই সহ্য করিতেন না। অতএব সে আশঙ্কা করা বৃথা।

ও দিকে বিমলপ্রভার পুত্র ক্রমেং চারি মাস বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। এই সময় প্রতিবাসিনী রমণীরা আসিয়া বালকের রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিতেন। কুমারও "বীণার ন্যায় এক অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তরে" যাইয়া দর্শনার্থিগণের সন্তোষ উৎপাদন করিত। জনক জননীও পুত্রের মৃদু মধুর হাস্য সন্দর্শন করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতেন। যে সময়ে বিমলপ্রভার পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, তখন মনোত্তমা পঞ্চমাস গর্ভবতী। প্রথমজাত কুমারের অকল্যাণ হইবে বলিয়া দেশাচার মতে তিনি নবপ্রসূত বালকের জাতকর্ম্মোচিত কোন দ্রব্যাদি স্পর্শ করেন নাই। তাহাতে সকলেই ঈর্য্যাভাব মনে করিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন। ফলতঃ মনোত্তমা সে প্রকার রমণী নহেন যে, হিংসা তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে। সে কথা কর্ণে স্থান দিলেও অধর্ম্ম হয়। বিমলপ্রভার পুত্রের পঞ্চমাস বয়ঃক্রম হইলে মনোত্তমা এক নবকুমার প্রসব করিলেন। নীলব্রত শুনিলেন যে, মনোত্তমা একটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন। বিমলপ্রভার গর্ভে পুত্র জন্মিলে নীলব্রত যেরূপ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই পুত্র হওয়াতে যদিও আন্তরিক অবশ্যই আনন্দানুভব হইয়াছিল, কিন্তু কনিষ্ঠা পত্নীর ভয়ে বাহিরে তাহার কিছুই দেখাইতে সমর্থ হইলেন

না। এই নীলব্রত পূর্ব্বে মনোত্তমাদত্ত উপদেশ বাক্যে যেরূপ অপমান বোধ করিতেন, এক্ষণে নব-প্রণয়ভাজন বিমলপ্রভার প্রভাতে তদনুরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। সামান্য সামান্য কথান্তরের সূত্র তুলিয়া শতমুখী পর্য্যন্ত প্রহার করা হইত। মনোত্তমার হিত-কর বাক্য তখন যে গাত্রে শেল বিদ্ধ করিত, এখন বিমলপ্রভার শতমুখী প্রহার অম্লান বদনে সেই গাত্রে সহ্য হইতে লাগিল। হায়! অনধীতশাস্ত্র মূঢ় যুবকেরা কি ভয়ানক! সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা যে, বহু বিবাহ-রূপ মহাপাপ সঞ্চয় করিয়া কি প্রকার সুখ সম্ভোগ করে, তাহা এই তন্তুবায়ের যন্ত্রস্বরূপ দুই কামিনীর পতি নীলব্রতকে দিয়াই প্রমাণ পাওয়া গেল। যে নীলব্রতকে দিবা রাত্রির মধ্যে একদণ্ড গৃহস্থায়ী দেখা যায় নাই; সেই নীলব্রত এক্ষণে দিবানিশি অন্তঃপুরেই আছেন। তাহাও যে নিতান্ত দূষণীয়, এ কথাও বলা যায় না। কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমতুল্য সদ্গুণশালিনী রমণীর বশীভূত থাকা তাদৃশ অনিষ্টকর নহে। অথবা অতিশয়ও ভাল নহে।

একদা মনোত্তমা সন্তানটীকে অঙ্কে ধারণ করিয়া সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময়ে নীলব্রত দৈবাৎ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। গমন করিতে করিতে সেই দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে পুত্রপানে ক্ষণেককাল চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে বালকের

অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রশংসা করতঃ আনন্দ অনুভব করিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে সচকিতমনে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। আহা! পুত্রবান্ ব্যক্তিগণ কি সৌভাগ্যশালী! তাহারা পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যে, কিরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তাহা অপুত্রক লোকেরা সহস্র যুগেও অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই প্রকার পুত্র প্রাপ্ত হইলে যেরূপ অপার সুখের পার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে যদি আবার পরিবারের মধ্যে অসূয়া ও হিংসাপরবশ লোক থাকে, তবে যেমন সুখোদয়, তেমনি অসুখ। যেমন অমৃতোৎপত্তি, তেমনি গরলবর্ষণ হইয়া থাকে। নীলব্রত এমন সুখাস্পদ পুত্রনিধি প্রাপ্ত হইয়াও বিমলপ্রভার ভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে বিমলপ্রভা সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, নাথ! ও কি করিতেছেন? পাগলের মত সূতিকাগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে ও কি তাকাইতেছেন? চক্ষের যে আর পলক পড়ে না? চিত্রপুত্তলিকার প্রায় অস্পন্দ হইয়া ও কি দেখা হইতেছে? নীলব্রত চকিত হইয়া কহিলেন, কই? কি দেখিব? এমন কিছু দেখি নাই। বিমলপ্রভা হাস্য করিয়া কহিলেন, এমন কিছু দেখি নাই কি? ঐ যে সূতিকাগৃহের পানে অনিমেষ-লোচনে কি দেখিতেছিলে। নীলব্রত সভয়ান্তঃকরণে কহিলেন, প্রিয়ে! এমন কিছু নয়। তবে এই ছেলটী বড় মন্দ

হয় নাই, তাই দেখিতেছিলাম। বিমলপ্রভা কহিলেন, কে বলিতেছে মন্দ। এখন এ দিকে এসো, কোন বিশেষ কথা আছে। এই কথাতে নীলব্রত নাক-ফোঁড়া মহিষের ন্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মনোত্তমা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সূতিকাগৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বিমলপ্রভা কহিলেন, নাথ! এইত পুত্রের অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত। ইহাতে কয়েকটি কর্ম্ম করিতে হইবে। আমার বাপের বাড়ীর দেশের সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও তোমাদের সমাজস্থ সকল ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। গ্রামে ঘড়া করিয়া তৈল বিলাইতে হইবে, পুত্রের আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর মাসকলাই ও মৎস্য বিতরণ করিতে হইবে; বাঁধা রোশনাই করিয়া জল সইতে হইবে; রাত্রে একদল পাঁচালী ও দুইদল তয়ফাওয়ালা বাইনাচ দিতে হইবে; আর যাহা যাহা তোমাদের রীতিব্যবহার আছে, সকলই করিতে হইবে। নীলব্রত এইসকল কথা শুনিয়া একেবারে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। কি করেন, যেরূপ অবস্থা, তাহাতে পত্নীর মনস্তুষ্টি করা বড় সামান্য ব্যাপার নহে, ভয়ে কিছু ফুটেও বলিতে পারেন না, সুতরাং নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বিমলপ্রভা কৃত্রিম হাস্য করিয়া কহিলেন, নাথ? আমার পুত্রের অন্নপ্রাশনে তোমার মৌনাবলম্বন করা আশ্চর্য্য নহে। আজ যদি সোনতমার পুত্রের

১২৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মানিকলাল পাইন	কলিকাতা (ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত)		১।/০
,, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	ঐ ঐ	... ...	১৵০
,, নন্দদুলাল পাইন	ঐ ঐ	... ...	১।০*
,, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	দারজিলিং ,,	(মাশুল সমেত)	১॥৵০
,, প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	... ...	১৲
,, বামাপদ চট্টোপাধ্যায়	... ঐ	... ...	১॥০
,, হরিচরণ দত্ত	... ঐ	... ...	১৲
,, উমেশচন্দ্র বসু	... ঐ	... ...	১৲
,, প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়	ভাগলপুর	... ...	৩৸০
,, অন্নদাপ্রসাদ রায়	বহরমপুর, কাশীমবাজার		১।০
			১৫৵০

১২৭৪।৭৫ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

(অগ্রিম)

শ্রীযুক্ত বাবু ঋষিবর মুখোপাধ্যায় কলিকাতা (কার্ত্তিক হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত) ... ... ২॥০

,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় সাগর ,, (মাশুল সমেত) ৩।০

৫৸০

দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে যাঁহারা নব-প্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও ফাল্গুন হইতে ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, গত শ্রাবণ মাসে তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। অপর যাঁহারা গত বৈশাখ হইতে ষাণ্মাসিক প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মূল্যও পরিশোধ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে পুনর্ব্বার বার্ষিক বা ষাণ্মাসি মূল্য প্রদান করিবেন; যদি এক মাস মধ্যে মূল্য প্রদান না করেন, তবে তাঁহাদিগের দত্ত মূল্য অগ্রিম বলিয়া পরিগণিত হইবে না। যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা এবং যাঁহাদিগের নিকট অদ্যাবধি গত বৎসরের মূল্য বাকি রহিয়াছে, তাঁহারাও অবিলম্বে আমাদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিবেন, ইহাতে অন্যথ হইলে আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগের নাম ধাম প্রকাশে অগত্যা বাধিত হইব।

আমাদের মফস্বলীয় গ্রাহক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন যে, অগ্রিম মূল্য প্রদান না করিলে এই নবপ্রবন্ধ পত্র কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না; কিন্তু এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ গ্রাহকই অগ্রিম মূল্য প্রদান করেন নাই, ভরসা করি, তাঁহারা আর অধি বিলম্ব না করিয়া স্ব স্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রী তিনকড়ি ঘোষাল।
সম্পাদক।

৵০ আনা বাকি রহিল।

নব-প্রবন্ধ পত্রের নিয়মাবলী।

১। যদি কেহ মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবেক না।

২। গ্রাহক মহাশয়েরা মূল্য প্রেরণকালে যেন এক আনার অধিক মূল্যের ডাকের টিকিট না পাঠান।

৩। মফস্বলীয় গ্রাহক মহাশয়েরা অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে এই পত্র প্রদান করা যাইবেক না।

৪। ষাণ্মাসিকের ন্যূন কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবেক না।

৫। কেহ এই পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রতিবারে প্রতি পংক্তিতে এক আনা দিতে হইবেক।

৬। এই পত্র যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি যোড়াসাঁকো বলরাম দের স্ট্রীটের ১৮।২ নং ভবনে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষালের নিকট অথবা থ্যাকার ইস্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানির আফিসে শ্রীযুক্ত হরিমোহন কর্ম্মকারের নিকট পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। মফস্বলে বালেশ্বরের একজিকিউটিব্ ইঞ্জিনিয়র আফিসের কেসীয়ার শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও ঢাকার হিন্দু-হিতৈষিণী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নিকট মেদিনীপুর কালেক্টরীর হেড রাইটর শ্রীযুক্ত নবকুমার বসুর নিকট এবং কুমারখালীতে গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদারের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এই পত্রের

মাসিক মূল্য … … …	।০
ষাণ্মাসিক মূল্য … … …	১৷৵০
বার্ষিক মূল্য … … …	২৷৷০
বিনাস্বাক্ষরকারির প্রতি প্রত্যেক পত্রের মূল্য … … … …	।৵০
ডাকমাসুল প্রতি সংখ্যায় …	৵০

Part II. *No* 10.

NABA PROBUNDHA

A

MONTHLY MAGAZINE.

——0000000——

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ, প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ, পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ।	মাঘ, ১২৭৪।	মাসিক মূল্য ...
১০ম, সংখ্যা।	ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮।	অগ্রিম বার্ষিক ২

নির্ঘণ্ট।

কলিকাতা।

Printed at the Girisha-Vidyaratna Press,
58—5. UPPER CIRCULAR ROAD.

নব-প্রবন্ধ কার্য্যালয়। যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীট ১৮।২ নং ভবন।

Price 5 annas. মূল্য ।/০ আনা।

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ।	মাঘ, ১২৭৪।	মাসিক মূল্য - - ।০
১০ম সংখ্যা।	ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮।	অগ্রিম বার্ষিক ২।০

খনিজ রত্নাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(২২৮ পৃষ্ঠার পর)

চুনি ও পান্না ইত্যাদি বহু মূল্য প্রস্তরের অধিকাংশেই মৃত্তিকার ভাগ আছে। আলুমিনা ও সিলিকা নামক দুই প্রকার মৃত্তিকার মধ্যে (এক একটীর ভিন্নভিন্ন অংশেই হউক অথবা উভয়ের মিশ্রিত রূপেই হউক) চূণ ও লৌহের কলঙ্ক ইত্যাদিরও কিঞ্চিৎ অংশ থাকে। পৃথিবীর সকল স্থানেই নানাপ্রকার মৃত্তিকা আছে। কোন স্থানে পর্ব্বত, কোন স্থানে স্তুপাকার অবিকৃত মৃত্তিকা এবং কোনস্থানে বা ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বসাধারণে বিবেচনা করেন, যে বর্ষার জলে পর্ব্বতের প্রস্তর সকল ধৌত হইয়া তদন্তর্গত মৃত্তিকার অংশ মিশ্রিত রূপে নির্গত হয়। কালক্রমে ঐ সকল মিশ্রিত ভাগের লঘু ও সূক্ষ্ম অংশ পৃথক হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে এবং স্থূলাংশ সকল নীচে পড়ে।

কুম্ভকারের ব্যবহার্য্য চুমকি পাত্তরও আদি মৃত্তিকার (সিলিকা) মধ্যে গণ্য হইয়াছে। পর্ব্বতের শিলামাটীর মধ্যে এবং স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ড প্রদেশের দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ চূর্ণ প্রস্তরের

(চূণের পাতরের) মধ্যে ঐ চুমকি পাতর সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে স্থানে পলি*পড়ে, সে স্থানে কলঙ্কের ন্যায় ঐ সকল প্রস্তর দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড দেশের সমুদ্রতীরে, বিশেষতঃ ব্রাইটন ও তাহার নিকটস্থ স্থানে উহাকে সিঙ্গল অর্থাৎ গৃহাচ্ছাদনের তক্তা বলিয়া থাকে। ইংলণ্ডের সমস্ত কুম্ভকারগৃহে বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইলেও নিঃশেষিত হইবে না; কিন্তু ব্যবসায়ার্থ নানাদেশে নীত হইলে, তদ্দ্বারা যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে। এই চুমকি পাতরের মধ্যে যে যে দ্রব্যের যত অংশ আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

সিলিকা বা চুমকি পাতর	৯৮	অংশ
চূণ	।°	,,
আলুমিনা বা মৃত্তিকা ...	।°	,,
লোহের কলঙ্ক	।°	,,
অপচয়	১	,,
	১০০	

* নদীর চড়ায় জল নির্গত হইয়া যে বালুকা স্তবক তক্ তক্ করিতে থাকে, তাহাকে পলিপড়া কহে। সচরাচর এ দেশে উহাকে চর বলে।

চুমকি পাতর ধূসরবর্ণ হয় এবং তাহার গাত্রের স্থানে স্থানে এক এক রেখা থাকে। কখন তাহার গোলাকৃতি স্তম্ভ হয়, কখন বা আকারের নিয়ম থাকেনা। অভ্যন্তর ঈষৎ উজ্জ্বল; কিন্তু ভাঙ্গিবার সময় সরলভাবে ভাঙ্গা যায় না, স্বভাবতই বক্রভাবে ভগ্ন হয়, ভগ্নাংশগুলি তীক্ষ্ণধার হইয়া থাকে তাহার দুই অংশ অন্ধকারে ঘর্ষণ করিলে গন্ধকের ন্যায় আলোক উৎপন্ন করে, তাহাতে এক বিশেষ ঘ্রাণ নির্গত হয়। এই প্রস্তর খণ্ডকে জলে দ্রব করা যায় না; কিন্তু স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই দ্রবীভূত হইতেছে। বোহিমিয়া প্রদেশের মধ্যে করেনস্বাদ নামক স্থানে এক ধাতুস্থ উনুই (ফোয়ারা) আছে, কালপ্রাট্ সাহেব সেই উনুইয়ের জল পরীক্ষা করাতে প্রকাশ হইয়াছিল, যে তাহার ১০০০ আউন্স (৩১। একত্রিস সের একপোয়া) পরিমাণ জলের মধ্যে ২৫ রতি পরিমাণ চুমকি পাতরের অংশ আছে। আইসলাণ্ড দ্বীপে রাইকম নামক স্থানে যে এক প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণ আছে,

তাহাতে ঐ পাতুরিয়া মৃত্তিকার অংশ এত অধিক, যে তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিকে রাশীকৃত প্রস্তর উচ্চ হইয়া একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত বা নিরাট অট্টালিকার আকার ধারণ করিয়াছে। সোদা (Soda) নামক ক্ষার ঐ জলে থাকাতে বোধ হয়, তাহারই ঐ দ্রবীকরণ শক্তি-দ্বারা ঐ পাতর দ্রব হইয়াছে। রাইকমের উনুইয়ের জল পূর্ব্বে প্রায় ৬০।৭০ ফীট সরলভাবে উর্দ্ধে উঠিত; কিন্তু সম্প্রতি তাহার মুখে এক প্রস্তরাংশ পতিত হওয়াতে সেই জল এক্ষণে পার্শ্বদিকে ৫০।৬০ ফীট দূরে প্রবাহিত হয়। প্রস্র-বণের জল যখন স্ফীত হইয়া বায়ু-পূর্ণ স্থানে প্লাবিত হইতে থাকে, তৎকালে বায়ু সংযোগে অবশ্যই তাহার উষ্ণতা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়া শীতলত্ব প্রাপ্ত হয়; তথাপি তাহা মৃত্তিকাস্পর্শ করি-লেও অত্যন্ত উষ্ণ থাকে। অনা-বৃত স্থান অপেক্ষা গভীর স্থানে জল উত্তপ্ত হইলে, তাহা অধিক উষ্ণ হয়, সেই নিমিত্ত উষ্ণ প্রস্র-বণের জল সচরাচর অধিক উষ্ণ হইয়া থাকে। স্নানকুণ্ড জলের মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে পাত-রের অংশ পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

তুমি কি আমার?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কামিনী কুটীরে।

(২০০ পৃষ্ঠার পর)

রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর। জগৎ নিস্তব্ধ। মহা-নগরীর যে অংশে কামিনীর বাস, সে অংশটী প্রকৃত নগরের ন্যায় নহে। গৃহের তিন দিকে কুসুম-কানন, মধ্যে মধ্যে এক একটী প্রাচীন বৃক্ষ। প্রথম দৃষ্টিতে পল্লীগ্রামের আভাস আইসে। রাত্রি অন্ধকার, জনমানবের বাক্য শ্রুতিগোচর হয়না, থাকিয়া থাকিয়া গম্ভীর পেচকের রব, দূরে কুক্কুরের রব এবং বৃক্ষাগ্রে অনিলের ফুর ফুর শব্দ শ্রুতি-গোচর হয়। দুটি যুবক এক গৃহে

আমোদিত। গভীর নিশীথকালীন অৰ্দ্ধচঞ্চল পবন ঐ অশোক তরুর পত্র সঞ্চালন করিয়া পুষ্পমঞ্জরী ভূমিতে ফেলিতেছে; পার্শ্বস্থ কুসুমগন্ধ চতুর্দ্দিগে বহন করিতেছে এবং চতুষ্পার্শ্বের বায়ুকে সুশীতল করিয়া প্রকৃতিগাত্রে বীজন করিতেছে। কামিনী যুবকদুটীকে সঙ্গে লইয়া সেই বৃক্ষতলে উপনীত হইল,—তিনজনের শরীর জুড়াইল। পাঠক! এমন মনোরম স্থানে কি কখন গিয়াছ?—এমন কুসুমসুবাসিত সমীরণ কি কখন সেবন করিয়াছ?—আর এমন সুস্নিগ্ধ অশোক তরু,—এমন মনোহর পুষ্পবন,—এমন সুচারু সচ্ছ নির্ম্মল বেদিকা কি কখন দেখিয়াছ? আরো এ সময় মনে কর, সুধু এই নয়,—সেই মনোহর প্রদেশে গভীর নিশীথে,—গভীর অথচ জ্যোৎস্নাময়, নিশীথে সঙ্গে কামিনী।—যুবতী কামিনী,—যুবতী সুন্দরী, অমন মণিকাঞ্চনীযোগ কি কখন ঘটিয়াছে?—

এমন সুরম স্থলে, এমন অশোকতলে
এমন নিশীথে কুতুহলে।
যথা পূর্ণ শশধর, দিতেছেন হীমকর
কামিনীর বদন কমলে॥
মলয় মরুত আসি, বরিষে সুবাসরাশি,
মৃদুবাসে ঢুলায়ে চামর!
রমণীরহাসিমুখে,হাসিদেখেভাসিসুখে
বিতরিছে সুধা সুধাকর॥
বিদেশে পরেরবাসে, বিদেশীনী নারী
পাশে, প্রেমআশে করি আগমন!
হয়েছো কিকভুসুখী, দিয়েছেকিবিধু
মুখী, তব করে প্রণয় রতন?
বলদেখিসত্যকরে, কামিনীরকরেধরে
পশেছো কি হেন উপবনে?
পরশি শীতলকর, হয়েছ কি ভাগ্যধর,
দেখদেখি ভাবদেখি মনে॥
প্রভাতে কমলবনে, দিনপতিদরশনে,
প্রেমবনে মত্ত যথা অলি।
তুমিকিতেমনিসুখে, কামিনীরমুখেহ
ফুটায়েছ কমলের কলি?

কেমন পাঠক! মনে হয়? এমন শুভদিন কি কখন ঘটিয়াছিল! দেখ, এই বিদেশী দুটী যুবার কেমন ভাগ্য দেখ! ইহারা সমুদয় জগৎকে বঞ্চনা করিয়া পৃথিবীর অতুল্য সুখ একস্থানে উপভোগ করিতেছে।—দেখিয়া কি হিংসা হয়? ছি! হিংসা করিওনা।

নির্জ্জনে থাকিয়া দেখ, আরো কত-দূর হয়।

কামিনী জনান্তিকে কনিষ্ঠকে কহিল, পথিক! দেখদেখি, স্থানটী কেমন? মৃদুস্বরে উত্তর হইল, অতি উত্তম। জ্যেষ্ঠ অল্পমাত্র শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি উত্তম বিনোদ? কনিষ্ঠ কহিল, যিনি আমাদিগকে আনিলেন। কামিনী ইঙ্গিতে কহিল চুপ্। বিনোদ চুপ করিল।

পাঠক! বুঝিয়াছ বিনোদ কে?—দুটী যুবকের কনিষ্ঠের নাম বিনোদ।—মনে রাখ, এ সময় আরো অনেক কথা মনে রাখিতে হইবে। এখন আইস, গোপনে থাকিয়া শুনি, কামিনী আরো বা কি বলে।

কামিনী মৃদুস্বরে কহিল, তোমারই নাম কি বিনোদ? সেইরূপ স্বরে উত্তর হইল, হাঁ। কামিনী কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল, তবে উপযুক্ত স্থানেই আনিয়াছি, গৃহে ভয় হই-তেছিল, এখানে কি ভয় হয়?

কনিষ্ঠ কহিল, কিছু কিছু হয়, সটী আনন্দ। কামিনী কহিল, তবে আর না, প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছ, এই কুসুমবেদিকায় শয়ন কর,—নিদ্রা যাও,—বিশ্রাম কর,—আমি পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতেছি। যুবকেরা যথার্থই ক্লান্ত হইয়াছিল, শুনিবামাত্র অষ্টাঙ্গ লম্বিত করিয়া শয়ন করিল। কামিনী কনিষ্ঠের কাণে কাণে কহিল, নির্ব্বোধ! কি করিতেছ? তুমি ঘুমাইও না। বিনোদ সভয়ে উঠিয়া বসিল। জ্যেষ্ঠ অত্যন্ত কাতর ছিল, শয়ন মাত্রেই নিদ্রিত হইল। নিশ্বাস দেখিয়া যুবতী বুঝিল, সে নিদ্রিত হইয়াছে। কনিষ্ঠকে কহিল, বিনোদ! আমার সঙ্গে আইস। বিনোদ কহিল, কোথায় যাইব?

কা।—আমার সঙ্গে।

বি।—দাদা যাইবেন না?

কা। চুপ! তুমি একাকী আইস, গোল করিলে জাগিয়া উঠিবে!

বি। ঘুমায়েছে?

কা। ঘুমায়েছে।

বি। তবে চল, কোথায় যাইবে।

কামিনী বিনোদের হস্ত ধরিয়া অন্য এক নিকুঞ্জে প্রবেশিল। বিনোদ সেই স্থলের শোভা দেখিয়া কামিনীর ক্রোড়ে মস্তক দিয়া—না

শোয়া, না বসা, এমনি ভাবে ঠেশ দিয়া রহিল। কামিনী তাহার মুখের নিকটে মুখ দিয়া কহিল, বিনোদ! তুমি কি আমার?

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমশঃ।

দুই জন ভৃত্যের অত্যাশ্চর্য্য প্রভু ভক্তি।

রোমাণেরা লুকানীয়ার অন্তঃপাতী গ্রুমান্টাম অবরোধ করিয়া নগর মধ্যে লব্ধ প্রবেশ হইবার উপক্রম করাতে দুইটী ভৃত্য পূর্ব্বেই শত্রু শিবিরাশ্রয় করিল। অনতি বিলম্বে রোমাণেরা অতর্কিত ভাবে সেই স্থান হস্তগত করিয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। এই অবসরে উক্ত দুইজন ভৃত্য তাহাদিগের কর্ত্রীর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বাহির করিল এবং বাকভঙ্গিতে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে লইয়া চলিল। কেহ [illegible] জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর দিত, ইনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা কামিনী, পূর্ব্বে যে-সকল অত্যাচার করিয়াছেন, এখন সেই সমুদয়ের ফল ভোগ করিতেছেন। এই প্রকারে তাহারা সেই বামলোচনাকে নগরের বহির্ভাগে লইয়া গেল এবং এক প্রচ্ছন্ন স্থানে অতি সাবধানে লুকাইয়া রাখিল। অনন্তর লুণ্ঠন নিবৃত্ত সৈন্য সমূহের উপদ্রব হ্রাস এবং নগর প্রকৃতিস্থ হইলে উক্ত দাসদ্বয় অভিভাবিকার সহিত পুনর্ব্বার নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বভর্ত্তৃর আজ্ঞা পূর্ব্ববৎ পালন করিতে অগ্রসর হইল। সেই রক্ষিত কামিনী ভৃত্যদ্বয়ের অবিচলিত প্রভুভক্তি দর্শনে যার পর নাই আনন্দিত ও যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন প্রয়াসিনী হইয়া তাহাদিগকে স্বাধ্যায়ত্ত একমাত্র দাস্যবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি দিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না।

কৃতঘ্নের সমুচিত দণ্ড।

কামিলেয়াস এবং ছাত্র-শিক্ষক।

কামিলেয়াস সেনানায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সন্নিহিত রোমাধিকারে উপদ্রবকারী কেল্‌সাইদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। নিত্য সহচর-সৌভাগ্য তাঁহার অনুসরণ করিলে, তিনি বিপক্ষ পক্ষের সেনা সমূহ পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজধানী আক্রমণ করিলেন। যদি এই যুদ্ধে উত্তর সাময়িক জনগণের অবশ্য মান্য এবং কামিলেয়াসের সমুদয় জয়াপেক্ষা প্রশংসাই একটী ঘটনা সংঘটিত না হইত, তাহা হইলে আমরা ইহার নামও উল্লেখ করিতাম না। এক জন শিক্ষক তাঁহার অধ্যাপনাধীন তদ্দেশস্থ আঢ্য সন্তানগণকে প্রলোভন দ্বারা রোমানশিবিরে লইয়া গিয়া কামিলেয়াসের হস্তে সমর্পণ করিল। পুত্রগণ শত্রু হস্তগত হইয়াছে দেখিয়া নাগরিকবর্গ অনতিবিলম্বে রোমানদিগের নিকট পরাভব স্বীকার করিবে, সুতরাং শত্রুব্যূহ অনায়াসে কৃতকার্য্য হইয়া তাহাকে অপর্য্যাপ্ত ধন প্রদান করিতে বিস্মৃত হইবে না। এইমত জল্পনা করিয়াই সেই শিক্ষক তদ্রূপ গর্হিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। নির্দ্দোষী ছাত্রবৃন্দের রক্ষণাবেক্ষণ যে শিক্ষকের এক মাত্র কর্ত্তব্য, তাহার এতদূর দূষিতানুরক্তি দর্শন করিয়া রোমান সেনানায়ক যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। তিনি অনেকক্ষণ রোষকষায়িত লোচনে সেই বঞ্চকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে স্বরসংযত করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, "রে দুরাত্মন্, পাপকারিন্ পিশাচ! তুই এতাদৃশ ঘৃণিত অভিসন্ধি তোর ছন্দানুবর্ত্তী লোকের নিকট লইয়া যা; আমার ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই। যদিও আমরা তোর দেশীয়দিগের শত্রু, তথাপি যে নৈসর্গিক বন্ধনে সমুদয় মানবজাতি শৃঙ্খলিত রহিয়াছে, তাহা কস্মিন্ কালেও ছিন্ন হইবার নহে; কি শান্তি, কি বিগ্রহ, সকল সময়েই আমাদের সেই নির্দ্ধারিত

অনুশাসনানুসারী হইয়া চলা কর্ত্তব্য। আমরা নির্দ্দোষী বালকদিগের বিরুদ্ধে সমর করিতে প্রবৃত্ত হই নাই: কিন্তু যে সকল মনুষ্যের দোষ তোর গর্হিতাচরণের সহিত তুলনা করিলে গুণ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই যোদ্ধাদের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিয়াছি। রে বঞ্চক! তোর ত্রিলোক-নিন্দিত চাতুর্য্যের পরিবর্ত্তে এখন রোমানদিগের কৌশল-পরাক্রম এবং অস্ত্রশস্ত্রের কৌশল ব্যবহৃত হইতে দেখ।" এই মাত্র বলিয়া তিনি দুর্ব্বৃত্ত শিক্ষকের গাত্র বস্ত্র উন্মোচন করিয়া এবং আনীত ছাত্রগণের দ্বারা বেত্রাহত হইয়া তাঁহাকে পুরপ্রবেশিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। কামিলেয়াসের অলৌকিক মহানুভাবকতা অবলোকন করিয়া বিচারকগণ সমভিব্যাহারে সমুদয় পৌরজন তৎক্ষণাৎ তাঁহার বশীভূত হইল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

প্রাপ্ত।

মদ্যপান নাটক।

প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক।

ধন হরা, মান হরা, মদিরা রাক্ষসী।
নাশিল ভারতভূমি, বীরাবেশে পশি॥
হায় হায় সৃষ্টি যায়, রক্ষা দেখি নাই।
এত অপকারে লোকে, ছাড়েনা এবাই॥
পুত্রকন্যা ভার্য্যা আদি, পরিজনগণে।
বিসর্জ্জন দিয়ে যায়, সুরার কারণে॥
মদের অধীন লোক, পরাধীন প্রায়।
বিবেক বর্জ্জিত হয়ে, ভূতলে লুকায়॥
বলিতে মদের দোষ, বুক ফেটে যায়।
হতভাগ্য বঙ্গভূমি, যায় যায় প্রায়॥
যদি কেহ বঙ্গবাসি, থাক বিদ্যমান।
প্রজ্জ্বলিত সুরানল, করহ নির্ব্বাণ॥

নবকুমার তর্কসিদ্ধান্তের টোলঘর।

(নবকুমার তর্কসিদ্ধান্ত ও নন্দকুমার বিদ্যাবাগীশ আসীন।)

নব। ওহে বিদ্যাবাগীশ ভায়া।

বলি কি, অদ্য বড় যে নিশ্চিন্ত হয়ে এদিক পানে এসেছ, বড় বাড়ীতে নাকি শ্রাদ্ধের ঘটা বড়, পত্রটত্র বিলি কত্তে হয় নাই?

নন্দ। আর তর্কসিদ্ধান্ত দাদা, সে রামও নাই, অযোধ্যাও নাই, পত্র পাবার সেকাল অনেক দিন গিয়াছে, কই ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কোন কথা শুনি নাই, শুনলাম্ যে বাবুরো কতকগুলি সায়েব নিমন্ত্রণ করেছেন, যে টাকা ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের দিতেন, সেই টাকায় নাকি উইল্‌সনের বাড়ী থেকে মদ ও খানা আস্‌বে।

নব। (মাতায় হাত দিয়ে ভাবিতে ভাবিতে) "যদ্বিধের্মনসাস্থিতং" বিধাতার মনে যা ছিল, তাই হচ্চে, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ওহে ভায়া, হলো কি, যাদের ধবে এই কলিকাতায় আছি, যদি তারাই আমাদের বঞ্চিত কত্তে লাগ্‌লো, তবে আর হবে কি, না হবে কেন, শ্যামপদ বসু এখন বাড়ীর কর্ত্তা হলো কি না, এটাতো অল্প দিনের মধ্যে মাতালের শেষ হয়ে উঠেছে। বলি ও বিদ্যাবাগীশ! এতে কি বাবুদের চৌদ্দপুরুষের উদ্ধার হবে নাকি? ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের দিলে যে নাম যশ হবে, বাবুরা তার দিকে যাবেন কেন? কতকগুলো পুঁইশাগ খেগো সামান্য সায়েবের সঙ্গে মদখেয়ে ঢলাঢলি করে বড় সুখ হবে। কালক্রমে সব লোপ হলো, কেবল কতকগুলো মাতালের লাফালাফি হচ্চে লাগ্‌লো।

নন্দ। আর মহাশয়, দেখ্‌ছেন কি। শ্যামপদ বসুর ছোট ভাই বিয়ে ফিয়ে পাশ করে সেটাও ঘোর মাতাল হয়ে উঠেছে, ওটারও রকম দেখে বাঁচিনা। ঠিক যেন মূর্ত্তিমান হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। আস্পর্দ্ধার কথা কি বল্‌বো মহাশয়, আমাদের সঙ্গে কথায় কথায় তর্কবিতর্ক করে ও যা ইচ্ছে তাই বোলে গালি দেয়। প্রভুব যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে, বোধকরি এর মধ্যে কবে টোল ফোল ফেলে প্রস্থান কত্তে হয়, একেতো মারীভয়ে এদেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েছেন,

অবশিষ্ট যাঁরা আছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ মনুষ্যরূপী গাধা সুরাদেবীর দাস হয়ে মানবজন্ম সফল কত্তে লেগেছে, মহাশয়, ক্লেশের কথা অধিক কি বল্‌বো, মাতালদের উৎপাতে দিনে রেতে ঘুমোবার যো নাই।

নব। (সহাস্যবদনে) ওহে বিদ্যাবাগীশ, বলি রাত্‌দিন নিদ্রা হবার কারণটাই বা কি, দিনে বুঝি মাতালদের উৎপাত ও রেতে ব্রাহ্মণীর চিন্তায় নিদ্রা হয় না?

নন্দ। তা নয়। কেন না ঘটে বাটে নিয়ে ঘর করি, কখন কোন্ ব্যাটা মাতাল নিয়ে শুঁড়ির ঘরে দেবে, এই ভয়ে ঘুম হয় না। যদি কিছু নিয়ে যায়, তা হলেইতো প্রতুল।

নব। (সহাস্যে) হাঁ পরামর্শটাও ভাল, এ যে এক প্রকার ন্যায়ের সিদ্ধান্ত বল্‌তে হবে। সে যা হোক্, তারা যখন জ্বালাতন কর্ত্তে আসে, তখন ঢোল স্বরের ঝাঁপের নাদনা নিয়ে পেটনচণ্ডী কর্ত্তে পারনা?

নন্দ। মহাশয়, মাতালদের গায়ে হাত তুলে কি পরিশেষে ইঁট পাটকেল্ খেয়ে, মদ না খেয়ে মাতালদের মতন অপঘাত মৃত্যু হবে? আর মহাশয়! যে ব্রাহ্মণীর কথা বল্‌ছেন, সে দফা রফা হয়েছে। হায়, ছয় মাস হলো তিনি অক্কা পেয়েছেন। তবে কেবল জেগে থাকা মাতাল ব্যাটাদের নিমিত্ত।

নব। ওহে বিদ্যাবাগীশ, এর মধ্যে যে তোমার বিবেক উপস্থিত হলো। ভাল ভাল, সাধু সাধু! বলি ও ভাই, মাতালদের কি এই রূপ বিবেচনা হয় না? তা হলে তো শূওরের গু মুত খেয়ে এত পাপের ভোগ ভুগ্‌তে হয় না।

নন্দ। মহাশয়, ঐ পশুগুলোর যদি বোধ থাক্‌তো, তবে কি অসংখ্য মাতাল অবঘাতে জীবন হারাত্তো। হায়! ভগবান কি মদ্য অবতার হয়ে এইরূপে মানবগণকে বিনাশ কচ্ছেন্! মদে যে একেবারে যুগ

প্রলয়ের ন্যায় করে ফেল্লে। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়! এত অপকার সত্ত্বেও লোকে মদ্যপান রূপ বিষম পাপপঙ্কে পতিত হয় কেন?

"সুমেরু শিখর থেকে পতন যেমন।
মদ্যপান সেইমত নাশের কারণ॥
সদা নীচ সহবাস বিবাদ কলহ।
কভু গালি কভু মারি খায় অহরহ॥
ঘৃণা লজ্জা অপমানে জলাঞ্জলি দিয়া।
অপকর্ম্মে রতহয় সুরার লাগিয়া॥
ক্ষণে স্বর্গে যায় ক্ষণে যায় অধঃপাত।
কভু শিরে পুষ্পবৃষ্টি কভু বজ্রাঘাত॥
সর্ব্বস্ব উড়িয়া যায় লক্ষ্মী ছাড়ে আগে
ঘটীবাটী ভিটেমাটী বেচে শেষভাগে॥
তথাপি ছাড়েনা মদ্য একি চমৎকার
কিজানি কুহক কিবা এছার সুরার॥
কিছুআগে ধনশালী রহে যেইজন।
কিছুপরে নাহি জুটে অশন বসন॥
ঘরে পরে চুরিকরে বসন ভূষণ।
যা পায় বিক্রয় করে সুরার কারণ॥
শঠতা ধূর্ত্ততা মিথ্যা কথায় কথায়।
ছলে কলে পরধন হরিবারে চায়॥
যে জন আশ্রয় দেয় হৃদয়ে সুরারে।
অন্তরে অনল সম বিনাশে তাহারে॥
চণ্ডু গাঁজা গুলি ভাঙ্গ নেসা যেসকল।
সুরার সহিত কভু নহে তুল্য বল॥"

নব। ওহে বিদ্যাবাগীশ, সায়ং-কাল উপস্থিত, এসো এখন কোশা লয়ে উভয়ে সায়ং সন্ধ্যা করি, পরে তর্কবিতর্ক করা যাবে। (সন্ধ্যার উপাসনা)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(মাতালের শিরোমণি ভটেশ্বর চাটুর্য্যের আপনার দল বল লইয়া শ্যামপদ বসুর বৈঠকখানায় প্রবেশ।)

ভট। (শ্যামপদ বাবুর নিকটে গিয়া) বড় বাবুর জয় হক্।

শ্যাম। আস্তে আজ্ঞা হক্। চাটুর্য্যে মহাশয়, এবার যে অনেক দিনের পর আগত? (গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রণাম করিয়া) ওরে ভোলা! শীগ্‌গির এখানে তামাক দে।

নেপথ্যে। আজ্ঞা যাই।

শ্যাম। কি ভাগ্য কি ভাগ্য। ভাই এদিক পানে চাটুর্য্যে মহাশয়ের আগমন হয়েছে, সুপ্র-

ভাত! সুপ্রভাত! (ভোলা-নাথের প্রবেশ ও হুঁকো প্রদান) ওরে ভোলা, ইনি আমার পরম পূজিত মাথার মণি।

ভট্ট। (দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া) আশীর্ব্বাদ করি, বড় বাবু চিরজীবী হও, নাইতে না কেশ ছেঁড়ে (ক্রোধ ও উপ-হাস পূর্ব্বক) বড় বাবু আমরা কোথাকার কে, যখন তুমি কর্ম্মোপলক্ষে একবার না বোলে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করেছ, তখন আমার প্রতি এত ভক্তি কেন? এ আমাকে ঠাট্টা তামাসা কচ্ছো নাকি? তুমি ভাই আমাকে ভক্তি কর আর না কর; কিন্তু আমি তোমাকে মনের সহিত ভাল বাসি, যেমন "গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল।"

শ্যাম। বলি চাটুর্য্যে মহাশয়! তুমি আমাকে বিলক্ষণ জান ত যে আমি শ্রাদ্ধ শান্তি কিছুই মানিনা, ঐ দিন তোমাকে যজ্ঞেশ্বর করে উত্তম ব্রাণ্ডি আর উইলসনের বাড়ীর পাকেজ্ করা বাক্স এনে নিবেদন করে দেব, তুমি সেই দিন মদ পরিবেশন কর্‌বে, সব বুঝলে, সে দিন কি আমোদের দিন, আর যে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করা হোয়েছে, তারা আমাকে ও তারাচাঁদ বাবুকে সর্ব্বদা ইনভাইট্ করে মদ খাওয়ায়, সেই জন্য তাদের বলিচি।

ভট্ট। তাই ভাল, আমি মনে করেছিলাম যে বড়বাবু বুঝি আমাদের মত হেজি পেজি মুতালের সঙ্গে মদ খেয়ে প্লেজর পাননা, সেই জন্য সাহেবদের নিমন্ত্রণ করেছেন। বোধ করি, আমাদের ফাঁকি দিলেন। বোকা ছাগলের ন্যায় দেড়ে দেড়ে সাহেবরাই বুঝি ব্রাহ্মণ হয়েছে, তাহলে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হতো ও শ্রাদ্ধটা গড়াত; ভাল, সে যা হোক্, বড়বাবু আজ থেকেই তোমার বাপের শ্রাদ্ধ গড়ান যাক্।

শ্যাম। চাটুর্য্যেমশাই! আজ আর ও মেটায় কাজ নাই, আর তু-

দিন আছে বই ত নয়, কথায় বলে ভাত খাবি, না হাত ধুয়ে বসে আছি।

ভট। এখন আর বাবুরা মাতায় তেল্ দেননা, আর আমার মতন লক্ষ্মীছাড়ার প্রতি কটাক্ষও করেন না, একজন সাহেবের মুখে এমন কথা শুন্‌লে বড়-বাবু কত কৃতার্থ বোধ কত্তেন; এবার মোরে সাহেব হয়ে জন্মাতে হবে, তা হলে বড়-বাবু বড্য খাতির কর্‌বেন, আর লোক্‌কে কথায় কথায় ড্যাম্ বলে মারবো, (সঙ্গীগণের প্রতি) এখন উঠহে ভাই ব্রাদার সব গা তোল, এখানে আজ আর কিছু হবে না।

শ্যাম। যাবে কোথা? ছোট বাবুকে ডাক্‌তে হাতি মিন্সে-কে পাঠাই,—হাতি মিন্সে!

হাতি। মহারাজ!

শ্যাম। শিগ্‌গির করে ছোট বাবু-কে হিঁয়া বোলায় লেয়াও।

হাতি। যো হুকুম মহারাজ।

(হাতি মিন্সের প্রস্থান ও তারা-চাঁদ বাবুকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

তারা। দাদা মহাশয়! কি জন্য আমাকে হাতি মিন্সেকে দিয়ে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলেন, আজ্ঞা করুন, কি কত্তে হবে। (ভটেশ্বরের দিকে ফিরিয়া) কিগো চাটুর্য্যে মহাশয়, অনেক দিনের পর যে দেখ্‌চি, বলি আছত ভাল।

ভট। আর বাবা, তোমরা তো খোঁজ খপর নাওনা। বল্‌বো আর কি, বলবার কি মুখ রেখেচ, এমন শ্রাদ্ধ আস্‌চে, একবার নিমন্ত্রণ ও কল্লে না।

লতা পাতা মত চাপা আছি একঠাই।
আছি কিনা আছি কিছু ঠিক নাহি পাই॥

শ্যাম। ওহে তারাচাঁদ, ভটেশ্বর মহাশয় অনেক দিনের পর আমাদের বাড়ীতে এসেছেন্, একবার সকলে মিলে আ-মোদ করা যাক্ (ভটেশ্বরের প্রতি অঙ্গুলি দেখাইয়া) ইনি আবার যেতে চাচ্ছিলেন, আরে

কপাল, এত দিনের পর এলেন, দুটো চার্‌টে কথা কইবেন, না, সদাই যাই যাই এই জন্য তোমাকে ডেকেছি।

তারা। লোকে বলে কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, আমিত দাদা সব সময়েই রাজি আছি, একবার বল্লেই হয়, আমাকে দাদা ধরে আস্তে বল্লে বেঁদে আনি।

ভট্ট। তবে বাবা একবার বোতলটা আনতে বলতো, আমার ভাই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেচে; কিন্তু বাবা আর একটা কথা বলি শুন। (অঙ্গুলি দ্বারা নিকটে আসিবার সঙ্কেত) চাট্‌নী না হোলে বাবা আজ কাল মজা নাই।

তারা। আজ্ঞা মহাশয়, আপনি যখন যজ্ঞেশ্বর হয়ে বোসে আছেন, তখন কিসের অভাব, আপনার দরশনে বৈকুণ্ঠ বাস।

শ্যাম। (চক্ষু নিমীলিত করিয়া) আজ মশাই তোমায় নেসায় বুঁদ করে দেব, আজ বাবা তুমি বড় চড়ে গেছো।

তারা। দাদা মহাশয়! আমি বলি আজ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথা আড্ডা নিলে ভাল হয় না? আমাদের বাড়ীতে অশৌচ, আর লোকেই বা কি বল্‌বে, মাই বা কি মনে কর্‌বেন।

শ্যাম। বলবে আবার কি? মা বেটীর জন্যে এত ভয় কর কেন, ও বুড়ী বেটী আর কদ্দিন বাঁচবে, এবার বাছাধন শক্ত হাতে পড়েছেন, আমি কম বাপের ব্যাট্যা নই, আমার সঙ্গে কিছু কত্তে এলেই এখনি গলা টিপে দূর করে দেব।

ভট্ট। বড় বাবু! ছোট বাবু যা বলচেন্, তা বড় মিথ্যে নয়, কথাটী বড় শক্ত, ঠাট্টা তামাসা করে উড়িয়ে দিলে হবে না।

শ্যাম। চাটুর্য্যে মশায়, সেকি? আপনিও যে সিও ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশ্‌তে যান্, আমি বরাবর মনে করেছিলেম, যে ভট্টেশ্বর মহাশয় একজন পাক্কা লোক, তা আজ তার বিপরীত দেখ্‌ছি।

ভট্ট। সে যা হোক, এখন ছোট

বাবুর কথাটার কি ক্‌রলেন?

শ্যাম। (স্বগত) আজ্‌ সন্ধ্যা হোক্‌, বেটীকে একবারে অক্কা পাইয়ে দেব, দেখ্‌বো আজ্‌ বাছাধন কিসে রক্ষা পান্‌, এতো রাম নয়, এ রাবণের হাতে পড়েছেন।

তারা। আমি তো মশাই বলেইচি, একবার দাদা রাজি হলেই হয়। পরশু বাবার শ্রাদ্ধ, তাই জন্য দাদা বড় ভাবিত আছেন।

ভট্ট। আরে না, না, তোমার দাদার ধাত্‌ আমি বিলক্ষণ জানি। শ্যামপদ বাবু কি মনে মনে গিজ্‌রিং কচোন, তা তুমি বুঝ্‌তে পার নাই, (শ্যামপদ বাবুর প্রতি) ওগো বড়বাবু! কি ভাব্‌চো? তারাপদ ঠিকই বলেচে, শুভকর্ম্মে দেরি করা ভাল নয়।

শ্যাম। আচ্ছা, তবে চল।

(ভট্ট ও শ্যামের প্রস্থান।)

তারা। (স্বগত) দাদা খেপেছেন্‌ না কি? ভট্টেশ্বর যেমন গাধা, দাদা ও তেমনি গরু হয়েছেন, কি কর্‌বো বল, কালের গতিকেই সব কর্ত্তে হয়! উনি বাড়ীর কর্ত্তা, যদি ওঁর মতে না চলি, তা হলে অমনি দূর করে দেবেন। হা বিধাতঃ! আমার কপালে কি এই ছিল! মাতালদের সেবা কর্ত্তে হলো? সবই আমার কপালের দোষ! আর ভাবলেই বা কি হবে! যে কর্ম্মে হাত দিয়েছি, তা শেষ করাই ভাল। এখন যাই, আর বেলা নাই।

(প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

ক্রমশঃ।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

আমরা শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন গুপ্ত কর্ত্তৃক তুলসীদাস গোস্বামীকৃত রামায়ণের অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। আপাততঃ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বালকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের বশিষ্ঠ-ভরতসংবাদ নামক নবম সর্গ পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তুলসীদাস গোস্বামীকৃত রামায়ণের সহিত বাল্মীকি রামায়ণের সমুদয় ঐক্য হয় না। তুলসীদাস আপন

গুরুর নিকট রামায়ণ শ্রবণ করিয়া আপনার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নিম্ন লিখিত কবিতাতে তিনি নিজেই বলেনঃ—

'আমি তাহা শুনি নিজ গুরুসন্নিধান।
।মকথা সুখকর ক্ষেত্রের সমান॥
তখন বালক ভাল বুঝিতে না পারি।
অজ্ঞানতা অন্ধকার ছিল মনে ভারি॥
শ্রোতা বক্তা জ্ঞানীহবে রামকথা গূঢ়।
নতুবা বুঝিবে কিবা যেইজন মূঢ়॥
তবু বলিলেন গুরু পুনশ্চ আমারে।
বুঝিয়ে কিঞ্চিৎ নিজ বুদ্ধি অনুসারে॥
করিলাম তাই তার ভাষা বিবরণ।
অবোধ চিত্তের মন প্রবোধ কারণ॥"

বাল্মীকিরামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকি নারদের নিকট রামকথা অবগত হইয়া গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তুলসীকৃত রামায়ণে ভরদ্বাজ মুনি যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করেন। তুলসীদাস নিজ কবিত্বশক্তির ভূরিং প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। তাঁহার কবিতা সকল অতিশয় সুমধুর ও মনোহারিণী, অনুবাদ তত মনোহর হয়না বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত হরিমোহন গুপ্ত মহাশয় একজন সুকবি, তিনি অনুবাদে যতদূর মিষ্টতা রাখা সম্ভব, তাহা রাখিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল ও সরল হইয়াছে। এক্ষণে ভরসা করি, যে তিনি অন্যান্য খণ্ড প্রচারে কৃতকার্য্য হয়েন। পাঠকগণের গোচরার্থ নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

" উদিত উদয়গিরি-রূপ-মঞ্চোপর।
রঘুকুলতরুণ অরুণমনোহর॥
সাধু সরসিজ বন হইল প্রকাশ।
লোকের নয়নভৃঙ্গ পরমউল্লাস॥
নৃপতিগণের আশা নিশা বিনাশিল।
গগনে নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভা হরি নিল॥
লুকাইল পেচক কপট ভূপ আর।
চক্রবাক মুনি মনে আনন্দ অপার॥
সবাকার অনুমতি লয়ে তার পর।
চলিলেন রাম যেন প্রমত্ত কুঞ্জর॥
অনিমিষে কৌতুক দেখিছে সর্ব্বজন।
কিরূপে করেন রাম কোদণ্ডভঞ্জন॥
সীতাসনে এসেছিল সহচরী যত।
পরস্পর বলাবলি করে এই মত॥
কেহ কহে জনকে বলুক নহে কেহ।
আপনার প্রতিজ্ঞা ভূপতি ছেড়ে দেহ॥
কেহবলে বটে অই সামান্য আকার।
অতুল বিক্রম বল সাধ্য বলে কার॥
কোথায় অগস্ত্য কোথা সিন্ধু ভয়ঙ্কর।

একই গণ্ডূষে গেল উদর ভিতর ॥
ক্ষুদ্র অবয়ব অতি দেখ দিবাকরে।
উদয়েতে অবনীর অন্ধকার হরে ॥
অক্ষর নির্ম্মিত মন্ত্র নয় অতিশয়।
দেবতা দানব যক্ষ বাধ্য তার হয় ॥
কুসুমের শরধনু রতিপতি ধরে।
কারসাধ্য তার আজ্ঞা লঙ্ঘন যেকরে ॥
অতএব সকলে জানিবে মনে স্থির।
হরধনু ভঙ্গ করিবেন রঘুবীর ॥
শুনিয়ে তাহার বাক্য সুখী রামাগণ।
সীতা কিন্তু মনে মনে করেন চিন্তন ॥
হে হরপার্ব্বতি বিধি হে গণনায়ক।
তোমরা সকলে হও কল্যাণদায়ক ॥
কোথা বিরূপাক্ষ ধনু কুলিশ কঠোর।
কোথা সুকুমার রাম নবীন কিশোর ॥
হীরা কি ভাঙ্গিতে পারে শিরীষ সুমন।
দয়া করি দেহ বিধি জনকে সুমন ॥
একবার সীতারে দেখেন রঘুপতি।
পুনর্ব্বার চাহিছেন ধনুকের প্রতি ॥
শিশুশাপে যথা দেখে বিনতা কুমার।
হরচাপে রাম হেরিছেন সেপ্রকার ॥”

ইহাতে পাঠকমণ্ডলীর স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, ইহার ভাষা অতি সরল ও শ্রুতিমধুর। কিন্তু “পাপীরা জন্মাবধি সুখে কালাতিপাত করে” কবি এই ভাবটী মুখবন্ধে কেন লিখিয়াছেন বুঝা গেল না। এই পুস্তকের মূল্য দশ আনা মাত্র।

২১-চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা।—বহরমপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে মিত্রামিত্র ছন্দে ত্রিচত্বারিংশৎ কবিতা আছে। প্রত্যেক কবিতাই চতুর্দ্দশ পদে সমাপ্ত, এই নিমিত্ত ইহার নাম চতুর্দ্দশপদী। ইহার অধিকাংশই সরল, সুমিষ্ট, এবং গাঢ় ভাবসমন্বিত।—বস্তুতঃ কবিতাগুলির প্রশংসা অপেক্ষা কবি স্বয়ং অধিকতর প্রশংসাভাগী হইতেছেন। অস্মদ্দেশীয় জমীদারসন্তানেরা প্রায়ই বিলাসকুঞ্জে অবস্থিতি করিয়া অলসভাব সেবা করেন, রামদাস বাবু সর্ব্বাংশে সেই দোষ পরিবর্জ্জিত। বিশেষতঃ কাব্যসাহিত্যে ইহাঁর যথেষ্ট উৎসাহ দৃষ্ট হইতেছে। চারি বৎসর পূর্ব্বে একখানি এবং এই এক বৎসরের মধ্যে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। এতন্নিমিত্ত আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে এই অনুরাগবান যুবাজমীদার মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান

করিতেছি। প্রস্তাবিত কবিতা-মালা হইতে তিনটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"(বিষপূর্ণ পাত্র হস্তে
কৃষ্ণকুমারী।)"

স্বর্গীয় অমৃত ইহা কে বলে গরল!
সমুদ্র মন্থনে যাহা দেবতাসকল
উঠাইল যত্ন করি। পিতার আদেশ
পালিবারে;–হলাহল স্মরিয়া মহেশ
মুহূর্ত্তেকে করিপান আহ্লাদ অন্তরে
দেখুন আমার কার্য্য দেবতা নিকরে॥
পরিণয় কালে নারী বসন ভূষণে
স্বসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। বিবিধ রঞ্জনে॥
রঞ্জে সুকোমল তনু। আমিও তেমন
পরিয়াছি চেলবস্ত্র সুবর্ণ রতন
সাধিতে পিতার আজ্ঞা! দেশের মঙ্গল
হয় যদি মোর হতে,-জীবন সফল॥
বিসর্জ্জি পরাণ করি সর্প বিষ পান।
মৃত্যু অন্তে যেন ঈশ স্বর্গে পাই স্থান॥

(বীর বাক্যাবলী।)

ক্ষত্রোচিত কার্য্য কিহে মিবারাধিপতি
এইহে তোমার? চিন্তিলে অশ্রুতপূর্ব্ব
অদ্ভুত ঘটনা, শোক রাগ হৃদিমধ্যে
হয় উপস্থিত; দহিতে জীবন মোর।
যবন লম্পট আমীরের উপদেশ
শুনি তুমি, কলিকালে এই বীরপণা
দেখাইলা আর্য্যগণে? এমন দুর্ম্মতি
কেন দিলা ভীমসিংহে একলিঙ্গ হর।
স্থাপন করিতে সন্ধি রাজপুতনায়,
সুবর্ণ পুত্তলী কৃষ্ণা হৃদয়ের ধন
বিসর্জ্জিলা জন্মমত। ধিকহে তোমায়!
অদ্যহতে সূর্য্যবংশে দিলে তুমি কালী
রাজপুত্র-কুল-লক্ষ্মী;-এ ঘটনা হেরি;
অবশ্যই ত্যজিবেন তব পাপ-পুরী।"

(ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী বাই।)

ক্রোধে রক্তবর্ণ অক্ষি মৃগেন্দ্র কেশরী;
বিপিনে মহিষদল নিরীক্ষণ করি,
গর্জ্জিয়া একাকী ধায় করিবারে রণ
তেমতি তুমিহে বামা অশ্বে আরোহণ,
(দেবী জগদ্ধাত্রী যেন শার্দ্দূল বাহন)
মাথায় মুকুট অঙ্গে নানা অভরণ,
হস্তে তীক্ষ্ণ তরবার ধারণ করিয়া
পশেছসমরে। যথা কালী-হরপ্রিয়া—
নাশিবারে দৈত্যকুল হইলা উদয়!
সম্মুখ সমরে শত্রু করি পরাজয়—
নাশিতে রাজ্য-কন্টক,এ প্রতিজ্ঞা তব,
পুনরায় এ ভারতে হিন্দুগণ সব,
স্বাধীন করিতে সতি! হইল মানস।
চিরদিন কবি তব গাইবেক যশ॥

৩।—কাব্যমঞ্জরী।—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ

বন্দোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে চতুর্দ্দশটী কবিতা আছে। কবিতাগুলি সরস ও সুশ্রাব্য। বিদ্যালয়ে কবিতা পাঠ করান যাঁহাদিগের অভিপ্রেত, এরূপ পুস্তক তাঁহাদিগের নিকট আদরণীয় হইবে। কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা। পাঠকগণের গোচরার্থ একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"সরল শিশু ও শুভ্র ফুল।

আমরি! সরল শিশু! তব চারু করে!
কেমন সুন্দর শুভ্র ফুল শোভা করে॥
উচিত এরূপ মেলা বিমল বিমলে।
পবিত্র পবিত্রে, আর কোমল কোমলে॥

শুভ্রতব মানস কমল মনোরম,
যথা ওই ফুল ফুলদল শুভ্রতম॥
রিপুর পীড়ন আর চিন্তার দহন।
অন্তর তোমার কভু করেনি সহন॥

অথল হৃদয় তব! প্রসুনের পানে,
হেরিছ সতৃষ্ণ নেত্রে প্রফুল্ল বয়ানে॥
কিন্তু তুমি শ্রান্ত হয়ে ক্ষণকাল পরে,
ছিঁড়িবে কুসুম চারু, ছড়াইবে ঘরে॥

ক্ষতিনাই, ফেলেদিওশ্রান্তিবোধ হলে,
হিমানী-সন্নিভ-শ্বেত কুসুম ভূতলে।
দেখ যেন ওই শুভ্র সরল অন্তর,
বিগত হইলে শিশুকাল মনোহর॥"

৪।—পদ্য-পুণ্ডরীক।—

কুমারখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত। এখানি পদ্যময় পুস্তক, পদ্যগুলি অতি সরল ও সুমধুর। ইহা বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী। আমরা ভরসা করি এখানি বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইবে। ইহার মূল্য তিন আনা। পাঠকগণের গোচরার্থ কয়েক পঙক্তি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"নাশের হেতু।

রাজ্য-নাশ হেতু, রাজ অবিচার।
কার্য্য-নাশ হেতু, আলস্য সবার॥
বুদ্ধি-নাশ হেতু, মাদক-সেবন।
ঋদ্ধি-নাশ হেতু, জ্ঞাতি-বিরোধন॥
স্বাস্থ্য-নাশ হেতু, রাত্রি-জাগরণ।
কান্তি-নাশ হেতু, অমূল-চিন্তন॥
মান-নাশ হেতু, মিথ্যা-আচরণ।
প্রাণ-নাশ হেতু, রিপু-পরায়ণ॥
সুখ-নাশ হেতু, পর-সুখে দাহ।
সর্ব্বনাশ হেতু, বালক-বিবাহ॥"

প্রেরিত পত্র।

(গুপ্তকবি।)

১২৮ পৃষ্ঠার পর।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সংবাদ প্রভাকর সম্পাদন ব্যতিরেকে যে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন অথবা সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ বাহুল্য পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। আমার মনের অভিপ্রায় সাধারণ অভিপ্রায় হইবে কি না, জানি না, তথাচ যখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমি যতদূর বুঝি, প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম,—গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন-চরিত।—গুপ্তকবি ক্রমাগত দশ বৎসর নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া বহুকষ্টে কয়েকজন কবির জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ৬ রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন, রামনিধি সেন, (নিধু-বাবু) হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাই দাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু নৃসিংহ এবং আর কয়েকজন মৃত কবির জীবনচরিত সংগ্রহ করেন। ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত তন্মধ্যে প্রধান। প্রধান বলিবার হেতু এই যে, ভারতচন্দ্র রায় শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ গুপ্তকবি আপনার প্রভাকর পত্রে উল্লিখিত কবিগণের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া তন্মধ্য হইতে কেবল ভারতচন্দ্র রায়েরই জীবনাংশ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে। আমাদিগের দেশে জীবনচরিত লিখিবার রীতি নাই, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই নবীন পথ উদ্ভাবন করাতে আমরা আজিও তাঁহার মৃত নামে শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকি। ভারতচন্দ্র ব্যতীত আর যে সকল কবির জীবনচরিত প্রভাকরে প্রকটিত আছে, সেগুলি পুস্তক হইয়া প্রকাশিত হইলে অনেক উপকার হয়। আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অকালে সংসার ত্যাগ করাতে, তাঁহার মনোরথের সহিত আমাদিগের

মনোরথ অসিদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত এক্ষণে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পদ ও স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি স্বর্গীয় কবির কনিষ্ঠ। ইঁহার দ্বারা আমরা যে, কিছুই প্রত্যাশা করি না এমত নহে। মহৎ বংশ ও মহৎ আশ্রয়ে লোকের যতদূর আশা থাকে, আমাদিগের তাহাই আছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনন্য-কর্ম্মে, অনন্যমনে, অনন্য চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া যে সকল মহার্ঘ্য সার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ইচ্ছা করিলে কি সেই গুলি নূতন ভূষণে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। কেবল তাহাই কেন, তাহার সহিত স্বর্গীয় বিখ্যাত কবির (তাঁহার জ্যেষ্ঠের) জীবন-চরিত পর্য্যন্ত নিবদ্ধ করিতে পারেন, তবে কি জন্য করিতেছেন না? স্বর্গীয় কবি যখন ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন-চরিত সমাপ্ত করেন, তৎকালে দৈববাণীর ন্যায় বলিয়া-ছিলেন "আমি সজীব থাকিয়া এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সম্পন্ন করিতে পারি, এমন সম্ভাবনা দেখিতে পাই না, কেননা একে ধনাভাব, তাহাতে আবার দৈহিক বলের হ্রাস হইয়া, ক্রমে মৃত্যুর দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। ফলে মনোময় পরমপুরুষের মনে কি আছে, বলিতে পারি না। কোনরূপ দৈব ঘটনার দ্বারা ভবিষ্যতে আর কোন ব্যাঘাত না জন্মিলে অভিপ্রেত বিষয় সুসিদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব, নচেৎ এইপর্য্যন্তই শেষ করিতে হইল।" আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহার দৈববাণী যথার্থই হই-য়াছে। বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত কি-রূপে এই মনস্তাপ সহ্য করিতে-ছেন, তিনিই বলিতে পারেন। যাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এতদূর জগ-জ্জানিত কবিযশোলাভ করিয়া-ছিলেন, তিনি সেই সুবিখ্যাত জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম ও বহু শ্রমার্জ্জিত গুণ পুনরুদ্দীপিত করেন, ইহাই সকলের বাসনা।

দ্বিতীয়,—প্রবোধ প্রভাকর।—এখানি ধর্ম্মপ্রতিপাদ্য গ্রন্থ। গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ভাগ অধিক। পদ্যগুলি সুমিষ্ট। বেদান্তের

জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড মীমাংসা করিবার ছলে পিতাপুত্রের কথোপকথন প্রশ্নোত্তর রীতিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। আমাদিগের বিদ্যালয় সমূহে যদি ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠনার রীতি থাকিত, তাহা হইলে আমি সাহস পূর্ব্বক এই পুস্তক বিদ্যালয়ে ব্যবহার করাইতে অনুরোধ করিতাম। বাস্তবিক পুস্তক নির্ব্বাচনের দোষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্য যেরূপ অঙ্গহীন রহিয়াছে, এই পুস্তক ও ইহার শেষোক্ত সমালোচিত পুস্তকখানির সহিত আর কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থকারের হিতকর পুস্তক প্রবেশিত হইলে সে অঙ্গহীনতা অবশ্যই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে সন্দেহ নাই। পুস্তকের একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পুত্রের প্রতি পিতা।

"ফুটেতবে বলি, যদি, ফুটাইলে মুখ।
কারে তুমি সুখ বল, কারে বল দুখ ?
ওরেবাপু, মিছেহাপু, গুণনাকো আর।
যতকিছু জানোসব, সুখের ব্যাপার ॥
ভ্রমে তুমি বলিতেছ, দুখ-দুখ-দুখ।
আমি বলি দুখ নয়, সুখ-সুখ-সুখ ॥
এই দুখ, দুখ নয়, সুখের আধার।
বিনা দুখে সুখলাভ, কবে হয় কার ?
এজগতে না থাকিলে, দুখের প্রচার।
সুখের সম্মান তবে, কে করিত আর ?
এই দেহ না হইলে, অসুখের ধাম।
সুখভোগে, কে লইত ঈশ্বরের নাম ?
সুখে দুখে, যুক্তদেহ, সেরূপ প্রকার।
প্রদীপের পশ্চাতে, যেরূপ অন্ধকার ॥
সুখেরযে, মর্ম্ম, তাহা, দুখেই প্রকাশ।
দুখের শেষেতে হয়, দুখের বিনাশ ॥
দুখভোগ হোলেআর, দুখ নাহিরয়।
বিষের ঔষধ বিষ, যে প্রকার হয় ॥
জগতে দুখের সৃষ্টি, করিলেন যিনি।
ভেবে দেখ, কতবড়, জ্ঞানগুরু তিনি ॥
দুখ-লাভে অভিলাষ, কেহনাহিকরে।
সুখের সম্ভোগ আশা, সকলেই ধরে ॥
সেই সুখ সঞ্চয়ের, সদুপায় চাই।
বিনাকষ্টেসহজেতে, কোথাতারেপাই ?
বিনা দুখেনাহি হয়, দুখের সংহার।
কাজেই করিতেহয়, অন্বেষণ তার ॥
বিদ্যা বিনা জ্ঞানলাভ, কখনো নাহয়।
বিনাশ্রমে সেই বিদ্যা, কেকরেসঞ্চয় ॥
সেইশ্রম সহকারে, কষ্ট-ভোগ কত।
কিন্তু তায়, কষ্টযায়, জনমের মত ॥
যেদুখেতে জ্ঞানপাই, শ্রমের কৃপায়।
এখানেকি, সেদুখেরে, দুঃখবলাযায় ?

বিদ্যার অভ্যাসে ক্লেশ, ক্লেশ কভু নয়।
একেবারে ক্লেশশেষ, লেশ নাহিরয়॥
মূঢ়তার অন্ধকার বিদ্যাকরে নাশ।
এইহেতু বিদ্যা-লাভে, সবারি প্রয়াস॥
বিদ্যায় না হতোযদি, দুঃখ নিবারণ।
বিদ্যায় না হতো যদি, সুখেরসাধন॥
বিদ্যালাভে অনুরাগী, কেহইত তবে?
মূর্খহোয়ে দুঃখভোগ, করিতই সবে॥
ন্যায়মত কার্য্যকরি, অর্থ উপার্জ্জন।
বিনাদুখে,বিনাশ্রমে,কে পেয়েছে ধন॥
বিনা ধনেসংসারেতে, কেবাপায়সুখ?
ধনহীন জনে হয়, সবাই বিমুখ॥
দারা,সুত, আদিকরি, তুষ্টনহে কেহ।
দুখিবোলেজ্ঞাতিগণ নাহিকরেস্নেহ॥
রীতিমত দুখভোগ, ধন উপার্জ্জনে।
সে দুখেরে, দুখআমি, কহিব কেমনে।
বাপধন, দিয়ে মন, কর প্রনিধান।
আহার বিরহে দেহে, নারিহয় প্রাণ॥
ধনীহও, দীনহও, যতদিন রবে।
আহারের আহরন, করিতেই হবে॥
রন্ধনাদি আহরণে, কষ্ট কিছু বটে।
ভেবেদেখ শেষেতায়, কতসুখ ঘটে॥
সেই অন্ন যদিতুমি, না দেও উদরে।
কঠোর জঠরজ্বালা, বারণ কেকরে?
সাধুভাবে সদালাপ, সুজনের কাছে?
অবশ্যই তথা যেতে, পথক্লেশ আছে॥
সাধুসঙ্গ স্বর্গসুখ, পাইবে কেমনে?
নীতি, ইতিহাস-কাব্য, গ্রন্থ জ্ঞানময়।
এ সকল রচনায় বহুকষ্ট হয়॥
চিন্তায় ব্যাকুল হোয়ে, দিবানিশি ভ্রম।
নিদ্রাআর আহারের থাকেনা নিয়ম॥
কিন্তুসেই, গ্রন্থগুলি, প্রকাশিতহোলে।
কীর্ত্তির কুটীরেবাস, নাশ নাই মোলে॥
যতকাল, রবি শশী, হইবে উদিত।
সজীব রহিবে তুমি, নামের সহিত॥
রচনার কালে বটে, নানামতে দুখ।
মনেকর, সাঙ্গহলে, সেসুখ কি সুখ॥
শরীরে যখন হয়, রোগের সঞ্চার।
সে সময়ে কেনকর, ঔষধ ব্যাভার?
ঔষধ সেবন কর, এই উপদেশে।
খেলেপরেসুস্থ হয়ে, সুখপাবে শেষে॥
তখন ভেষজ বিনা, বাঁচিতে কে পারে।
প্রাণের পীড়নহয়, পীড়ার প্রহারে॥
দুখের না হলে জন্ম, এতিন ভুবনে।
সুখের প্রবৃত্তি তবে, হইত কেমনে?
সাধুকর্ম্মে, সুখলাভ, নিশ্চয় জানিয়া।
সাধুহোয়ে করে জীব, যত সাধুক্রিয়া॥
পাপকর্ম্মে পরবাদ, ঘটে তাপশোক।
সাবধানহোয়ে তায়, কান্তপায়লোক॥
বিষয়েতে এইদুখ, হয় দুপ্রকার।
'প্রমাধীন" কর্ম্মফল" দুইনাম তার॥
'প্রমাধীন দুখ যাহা, দুখ সেতোনয়।

ফলত সে সুখকর, সুকর্ম্ম সাধিলে।
সুখময়, নাহিহয়, কুকর্ম্ম করিলে॥
সুখনষ্ট, কতকষ্ট, পরিশ্রম সার।
কুকর্ম্মের ফলপায়, অশেষ প্রকার।
শ্রমাধীন দুখযোগে, সদা হিতকর॥
হাতেহাতে ফলপাবে, অতি হিতকর।
সুফল, কুফল, কিছু, নাহয় বিফল।
যেরূপ করিবে কর্ম্ম সেইরূপ ফল॥
সম্ভাবিত সুখকর, কার্য্যকর সুখে।
তাহাতেকখনো তুমি, পড়িবেনাদুখে॥
অসম্ভব আশা হয়, দুখের কারণ।
সুখ-সহ, কিসে তার, হইবে মিলন?
অবস্থার দাস হোয়ে, বাসকর ভবে।
কিছুতেই তবে আর, অসুখ নাহবে॥
কৃপানিধি,কৃপা-নিধি, করিবেন দান।
কোন ধন বড় নহে সুখের সমান॥
সেইসুখ, সেইদুখ, অধীন তোমার।
মনের ভিতরে থাকে, মনের ব্যাপার।
মনেতে সন্তোষ যদি, স্বভাবে সঞ্চারে॥
তারকাছে দুখতবে, আসেকিপ্রকারে?
দুখের কারণ যত, কর পরিহার।
কারণে নাহয় যেন, কার্য্যের সঞ্চার॥
"কর্ম্মহোলে,কিছুতেনাযায়যোগাযোগ।
হবেই হবেই হবে, ভুগিতে সেভোগ॥
এসুখেরবাক্যে আর নাহি প্রয়োজন।
"নিত্যসুখ" কারেবলে, করহ শ্রবণ॥
অবিনাশি সেইসুখ, মনের আগারে॥
ওরে বাপ্ সে যে বড়, বিষম ব্যাপার।
সহজে সে সুখলাভ, কবে হয়কার?
ত্রিতাপে তাপিত জীব, দুখি নিরন্তর।
সে সুখ কিরূপে হবে, তাদের গোচর॥
সন্ধানেতে প্রাপ্ত হয়ে, শান্তি-সরোবর
যদ্যপি প্রবেশকরে, জলের ভিতর॥
তবেই ত্রিতাপ-জ্বালা, দূর তার হয়।
সন্তোষের সলিলেতে তৃপ্ত হোয়ে রয়॥
বাস্তবিক, কে করিবে, বস্তুর নির্ণয়।
শাস্ত্রের সন্ধান বিনা, সন্ধান কিহয়?
শাস্ত্রপাঠে, গুরুমুখে, উপদেশ লও
বস্তুতত্ত্ব তত্ত্বপেয়ে, সুখীহোয়ে রও॥
যে গুরুর, প্রথমেতে, উকার নাআছে
যেওনা যেওনা কভু, সে গুরুর কাছে॥
তারে তুমি গুরুবল, শাস্ত্রজ্ঞানী যেই
শাস্ত্রতত্ত্ব-নেত্রহীন, গুরুনয় সেই॥
কিদিতে, কিদেবেশেষ, সঙ্গতীকিতার?
হিতেহবে বিপরীত, একে হবেআর॥
দুখের মুখেতে যদি, না হবে পতন।
শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান তবে, কর আলোচন॥
সেতত্ত্বেরতত্ত্বনিতে, ভেবোনাকো দুখ।
চরমে পরমফল, অবিচ্ছেদে সুখ॥
পরীক্ষায় প্রাপ্তহবে, প্রমাণ তাহার।
সুখসুখ, দুখদুখ, করিবেনা আর॥
এখনি মনের ভ্রম, সব যাবে মিটে।

সরু, মোটা চাল্‌ভেদে, চলভাল চেলে।
পুলিপিটেকোথামিটেশুক্তনীনাখেলে।

তৃতীয়, হিতপ্রভাকর।—বিষ্ণু-শর্ম্মার পঞ্চতন্ত্রোক্ত মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি, এই চারিটী মূলাংশ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। ইহাতেও পদ্যাংশ অধিক। কবি ইহাতে মূলগ্রন্থের আভাস ও গল্প-মাত্র ছায়াস্বরূপ রাখিয়া কবিত্ব-শক্তির স্বভাবানুরূপ শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করিয়াছেন। এ পুস্তক-খানিও বিদ্যালয়ে ব্যবহারের উপযুক্ত। কয়েক বৎসর হইল, ইহা বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়ে, ট্রেণিং আকাডেমী, ওরিএন্টেল্ সেমিনারী এবং আর দুই একটী বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ভূমিকাস্থলে কোন সাহেবের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র দৃষ্ট হয়। মেং বেথুন বালিকাদিগের শিক্ষো-পযোগী সরল বাঙ্গালা পদ্য-পুস্তক দুষ্প্রাপ্য দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে তদুপযুক্ত একখানি পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করেন। উক্ত [illegible] অনুরোধ ব্যক্ত করিতেছে।

বেথুন সাহেব ইংরাজি ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে তদ্বিষয়ে ১৮৫১ খৃঃ অব্দের ৭ই জুলাই দিবসে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম এই:—

আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি বাঙ্গালাভাষায় আপনি একজন সজীব সুকবি। আপনি যদি পরিশ্রম করিয়া অল্পবয়স্ক কুমার কুমারীদিগের পাঠনা করণার্থ এক-খানি কাব্য রচনা করেন, তাহা হইলে আপনার দেশীয় লোকেরা অবশ্যই আপনার নিকট বাধিত হইবেন এবং তাঁহাদিগের কৃত-জ্ঞতার সূত্রে আমিও স্বকৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বালক-বালিকাদিগের পাঠার্থ ইংরাজী-ভাষায় যে সকল সুললিত কবিতা আছে, আমি তাহার নিদর্শন আপনাকে দেখাইতে পারি। তাহা যে আপনার পক্ষে অবলম্বিত বিষয়ে সাহায্যদান করিতে, ইহা বলা বাহুল্য। আরও আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, যে পুস্তক লিখিবেন তাহাতে অপ-বিত্র অথবা অশ্লীলভাব যেন স্থান না পায়। এ অনুরোধ করিবার

বিশেষ হেতু এই, আমি শুনিয়াছি আপনাদিগের দেশের অনেক সুপ্রসিদ্ধ প্রসংশনীয় গ্রন্থকারগণ ঐ দোষের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

বেথুন সাহেবের অনুরোধে হিতপ্রভাকরের জন্ম হইয়াছে। কবি স্বয়ং ইহা মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অনুজ পূর্ব্বোক্ত রামচন্দ্র বাবু ঐ পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহা বিদ্যালয়ের ব্যবহার্য্য বলিয়া পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছি, কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে ব্যবহার হইয়াছিল তাহাও বলিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে ইহার ব্যবহার নাই। ইটী শিক্ষা-সভার বিবেচনার ত্রুটি বলিতে হইবে।

পুস্তকখানি যেরূপ উপাদেয় হইয়াছে, সামান্যতঃ নিম্নোদ্ধৃত একটী কবিতা তাহার পরিচয় দিবে। কবিতা এইঃ—

"খলচরিত্র।

নমস্কার কর সবে খলের চরণে।
জননী না শোক পায়, যাহার মরণে॥
নরাধম কেহ নাই, খলের সমান।
[illegible] বাকি আর উপমার স্থান॥
বিষধর ধরে বিষ, বিষে হয় হিত।
খলের তুলনা শুধু, খলের সহিত॥
সাপেরকামোড়েবটেপ্রাণেনাহিবাঁচে
কিন্তু তায় বাঁচিবার, সম্ভাবনাআছে॥
দ্রব্যগুণ, জলসার, ঝাড়ান ঝোড়ানে।
সর্পাঘাতেকেহকেহ,বেঁচেথাকেপ্রাণে॥
ভুজঙ্গবাতাসখেয়েথাকেপরিতোষে।
জগতের প্রিয় নয়, খলতার দোষে॥
খলজন নাহি বধে, কামোড় মারিয়া
সর্ব্বনাশ করেশুধু, পরশ করিয়া॥
খল গিয়া ছল করি, এক জনে ধরে।
সেই যোগে পরস্পর, কতলোক মরে॥
সঙ্গ আর পরশেতে, করে অপকার।
পাছেড়া ছোঁচোড়ানয়,সেরূপপ্রকার॥
চিত্রকরে চিত্র করে, তুলী তুলি করে।
স্বরূপ, বিরূপ,রূপ, কত রূপ করে॥
চিত্রের কৌশল তার, অতি অপরূপ।
সমভূমি উঁচু, নিচু, দেখায় যেরূপ॥
সেই রূপ ভাব ধরে, খলজন যত।
অসত্যেরে সত্য করি,ভান্ করে কত॥
তাদের অসাধ্যভাই, আছে,আরকিবা।
দিবারে রজনী করে, রজনিরে দিবা॥
ছলনার সূচনায়, সুন্দর সঙ্গতি।
সতীরে অসতি করে, অসতীরে সতী॥
কেমন বিচিত্র ভাব, ধরিয়াছে খল।
জলের অনল করে, অনলেরে জল॥
কিভাব খেলিছে তার মনের ভিতরে।

বিধাতার অগোচর, কিজানিবে নরে ॥
খল কভু নাহি হয়, বিনয়ের বশ।
তারকাছে,কোথাআছে,সুজনেরযশ ॥
পূজা কর স্তব কর, সেবা কর যত।
বিপরীত ফল লাভ হবে তায় তত ॥
অকপট প্রেমভাবে,প্রেম নাহি পায়।
সমাদরে তুষ্ট নয়, এ যে, বড় দায় ॥
কুজন যদ্যপি হয়, পৃথিবীর পতি।
তথাচ হবেনা তার, সুপবিত্র-মতি ॥
মিত্রভাব যত ধর, শত্রু তত হয়।
যে লয় শরণ, তার, মরণ নিশ্চয় ॥
শঠ-সঙ্গ ভয়ানক, অনল সমান।
শঠের সহিত বাস, না হয় বিধান ॥
ধূর্ত্তলোক আপনার, কুশল কারণ।
অনায়াসে বধ করে, পরের জীবন ॥
সমুদয় পাপ কর্ম্মে পটু অতিশয়।
দয়া নাই. ধর্ম্ম নাই, নাই লজ্জা ভয় ॥
আগুণের সঙ্গি হোলে,যেরূপ প্রকার।
একেবারে পোড়াইয়া,করে ছারখার ॥
শঠ-সঙ্গ, অবিকল, সেরূপ প্রকার।
উত্তমে অধম করে, নাহি রাখে সার ॥
বহুরূপী প্রায় খল, ঠাট করে কত।
আপনার কার্য্যকালে, ছলে, হয় নত ॥
একঠাঁই, একরূপ, ভাব নাহি ধরে।
যেখানে যেমন দেখে, সেইরূপ করে ॥
স্তুতি, নতি, প্রিয়ভাষ, এমত প্রকার।
[illegible] ॥

মুখে করে মধুবৃষ্টি, বাহিরে সরল।
মনের ভিতরে ভরা, কেবল গরল ॥
বাপবোলে, সম্বোধন মুখের উপরে।
কত কটু কহিতেছে,ভিতরে,ভিতরে ॥
প্রকাশেতে শিষ্টালাপ কত তায়ভুর।
গোপনে রোপণকরে, নাশের অঙ্কুর ॥
সাক্ষাতে সম্মান করে, করিয়াচাতুরী।
অসাক্ষাতে ইচ্ছাকরে,পেটেমারেছুরি ॥
অতিশয় মায়াপটু অপরূপ ঠাট।
খলজনে শিখিয়াছে,কিআশ্চর্য্য নাট ॥
বিষয়েতে তুষ্ট নয়,কেমন পাতক।
উপকার পেয়ে হয়, গুণের ঘাতক ॥
বিস্ময় হয়েছি দেখে, শঠের ব্যাভার।
যাহারআশ্রয়েথাকে, মন্দকরেতার ॥
অনুগত হোয়েযাব, হিত ভিক্ষামাগে।
তাহারঅনিষ্টযেন, করিয়াছে আগে ॥
মহৎ স্বভাব, তার, মহৎ যে হয়।
আশ্রয় দাতার কাছে, নত হয়ে রয় ॥
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মে সেই, প্রফুল্ল অন্তরে।
আপনার সাধ্য মতে, উপকার করে ॥
কমল আশ্রয় করি, অমল কমল।
মধুভরে ঢল ঢল, হাস্য খল খল ॥
সৌরভে করিয়া কত, গৌরব বিস্তার।
আশ্রয় জলেরে করে,শোভার আধার ॥
সেই জলে মকরাদি, করিয়া বিহার।
নিরন্তর করে শুধু, পাপের সঞ্চার ॥
[illegible] সাপ, বাস করে চন্দনের মধ্যে।

উপকার. কভু তার, নাহি করে ভুলে ॥
দশন প্রহারে কমে, আশ্রমেআঘাত।
আশ্রয়েতেথেকেকরে,মূলেরব্যাঘাত॥
চন্দনের তরু কত, সুখের নিলয়।
কোন্ স্থান হিংস্রকের, অধিকৃত নয়?
বিষধর থাকে মূলে, ফুলে মধুকর।
আগায় ভল্লূক উঠে, শাখায় বানর ॥
আশ্রয় পাইয়া তার, গুণ নাহি ধরে।
পরস্পর সকলেই, অপককার করে ॥
সারআছে,বস্তুআছে, রসআছেযথা।
দুরাচার দুর্জ্জনের. সমাগম তথা ॥
মহত্তের কাছে পেয়ে, মহৎ আশ্রয়।
স্বভাবের দোষে কভু. মহৎ না হয় ॥
বিষবৃক্ষে দিলে পরে. অমৃতের জল।
প্রসব করেনা কভু, সুমধুর ফল ॥
বেঁধেরেখেতাপদেও, ঘৃতদিয়া ধুয়ে।
কুকুরের ল্যাজ তবু. যাবেনাকো নুয়ে ॥
আপনার কিছু মাত্র, নাহি উপকার।
অকারনে করে শুধু, পর অপকার ॥
খল বিনাভাল কর্ম্ম, কভু নাহি জানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্য পাপ, কিছুনাহিমানে ॥
ধন নাই, বল নাই, এমন যে খল।
তার ভয়ে কাঁপে সদা, সুজন সকল ॥
খল যদি ধনবান, বলবান, হয়।
কোনমতেতবে আর, রক্ষা নাহিহয় ॥
দেশের সকল লোক, করিয়া অধীন।
কাজে কাজে তার কাছে, সবে পরাভব।
আপনার ইচ্ছামত, কর্ম্ম করে সব ॥
কারে মারে কাটে, কারো লোটেপুর।
কারেকারেদেশথেকে,কোরেদেয়দূর॥
এইরূপে তার ভয়ে, সবাই অস্থির।
কখন্ কিকোরেবসে, কিছুনাই স্থির ॥
যে রাজার দেশে রয়ে খল অসৎ।
সে দেশেতে মারাপড়ে, সমুদয় সৎ ॥
বিশেষত শঠ যদি রাজপ্রিয় হয়।
সেরাজাররাজ্যে আর, ধর্ম্মনাহিরয় ॥
সাধ-পুরে সেধে লয়, মানসিক-ক্রিয়া।
রাজ্য করে ছারখার কুমন্ত্রণা দিয়া ॥
করিয়া সুহৃদ ভেদ, প্রমাদ ঘটায়।
পরস্পর প্রেমাভাব, নাহি থাকে তায় ॥
কুমন্ত্রিম মন্ত্র-দোষে, বুদ্ধির বিকার।
নৃপতিরে করে নানা পাপের আধার ॥
কেবাআত্ম,কেবা পর, থাকেনাবিচার।
বিপরীত ভেবে হিত, একে করে আর ॥
এরূপ শঠের কথা, কি বলিব আর।
শত শত ঠাঁই আছে, প্রমাণ তাহার ॥”

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নানাবিষয়িণী পদাবলী।

এক অনূঢ়া যুবতী একটী নবীন যুবককে দেখিয়া সহচরীর প্রতি বলিতেছেন।

আহা সই!

বারণ না শুনে মন, ভাবে সদা সেইজন,
যথা সেই গুণধর,
ধায় তথা নিরন্তর,
এ দেখি বিষম দায়, কিকরিব হায়হায়,
যায় বুঝি প্রাণ যায়,
এই অবলার ॥

সই লো!
পাব কিরে সেই মম, মানস রঞ্জন।
পূরিবেমনেরআশ, দুঃখরাশিহবেনাশ,
সুখের সাগরে,
লয়ে সে নাগরে,
সহ সে হৃদয়ধন, সুখে দিব সন্তরণ।
রবে না রবে না আর,
এ ঘোর যাতন ॥

সইলো!
তুমিই উপায় মোর, দেখিলো এখন।
যাঁর সুবাঞ্ছিতপায়, সঁপিয়াছি মনকায়
মরি মরি হায় হায়,
বুঝি সখি! প্রাণ যায়।
করিতোরপায়নতি, এনেদেসেপ্রাণপতি,
যুড়াকু যুড়াকু মম,
তাপিত জীবন ॥

আহা সখিরে!
বরঞ্চ এ আছিভাল। আইলে যামিনী,
বিনে সে রতন।
সহিয়া যাতন ॥
উহু উহু মরিমরি, হায় হায় হরিহরি,
সে যাতনা সমান শমন।
দুর্নিবার দাবানলে, যেন বনস্থল জ্বলে,
সেইরূপ করিবে দহন।

যখন কুসুমদল, কাননে ফুটিবে।
সুরভি সৌরভ তার, যখন ছুটিবে ॥
মনেবড় ভয়বাসি, উদিয়া সন্তাপরাশি,
জ্বাল'বে বালায় বড়,
হয়ে নিদারুণ লো।
পবন হইয়া মন্দ, লয়ে তার সেইগন্ধ,
যখন বহিবে সই,
হইব যে খুন লো ॥
প্রাণের পরম আশা, তখন ছুটিবে ॥

কোটিমণিমুক্তামত, রমণীয়শোভাকত,
ধরিয়া যতেক তারাচয়।
হাসিয়াআমারদুখে, ভাসিয়ামনেরসুখে
আকাশেতে হইবে উদয়।
তখন কেমন করে, এঅবলা প্রাণধরে,
সহিয়া তাদের উপহাস।
বল সই বল বল, প্রাণ হলো সচঞ্চল,
মনেকি রহিল মনোআশ?

বৈকালিক উদ্যান ভ্রমণে কোন নায়ক নায়িকার কথোপকথন।

নায়িকার উক্তি।

হয়েছে উদ্যান সুশোভন।
আমার দেখিয়া কিন্তু, ওর চারুশোভা
বিমোহিত হইতেছে মন।
আহা২ মরিকিবা, প্রকাশে সুরমা নিভা
না জানি আইলে বিভা,
আরো কত হয়।
(যবে পূর্ণ শশধর, রমণীয় সুধাকর,
সুখে বিতরয়॥)
বল নাথ কোথাকারে আছে হেনজন
সেকালে মদন বিধি, করিতে লঙ্ঘন।

নায়কের উক্তি।

প্রাণপ্রিয়ে বলিলে যেকথা মিথ্যা নয়।
যদিও উদ্যানশোভা, বটে মধুময়॥
কিন্তু বল তারসনে কিকায আমার?
দেখিতাই তার শোভাচয়?
ত্বাধীন হইযবে, কেমনেতে কইতবে,
দেখিতেছি শোভাসব তার।
প্রভুজনপ্রিয়যাহা, ভৃত্য করে আশতাহা
এত নাকি হয়ে থাকে,
এ কোন বিচার॥
ন্যায়েতে পরম তোষ, দোষেতেবিষম-
রোষ,
প্রভু হতে ন্যায়মত, তার লাভস্থল।
তবেবলকিকারণে, হেরিবসেউপবনে,
যখন হেরিব তব বদন কমল?
তবে কেন বলিছ এমন।
হেরিতেছি মনোআশে,
ও চাঁদ বদন॥

নায়িকার উক্তি।

ওহে নাথ! কেবা ভাল বলয়ে পবন।
আজ্ঞযেনআছেভাল, তুমিযদিযাওকাল.
উভয়ে একাকী হব,
পাশরি এ গুণ সব,
সেই কালে উভয়েরে, করিবে দহন।
জ্বালাইবে ঘোরতর, এই প্রাণ মন॥

নায়কের উক্তি।

কিজানিওসবপ্রিয়ে, মিছেতর্কবাদনিয়ে,
আমি কেন হব জ্বালাতন।
বেঁধেচপ্রণয়ডোরে, এ প্রাণথাকিতে,
হবকি একাকি? যবে না হবেমোচন!
বিশেষতঃ ঐযে পবন,
হাজার হউক মন্দ, মোর কিবা বল।
জেনেতাররীতিনীতি, হবেকোনফল।
যদিসেজগতপ্রাণ, লোকেএইঅভিমান,
অথচ বিগুণ গুণ, দারুণ দূষণ।
তাহাতে কি বাসেভয় আমারএমন?
যবেতবমুখসুধা, পিয়েনাশিয়াছিক্ষুধা,
হয়েছি যখন আমি অমরের প্রায়।
তখনকি ভয় আর যাতনার দায়॥

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পোষ্টমাষ্টার—টিটেলিয়া।

১২৭৩।১২৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড, জে, লং	...	কলিকাতা (ভাদ্র হইতে শ্রাবণ)	... ৩
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর রায়	...	ঐ	... ...১।৵
,, অবিনাশচন্দ্র দত্ত	...	ঐ	... ... ৷৹
,, কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়		ঐ	... . ২
,, হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন, লুডিয়ানা			৮৶
			৭৷৴৹

১২৭৪।১২৭৫ সালের মূল্য প্রাপ্তি।
(অগ্রিম)

শ্রীযুক্ত বাবু বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা	(ভাদ্র হইতে শ্রাবণ) ..	২৷
,, দেবেন্দ্রনাথ বসু কাঁশারীপাড়া ঐ	(অগ্রহায়ণ হইতে কার্ত্তিক)	২৷
,, প্রতাপচন্দ্র মিত্র ... ঐ	(অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ)	১৶
,, নবগোপাল ঘোষাল, সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন, আরা	(কার্ত্তিক হইতে আশ্বিন)	৩।
,, দেবেন্দ্রনাথ বসু শ্রীধরপুর, যশোহর	(ভাদ্র হইতে শ্রাবণ)	৩।
,, নবকিশোর সেন, ডেপুটী ইনেস্পক্টর, শ্রীহট্ট	ঐ ...	২৷৹
,, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষাল ... অম্বালা ...	ঐ বাকি	১।
,, হীরালাল চট্টোপাধ্যায় ... বালেশ্বর ...	ঐ ...	৩।
,, শিবচন্দ্র মল্লিক .. ... ঐ ..	ঐ ...	৩।
,, রাধামাধব দাস .. ... ঐ ..	ঐ ...	৩।
,, দামোদরপ্রসাদ দাস ... ঐ ...	ঐ ...	৩।
,, উমেশচন্দ্র মণ্ডল ... ... ঐ ..	ঐ ...	৩।
		৩২৮৶

দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে যাঁহারা নব-প্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও কাল্গুন হইতে ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, গত শ্রাবণ মাসে তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। অপর যাঁহারা গত বৈশাখ হইতে ষাণ্মাসিক প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মূল্যও পরিশোধ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে পুনর্ব্বার বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিবেন; যদি এক মাস মধ্যে মূল্য প্রদান না করেন, তবে তাঁহাদিগের দত্ত মূল অগ্রিম বলিয়া পরিগণিত হইবে না। যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা না করেন তাঁহারা এবং যাঁহাদিগের নিকট অদ্যাবধি গত বৎসরের মূল্য বাকি রহিয়াছে, তাঁহারাও অবিলম্বে আমাদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিবেন, ইহাতে অন্যথা হইলে আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগের নাম ধাম প্রকাশে অগত্যা বাধিত হইব।

আমাদের মফস্বলীয় গ্রাহক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন যে, অগ্রিম মূল্য প্রদান না করিলে এই নবপ্রবন্ধ পত্র কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না; কিন্তু এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ

নব-প্রবন্ধ পত্রের নিয়মাবলী।

১। যদি কেহ মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তবে তাহা হণ করা যাইবেক না।

২। গ্রাহকমহাশয়েরা মূল্য প্রেরণকালে যেন এক আনার অধিক ল্যের ডাকের টিকিট না পাঠান।

৩। মফস্বলীয় গ্রাহক মহাশয়েরা অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে এই পত্র াদান করা যাইবেক না।

৪। যাণ্মাসিকের ন্যূন কাহারও নিকট অগ্রিম মূল্য গৃহীত হই- বক না।

৫। কেহ এই পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে াতিবারে প্রতি পংক্তিতে এক আনা দিতে হইবেক।

৬। এই পত্র যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি যোড়াসাঁকো বল- ামদেব ষ্ট্রীটের ১৮।২ নং ভবনে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষালের নিকট াথবা থ্যাকার ইস্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানির আফিসে শ্রীযুক্ত হরিমোহন র্ম্মকারের নিকট পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। মফস্বলে ালেশ্বরের একজিকিউটিব্ ইঞ্জিনিয়র আফিসের কেসীয়ার শ্রীযুক্ত হীরা- াল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রিশ্চন্দ্র মিত্রের নিকট, মেদিনীপুর কালেক্টরীর হেড্ রাইটর শ্রীযুক্ত াবকুমার বসুর নিকট এবং কুমারখালীতে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা সম্পা- াক শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদারের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারি- বেন। এই পত্রের

মাসিক মূল্য	।০
যাণ্মাসিক মূল্য	১।৴০
বার্ষিক মূল্য	২॥০
বিনা স্বাক্ষরকারীর প্রতি প্রত্যেক পত্রের মূল্য	।৴০
ডাকমাসুল প্রতি সংখ্যায়	৴০

Part II. *N*. 11.

NABAPROBUNDHA

A MONTHLY MAGAZINE.

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ } ফাল্‌গুন, ১২৭৪। { মাসিক ।০
১১শ সংখ্যা } মার্চ্চ, ১৮৬৮। { অগ্রিমবার্ষিক ২৷।০

কলিকাতা।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ৩৪।১নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয়। যোড়াসাঁকো বলরাম দেব ষ্ট্রিট ১৮। ২ নম্বর ভবন।

Price 5 annas. মূল্য ।/০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

আমরা কলিকাতার অন্তঃপাতি উত্তর বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে নবপ্রবন্ধের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়াছি। নবপ্রবন্ধ এবং নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয়ের বিক্রেয় পুস্তক সকল মুখোপাধ্যায়ের নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের নবপ্রবন্ধের ১ম ভাগের ৮ম সংখ্যা আবশ্যক হইয়াছে। যদি কেহ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, আমার নিকট পাঠাইলে মূল্য প্রাপ্ত হইবেন। সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

যোড়াসাঁকোস্থ হিতৈষিণী পাঠশালা।

প্রায় বৎসর ত্রয় অতীত হইয়াছে, উপরোক্ত পাঠশালাটি স্থাপিত হয়। এক্ষণে উহার কার্য্য যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীটে ২১ সংখ্যক ভবনে হইতেছে; বালকগণের বেতন অবস্থা বুঝিয়া আট্ আনা। এই পাঠশালা প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ও তিন্টা হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত খোলা থাকে; প্রাতঃকালে তাল্পাতা কলাপাতা ও কাগজে লেখা এবং অঙ্ক শ্রেণী বিভক্ত হইয়া পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠ করে এবং মৌখিক নীতি শিক্ষা ও পশ্ব্যাদির বিশয় শিক্ষা করে; বালক সংখ্যা প্রায় ৩০। ৪০টি ঐ সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও খোলা যাইবেক, তাহাদিগের আর বেতন থাকিবে না এবং বাঙ্গালা ১২৭৫ সালের ১৫ আষাঢ় হইতে ২৫ আষাঢ় পর্য্যন্ত যে কোন বালক পাঠশালা ভুক্তাভিলাষী হইবেক তাহাদিগের নিকট হইতে ।০ চারি আনা হিসাবে বেতন লওয়া। যাইবেক এই পাঠশালার ৮টি শ্রেণী আছে, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া যে বালক যে শ্রেণীর উপযুক্ত, হইবেক তাহাদিকে সেই শ্রেণীতে নিযুক্ত করা যাইবেক।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ	ফাল্গুন, ১২৭৪।	মাসিক মূল্য... ।০
১১শ সংখ্যা।	মার্চ, ১৮৬৮।	অগ্রিম বার্ষিক ২॥০

কিরাতার্জ্জুনীয়।

পঞ্চম সর্গ।

এই হিমালয় মেরু পর্ব্বতের জয়ার্থই কি শিখরমালা নভোমণ্ডলে বিস্তারিত করিয়াছে? না নভোমণ্ডল সমুল্লঙ্ঘনার্থই সমুদ্যত হইয়াছে? অথবা বলবতী দিগন্তদিদৃক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্যই এরূপ উন্নত মস্তক হইয়াছে? যাহাকে দর্শনমাত্র লোকের অন্তরে এইরূপ ভাবোদয় হইয়া থাকে, ও এক ভাগে তপনমণ্ডল উদ্দীপ্ত কিরণরাজি বিস্তার করাতে ও অন্যভাগে নৈশ তম বিরাজিত থাকাতে যে হিমাচল পৃষ্ঠদেশালম্বিত গজচর্ম্মধারী দেবদেব মহাদেবের অট্টহাস্যের অনুকরণ করিতেছে, মহাবীর অর্জ্জুন তপস্যার্থ সেই ভূধররাজ হিমালয়ে গমন করিলেন।

তখন সেই কুবেরানুচর যক্ষ হিমালয়কে উদ্দেশ করিয়া অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিল, মহাশয়! এই হিমালয়ে ভূচর খেচর ও সুর-

লোক সমুদায় বাস করিতেছে, অথচ কেহ কাহারও আবাসস্থল লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না, ইহাতে বোধ হইতেছে ভগবান্ শশিশেখর আপনার প্রভুত্ব প্রখ্যাপনার্থই বুঝি এই হিমালয়কে ত্রিভুবনের প্রতিনিধিস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই হিমালয়ের শিখর সকল অনন্তের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হওয়াতে ও গুহা সকল সুদীপ্ত রত্নরাজিতে বিভূষিত থাকাতে সৌদামিনী-খচিত শারদীয় মেঘমণ্ডল কি পরাভূত হইতেছে না?

কোন স্থলে উদ্দীপ্ত রত্নরাজি পটমণ্ডপ সদৃশ শুভ্রবর্ণ কিরণমালা বিস্তার করিতেছে, সুরবধূ কর্ত্তৃক উপভুক্ত লতাগৃহ সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে এবং পুষ্পদামে বিভূষিত পুষ্পবন সমুদয় বিকসিত রহিয়াছে, ও অত্যুন্নত শিলামধ্যরূপ গোপুর সমলঙ্কৃত ও পূর্ব্বোক্ত পটমণ্ডপাদি সদৃশ রত্নকিরণাদিরূপ সম্পদ পরিবৃত নগরীই যেন বিরাজিত রহিয়াছে। সৌদামিনী বিরহিত গর্জ্জন পরিশূন্য বারিবিহীন পাণ্ডুবর্ণ শরন্মেঘ ইহার নিতম্ব ভাগে বিলম্বিত থাকাতে হিমাচলকে সঞ্জাতপক্ষের ন্যায় অনুমিত হইতেছে। এই হিমালয়স্থ নদীগণের অবতার সকল সমবিষমভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, আকর জাত মাতঙ্গ বৃন্দে উহার তটভাগ ভগ্ন করিয়াছে ও অবগাহনাদিতে বিশেষ উপযোগী সলিল রাশির উপরিভাগে বিকসিত পদ্মদামে বিভূষিত পদ্মবন সকল সাতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন স্থলে নববিকসিত জপাকান্তির অনুরূপ কান্তিবিশিষ্ট পদ্মরাগপ্রভৃতি মহামূল্য রত্ননিকরের কিরণমালা কাঞ্চন ভিত্তিতে নিপতিত হইয়া অননুমেয় সন্ধ্যারাগ বিস্তার করিয়াছে। কোন স্থলে কদম্ব বৃক্ষে স্থূলতর কদম্বসকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, কোন স্থলে নীলবর্ণ তমালমালা বিরাজিত রহিয়াছে এবং ক্ষরিতগণ্ড মধুরমূর্ত্তি করীসকল স্থানে স্থানে বিচরণ করিতেছে।

এই হিমাচলের শিলোচ্চয় সকল রত্নরাজি বিরাজিত গুহাভাগ সকল লতাগৃহ সম্পন্ন, নদীগণ বিকসিত শতদলে ও পুলিনভাগে সমলঙ্কৃত এবং বৃক্ষ সকল কুসুম নিকরে নিরন্তর সুশোভিত হইয়া

রহিয়াছে। কোন স্থলে সুরবধূগণ মেখলাদামে নিগড়িত নিবিড়তর জঘনমণ্ডল দ্বারা নদীসলিল আপীড়িত করিতেছে। কোন স্থলে কামিনী-কুল-কমনীয় বকুলকুল সর্পকুলে আকুলিত হইতেছে। কোন স্থলে শিখরসংলগ্ন বিষদবর্ণ হিমখণ্ড নানাবিধ মণিপ্রভায় ইন্দ্রচাপের অনুকরণ করিতেছে, এবং কোথাও বা হিমশুভ্র ইন্দ্রচাপ বিরাজিত প্রকৃত মেঘমণ্ডল কেবল মাত্র গর্জ্জন দ্বারাই অনুমিত হইতেছে।

এই হিমাচল হিমানীবিষদ অসংখ্য মস্তক দ্বারা মেঘমার্গকে সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত করিতেছে, ও দর্শনমাত্র লোকের পাপরাশি বিনষ্ট করিতেছে। আত্মপুরুষের ন্যায় ইহার অন্তর্ভাগ যে নিতান্ত দুর্গম, তাহা দুর্ব্বোধ শাস্ত্রাদিতেই প্রমাণ করিতেছে এবং ঐ আত্মপুরুষের ন্যায় ইহাও যে অতিগহন ও দিগ্ব্যাপী, তাহা স্বয়ং পদ্মযোনিই বিশেষ অবগত আছেন। ইহার মনোহর পল্লবপুষ্পবিরচিত লতাগৃহ ও বিকসিত পদ্মদল সমলঙ্কৃত সলিলরাশি সন্দর্শন করিলে ধীরস্বভাবা রমণীরাও অভিসারিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। এই হিমালয় ন্যায়মার্গানুসারী ও ভাগ্যবানদিগের একান্ত সুলভ ও ধনাধিপ কুবেরের সন্তোষদায়ক অত্যুৎকৃষ্ট মহাপদ্মাদি ধনরাশি দ্বারা পরিপূরিত হওয়াতে সর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবনকে অতিক্রম করিয়াছে। যাঁহার মহিমা ত্রিভুবন মধ্যে কোন ব্যক্তিই পরিজ্ঞাত নহে, সেই ভবানীপতি যখন ইহাতে বাস করিতেছেন, তখন ত্রিভুবন মধ্যে ইহার সদৃশ উৎকৃষ্ট কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই। জনগণ জন্মজরাবিহীন পরম পবিত্র ব্রহ্মপদলাভে অভিলাষী হইলে আগমের ন্যায় তমোনাশক এই হিমালয় হইতেই ভববন্ধচ্ছেদনক্ষম সদ্জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

ইহার কোন কোন স্থলে শয্যাভাগ অলক্তরাগ রঞ্জিত, কুসুম কেশরে খচিত ও ক্লিষ্ট কুসুমনিকরে পরিব্যাপ্ত থাকাতে সুরকামিনীদিগের উদ্রিক্ত রাগজনিত অত্যুৎকট সুরত বিশেষ সূচিত হইতেছে। নয়শালী ভুবনপূজিত ভূপতির নিকট সম্পদরাশি যেরূপ

আধারগুণবশত স্বীয় মহিমা প্রকাশে সমর্থ হয়, সেইরূপ ত্রিভুবনপূজিত এই হিমালয়-জাত ওষধিসকল সন্ধ্যাদি গুণ সাহায্যে প্রকাশক্ষম জ্যোতি সহকারে নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে। এই হিমাচল কুবরীনিনাদে নিরন্তর নিনাদিত হইতেছে, কুসুমগুচ্ছ পরিশোভিত বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বরণ বৃক্ষে আবরিত রহিয়াছে এবং সন্তাপনাশক উষীরমণ্ডিত করিদিগের সন্তোষদায়ক তরঙ্গিণীমালায় নিরন্তর কল্লোলিত হইতেছে। এই হিমালয়ে মদসেকলিপ্ত দেবহস্তীদিগের কপোলঘর্ষণ স্থলে ভ্রমরমালা নিপতিত হইতেছে ও কোকিলগণ-বিকসিত আম্রমুকুলের অনুরূপ গন্ধবিশিষ্ট উহার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অকালে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই হিমাচল নিরন্তর প্রচলিত অপ্সরাদিগের নিতম্বমণ্ডল দ্বারা সাতিশয় সুশ্রীকতা ধারণ করিতেছে সুস্বন প্রবাহিত প্রবাহসমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং ইহাতে মর্ত্যলোকের একান্ত দুষ্প্রাপ্য অধোলোকরক্ষিতা বাসুকীর সাতিশয় প্রিয়তর অমৃতরাশি অবস্থিত রহিয়াছে। সুরসুন্দরীরা এই স্থলে আগমনপূর্ব্বক মনোহর লতারাজিকে ভবন ও হরিচন্দনের নূতন প্রবাল রাশিকে শয্যা কল্পনা করিয়া রতিশ্রমাপহারী নলিনী দলবায়ু অনুভব করত যখন বিহারসুখ উপভোগ করিয়া থাকে, তখন কি তাহাদিগকে এককালে স্বর্গ সুখ বিস্মৃত হইতে হয় না? পার্ব্বতী এই স্থলেই জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়া মহাদেবের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং মহাদেবও ভবানীর জলজন্তু বিলজ্জনজন্য চঞ্চল লোচন দ্বারা তপস্যা হইতেও সমধিক আকৃষ্ট হইয়া স্বেদকণলাঞ্ছিত করদ্বারা উহাঁর করাগ্র ধারণ করিয়াছিলেন। দেবাসুরগণ মন্থনসহায়ভূত যে মন্দর পর্ব্বতকে অনন্তরজ্জুতে বন্ধন করিয়া জলনিধি মন্থন করিয়াছিলেন ও যাহার ব্যবর্ত্তন জন্য জলরাশি আলোড়িত হওয়ায় পাতালতল পরিস্ফুট হইয়াছিল, ঐ সেই মন্দরাদ্রি নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই পর্ব্বতে হংসবিষদ স্ফটিক ও রজ-

তময় ভিত্তিকান্তি তপনরশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া সমধিক শোভা পাইতেছে, কিন্তু ঊর্দ্ধ্বভাগ নীলাভ ইন্দ্রনীলে খচিত থাকাতে মধ্যাহ্ন সময়েও সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাকান্তি বিস্তার করিতেছে। ইহাতে ললিত ললনাদিগের ভ্রুবিলাস সদৃশ তরঙ্গিত সলিল মধ্যে পঙ্কজদল মৃদুপবন দ্বারা বিকম্পিত হওয়াতে বিলাস নৃত্যের অনুকরণ করিতেছে। এই পর্ব্বতেই ভগবান ভবানীপতি ভবানীর পাণি গ্রহণ করেন ও পাণিগ্রহণ কালে পরিণেতার হস্তবিগলিত সর্পরূপ কৌতুক সূত্র দর্শনে পার্ব্বতীর লোচনযুগল ভয় জন্য ও দেহযষ্টি সত্ত্বিকভাব জন্য বিকম্পিত হইয়া উঠে। নভোমণ্ডল প্রসারী বহুসংখ্য তপন রশ্মি এই হিমালয়স্থ স্ফটিক মণিকিরণে মিশ্রিত হইয়া সহস্র সংখ্যা অতিক্রম করিতেছে। যক্ষাধিপ কুবের দেবদেবকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে যে স্থলে উন্নত তোরণ সমলঙ্কৃত পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, হিমাচলের উপান্তবর্ত্তী ঐ সেই কৈলাশ পর্ব্বত রবিকে অকালে অস্তমিত করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের গুহাস্থিত রত্নরাজির কিরণমালা বপ্রান্তরে সংক্রামিত হইয়া যে অনুমেয় ভিত্তিশঙ্কা সঞ্জাত করিয়াছিল, নিরন্তর প্রবাহিত বায়ু সঞ্চার জন্য সেই সন্দেহ নিরাকৃত হইতেছে।

এই ভূধর সঞ্জাত শষ্পরাশি কদাপি পুরাতন হয় না, নলিনীদল সর্ব্বদাই শ্যামল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছে, ও নানা বর্ণ কুসুমস্তবক সমলঙ্কৃত তরু রাজির পল্লবদল সর্ব্বদাই অপরিণত রহিয়াছে। নবপক্ষ সংচ্ছাদিত শুকাবলির ন্যায় কোমল মূর্ত্তি মরকতমণি এই পর্ব্বতের পর্য্যন্ত দেশে পর্য্যস্ত রহিয়াছে দেখিয়া বালতৃণ বোধে হরিণীগণ ভোজনার্থ প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, ঐ দেখুন সেই মরকত মণি রবিকিরণ সম্পর্কে কিরূপ মধুর কান্তি বিস্তার করিতেছে। বিকসিত স্থলপদ্ম বন হইতে উত্থাপিত বাত্যামণ্ডলিত পদ্মপরাগ নভোমণ্ডলে সুবর্ণময় আতপত্রশোভা বিস্তার করিতেছে। এই পর্ব্বতে সুরতরঙ্গিনীর তটভাগে যে পদপদবী নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,

উহার বামপদবী অলক্তরাগাঙ্কিত ও ক্ষুদ্রতর এবং দক্ষিণপদবী অলক্তরাগপরিশূন্য ও অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হওয়াতে নিয়মসম্পন্ন হরগৌরী মূর্ত্তির প্রাভাতিক প্রদক্ষিণ ক্রিয়া সূচিত করিতেছে। রজতভিত্তি প্রতিফলিত ও চঞ্চল শাখান্তর বিগলিত তপনকররাজি আদর্শ বিম্বের সারূপ্য লাভ করিয়াছে। প্রকাণ্ড দেহ বিশিষ্ট এবং উচ্চতম শৃঙ্গারূঢ় গণাধিপতি মহাদেবের বৃশভদর্শনে সুরবধূরা নবোদিত সম্পূর্ণ মণ্ডল শশধর অনুমান করিতেছে। লঘুতর বারিবিহীন ও খণ্ডিত কলেবর জলধরমণ্ডলে যে খণ্ডিত ইন্দ্রধনু সঞ্জাত হইয়াছে, নানাবর্ণ মণি কিরণ উহার খণ্ডিত ভাগ পূরণ করিয়া দিতেছে। এই পর্ব্বতেই হর শেখরীভূত শশীকলা প্রতি যামিনীতে অমৃত কণলাঞ্ছিত কিরণমালাদ্বারা অভিনব সঞ্জাত তরুলতাপল্লব মুদিত করিয়া অরণ্যের পর্য্যন্তভাগ ধবলিত করিতেছে। যে পর্ব্বত বনভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত স্বর্ণ কান্তি দ্বারা প্রাবারবেষ্টিতের ন্যায় অনুমিত হইতেছে, আপনার পিতার অত্যন্ত প্রিয়তর এই সেই ইন্দ্রকীল পর্ব্বত সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে। এই পর্ব্বতে সুবর্ণময় তটভূমি সঞ্জাত লতারাজি পবনবেগে বিকম্পিত হওয়াতে রবিকর প্রতিফলিত সুবর্ণকান্তি চপলার ন্যায় বিলসিত হইতেছে। হরিচন্দন বৃক্ষের স্কন্ধভাগ মদস্নপিত থাকাতে বোধ হইতেছে, সুর হস্তীরা এই মাত্র এই স্থল দিয়া গমন করিয়াছে। গমনকালে উহাদিগের গণ্ডস্থল বৃক্ষস্কন্ধে ঘর্ষিত হওয়াতে যে প্রকাণ্ডকায় সর্পগণ ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহারা সেই স্থলেই নিপতিত রহিয়াছে এবং রবিকিরণরাজি সজল জলধরকান্তি ইন্দ্রনীলমণি রশ্মিতে বিচ্ছুরিত গুহাভাগে নিপতিত হইয়া তিমির বিমিশ্রিত শিখাদ্বারা গুহামধ্যগত, রত্ননিকর সূচিত করিতেছে।

মহাশয়! এইস্থলই তপশ্চরণের বিশেষ উপযুক্ত, আপনিও সাতিশয় ভদ্রস্বভাব, তথাপি হিতজনক কার্য্যসাধন করিবার সময় বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া মঙ্গলকার্য্যের নানা প্রকার বাধা

উৎপাদন করিয়া থাকে, ইন্দ্রিয়াশ্বও সর্ব্বদা উৎপথগামী হইতে চেষ্টা পায়, অতএব সাবধানপূর্ব্বক মহর্ষির আদেশানুসারে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত ও প্রমাদ পরিশূন্য হইয়া এইস্থলেই তপস্যা আচরণ করুন। ভগবান্ উমাপতি আপনারে তপোক্লেশনিবারণক্ষম সাধুপ্রবৃত্তি প্রদান করুন। লোকপালগণ আপনার তপোবল রক্ষা করুন ও কার্য্যক্ষেমকরী সমধিক ফলশালিনী অনুষ্ঠান পদ্ধতি আপনাকে প্রদান করুন। আমি এক্ষণে আমার আবাসস্থলে চলিলাম।

এইরূপ হিতোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কুবেরানুচর যক্ষ গমন করিলে অর্জ্জুন কথঞ্চিৎ উন্মনস্কের ন্যায় হইয়া উঠিলেন, সাধুবিরহ সংঘটিত হইলে যখন সজ্জনমাত্রেরই অন্তঃকরণ আকুলিত হইয়া থাকে তখন যে অর্জ্জুন এরূপ উৎকণ্ঠিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

অনন্তর সেই মধুরমূর্ত্তি অর্জ্জুন মানসবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া যক্ষের বাক্যানুসারে সেই সারবান অনতিক্রমনীয় অচিরভাবী ফলোৎপাদক স্থূলতর সেই অভীপ্সিত ইন্দ্রকীল ভূধরে স্বকীয় পুরুষকারের ন্যায় আরোহণ করিলেন।

ইতি ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যে পঞ্চম সর্গ।

অরিষ্টকীর্ত্তন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত অলর্ক-দত্তাত্রেয় সম্বাদ।

২৬৩ পৃষ্ঠার পর।

যে ব্যক্তি স্বপ্নেতে ঋক্ষ নামক বানরে আরূঢ় হইয়া সুললিত সঙ্গীত সহকারে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে থাকে, তাহার জীবনকাল আর মুহূর্ত্ত মাত্রও অবসর প্রার্থনা করে না। স্বপ্নেতে রক্ত কিম্বা কৃষ্ণাম্বর-পরিধারিণী কোন রমণী গান কিম্বা হাস্য করত যাহাকে দক্ষিণদিক হইতে অন্যত্র লইয়া যায়, এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নেতে মহাবল পরাক্রান্ত বিবস্ত্র ক্ষপণককে হাস্য করিতে কি বাচালতা প্রকাশ করিতে দেখে, সেই ব্যক্তির মৃত্যু-

কাল অতি নিকটবর্ত্তী। যে স্বপ্নেতে আপনার মস্তক পঙ্কিল সাগরের তলভাগে নিমগ্ন দেখে, তাহার সদ্যোমৃত্যু উপস্থিত। যাহার স্বপ্নেতে কেশ, অঙ্গার, ভস্ম সর্প ও জলশূন্য নদী প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহার একাদশ দিবস পরে নিশ্চয়ই মৃত্যু সংঘটিত হইবে। ভয়ঙ্করমূর্ত্তি বিকটাকার ও উদ্যতায়ুধ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষগণ যে ব্যক্তিকে স্বপ্নাবস্থাতে প্রহার করে, সেই ব্যক্তির মৃত্যু সদ্যই সংঘটিত হইবে। সূর্য্যদেব উদিত হইলে শৃগালগণ সুদীর্ঘ চীৎকার সহকারে যাহার সম্মুখীন হয়, তাহার স্বাভাবিকই আর অস্বাভাবিকই হউক, মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ভোজনমাত্রই যাহার আবার ক্ষুধায় উদর আকুল হইয়া উঠে এবং দন্তে দন্ত বিঘর্ষিত হইতে থাকে, নিশ্চয়ই তাহার আয়ু নিঃশেষিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি দীপগন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ না হয় এবং কি দিবা কি রাত্রি সর্ব্বদাই ভয় দর্শন করে, অথবা অন্যের নয়ন তারকামধ্যে আপনার প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তিদর্শনে সমর্থ না হয়, সে কদাপি জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না। নিশীথসময়ে ইন্দ্রধনু ও দিবাভাগে গ্রহগণ যাহার প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, সে যেন আপনার জীবনকে বিনষ্টপ্রায় বিবেচনা করে। যাহার নাসিকা বক্র ও কর্ণদ্বয় ঈষৎ উন্নতানত হয়, এবং বামনেত্র হইতে অনবরত জলধারা বিগলিত হইতে থাকে। তাহাকে অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। যখন লোকের বদনমণ্ডল আরক্তিম ও জিহ্বা শ্যামলবর্ণ হইয়া উঠে, প্রাজ্ঞগণ তখনই তাঁহাদিগের মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, বিবেচনা করিবেন। যে ব্যক্তি স্বপ্নেতে উষ্ট্র কিম্বা রাসভে আরোহণ করত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করে। তাহার সদ্যই মৃত্যু সংঘটিত হইবে। যে ব্যক্তি হস্তদ্বারা আপনার কর্ণদ্বয় আবরণ করিয়া স্বীয় কণ্ঠবিনির্গত শব্দ শ্রবণে অসমর্থ হয়, এবং যাহার চক্ষুর জ্যোতি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে কোন গর্ত্তে নিপতিত দেখে, এবং পতন মাত্র যদি এ গর্ত্তদ্বার রুদ্ধ হইয়া উহার নির্গমের বাধা প্রদান

করে, তাহা হইলে পণ্ডিতেরা উহার অপর দেহ কল্পনা করিয়া থাকেন। যে স্বপ্নে অগ্নি কি সলিলমধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি তাহা হইতে নির্গত হইতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনকাল সেই পর্য্যন্তই নিঃশেষিত হইল। রাত্রি কি দিবস মধ্যে যে ব্যক্তি দুরাচার ভূতগণ কর্ত্তৃক আহত হয়, তাহা হইলে সেই সময় হইতেই তাহাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। যাহার ঊর্দ্ধ্ব-সংক্রামিত দৃষ্টি আর সুসংস্থিত না হয় ও পরিবর্ত্তিতভাগ লোহিত বর্ণ হইয়া উঠে এবং বদন হইতে অবিরত উষ্মা বিনির্গত হইতে থাকে, অথবা নাভিদেশ সুশীতল হইয়া যায়, তাহাকে সপ্ত রাত্রি শেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত ইহতে হইবে। যে ব্যক্তি স্বীয় পরিহিত শুক্ল বস্ত্রকে রক্তবর্ণ নিরীক্ষণ করে, তাহার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী। স্বভাব কি প্রকৃতির বিপর্য্যয় সংঘটিত হইলে মৃত্যুর আর অধিক কাল অবশিষ্ট থাকে না। আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে লোকে গুরুজন ও পূজ্য ব্যক্তিদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়, দেবগণকে অর্চ্চনা করে না, ব্রাহ্মণ ও মাননীয় বৃদ্ধের নিন্দা করিয়া থাকে, পিতামাতা ও জামাতার সম্মাননা করে না। এবং জ্ঞান-বৃদ্ধ যোগী কি অন্যান্য সদাশয় ব্যক্তিগণের অবমাননা করিয়া থাকে?

অলর্করাজ! এই আমি তোমার সমক্ষে সমুদায় অরিষ্ট সবিশেষে কীর্ত্তন করিলাম; কিন্তু যোগিগণ সংবৎসর পরে ইহার ফলাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অবাধ্য বালকের দুর্দ্দশা।

(রাক্ষস-কবলে)

২৭১ পৃষ্ঠার পর।

রাক্ষস বলিল, তুই কি বৃথা বকিতেছিস্? বালকেরা কোন্ কাজে আইসে, আমি তাহা জানিতে চাহি। তোর মা কেমন আশ্চর্য্য স্ত্রীলোক? যাহা হউক, আর তোকে অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। এই বলিয়া প্রিয়ের হস্তধারণ করিয়া নিজ পুরীমধ্যে

লইয়া গেল। তথায় পৌঁছিবামাত্র ঝুলিস্থ বালকদিগকে একটী বৃহৎ গহ্বরমধ্যে রাখিয়া দিল এবং প্রিয়ের স্থূলকায় দেখিয়া অধিকক্ষণ লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। অবশেষে রাক্ষস দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, যে অদ্য আর কায নাই, অদ্য আমি যথেষ্ট আহার করিয়াছি, আরও অধিক আহার করিলে পীড়িত হইব। এই বলিয়া একশত হস্ত উচ্চ এক পাষাণস্তম্ভের উপর প্রিয়কে রাখিয়া দিল।

পাঠকেরা এখন বিবেচনা করুন, স্তম্ভোপরিস্থ প্রিয় "আমি রাক্ষসের ভোজ্যের নিমিত্ত এখানে রহিলাম," ইহা ভাবিয়া কিরূপ আকুল হইতে লাগিল,—তাহার মনে তখন কি রূপ ভাবের উদয় হইল এবং দূরস্থ মাতা পিতাকে স্মরণ করিয়া কতই ক্রন্দন করিল! সেইখান হইতে পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণ নয়নে দেখিল, রাক্ষস এখন কি করিতেছে,—রাক্ষস এখন কি বলিতেছে; দেখিয়া শুনিয়া তাহার হৃদয় আরও কম্পিত হইতে লাগিল,—দুটী চক্ষে জলধারা আসিল। এমন সময় সেই বিকটাকার নরভুক এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে লইয়া স্তম্ভে উঠিল,—প্রিয়কে সেই ছুরি দেখাইয়া বিকট ভঙ্গিতে কহিল, "দেখ, কল্য প্রাতঃকালের জন্য তোমার নিমিত্ত কেমন ছুরি শাণিতেছে। হা! আজি আমি ভোরেই উঠিব!! তুমি কেমন সুন্দর ছেলে! যেন পদ্মের খণ্ড, তুমি কি বোধ কর, তোমার মা এ ভাল বাসিবে না? হা! হা! হা! ভাল, তোমার মার নাম কি বলিতে পার? তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক হইতেছে।

প্রিয় রাক্ষসের একটী কথায়ও প্রত্যুত্তর করিল না, বরং রাক্ষসের হস্তে তীক্ষ্ণ ছুরি দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রাক্ষস সুরাপানে মত্ত হইয়া, তাহার সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক ধূমপান করিতে করিতে নিদ্রিত হইল এবং তাহার নাসাগর্জ্জনে সমস্ত গুহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রিয় রাক্ষসকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, যে যদি এখানে থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাক্ষস আমারে

খাইয়া ফেলিবে। যদি কোন কৌশলে পলাইতে পারি, তবেই নিস্তার পাই, অতএব এই সময় পলায়নের চেষ্টা করা আবশ্যক। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন দেখিল যে, রাক্ষস যথার্থই অঘোর হইয়া ঘুমাইতেছে, তখন স্তম্ভের চতুস্পার্শ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। দৃঢ় প্রস্তরে স্তম্ভ নির্ম্মিত,—প্রত্যেক কেন্দ্র এবং পার্শ্বদেশ অখণ্ড পাষাণে আবদ্ধ। দেখিতে দেখিতে প্রিয় স্তম্ভ হইতে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নীচে নামিল, -নীচে নামিয়া দেখিতে পাইল, যে রাক্ষস দ্বারের নিকট পা ছড়াইয়া নিদ্রা যাইতেছে। প্রাণের মায়া প্রতিবন্ধক মানে না, প্রিয় তাহার উপর দিয়াই পলায়নের উপক্রম করিল। রাক্ষসের পায়ে তাহার পদাঘাত হওয়াতে, রাক্ষস ক্ষণমাত্র সচকিত হইয়া উঠিল,—নিদ্রার ঘোরে জড়িতস্বরে কহিল, "সেই দুষ্ট ইন্দুর আমার গায়ের উপর দিয়া যাইতেছে।" প্রিয় তাহা শুনিয়া কাঁপিল,—ভয়ে ভয়ে গহ্বরের এক তমসাবৃত কোণে লুকাইল,—বাসনা, রাক্ষস পুনরায় নিদ্রিত হউক, নির্ব্বিঘ্নে পলাইব। প্রিয় যে স্থানে লুকাইল, সেটী বাস্তবিক গহ্বরের কেন্দ্র নহে, রাক্ষসের ত্রিবন্ধনযুক্ত বৃহৎ উষ্ণীষ, যাত্রাওয়ালাদিগের তাজের ন্যায় তিন থাকা পাগ্‌ড়ী,—প্রিয় তাহার মধ্যম থাকে লুকাইয়া রহিল।

এমন সময় রাক্ষসের নিদ্রাভঙ্গ হইল; রজনীও অধিক নাই, প্রায় উষাকাল। রাক্ষস নিদ্রোত্থিত হইয়া, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল, বালক! শাণিত ছুরিকা ঘরিতেছে,—আইস, আমার জঠরানল সুকোমল মাংসে সুশীতল কর। প্রিয় উত্তর দিল না। রাক্ষস পুনরায় চীৎকার করিয়া ডাকিল। উত্তর পাইল না,—মনে করিল, স্তম্ভের অন্তরালে লুকাইয়াছে। চতুর্দ্দিকে হস্ত বাড়াইয়া দেখিল, গাত্র স্পর্শ হইল না,—গর্জ্জন করিয়া কহিল, ধূর্ত্ত! লুকাইয়া আছ? কোথায় লুকাইয়াছ? পরিহাস করিতেছ? আমার সহিত চাতুরী করিতেছ? চাতুরী খাটিবে না, এখনি গ্রাস করিব, কেহই রক্ষক নাই। এই বলিয়া ক্রোধে ওষ্ঠাধর দংশন পূর্ব্বক প্রভাতালোকে তন্ন তন্ন

করিয়া অন্বেষণ করিল, কোথায়ও পাইল না। প্রিয় প্রকাণ্ড উষ্ণীষের প্রচ্ছন্ন স্থানে লুকাইয়া বসিয়া আছে,—রাক্ষস তাহারে কোথায় পাইবে? রাক্ষসের উষ্ণীষ, আমাদের একটী ক্ষুদ্র গৃহ বলিলেও হয়। প্রিয় তাহার মধ্য প্রকোষ্ঠে আছে, কাহার সাধ্য তাহার সন্ধান পায়। রাক্ষস ভাবিল, প্রিয় পলাইয়াছে,—বনমধ্যে পলাইয়াছে,—ক্রোধানল চতুর্গুণ প্রজ্জ্বলিত হইল,—নাসারন্ধ্রে যেন অগ্নি জ্বলিল,—শশব্যস্তে উষ্ণীষ মস্তকে দিয়া নিষ্কোষিত অসি ধারণপূর্ব্বক কাননাভিমুখে চলিল। সূর্য্যদেব প্রকাশ হইয়াছেন,—প্রিয় রাক্ষসের মস্তকে থাকিয়া অল্প অল্প আলো দেখিতেছে। একটী কষ্ট; —নিশ্বাস নির্গমের পথ নাই। সঙ্গে ছুরি ছিল, তদ্দ্বারা উষ্ণীষের উপরিভাগ কর্ত্তন করিতে লাগিল।— মানুষ বাহির হইতে পারে, কাটিয়া এরূপ পথ করিল।—সেই সময় দৈবক্রমে ক্রোধান্ধ রাক্ষসের মস্তকে প্রিয়ের ছুরির অগ্রভাগ বিদ্ধ হয়। রাক্ষস যৎকিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব করিয়া কহিল, উঃ! আমার মস্তকে কি হইল? বোধ হয়, ক্ষুধায় এমন হইতেছে! যাহা হউক, দ্রুত যাওয়া যাউক। এখনি সেই কোমল মাংস সম্মুখে পাইব। কল্পনা করিতে করিতে দ্রুত—পদে চলিল। নিকটেই নিবিড় বন,—তরুশাখায় গমনপথ আচ্ছন্ন,—প্রিয় সুযোগ পাইয়া একটী বৃক্ষের শাখা ধরিল এবং অতি সাবধানে রাক্ষসের মস্তক হইতে ধীরে ধীরে বৃক্ষে আরোহণ করিল। ঔদরিক রাক্ষস উদরের জ্বালায় ছুটিয়া যাইতেছিল, গোঁভরে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেল। তাহার "শিকার" তাহাকে ফাঁকি দিয়া বৃক্ষে রহিল, সে তাহার কিছুই জানিল না।

এদিকে রাক্ষস দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে, প্রিয় গুপ্তভাবে বৃক্ষ হইতে নামিয়া অন্য পথে প্রাণপণে দৌড়িয়া বাটীতে উপনীত হইল। তাহার মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধপ্রায় হইয়াছিলেন, প্রিয় মা মা বলিয়া নিকটস্থ হইবা মাত্র যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। জননীর

স্নেহ জননী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারেন না,—বুঝাইয়া দিতেও কাহারও সাধ্য নাই। যদি কোন মাতাপিতা এই রূপে হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, মনের সহিত ঐক্য করিয়া আনন্দের সীমা নিরূপণ করিবেন, আমরা তদ্বিষয়ে অক্ষম, সুতরাং নিরস্ত হইলাম। প্রিয় তদবধি জননীর একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সৎ শিক্ষায় নিবিষ্টচিত্ত হইল,—সর্ব্বদা সৎপথে বিচরণ করিয়া পরিবারবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল এবং দুর্ম্মতি পরিহার করিয়া সৎকর্ম্মে সুমতি প্রদান করিল।
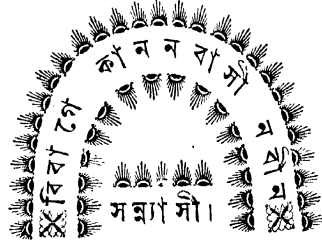
হায় রে জনম ভূমি! ত্যজিয়ে তোমারে,
ত্যজি জন্মদাতা পিতা, জননী দেবীরে,
ত্যজিয়ে প্রেয়সীরত্ন, পরাণ-পুতলী,
স্বর্ণলতা শোভাময়ী হৃদয়ের ধন,
চিরসোহাগিনী বামা নবীনা ললনা;
দুখে দুখী সুখে সুখী, অর্দ্ধ-স্বরূপিণী
ভুলিয়ে অপত্য স্নেহ, কন্যা পুত্রগণে,
রাখিয়ে তোমার কাছে, কি বিরাগে আজি
মরিচীকা ভ্রমে ভ্রমি মায়ার বিভ্রমে,
কেন আসিয়াছি আমি ইহ বনবাসে?
একি ভয়ঙ্কর বন! ঘোর তমস্বিনী
ফেলিছে নিঃশ্বাস যেন, অচেতন ঘুমে
নিবিড় আঁধারে ঘোরে, স্তব্ধ ধরাতল,
পশু পক্ষী আদি সবে, নীরব নিদ্রায়,
থেকে থেকে শুনি সুধু পেঁচকের রব
দূর বনে গর্জ্জি যেন করে প্রতিধ্বনি।
উড়িছে খদ্যোতমালা বৃক্ষ আলো করি,
শাখাপত্র আচ্ছাদিয়ে ক্ষুদ্রপক্ষ পুটে—
সাজাইছে প্রকৃতিরে চঞ্চল কিরণে—
প্রকৃতি সুন্দরী যেন, মাণিকে ভূষিতা।
এত যে সুন্দর দৃশ্য বৃক্ষ লতা দলে,
তবু মোর মানসাক্ষি তৃপ্ত নাহি হয়।

ভয়েতে কাঁপিছে হিয়া, দারুণ তৃষায়
শুকাইল কণ্ঠ মম স্নিগ্ধ যামিনীতে!
হায়রে! অবোধ ভ্রান্ত মানব মানস!
কি সুখ লভিতে এলি হইয়ে সন্ন্যাসী?
সত্য বটে, নানা চিন্তা বহুরূপী হয়ে
গ্রাসিতে আইসে সেই মায়িক সংসারে,
জগতের কোলাহল নানা বিসম্বাদে,
সচঞ্চল হয় চিত, চাহেনা থাকিতে,
পঙ্কিল মানবপুরে পরিজন সনে ;
সত্য বটে, দারা পুত্র জনক জননী—
ভ্রাতা, ভগ্নী, জ্ঞাতি, গোত্র, আত্মীয়স্বজনে
বদ্ধ করে রাখে এক ভৈরবী মায়ায় ;
পরিবার পুষিবার অনন্ত ভাবনা—
দিবা নিশি ফেরে সঙ্গে ঘুরাইয়ে মাথা ;
সত্য বটে, অকালেতে আত্মীয় বিয়োগে,
শোকে, দুখে, মনস্তাপে দগ্ধ করে মন ;
সত্য বটে, রাজা, চোর, অনলের ভয়ে,
সদাই থাকিতে হয়, অতি সশঙ্কিত ;
সত্য বটে বিপক্ষের বিপক্ষ বচনে,
বন্দী সম স্তুতিবাদ চাটুকার মুখে,
ফেলে তোলে নীচে ঊর্দ্ধে থাকিয়া থাকিয়া,
জ্বালাতন করে তনু নানামত বিষে,
রহেনা বাসনা আর থাকিতে সংসারে,
কাযেই উদাসী হতে বাঞ্ছা করে মন।
বিরাগে বিরাগী হয়ে ত্যজিয়াছে যারা—
সুখের সংসার-ধর্ম্ম আমার মতন—
হইয়াছে অনুতাপী, অথবা সুখেতে—
করিছে সতত ধ্যান সেই পরাৎপরে,
বিশ্বপতি বিশ্বকর্ত্তা, নিত্য নিরঞ্জনে!
সত্য সত্য সত্য সুখে, সুখী ব্রহ্মচারী,
দেখিছে জ্ঞানের চক্ষে পরব্রহ্মরূপ ;
আমিও দেখিতে পারি, যোগবলে যদি
যোগী হয়ে মহাযোগে ভাবি মহেশ্বরে,
মহামন্ত্রে মোহচক্রে ছিন্ন ভিন্ন করি,
জয়ী হতে পারি বিশ্বে, নাশি রিপুদলে।
পারি বটে ; কিন্তু কভু পারিব কি তাহা?
অজ্ঞান ভ্রমান্ধ জীব, বন্দি মায়াপাশে,
শূন্য হস্তে শূন্য বক্ষে, জ্ঞান অস্ত্র বিনা,
কেমনে কাটিব সেই মায়ার বন্ধন?
ঘুরিতেছে মায়াবিনী, কুহকী রাক্ষসী,
পাছে পাছে দিবা রাত্রি, ধরিয়া কুন্তলে,
দেখাইছে বিভীষিকা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
কেমনে হইবে স্থির মানব মানস—
বিভু পদে? দণ্ডে দণ্ডে ঘুরিতেছে মায়া,
দারা পুত্র পরিজনে সদা পড়ে মনে,
সদা মনে পড়ে সেই রম্য নিকেতন,
কেমনে সে সব আমি পাসরি এখন?
সত্য বটে, চক্ষু মুদে ভজনা মন্দিরে,
দেখিয়ে বাতির আলো কাষ্ঠাসন শারি—
পরিবৃত সভ্যবৃন্দে, গালিচা আসনে
দুলে দুলে বেদমন্ত্রে করিয়াছি ধ্যান,
"সত্য, জ্ঞানমনন্তম,, পড়িয়াছি তথা,
নানামত উপদেশ, করেছি প্রদান
সভ্যবৃন্দে ; দম্ভ করি পরম উল্লাসে,
বাহবা দিয়াছে যত দর্শকমণ্ডলী--
বরষিয়ে শোভাস্তবী করতালি সহ ;
ফুলেছি গরবে মাতি প্রতি লোমে লোমে,
ভাবিয়াছি মনে মনে আমি বড় লোক!
ঈশ্বর সহায় মোরে ব্রহ্মবাদী আমি!
লয়েছি কৌশলে তাঁর চরণ আশ্রয়,
দেখিতেছি চর্ম্ম চক্ষে সেই বিশ্বরূপে,
লয়েছেন কোলে তুলে প্রিয়পুত্র বলে।
সত্য বটে, বিপ্রকুলে লইয়া জনম,
দূর করে ফেলে দিছি যজ্ঞ উপবীত,
ত্যজিয়াছি জাতিভেদ বৃথা অভিমান,
জগতের হাড়ি মুচি একত্র বসিয়ে—

ভোজন করেছি সুখে পাতাপাতি করি,
সৌদামিনী কন্যা দিছি ছুতরে বিবাহ,
তা বলে কি এত মনে হয়েছে বিকার—
ছাড়িতে পারি কি কভু বিষয়ের মায়া ?
অদৃশ্য, অচিন্ত্য, এক ঈশ্বরের তরে ?
কখন না কখন না, তা কি কভু হয় ?
সহস্র সহস্র মুদ্রা জমিদারী হতে—
এসে থাকে প্রতিবর্ষে ভাণ্ডারে আমার,
ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল, তাহাতেই সব।
এখানেত তত টাকা পাবনা দেখিতে,
কে দিবে আনিয়ে তাহা এ বিজন বনে ?
কে নিবে প্রজার কাছে বার্ষিক নজর ?
কে করিবে জরিমানা ধরে এনে প্রজা ?
ধান্যক্ষেত্র বন্ধ করে, কে বাড়াবে কর ?
কার কাছে দাঁড়াইবে প্রজারা আমার—
যোড়হাত করি অগ্রে প্রহারের ভয়ে ?
কে করিবে মোকদ্দমা করিতে শাসন—
দরিদ্র কৃষকগণে, কে করিবে সারা ?
আমিই তাদের প্রভু, আমিই ভূপাল,
আমার প্রভুত্ব যত এত আছে কার ?
মনোহর অট্টালিকা, দ্বারে দৌবারিক,
অশ্ব, গজ, কত শত, রক্ষিত নিয়ত,
আজ্ঞাবহ সদা মম অসংখ্য কিঙ্কর,
তা হতে কি সুখী আমি হব এ কাননে ?
অদৃশ্য ঈশ্বরে ভেবে কি হইবে মম ?
ভাবি যদি গৃহে বসে ভাবিব তাঁহায়,
সুখভোগে মিলাইয়া অবসর ক্রমে।
পাই পাব কৃপা তাঁর, না পাই না পাব,
সুখভোগ কেড়ে নিতে, নারিবেত কেহ ?
মোহিনী রমণী মম থাকিবে নিকটে,
কায়া ছায়া সম কত করিবে বিলাস,
দুগ্ধফেননিভ শয্যে করিব শয়ন,
সেই মম ব্রহ্ম প্রাপ্তি সেই স্বর্গধাম।
সংসারে থাকিয়া যত ধর্ম্ম কর্ম্ম হয়,
তা কি কভু হতে পারে নিবিড় গহনে ?
নির্ব্বোধ ভিকারী যত পুরা মুনি ঋষি,
বনে বসে অহরহ তপস্যা করিত,
প্রতারিতে জীবগণে, সংসারের সুখে !
আমি কি করিব তাহা ? হয়ে জ্ঞানবান ?
ভ্রমিব কাননে সদা, সিংহ ব্যাঘ্রসনে ?
গ্রাসিবে হিংস্রক জন্তু করি আস্ফালন ?
শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে হব পশুর আহার ?
কখন না, কখন না, কখনই নয়,
যাই আমি নিজ বাসে, এই চলিলাম,
থাকুক সন্ন্যাস ধর্ম্ম বনবাসে পড়ি,
যে চাহে লইবে এই, ভণ্ড যোগাশ্রয় !
এ কার্য্য আমার নহে, গৃহাশ্রমী আমি।
চলিল নরক বাসে নবীন সন্ন্যাসী।
বকের ধার্ম্মিক ভাণ হইল প্রকাশ॥

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

নলদময়ন্তী নাটক।—শ্রীযুক্ত কালিদাস সান্যাল ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম, কিন্তু অনেক গান থাকাতে এই নাটকে দোষ ঘটিয়াছে। নাটকে অধিক গান দেওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, কারণ স্বাভাবিক নায়ক নায়িকা গান

করে না। বিশেষতঃ দুঃখ কিম্বা ত্রাসযুক্ত হইলে গান করা অতিশয় অসঙ্গত, উহা কোন ক্রমেই স্বভাব-সিদ্ধ নহে। দময়ন্তীর সম্মুখে ভুজঙ্গ দেখিয়া অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া গান করা অতিশয় স্বভাব বিগর্হিত কার্য্য। কারণ যে সময়ে লোকে ভয়ে অভিভূত হয়, সে সময় কি কখন গান গাওয়া সম্ভব হইতে পারে? এইরূপে অপর অপর স্থলেও গান সকল দেওয়া দূষণীয় হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছিলাম, যে এই নলদময়ন্তী গীতাভিনয়রূপে অভিনীত হইয়াছিল, সেই জন্যই ইহাতে বোধ হয়, গান এত অধিক, কিন্তু যখন ইহাকে নাটক নাম দিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে, তখন ইহাতে এত গান দেওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় হয় নাই। গ্রন্থকার নব, এই জন্য আমাদের অধিক বক্তব্য নাই। ভরসা করি যে, দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কনকালে ঐরূপ গান গুলি আর না থাকে। গ্রন্থকারের এটি বিবেচনা করা উচিত, এবং জানাও কর্ত্তব্য যে, নাটক ও গীতাভিনয় উভয় এক সামগ্রী নহে, উহারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে তিনি সুবিখ্যাত মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের অনুকরণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচনা অনেক লইয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার এই নাটকখানিকে একটী দুটি ব্যতীত গান বর্জ্জিত করিলে ভাল হইত। ইহা ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা।

২।—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্রপ্রণীত রামায়ণ দ্বিতীয় সংখ্যা।—আদিকাণ্ডের একাদশ সর্গে কুমারদিগের জন্মাবধি ঊনবিংশ সর্গে ধনুর্ভঙ্গ পর্য্যন্ত এই সংখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছে। দুই স্থল হইতে কয়েক পংক্তি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। ইহা ঢাকার সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য।/০ আনা।

তাড়কা বধাংশে।

"মারীচ মূর্চ্ছিত হলে শ্রীরামের শরে
ভয়ান্বিত রক্ষদল হাহাকার করে।
স্থির লক্ষ্য রামচন্দ্র সুবাহু লক্ষিয়া
হানিলেন অগ্নিবাণ নভ আচ্ছাদিয়া,
অগ্নিমুখে তুলারাশি ভস্ম হয় যথা;
সুবাহু সদল শরানলে দগ্ধ তথা।
আইল রাক্ষস যত যজ্ঞ ধ্বংসিবারে
রামশর ত্যাগ নাহি করিল কাহারে।
প্রাণভয়ে যে সকল রক্ষ লুকাইল।
সন্ধানি সে সব রক্ষে জীবনে নাশিল॥
নিরীক্ষিয়া শ্রীরামের বিক্রম ভীষণ।
মহাপুলকিত চিত, প্রীত ঋষিগণ॥"

অপূর্ব্ব কারাবাস।

২৭২ পৃষ্ঠার পর।
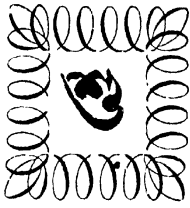
নিবামাত্র দর্শকগণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল, মহাশয়! আপনার রাজ্যমধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে, যে আপনার ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণ করিবে? আপনি যেরূপ. প্রজাহিতৈষী, তাহাতে আপনার কোন অন্যায় ইচ্ছা হইলেও যখন আমাদিগকে সাধ্যানুসারে উহার সংসাধনে চেষ্টা পাইতে হইবে, তখন আপনার এই সাধু ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণাশঙ্কা কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আপনার অবসানে রাজ্য অরাজক হইবে, আমরা নির্ম্মস্তক হইব, অরাজক রাজ্য অন্যঅধিকারভুক্ত হইবে, কোন্ পামরের ইহা অনুমোদিত হইতে পারে? এই রাজ্য যাহাতে সুরক্ষিত হয়, যাহাতে আমরা সুশাসনে পালিত হইতে পারি ও যাহাতে ধরামধ্যে আপনার বংশ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, ইহা কাহার না অনুমোদিত? আপনি যে রূপ অভিলাষ করিয়াছেন, ইহা সকলেরই অভিলষিত। এক্ষণে আমরা বুদ্ধদেবের নিকট কায়মনোবাক্য এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তিনিও আপনার এই মঙ্গল ইচ্ছার অনুমোদন করেন ও উত্তরকালে ইহার সাধুফল প্রদান করেন। মহাশয়! এতদিনের পর বুঝিলাম রাজ্যলক্ষ্মী আপনার বংশগৌরব পরিত্যাগে কখনই সম্মত নহেন, হইলে কখনই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইত না। দুর্গম অরণ্যমধ্যে এরূপ অপূর্ব্ব কুমার লাভ কখনই অল্প ভাগ্যের আয়ত্ত নহে। দৈব নিতান্ত সানুগ্রহ না হইলে এরূপ সৌভাগ্যোদয় কি রূপে সম্ভবে! কিন্তু এই সৌভাগ্য কেবল যে আপনারই ঘটিয়াছে, ইহা বিবেচনা করিবেন না, রাজার সুখদুঃখে যখন প্রজারাও সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, তখন আমরাও আপনার এই সৌভাগ্যের অংশভাগী হইয়াছি, এবং তজ্জন্য আমোদও উপভোগ করিতে আমাদিগের নিতান্ত বাসনা হই-

য়াছে, যদি ইহা আপনার অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে আদেশ করুন ও নগর মধ্যেও ঘোষণা করিয়া দিন।

কিরাতপতি প্রজাগণের বাক্য-শ্রবণে সাতিশয় পুলকিত হইয়া উঠিলেন ও উহাদিগকে অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, দর্শকগণ! তোমাদিগের বাক্য শ্রবণে আমি যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, তাহা যদি দেখাইবার হইত, তাহা হইলে এই হৃদয় এক্ষণেই বিদীর্ণ করিয়া দেখাইতাম যে আমার হৃদয়ে আমোদপ্রবাহ কি রূপ উচ্ছলিত হইতেছে। দর্শকগণ! কি বলিব, আমি নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমার অন্তরে কি পরিমাণে আমোদ রাশি উদ্ভূত হইয়াছে, অদ্য আমি যেরূপ আমোদ উপভোগ করিতেছি, এরূপ আমোদ যে ধরামধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা অগ্রে এক মুহূর্ত্তের জন্যও জানিতে পারি নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, ইহাই সন্তোষের শেষ সীমা ও ইহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষ আর ধরাতলে অবস্থিত নাই। থাকিলেও তাহা নিরর্থক। কারণ যাহা উপভুক্ত হইয়া মনুষ্যকে চেতিত রাখিতে পারে, তাহার নামই 'প্রকৃত সন্তোষোপভোগ। নতুবা অচেতনাবস্থায় লোকের মানস কোন বিষয়ের উৎকর্ষাপর্ষ বিবেচনা করিতে সক্ষম হয় না। ইহা অপেক্ষা সমধিক সন্তোষ সঞ্জাত হইলে যে মনুষ্যকে বিচেতিত করিবে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমাদিগের বাক্যের অবসান সময়ে আমারই হৃদয় যে কি রূপ অবস্থা উপভোগ করিয়াছিল, হস্ত পদ যে কি রূপ অস্পন্দ হইয়াছিল, শরীর যে কি রূপ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আর এক্ষণে কি রূপে বলিব, সেই সময়েই যখন আমার হৃদয় তাহার ভাবাবধারণে সমর্থ হয় নাই, তখন এক্ষণে আর কি রূপে অবধারিত হইবে? কিন্তু একটী বিষয়ে—এই কথা বলিতে বলিতে কিরাতপতি মৌনাবলম্বন করিলেন, প্রসন্নবদন মলিন হইল, ও উন্নত মস্তক অবনত হইল। ভাবে অনুমান হইল, যেন কিরাতপতির অন্তর কোন দুর্ভাবনায় আকুলিত হইতেছে। অন্য কোন

ভাবনা নহে, যুবতীর সহবাস ভাবনারূপ দুর্ভাবনাই সুশীতল সলিল সেকের ন্যায় আমোদ বহ্নি সন্তাপিত তাঁহার মানসবারিকে স্তম্ভিত করিল। তখন তাঁহার অন্তর যে সুখদুঃখ মিশ্রিত হইয়া কি প্রকার অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল বোধ হয়, কিরাতপতি স্বয়ংও তাহা অনুভব পারেন নাই। রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় হৃদয় মলিনতাপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিকীরিত সন্তোষ জ্যোতি সঙ্কুচিত হইয়া আসিল ও নভোমণ্ডলের ন্যায় বদনমণ্ডলও অন্ধকারে আবরিত হইয়া অশ্রুবিন্দু তারকায় পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল এবং মনুষ্য যে এক অবস্থায় দ্বিক্ষণস্থায়ী সন্তোষ উপভোগ করিতে পারে না অপরিমিতসুখ স্বচ্ছন্দ সত্ত্বেও যে অন্যবিধ সুখের কামনা করিয়া থাকে, ও মুহূর্ত্তমাত্র আপনাকে সুখিত দেখিতে পারে না, কিরাতনাথ তাহারই একমাত্র নিদর্শন স্থল হইয়া উঠিলেন।

কিরাতগণ কিরাতপতির ভাব দর্শনে কিঞ্চিৎ ব্যথিতের ন্যায় হইয়া বলিল, মহাশয়! কি নিমিত্ত আপনার মানস সহসা ভিন্নভাবে পরিণত হইল, কে আপনার সুখিত মানসে অসুখের কারণ উৎপাদন করিল, কি নিমিত্তই বা এরূপ সুখের সময়ে আপনি ম্রিয়মাণের ন্যায় হইয়া উঠিলেন? যদি তাদৃশ গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে প্রকাশ করুন, সাধ্যায়ত্ত হইলে এখনিই নিরাকৃত হইবে, সন্তোষামৃতে এখনই আপনার হৃদয় পুনরায় বিচ্ছুরিত হইবে ও গাঢ় নিখাত হইলেও আপনার মনঃশল্য এখনই উৎপাটিত হইবে। ধরামধ্যে এমন কি অসুখের কারণ বিদ্যমান আছে, যাহাতে আপনারও মানস এরূপ ক্লিষ্ট হইতে পারে! যাহা স্বয়ং বুদ্ধদেব অনুগ্রহ না করিলে আমাদিগের কাহারও দ্বারাই সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, আপনার সেই পুত্রহীনতারূপ মনোদুঃখ যখন নিরাকৃত হইয়াছে, তখন আবার আর কোন্ অনিষ্টচিন্তা আপনার অন্তরকে এরূপ ব্যথিত করিতে পারিতেছে? বলুন, এখনি নিরাকৃত হইবে। মহাশয়! আপনার ইষ্টসাধনের জন্য এই নগরবাসী সমস্ত লোকই এক মাত্র প্রিয়তর স্ব স্ব জীবন প্রদানেও

কুণ্ঠিত নহে, বলুন আর আমরা আপনার এরূপ মলিন বদন নিরীক্ষণ করিতে পারি না। আজ্ঞা করুন, প্রভুর নিয়োগ পালনে হৃদয় অস্থির হইয়াছে।

কিরাতপতি অতিকষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, দর্শকগণ! আমি যে জন্য এরূপ কাতর হইয়াছি, সে জন্য তোমাদিগকে এরূপ আকুল হইতে হইবে না, সামান্য একটী বেদনা আমার অন্তরকে এরূপ ব্যথিত করিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র চিন্তার প্রয়োজন নাই। তোমাদিগের বাক্যেই আমার সমুদায় অসুখ নিরাকৃত হইয়াছে। তোমরা এক্ষণে আপনাদিগের আমোদানুরূপ কার্য্যজাতদ্বারা নগরকে আমোদিত কর, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা ও একমাত্র আদেশ।

কিরাতগণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া স্বস্ব আবাসাভিমুখে গমন করিলে রাজপুরী নিস্তব্ধ হইল। ও বিজনতা দর্শনে যুবক যুবতীর হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। কিরাতপতি উহাদিগের সমক্ষে আপনার মনোভাব কথঞ্চিৎ গোপন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ঐ চিন্তা ক্রমশ উহাঁর মনোমধ্যে সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। তখন উনি কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান রহিত হইয়া উঠিলেন, যে রূপেই হউক, কামিনীর সহবাস সুখ উপভোগ করিতে হইবে, ইহাই স্থির করিলেন ও কামিনীর প্রত্যাখ্যান বাক্য অন্যপ্রকারে পরিণত করিয়া তুলিলেন, ভাবিলেন যুবতীরা কখনই বহুজন সমক্ষে একজন অপরিচিত পুরুষের নিকট আপন মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না। অতএব নির্জ্জন স্থলে যুবতী কখনই সে রূপ ভাব অবলম্বন করিতে পারিবে না। আর আমাকে সেই বনমধ্যে সামান্য কিরাত জ্ঞানে সেই রূপ আচরণ করিয়াছিল, ইহা বলিয়া কি এক্ষণেও সেই রূপ আচরণ করিবে? ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। কামিনীর মন কতক্ষণ কাঠিন্য অবলম্বনে সমর্থ হয়? আর যদি উহার সে রূপ ইচ্ছা না হইত, তাহা হইলে কখনই আমার সহিত আমার আলয়ে আসিতে স্বীকৃত হইত না, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উহার মনোগত ইচ্ছা সত্ত্বেও লজ্জা ভয় প্রযুক্ত

তৎকালে উহা প্রকাশ সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আর তাদৃশ বৈরূপ্য অবলম্বন করিবে না। অতএব যাহাতে উহার মানস প্রলোভিত হয়, তাহাতে আমাকে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতে হইবে। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে, চেষ্টা করিলে যে প্রলোভনপর একটী কামিনী মন যুবকের অনুকূলাচরণ করিবে না, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। এই স্থির করিয়া উহাদিগের আহাদির জন্য অনুচরীগণকে আদেশ করিয়া স্নানাহার নির্ব্বাহার্থে আপনিও গৃহান্তরে গমন করিলেন ও কামিনীর মনোরঞ্জনার্থ নানাপ্রকার কল্পনায় আকুলিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কামিনীর মনোরঞ্জন নিতান্ত দুরূহ, কেবল দিবসই অতিবাহিত হইতেছে, চেষ্টারও ত্রুটী হইতেছে না। তথাপি কার্য্যফল দূরপথে অবস্থিতি করিতেছে।

চতুর্থ স্তবক।

"যূথভ্রষ্ট বন্যকরিণী বদ্ধ হইয়াই কখন বন্ধনকর্ত্তার বশ্যতা স্বীকার করে না, কিন্তু কখন না কখন যে তাহাকে বশীভূত হইতে হইবে ও আশার অনুরূপ বিচরণ করিতে হইবে। ইহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। চিরপরিচিত যূথপ্রীতি কতকাল মানসকে আকুলিত রাখিতে পারে? নবপ্রদত্ত প্রীতিকুসুমের সৌরভে কি তাহার হৃদয় আমোদিত হইবে না?" কিরাতনাথ এই আশাতেই বিচরণ করিতেছেন, ও নানা প্রকার প্রীতিজনক উপহারে কামিনীর হৃদয় বশীভূত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। যুবতীর প্রীতি সঞ্চার হইবে বলিয়াই বালককে অনুরূপ শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষার জন্য ধনুর্ব্বেদপারদর্শী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং শরীর রক্ষার্থ উপযুক্ত দাস দাসীও নিয়োগ করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু যুবতী স্বীয় প্রতিজ্ঞাতেই অবিচলিত রহিয়াছে, উপহারীকৃত বস্তুরাশিতে ভ্রূক্ষেপ নাই, তোষামোদ বাক্যে কর্ণপাত নাই ও কিরাতপতির ম্লানবদনে দৃক্পাত নাই। সর্ব্বদাই বিষণ্ণবদন, আন্তরিক তুষ্টির নামমাত্র নাই, শারীরিক পুষ্টির সম্ভাবনা কি? কাঞ্চনী

প্রতিমা দিবসধূসর শশধর মূর্ত্তির অনুকরণ করিয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ শিরারাজি বদনমণ্ডলে বিরাজিত হইয়াছে, নয়ন জ্যোতিহীন, বদন লাবণ্যহীন, ওষ্ঠাধর রক্তবিহীন, আরক্তিমা কালিমায় পরিণত হইয়াছে ও সুবর্ত্তুল ক্ষীণতা কঙ্কাল-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ভয়ের কারণ অসত্ত্বেও রমণী যেন সর্ব্বদাই ভয়ভীত, জ্ঞানসত্ত্বেও অজ্ঞানের ন্যায় অবস্থিত, ক্ষুধাসত্ত্বেও ভোজনে ইচ্ছা নাই ও স্নেহসত্ত্বেও কুমারের প্রতি প্রীতি নাই। সর্ব্বদাই কি যেন ভাবিতেছে, বারম্বার আহ্বানেও উত্তর পাওয়া দুষ্কর। কিরাতপতি দিবা নিশি নিকটেই আসীন রহিয়াছেন। নির্নিমেষ নয়ন যুবতী বদনেই নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ও দরদরিত জলধারা বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে। উভয়েই সমান অবস্থায় অবস্থাপিত। যুবক যুবতী এক গৃহে এক আসনে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি উভয়ের অন্তঃকরণবৃত্তি নিতান্ত বিসদৃশ। কিরাতপতির হৃদয় এক আশায় বিচরণ করিতেছে, কামিনীর হৃদয় অন্য প্রকারে বিচরণ করিতেছে। সুবর্ত্তুল গোলোকের উপরিভাগে পাতিত জলধারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কি একত্র মিলিত হইতে পারে?

কিরাতনাথও দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, শরীর অস্থিচর্ম্মসার ও ধূসর বর্ণ হইয়া উঠিল, কিছুতেই সন্তোষ নাই, সর্ব্বদাই অন্যমন, হৃদয়ে কামশিখা নিরন্তর প্রজ্বলিত রহিয়াছে, বহ্নিসখা নিঃশ্বাসবায়ু অনবরত প্রবাহিত হইতেছে, গাত্রদাহও শরীরকে আকুলিত করিতেছে, আর শান্তির বিষয় কি? দেহকুটীর ভস্ম প্রায়, কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না, সুশীতল মৃণালদল আর্দ্র উষীরানুলেপন ও জলসিক্ত পদ্মিনীপত্রশয্যা সমুদায়ই নিরর্থক, কিছুতেই কিছু হইতেছে না, বাহ্যিক আড়ম্বরে অন্তর্দাহের কি হইবে? "অন্তরে যে বহ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, তাহার কি হইতেছে," কিছুই না। যুবতী সেই রূপ স্বীয় অধ্যবসায়েই দৃঢ় সংকল্প রহিয়াছে প্রজাবর্গের শান্তবাদ অনুনয় বিনয়ে কিছুই হইতেছে না। "যুবতীর চিরসংকল্প কিছুতেই নিরাকৃত হইবার নহে" প্রজাগণ এইরূপ অনুমান করিয়া স্থির করিল,

যখন ঐ কামিনীর সহবাস ভিন্ন রাজা কখনই সুস্থ হইবেন না, বরং প্রাণ যাইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা, তখন যাহাতে কিরাতপতি যুবতীর সহবাসলাভে সমর্থ হন, তাহা সম্পাদন করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজার কোনরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ঘোরতর বিপদে পড়িতে হইবে। বিজয়নগরীর অধিপতি খলস্বভাব অমরসিংহ নিরন্তর আমাদিগের রন্ধ্রান্বেষণ করিতেছেন, সুযোগ পাইলেই রাজ্য অধিকার করিবেন ও পূর্ব্বের ক্রোধ স্মরণ করিয়া আমাদিগকে বিষম যাতনা প্রদান করিবেন। অতএব যাহাতে রাজা অবিলম্বে সুস্থকায় ও সবলশরীর হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে সাধ্য পরত চেষ্টা পাইতে হইবে। কিন্তু "বলপূর্ব্বক সতীর সতীত্ব নাশ" ইহা মনে উদিত হইলে যখন আমাদিগেরও আন্তরিক গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন যে ধার্ম্মিকপ্রবর কিরাতপতি উহাতে সম্মত হইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে কি নিমিত্তই বা প্রার্থিত বস্তু হস্তমধ্যে থাকিতেও এরূপ কষ্টভোগ করিবেন?

সমুদায়ই নিরর্থক, আমাদিগের মন্ত্রণা আকাশলতার পুষ্পচয়নের ন্যায় কোন কার্য্যকরই হইতেছে না। কিরাতপতির জীবনরক্ষা ও দুষ্ট স্বভাব অমরসিংহের হস্ত হইতে আমাদিগের পরিত্রাণ পাওয়া নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠিল। কিরাতগণ দলবদ্ধ হইয়া যখন এইরূপ মন্ত্রণা করিতেছে, তখন গৃহের বহির্ভাগে সহসা পদশব্দ শোনা যাইতে লাগিল, অকস্মাৎ মনুষ্য পদধ্বনিতে কিরাতগণ শশব্যস্ত হইয়া সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে দেখিতে পাইল, এক জন কাশ্মীরদেশীয় মনুষ্য সেই দিকে আগমন করিতেছে, দেখিবামাত্র ভয়ে উহাদিগের মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়া গেল। ভাবিল, অমরসিংহ কোন রূপে রাজার অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন ও মনে মনে কোন রূপ দুষ্ট অভিসন্ধি স্থির করিয়া এস্থলে দূত লোক প্রেরণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আমরা বিনষ্ট হইলাম। অমর সিংহের কৌশল খলতাপূর্ণ, উহার খলতাজালে একবার নিক্ষিপ্ত হ-

হলে আর নিস্তার নাই, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় আগন্তুক সেই স্থলে উপস্থিত। আগন্তুক সেই স্থলে উপস্থিত হইবামাত্র কিরাতগণ উঁহাকে বসিবার আসন প্রদান পূর্ব্বক সাদর সম্ভাষণে বলিল, মহাশয়! কি নিমিত্ত এস্থলে আগমন হইয়াছে? রাজা অমরসিংহের কুশল ত? এক্ষণে কাশ্মীরনগরের রাজসিংহাসনে কোন ভাগ্যবান অধিরূঢ় হইয়াছেন? আগন্তুক উহাদিগের বাক্যশ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে অসভ্য কিরাতগণ ভিন্নদেশীয় বলিয়া উহাঁর প্রতি নিতান্ত অসদাচারণ করিবে এবং কোন প্রকারেই উহাদিগের নিকট হইতে অনুদ্দিষ্ট যুবতী ও কুমারের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে না; কিন্তু সেইরূপ বিনীতভাব ও উচিত মত অভ্যর্থনা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, শুনিয়াছিলাম কিরাতগণ অতিশয় অসভ্য ও নিষ্ঠুর, কিন্তু কার্য্য দেখিয়া সেরূপ ত কিছুই অনুমিত হইতেছে না। অথবা ইহাদিগের বাক্যদ্বারা এই বোধ হইতেছে যে, ইহারা দুরাত্মা অমর সিংহের পক্ষ, ও আমাকে তাহারই প্রেরিত বিবেচনায় এইরূপ সমাদর করিতেছে। যদি ইহারা কোন রূপে আমাকে মহারাজ অমর কেতনের অনুচর বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইলে আমাকে যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করিবে এবং কার্য্যসিদ্ধ হওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠিবে। অতএব এক্ষণে অমর সিংহের পক্ষ বলিয়াই আপনাকে পরিচয় প্রদান করিতে হইল, এই স্থির করিয়া বলিলেন, রাজা অমরসিংহের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। তাঁহার সাহায্যেই মহারাজ জয় সিংহ কাশ্মীরের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মনোত্তমা।

২৮৮ পৃষ্ঠার পর।

নাথ! আজ যদি মনোত্তমার পুত্রের অন্নপ্রাশন হইত, তবে এতক্ষণ তোমার মুখের কাছে বাসুকীও লজ্জা পাইতেন। নীলব্রত লজ্জা পাইয়া মৌনব্রত ভঙ্গ করিলেন। কহিলেন, প্রাণাধিকে! কেন আমাকে অকারণ তিরস্কার কর? আমি অনন্যমনা হইয়া অন্ন-প্রাশনের শুভ দিন নির্ণয় করিতেছিলাম। নতুবা তোমার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আমি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি। বিশেষত প্রাণাধিক প্রিয় কুমারের অন্নপ্রাশন, ইহাতে যাহা অসাধ্য, তাহা করিতে হইলেও বিমুখ হইব না। মনোত্তমা সূতিকাগৃহ হইতে এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন, উঃ! ইনি যেন রাজা দশরথ ও উত্তানপাদের অংশ অবতার! নীলব্রত এইরূপে প্রণয়িনীর মনে সন্তোষ জন্মাইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া অর্থ সংগ্রহার্থে গমন করিলেন, হারানন্দ নামে তাঁহার এক বণিক মিত্র ছিল;—নীলব্রত তাহার নিকট হইতে দশ টাকা কুসীদে পাঁচ সহস্র টাকা ঋণ করিয়া আনিলেন। অন্নপ্রাশনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। মনোত্তমা ভাবিলেন, কি সর্ব্বনাশ! কিরূপে এই দুঃসহ অনর্থপাতের বিষয় একবার পতির কর্ণগোচর করি। কিরূপে এই কথা তাঁহারে কৌশলক্রমে

বুঝাই; অথবা আর বুঝাইলেই বা কি হইবে? যাহা হইবার তাহা দেখিতেই পাইতেছি। প্রদীপ যেমন নির্ব্বাণ সময়ে কখনো উজ্জ্বল কখনো অন্ধকার হইয়া প্রভা হত হয়; এই ঘটনাও প্রায় তদ্রূপ। বিনাশোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় ইহাঁরও ক্ষয়দশা উপস্থিত হইয়াছে। উৎসন্ন যাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। এক্ষণে উপায় কি? এদেশীয়েরা সূতিকাগারকে যেরূপ নরকতুল্য অপবিত্র স্থান জ্ঞান করেন, তাহাতে তাঁহারা প্রাণান্তেও এখানে আসিতে সম্মত হইবেন না; দৈবাৎ যদি সূতিকাগৃহের বা নব প্রসূতির বাতাস গাত্রে লাগে, তবে তৎক্ষণাৎ সুরধনী জলে স্নান করিয়া পবিত্র দেহ হন। আমিও যে, কোনগৃহে গমন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইব, তাহাও অসম্ভব। যদ্যপি আমি দেশাচার অমান্য করিয়া কোন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি, তাহা হইলে এখনি আমাকে ধর্ম্মঘাতিনী বলিয়া তিরস্কার করিবেন এবং শিব স্বস্ত্যয়ন ও তুলসী দান করিয়া গৃহকে সংস্কৃত করিয়া লইবেন। অতএব এক্ষণে কি করি? অথবা এখনোত ষষ্ঠ মাস পূর্ণ হইবার বিলম্ব আছে;—ব্যবহারানুযায়ী ছয় চাঁদ ত এখনো পরিপূর্ণ হয় নাই। তত দিনে আমি, এস্থান হইতে বহির্গত হইতে পারিব। মনোত্তমা এইরূপ চিন্তায় সময় ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এক মাস অতীত হইলে তিনি সপুত্র সূতিকালয় হইতে বহির্গতা ও কৃতস্নানা

হইয়া গৃহে উঠিলেন। সেই রজনীতে অবসর পাইয়া নীলব্রতকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন নাথ! এই দুর্ব্বিনীতা আবার অদ্য আপনারে কিছু নিবেদন করিতে প্রস্তুত আছে। ইহাতে চরণ প্রহার লাভ হইলে তাহা আমার পক্ষে শ্লাঘ্য। তিরস্কার লাভ হইলেও তাহা পুরস্কার। তাহাতেও রমণী জাতির উৎকৃষ্ট ভাগ্য অপেক্ষা করে। আমি সে দিন সূতিকাগৃহে অল্প অল্প শুনিতে পাইতেছিলাম যে, ছোট বধূ আপনাকে কতকগুলি অন্যায় ব্যয়ে অনুরোধ করিয়া এই শুভান্নপ্রাশনে আমোদ আহ্লাদ করিতে বলিতেছেন! আপনিও তাহাতে কল্পতরু হইব বলিয়া সায় দিলেন। এক্ষণে আমি সে বিষয়ে কোন কথা বলিলেই আপনি তাহা বিপরীত ভাবিয়া আর একখানা করিয়া তুলিবেন; কিন্তু নাথ! অমৃতে অরুচি হয় না। তবে এক্ষণকার যেরূপ সময় ও যদ্রূপ অবস্থা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা চাই। গৃহস্থ লোকের পক্ষে সর্ব্বদা ওজন বুঝিয়া চলা নিতান্ত আবশ্যক। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মুক্ত হস্তে অনবরত অর্থ ব্যয় করিলেই বড় লোক হওয়া হয় না। অতএব এই সময়ের সমুচিত, যাহাতে লোক সমাজে নিন্দা না হয়, তাহার সমুচিত, ও বিধি বোধিত রূপে কৌলিক প্রথা অনুসারী বর্ত্ম বজায় রাখিয়া এ কর্ম্ম সম্পাদন করিলেই ভাল দেখায়। অনর্থক পাঁচালী, বাইনাচ, রোষনাই প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয় করা আমার অনুমো-

দিত হয় না এবং জল সওয়া রীতিটীও বড় উত্তম রীতি নহে। অধিকন্তু অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ওরকম নাচ্ তামাসা দিতে কাহাকেও দেখি নাই। যদিও কেহ দেয়, তাহারা অপব্যয়ী সন্দেহ নাই। ইহাতে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন। বিমলপ্রভা এই সকল কথা শুনিয়া অকালের জলদগর্জ্জনের সদৃশ তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, হ্যাঁগা! তুমি যে বড় স্বামীকে নীতি বুঝাইতে বসিয়াছ? তা, তুমি একাই কি দশ হাত বাহির করিয়া সমুদায় ভক্ষণ করিবে? আমার কি আর মনুষ্যজন্মের সাধ নাই? লোকে বলে যে, বিদ্যা শিখিলে হিংসা দ্বেষ থাকে না কিন্তু তোমার স্বভাবে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্যই লক্ষিত হইতেছে। মনোত্তমা কহিলেন, ভগিনি! তুমি যে ঐরূপ মনে করিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছি; এবং সেই জন্যে আমি গোপনে পতিকে কোন কথাই বলি নাই। দেখিলাম যে, তুমি ওখানে গৃহসজ্জা করিতেছ, তাই আরো ডেকে ডেকে ঐ কথা বলিতেছিলাম। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, যদি আমি তোমার পুত্রকে স্বগর্ভ-জাত পুত্রের ন্যায় না ভাবি, আর যদি অসূয়াপরবশ হইয়া এই কথা বলিয়া থাকি, কিম্বা যদি আমার মনে কোন প্রকার ভিন্ন ভাব থাকে, তবে পরমেশ্বর তাহার বিচার করিবেন। কোন কালেও যেন আমার মঙ্গল না হয়। কি বলিব ভগিনি। এ কেবল আমারই অদৃষ্টের

দোষ। সাধারণ কথায় বলে যে, অকারণে নষ্ট চন্দ্রের কলঙ্ক। আমার এই অপবাদও সেই রূপ। অগ্রেই জানিয়াছিলাম যে, আমার এই অমৃতময় বাক্যের বিষ ফল উৎপন্ন হইবে। তা, আমার বলাও অনুচিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমাদের যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই কর। আমার তাহাতে কিছুই বলিবার নাই। বিমলপ্রভা কহিলেন হাঁ, তাহাই ভাল। অমৃত কথা এক্ষণে তোলা থাকুক, তোমার পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় অমৃত বর্ষণ করিবে। কেন আর এসময় বিষে অমৃত মিশ্রিত কর। নীলব্রতও মনোত্তমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া তথা হইতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। মনো-ত্তমাও যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিলাম, এই কথা বলিয়া অধোবদনে, বসিয়া রহিলেন। বিমলপ্রভা সপত্নীকে হতমানিনী দেখিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। অন্নপ্রাশনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সকলেই আহ্লাদিত। সকলের অঙ্গেই আনন্দচিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। সকলের মুখেই মঙ্গলধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। নগর কোলাহলময় হইয়া পথিক লোকের মনে বিস্ময় জন্মাইয়া দিল। পাঁচ সহস্র টাকা ব্যয়। সামান্য কথা নহে। পুরোহিতগণ ললাটে সুরধনী মৃত্তিকার দীর্ঘপুণ্ড্রক, সর্ব্বাঙ্গে তীর্থমৃত্তিকা লেপন, গাত্রে হরিনামাবলী বস্ত্র, কটীদেশে উত্তরীয় বন্ধন করিয়া জয়ো-চ্চারণ করিতে করিতে নীলব্রত নিকেতনে সমাগত হই-

লেন। তখন অন্নপ্রাশনের সাত দিন অবশিষ্ট আছে। আগামী সোমবার অন্নপ্রাশনের শুভ দিন ধার্য্য হইল। পুরোহিতগণ পাঁচ দিন থাকিতে চণ্ডীপাঠ ও স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেহ বা নিমন্ত্রণের পত্র বিলীর ভার গ্রহণ করিলেন, কেহ বা আহারীয় দ্রব্যাদি আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন, কেহ বা বাইওয়ালী মনোনীত করিতে চলিলেন, কেহ বা পাঁচালীর বায়না করিতে ছুটিলেন, কেহ বা বাদ্যকর বায়না করিতে গেলেন, কেহ কেহ বা স্বর্ণকারগণের উপর শাসন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা জলসওয়া, তৈল বিতরণ ও রোষ্নাইয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; এই রূপ শত শত কর্ম্মে শত শত লোক নিযুক্ত হইলেন। সমারোহের আর সীমা পরিসীমা নাই। শনিবার বৈকালে দলাদলীর ঘোট বসিল। কায়স্থের দলাদলী। দুই এক জন ভুদেবও মধ্যে মধ্যে দেখা দিলেন। তাঁহারা সকল নৈবেদ্যতেই অধিকারী। "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ,, এই অভিমানেই দিবানিশি মত্ত। ফলে গুরু হইয়া যে, কি করিতেছেন, তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। যাহা হউক্ এ দলাদলীটি মন্দ হইল না। ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, শিব, গোস্বামী প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ একত্র হইলেন। প্রায় সকলের মস্তকেই এক এক পাক্ এবং প্রায় সকলের হস্তেই এক এক হুঁকা। কোন কোন ব্রাহ্মণের মস্তকে কেশশিখা ও হস্তে তাম্রকূট-

চূর্ণ নস্যের শম্বূক। বাস্তবিক এই রূপ অঙ্গ সৌষ্ঠব না হইলে দলাদলীর ব্যাপারে বড় একটা রং আসে না। বোধ হইল যেন, এক দল রামায়ণ গান উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামের মহামহিম প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র না হইলে প্রায় দলাদলী বসে না। এ সকল মহৎ কর্ম্মে সাধারণের মতের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখে না এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। একটা প্রকাশ্য স্থানে দলাদলীর সভা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সমাগত দর্শক লোক, মধ্যস্থলে দলপতি মহাশয়েরা। কি অভিমন্যু বধ, কি মহিষাসুরের যুদ্ধ, অথবা কি মহীরাবণ বধ, কি হয়, তাহার নিশ্চয় নাই? কেহ বলিতেছেন, ঐ ওপাড়ার তারিণী মিত্র বিধবা বিবাহের মতস্থ লোক, উহাকে একঘোরে করা যাউক। কেহ কহিতেছেন, ঐ অমুক ঘোষের কন্যা দত্ত বংশীয় পাত্রে প্রদত্ত হওয়াতে উহার কুল নষ্ট হইয়াছে উহাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে না। কেহ কহিতেছেন, ঐ রমানন্দ বসুর একটা কন্যা দ্বাদশ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা ছিল, তাহার পর বিবাহ হইয়াছে। উহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; আর এক মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন ওহে! সেই বিবাহটাতে রমানন্দ বসু কৌলীন্য মর্য্যাদা গ্রহণ করে নাই। বোধ হয়, তাহার কোন বিশেষ কারণ থাকিতে পারে; অতএব উহাকে জাত্যন্তর করিতে হইবে। কেহ বলিলেন, নীলব্রতের বাটীতে যাওয়া হইবে না;

উঁহার শ্বশুর যোগানন্দের এক কন্যা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে বলিয়া যোগানন্দের ষোড়শ বর্ষীয় এক পুত্রের অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই। এই কথা শুনিয়া এক শিরোমণি ভট্টাচার্য্য নস্য গ্রহণ করি য়া কহিলেন, অঁ্যা! স্ত্রীলোক হইয়া বিদ্যা শিক্ষা? আর ষোড়শ বৎসরের পুত্র অবিবাহিত? তবে ত তাহাদের হাতে জলগ্রহণ করা হইবে না। বিশেষতঃ যে সকল রমণী বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহারা সকলেই বেশ্যা। ইহাতে কেহ কহিলেন, মহাশয়! যোগানন্দের যে কন্যা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, সেই কন্যাকেই নীলব্রত বিবাহ করিয়াছেন। এমন সময় নীলব্রত সেই রঙ্গভূমিতে উপনীত হইলেন। শিরোমণি ব্যস্তসমস্ত হইয়া নস্য গ্রহণ করিয়া কহিলেন, অঁ্যা! আমাদের এই ইনি; এই,—এই,—নীলব্রত? তবে—তবে—; মিত্রজা কহিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! তবে—কি?—শিরোমণি মস্তক চুলকাইয়া কহিলেন, তবে,—স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষাটা বড় দোষ নয়, ঐ ষোড়শ বৎসরের পুত্রকে বিবাহ না দেওয়াটাই দোষ। এই কথাতে কেহ কেহ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কেহ কেহ ক্রোধভরে সভা হইতে উঠিয়া চলিলেন; কেহ বা তাঁহাদের পশ্চাদ্গমন করিয়া পায়ে ধরিতে লাগিলেন। মহাহুলুস্থুল উপস্থিত; সে সময়ে কে কাহার গায়ে পড়ে, কে কারে মারে, কে কাহার কথা শোনে, তাহার স্থিরতা নাই।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

১২৭৪ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত ডাইরেক্টর অব পব্লিক্ ইন্স্ট্রাক্সন্	কলিকাতা	...	৬.
,, রেবরেণ্ড্ জন, রবিন্সন গবর্ণমেণ্ট ট্রেন্সলেটর	ঐ	...	১
,, বাবু ক্ষেত্রমোহন দে	ঐ	...	১
,, কালীপ্রসন্ন হালদার	ঐ	...	১
,, মকুটাচরণ মিত্র	ঐ	...	১
,, গোপাল লাল বসাক	ঐ	...	১
,, বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল	ঐ	...	
,, রাধানাথ শীল	ঐ	...	১
,, আশুতোষ মল্লিক	ঐ	...	১
,, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	ঐ	...	১
,, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	...	১
,, গিরিশচন্দ্র দেব	ঐ	...	১
,, মথুরমোহন খাঁ	ঐ	...	১
,, নবীনচন্দ্র পালীত	ঐ	...	১
,, কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	...	১
,, কানাইলাল বসাক	ঐ	...	১
,, গুরুদাস ঘোষ	ঐ	...	১
,, মদনমোহন হালদার	ঐ	...	১
,, প্রসন্নকুমার মিত্র	ঐ	..	১
,, প্রসাদদাস দত্ত	ঐ	...	১
,, শশীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	...	১
,, ফকিরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	...	১
,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ	ঐ	...	১
,, শম্ভুচন্দ্র কর	ঐ	...	১
,, রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	...	১
,, কৈলাসনাথ বসু	ঐ	...	১
,, তারিণীগোপাল পালিত	ঐ	...	১

মোহিতমোহন গোস্বামী	... ...	খড়দহ	১৲
অন্নদাপ্রসাদ রায়	কাশীমবাজার, বহরমপুর	...	২৲
নবীনকৃষ্ণ পালীত, ছোট আদালতের জজ্, মেদিনীপুর		...	৩।০
শ্রীচরণ রায়	... ...	(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)	১॥৶০
শীতলচন্দ্র বাগ্‌চী	গোয়ালপাড়া	ঐ ...	১॥০
প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী	... ঐ ...	,, ...	১॥০
উমেশচন্দ্র গুপ্ত	... ঐ ...	,, ...	১॥০
কমললোচন দত্ত	... ঐ ...	,, ..	১॥০
দ্বারকানাথ বাগ্‌চী	... ঐ ...	,, ...	১॥০
প্রসন্নকুমার ঘোষ	... ঐ ...	,, ...	১॥০
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	ঐ ...	,, ...	১॥০
বগীরাম দাস	... ঐ ...	,, ...	১॥০
নবীনকৃষ্ণ বসু, আসেসর কালেক্টর, রামপুর বোয়ালীয়া			৸০
			৫২॥৶০

দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে যাঁহারা নব-প্রবন্ধের অগ্রিম বার্ষিক ও ফাল্[illegible]
ন হইতে ষাণ্মাসিক মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, গত শ্রাবণ মাসে তাহা নিঃশেষিত
[illegible]য়াছে। অপর যাঁহারা গত বৈশাখ হইতে ষাণ্মাসিক প্রদান করিয়াছিলেন,
[illegible]াহাদিগের মূল্যও পরিশোধ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে পুনর্ব্বার বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক
[illegible]ল্য প্রদান করিবেন; যদি এক মাস মধ্যে মূল্য প্রদান না করেন, তবে তাঁহাদি
গের দত্ত মূল্য অগ্রিম বলিয়া পরিগণিত হইবে না। যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে
[illegible]চ্ছা না করেন, তাঁহারা এবং যাঁহাদিগের নিকট অদ্যাবধি গত বৎসরের মূল্য বাকি
[illegible]হয়াছে, তাঁহারাও অবিলম্বে আমাদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিবেন, ইহাতে অন্যথা
[illegible]ইলে আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগের নাম ধাম প্রকাশে অগত্যা বাধিত হইব।

আমাদের মফস্বলীয় গ্রাহক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন যে, অগ্রিম মূল্য প্রদান না
[illegible]রিলে এই নবপ্রবন্ধ পত্র কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না; কিন্তু এ পর্য্যন্ত
[illegible]ধিকাংশ গ্রাহকই অগ্রিম মূল্য প্রদান করেন নাই, ভরসা করি, তাঁহারা আর অধিক
[illegible]লম্ব না করিয়া স্বস্ব দেয় মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রী তিনকড়ি ঘোষাল।

সম্পাদক।

Part II *N*.12.

NABA PROBUNDHA

A
MONTHLY MAGAZINE.

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

দ্বিতীয় ভাগ	চৈত্র, ১২৭৪ ।	মাসিক ।০
১২শ সংখ্যা	এপ্রেল, ১৮৬৮ ।	অগ্রিমবার্ষিক ২৷৷০

কলিকাতা।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয়। যোড়াসাঁকো বলরাম দেব ষ্ট্রিট ১৮। ২ নম্বর ভবন।

নবপ্রবন্ধ।

মাসিক পত্র।

সদর্থসন্দোহবিচারসন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্তকৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

দ্বিতীয় ভাগ ১২শ সংখ্যা।	চৈত্র, ১২৭৪। এপ্রেল, ১৮৬৮।	মাসিক ।০ অগ্রিমবার্ষিক ২॥০

কাচ।

৬৩ পৃষ্ঠার পর।

মহামূল্য মণি সকলের কাচ নির্ম্মিত নকলমণি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত একরূপ শিশা ঘটিত কাচ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাতে শিশার ভাগ প্রায় শতকরা ৫৩ অংশ থাকে। উহাকে অধিক গলনীয় করিবার নিমিত্ত একটু বোয়াক্স. * মিশ্রিত করা হয়। এইরূপ কাচকে উপযুক্ত রূপে কর্ত্তন করিয়া নকল হীরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে গোমেদক মণির † পীত রঙ্ বিশিষ্ট করিতে হইলে শতকরা এক ভাগ লৌহের পারক্সাইড্ ‡ মিশ্রিত করিতে হয়।

ইহা হইতে নকল নীলকান্ত মণি প্রস্তুত করিতে হইলে একটু কোবল্‌ট মিশ্রিত করিলেই হইয়া

* Borax.

† Topax.

‡ Peroxide of Iron.

থাকে। কি কি দ্রব্য মিশ্রিত করিলে কাচে ভিন্ন ভিন্ন রঙ্ করা যাইতে পারে, তাহা পশ্চাতে লিখিত হইল। একটু ক্রোম* মিশ্রিত করিলে কাচে হরিৎ রঙ্ হয়; কোবল্‌ট দিলে ঘোর পীত হইয়া থাকে। কোবল্‌ট এবং মাঙ্গানিস মিশ্রিত করিলে কাল রং হয়; তাম্র দিলে হরিৎ এবং স্বর্ণ ও টিন্ মিশ্রিত করিলে অতি সুন্দর পদ্মরাগ মণির রঙের কাচ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উষ্ণতা ও শীতলতা প্রযুক্ত কাচের যে রূপ অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

কাচের জিনিষ পত্র হঠাৎ অত্যন্ত শীতল ঘর হইতে উষ্ণ ঘরে আনিতে হইলে, ফাটিয়া যায় ও চূর্ণ হইয়া পড়ে। কাচের দ্রব্য প্রস্তুত হইলে, উহাকে ক্রমে ক্রমে শীতল করিলে প্রায় ঐরূপ হয় না। কিন্তু ঐরূপ করিলেও যদি একটা শীতল কাচের দ্রব্যেতে গরম জল ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, কারণ উত্তাপ লাগাইলে কাচ বিস্তৃত হইয়া থাকে।

* Chrome.

অপূর্ব্ব কারাবাস।

৩৪৪ পৃষ্ঠার পর।

"মহারাজ অমরকেতন কি জীবিত আছেন ?" "তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু কোথায় যে পলায়ন করিয়াছেন, অদ্যাপি তাহার অনুসন্ধান হয় নাই," "উহাঁর পরিবারবর্গ কোথায় কিরূপে অবস্থিতি করিতেছে ?" "উহাঁর পরিবারগণ উহাঁর সহিতই গমন করিয়াছে, কিন্তু রাজ্যচ্যুত হইবার পূর্ব্বেই যে উহার সন্তানদ্বয় কোথায় প্রেরিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় হইতেছে না।" "রাজা অমরসিংহের পিতা যে অমরকেতনের প্রধান মন্ত্রিত্বপদে অধিরূঢ় ছিলেন, তিনি এক্ষণে কোথায় ?" "তিনি এখন মহারাজ জয়সিংহেরই প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাহাঁরই বুদ্ধিকৌশলে অমরকেতন রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া মহারাজ জয়সিংহ তাঁহার উপরই কাশ্মীরের রাজ্যভার প্রদান করিয়া আপনি নামমাত্র অধীশ্বর

হইয়া রহিয়াছেন, কাশ্মীরের শাসন কার্য্য তাঁহারই একমাত্র আজ্ঞাধীন।” “আমরা রাজা অমরসিংহের সাহায্যার্থ গমন করিতে পারি নাই, তাহাতে বোধ হয়, রাজা আমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন?” আগন্তুক ভাবিয়া আকুল,—উহার বিষয় কিছুই জানিতেন না, কি উত্তর করিবেন কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না। কিরাতগণ উহাঁকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল, মহাশয়! স্বরূপ-কথনে সঙ্কোচের বিষয় কি? বলুন, আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অমরসিংহ নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রতি সাতিক্রুদ্ধ হইয়াছেন৷ কিন্তু আমরা কি করিব, মহারাজ অমরকেতনের পূর্ব্বপুরুষ কর্তৃকই আমরা এ স্থলে আনীত হইয়াছি। অমরকেতনই যেন আমাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন, ইহা বলিয়া কিরূপে আমরা তাদৃশ কৃতঘ্নের ন্যায় পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহারই বিনাশার্থ অস্ত্রধারণ কবিব? ইহাতে আমাদিগের প্রতি ক্রোধপরবশ হওয়া তাঁহার তাদৃশ ন্যায্য কার্য্য বোধ হইতেছে না।

আগন্তুক কিরাতগণের সেইরূপ বিনয়োদ্ধত-বাক্য শ্রবণে অনুমান করিলেন, ইহারা মহারাজ অমরকেতনের প্রতিই সাতিশয় ভক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু আমাকে অমরসিংহের পক্ষীয় বিবেচনায় কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেছে না এবং বোধ হয়, অমর সিংহ যুদ্ধ সময়ে সাহায্যার্থ ইহাদিগকেই আহ্বান করিয়াছিল, কিন্তু ইহারা পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া তাহাতে অসম্মত হয়, সেই জন্যই এইরূপ বলিতেছে। কিরাতগণ তোমরাই ধন্য! অমর সিংহ! অসভ্য বন্য কিরাতগণেরও যেরূপ সদ্বুদ্ধি ও কৃতজ্ঞতা দেখিলাম, তাহার শতাংশের একাংশও যদি তোমাতে থাকিত, তাহা হইলেও তুমি আপনাকে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইতে, দুর্গম অরণ্য বাসেও ইহারা যে রূপ সদ্গুণ রাশি সঞ্চয় করিয়াছে, তুমি নগর মধ্যে বাস করিয়াও তাহাতে সমর্থ হও নাই। মহারাজ অমর কেতন তোমাদিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার ও যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই কার্য্য তা-

হার অনুরূপই হইয়াছে। পামর! তোর ন্যায় কৃতঘ্ন ও নিষ্ঠুর এই অখণ্ড ভূমণ্ডল মধ্যে আর কেহই নাই। তোর হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত দয়ার লেশ মাত্র নাই! সততার নামমাত্র নাই। তোর দেহই কেবল মনুষ্যচর্ম্মে সংচ্ছাদিত কিন্তু হৃদয় পাপে পরিপূর্ণ। যে অমরকেতন তোকে পুত্রের ন্যায় ও তোর পিতাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভাবিতেন, তোকে অঙ্কে ও তোর পিতাকে মস্তকে বহন করিতেন, সেই তোদের হস্তেই কি তাঁর এত দূর দুরবস্থা সংঘটিত হওয়া উচিত? বিশ্বাসঘাতক নরাধম! যে ক্ষণ ভঙ্গুর দেহের সুখসৌকর্য্যার্থে তুই এই মনুষ্যবিগর্হিত পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলি, সেই দেহের অবসানে তোর যে কিরূপ গতি হইবে, তাহা স্বয়ং বিধাতারও বুদ্ধির অগম্য। পাপিষ্ঠ! এই বসুমতী কি তোরই ভার বহনে আপনাকে পাপিয়সী জ্ঞান করিতেছেন না? কাশ্মীররাজ্য কি তোর পাপানলেই ভস্মীভূত হইবে না;—পৃথিবী বিদীর্ণ হও, অন্তরে স্থান দান কর. ক্রোধ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া হৃদয়কে দাহন করিতেছে, সহ্য হয় না, যে স্থলে ঐপাপিষ্ঠের নাম মাত্রও কর্ণকে ব্যথিত করিতে না পারে, এমন স্থলে লইয়া চল।—ক্রোধে আগন্তুকের মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিল, ও মুখমণ্ডলবিরাজিত উষ্ণশোণিতের বাষ্প সদৃশ নিঃশ্বাস বায়ু ঘন ঘন বহিতে লাগিল। কিরাতগণ আগন্তুকের আকার দর্শনে ক্রুদ্ধের ন্যায় বিবেচনা করিয়া বলিল, মহাশয়! আকার দর্শনে আপনাকে বিলক্ষণ ক্রুদ্ধের ন্যায় বোধ হইতেছে, কিন্তু ঐ ক্রোধ অরণ্যরুদিতের ন্যায় কোন কার্য্যকরই হইতেছে না। আমরা যাহা ভাল বুঝিয়াছি করিয়াছি, তাহাতে কাহারও ভয়ে ভীত হইব না। যদি অমর সিংহ হীনবল জানিয়া আমাদিগের প্রতি পীড়নই করেন, তাহা হইলে নয় আমাদিগের পূর্ব্বাবাস বিন্ধ্য ভূমিতে গমন করিব, তথাপি পাপকার্য্যে সাহায্য প্রদান করিব না, অধিক কি প্রাণ সত্ত্বেও ঐ পাপিষ্ঠের মতে সম্মতিও প্রদান করিতে পারিব না।

সুধাবর্শী অক্ষর পংক্তি সন্তা-

পিত হৃদয়কে সুশীতল করিল, বাত্যাবেগ চঞ্চলিত মানসবারি মেঘনির্ম্মুক্ত জল প্রপাত স্পর্শে শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল এবং অরুণবর্ণ বদনকান্তিও পুনরায় স্বীয়মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। দৈব-নিগ্রহে একান্ত পীড়িত ব্যক্তির পরোক্ষে যদি কোন ব্যক্তি তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাতে দুঃখিত ব্যক্তির অন্তরে যে কি পরিমাণে সন্তোষরাশি সঞ্জাত হয়, তাহা এই আগন্তুকই বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছেন, তথাপি আত্মগোপনে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, আগন্তুক ভাবিলেন, কথা দ্বারা ত ইহাদিগকে অমরসিংহের প্রতি সাতিশয় বিদ্বেশ-পরবশ বোধ হইতেছে, তথাপি যাহাতে সেই বিদ্বেষভাব সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া বলিলেন, তোমরা কি বলিসে? মহারাজ অমরসিংহ পাপিষ্ঠ! বলপূর্ব্বক অন্যের রাজ্য অধিকার করা যখন ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম, তখন কি শত্রু কি মিত্র, সকলের নিকটই অসঙ্কুচিত চিত্তে পরাক্রম প্রকাশ করায় কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই।

যাহাই হউক, সামান্য কিরাত-মুখে এরূপ বাক্য নিতান্ত অসহ্য। কি বলিব, যদি আজ আমি এরূপ অসহায় না হইতাম, যদি কাশ্মীর দেশীয় পাঁচ জন ব্যক্তিও আমার সহচর থাকিত, তাহা হইলে এখনই ইহার সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিতাম। কাশ্মীররাজ অমর সিংহ পাপিষ্ঠ, আর অরণ্য-বাসী ব্যাধেরা পুণ্যাত্মা? এ কথা শুনিলে কোন্ ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারে? "মহাশয়—" "ক্ষান্ত হও আর তোমাদিগের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই; তোমাদিগের অধিপতিকে সংবাদ দেও, যাহা কিছু বলিতে হয়, তাহাঁর সঙ্গেই বলিব। সামান্য কিঙ্করেরা রাজ-দূতের অথবা রাজ প্রতিনিধির সহিত বাক্যালাপের উপযুক্ত নহে।"

কিরাতগণ তাহাঁর বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, পূর্ব্ব ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু কিরাতপতির ভয়ে অতি কষ্টে ক্রোধাবেগ সংবরণ করিয়া

এক জন অনুচরকে আদেশ করিল। দেখ দলপতি কি করিতেছেন; যদি কথঞ্চিৎ সুস্থ শরীর থাকেন, তাহা হইলে তাহাঁর নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন কর এবং তিনি যে রূপ আদেশ করেন, তাহা অবিলম্বে আমাদিগকে জানাও. তৎপরে যে রূপ করিতে হয় করিব। বলিবামাত্র অনুচর দলপতি সমীপে গমন করিল, এবং তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া সেই স্থলে আসিয়া বলিল, যিনি রাজা অমর সিংহের নিকট হইতে এ স্থলে আসিয়াছেন, তাহাঁকে সেই স্থলে গমন করিতে আদেশ করিলেন। "মহাশয়! ইহার সহিত দলপতির নিকট গমন করুন,, আগন্তুক গাত্রোত্থান করিলেন, কিরাতগণ আরক্তনয়নে তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আগন্তুক আপনার ইচ্ছা ফলবতী বিবেচনা করিয়া পুলকিত মনে অনুচরের সহিত কিরাতপতির নিকট গমন করিতে লাগিলেন।

ঊর্দ্ধে বাতয়ন। বাতায়নের নিম্নভাগ মেঘসদৃশ কাষ্ঠাবরণে আবরিত, এবং উপরি ভাগ প্রভাত দিবাকরের ন্যায় রাগরক্ত বদন কান্তি দ্বারা বিচ্ছুরিত। বদনশোভাও কথঞ্চিৎ পরিচিতের ন্যায় অনুমিত হইতেছে, সন্দেহও সম্পূর্ণ রূপ রহিয়াছে, তথাপি আগন্তুকের হৃদয় নৈশ তিমির সদৃশ দুঃখভারক্লিন্ন কমলদলের ন্যায় বিকসিত হইতে লাগিল, কিন্তু যখন তুল্যরূপ অন্য বাতায়নে প্রভাতকালীন ক্ষীণকান্তি শশধরের ন্যায় অন্য বদন নিরীক্ষণ করিলেন, তখন আর সন্দেহের নামমাত্র রহিল না, হৃদয় সম্পূর্ণ রূপে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল ও মধুকর তুল্য অন্তর্কালিমা নিরস্ত হইয়া গেল। নিরন্ন দরিদ্রের অপরিমিত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির ন্যায় ঐ দর্শনটী তাঁহাকে এককালে অস্থির করিয়া তুলিল। আহ্লাদের ইয়ত্তা নাই। বহুকাল পরে অপ্রার্থিত অনাশ্বাসিত বস্তুর দর্শন লাভ করিলেন। যাহার উদ্দেশে তিনি এতকাল বনে বনে অনাহারে দিবারাত্রি পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, যাহার অদর্শনে এক দণ্ডের নিমিত্তও সুখস্বচ্ছন্দ লাভ করিতে পারেন নাই ও যা-

হার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বৃদ্ধ-পিতা মাতা সর্ব্বদাই হা হুতাশ করিতেছেন, সেই বস্তু অগ্রে উপস্থিত, দুরন্ত বিপক্ষের হস্তে বিনষ্ট হয় নাই, নিরাপদে তাঁহারই পিতার অনুগত ও পক্ষীয় ব্যক্তির হস্তে লালিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় এই ভূমণ্ডলে আর কি বিদ্যমান আছে। আগন্তুক চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান, নড়িবার শক্তি নাই। অনিমিষ নয়ন ঊর্দ্ধভাগেই নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম দূরে অবস্থিতি করিতেছে, গন্তব্য স্থানও অন্তর হইতে অন্তরিত হইয়াছে। সঙ্গে যে কিরাতপতির অনুচর রহিয়াছে, তাহাও স্মরণ নাই। সে যে তাহাঁর এই ভাব দর্শনে কি মনে করিতেছে, তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণেও সেইরূপে দণ্ডায়মান, কলেবরও সেইরূপ নিষ্কম্পা ও নিশ্চেষ্ট।

অনুচর আগন্তুকের ভাবভঙ্গি দর্শনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিছুই দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহার সংশরিত দৃষ্টি ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সেই মেঘ সদৃশ গবাক্ষের আবরণিকা শশিকলাকে অন্তর্হিত করিল। অনুমানে বোধ হইল, যেন কেহ গবাক্ষদ্বার রোধ করিল, কিন্তু কে যে উহা রোধ করিল, অনুচর তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহাশয়! কি দেখিতেছেন, কিরাতনাথ আপনার অপেক্ষায় অসুস্থ শরীরেও সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিলম্ব করিবেন না, চলুন, আপনার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন। "চল, যাইতেছি,, এই কথা বলিয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে অনুচরের সহিত শূন্যহৃদয়ে কিরাতপতির নিকট গমন করিলেন।

পঞ্চম স্তবক।

কিরাতনাথ আবাসগৃহের বহির্ভাগে সামান্য আসনে অর্দ্ধ শয়িতাবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন। শরীর সাতিশয় দুর্ব্বল, এমন কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আপন আপন ভার বহনেও অক্ষম, লাবণ্যজ্যোতি চিন্তায় অপনীত হইয়াছে, ও স্থূলতর শিরারাজি বিরাজিত রুক্ষ

কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মে সেই অস্থিময় নরদেহ আররিত রহিয়াছে, দেখিলে কাহার না অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে? আগন্তুক সেই অদৃষ্ট পূর্ব্ব ভয়ঙ্কর কিরাতমূর্ত্তি দর্শনে সহসা ভীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ভয়াবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া বিস্মিতভাবে অগ্রেই উহাঁরে সেই বিরূপতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিরাতপতি মৃদুস্বরে বলিলেন, আন্তরিক অসুখই আমাকে এইরূপ বিরূপ করিয়া তুলিয়াছে। "আন্তরিক গ্লানি? এমন কি—" অর্দ্ধমাত্র বলিয়াই আগন্তুক ক্ষান্ত হইলেন, বুঝিলেন, সেই যুবতীই তাঁহার এইরূপ অসুখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কিরাতপতি যুবতী ও কুমারকে তাহাঁর নিকট গোপন করিবার মানসে প্রস্তাবিত বিষয় হইতে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত বলিলেন মহাশয়! মহারাজ অমরসিংহ কি অভিপ্রায়ে আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, বলুন, যদি প্রতিপালনের যোগ্য হয়, ত এখনি প্রতিপালন করিব। "যদিও তিনি জানেন ও আমিও জানিতেছি যে, তাহাঁর আদেশ বৃথা, আপনার নিকট কোন কার্য্যকর হইবে না, তথাপি বলিবার নিমিত্ত যখন এতদূর শ্রম করিয়া আসিয়াছি ও যখন প্রভুর আজ্ঞা পালন ভৃত্যের একান্ত কর্ত্তব্য, তখন আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করি, এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, করিবেন। "উপযুক্ত আদেশ হইলে পালনে বাধা কি? কিন্তু অসঙ্গত হইলে কিরূপে প্রতিপালন করিতে পারি!" "আজ্ঞা উপযুক্ত আর অনুযুক্ত কি? প্রভু যাহা আদেশ করিবেন, অবিচারিত চিত্তে প্রতিপালন করা আশ্রিত মাত্রেরই কর্ত্তব্য, তাচ্ছিল্য করিলে বরং পাপী হইতে হয়।" "মহাশয়! আমরা অসভ্য বন্য জাতি, আমাদিগের তাদৃশ সদ্বুদ্ধি ও সাধু বিবেচনা কোথায়? কিন্তু আমাদিগের মতের সহিত বিভিন্ন হইলে পরমারাধ্য পিতার বাক্যেও অবহেলা করিয়া থাকি।" "তবে কি মহারাজ অমরসিংহের বাক্য রক্ষা হইবে না?" বলুন যদি রক্ষার হয় ত এখনি সম্পাদন করিব,, "বুঝিয়াছি, আর বলিবার আবশ্যক নাই। কিরাতরাজ! পদে পদে অমরসিংহের অবমাননা

করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এখন আর সেই দুরাত্মা অমরকেতন কাশ্মীরের রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় নাই যে, অমরসিংহের আজ্ঞা অবহেলন করিয়াও রক্ষা পাইবেন, এক্ষণে অমরসিংহের পরম বন্ধু মহারাজ জয়সিংহ কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করিয়াছেন,, "বৃথা বাচালতা প্রকাশে আবশ্যক নাই। যাহা বলিতে হয় বলুন, আমার শরীর নিতান্ত অসুস্থ, এরূপ অবস্থায় আর অধিকক্ষণ অবস্থিত থাকিতে পারিব না।,, কেবল যদি শুনিবার নিমিত্তই হয়, তাহা হইলে বলিবার আবশ্যক নাই—অথবা আদেশমত কার্য্যকরণে দোষ কি? শুনুন, মহারাজ অমরসিংহ বলিয়াছেন যে, "শুনিলাম, আপনি কাশ্মীর দেশীয় একটী অনুদ্দিষ্ট যুবতী ও সুকুমার কুমার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং ঐ যুবতীর উপর বলপ্রকাশেরও চেষ্টা করিতেছেন, যুবতী কাশ্মীর দেশীয়, কাশ্মীর দেশীয় ললনার প্রতি বন্য কিরাতগণের আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত অসদৃশ ও অসহ্য। বিশেষতঃ সামান্য কোন অনুদ্দিষ্ট দ্রব্য পাইলেও যখন উহাতে ভূপতিরই ন্যায্য অধিকার নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন যে আমার অধীনস্থ একখণ্ড অরণ্যের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া প্রায় আমারই সংসারভুক্ত যুবতীকে রুদ্ধ করিয়া তাহারই প্রণয়পাত্র হইতে প্রার্থনা করা অথবা তাহার উপর বল প্রকাশ করা সহ্য করিতে পারিতেছি না। অধিক কি, মনে হইলেও ক্রোধে শরীর অধীর হইয়া উঠে। অতএব যদি আপনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে শ্রবণমাত্র অবিচারিত চিত্তে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ইহার নিকট যুবতী ও কুমারকে প্রদান করিবেন, ভিন্নমত করিলে অবিলম্বেই সমর স্থলে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" সমুদায় বলিলাম, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন, কিরাতপতি উহার বাক্য শ্রবণে দুঃখিত মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমি যাহারই গোপন চেষ্টা করিতেছিলাম, তাহাই দুরাত্মার কর্ণগোচর হইয়াছে। আর উপায় নাই, যুদ্ধ কাল নিশ্চয়ই নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। একবার উহার প্রার্থনা

অগ্রাহ্য করাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া আছে, তাহাতে আবার দ্বিতীয় কারণ উপস্থিত, ইহাতে কখনই ক্ষান্ত থাকিবে না। কি কর্ত্তব্য? যদিও যুবতী আমার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিতেছে, তথাপি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারিব না। বিশেষত এরূপ সদাচার-পরায়ণ ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী ভক্তিনিষ্ঠ ও স্নেহাস্পদ কুমারকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব,—কখনই পারিব না, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি পারিব না। দুরাত্মা অমরসিংহ আমার চির-শত্রু, কেবল যে ইহা করিলেই উহার কপটতা হইতে পরিত্রাণ পাইব, তাহা কখনই সম্ভাবিত নহে। আমার সর্ব্বনাশ সম্পাদনে সেই মায়াবী কখনই সাধ্যের ত্রুটি করিবে না। যেরূপে পারুক, দিবানিশি আমার অনিষ্ট সাধনে চেষ্টা করিবে; অতএব এই দুঃসময়ে পুত্রকল্প উপযুক্ত কুমারকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া অপেক্ষাকৃত সমধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার আবশ্যক কি?—কিন্তু সহসাও কোন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নয়, যদিও তাহার অভিপ্রায় কপটতা-পূর্ণ, তথাপি অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রকৃত উত্তর প্রদান করা অনুচিত। কিরাতপতি এইরূপ ভাবিতেছেন, কিন্তু আগন্তুক উহাঁকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন, ইহাতে আর চিন্তার কি আছে? যাহা ভাল বোধ হয়, বলুন, তাহাতে সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনার সহায়বল ও ক্ষমতার বিষয় বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া উত্তর প্রদান করিবেন, দেখিবেন পরে যেন অমরসিংহের হাস্যের পাত্র হইতে না হয়। "কিরাতপতি যাহা করিবে, তাহাতে উপহাস করা অমরসিংহের সাধ্যায়ত্ত্ব নহে। উহাঁর বলবিক্রম আমার অবিদিত নাই।" "ভাল, পরে কাহারও তাহা অবিদিত থাকিবে না, এক্ষণে যাহা বলিতে হয়, বলুন।" "অদ্য আমি ইহার ভাল মন্দ কিছুরই উত্তর প্রদান করিতেপারিব না, কল্য যাহা হয় বলিব। অনুগ্রহ করিয়া অদ্য আপনাকে এই স্থলে থাকিতে হইবে।" উভয়ের এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা হইতেছে, ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত।—

সমস্ত দিবস অনিয়ত পরিশ্রমের পর দিবসনাথ বিশ্রামার্থ গিরিগহ্বরে লীন হইলেন, নিশা বধূ সহচরী সন্ধ্যার সহিত অনুরূপ বেশভূষায় পরিবীত হইয়া অমৃত পূর্ণ স্বুবর্ণথালা হস্তে ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বাঞ্চলে প্রকাশমান হইলেন। আগমন কালে বিকম্পিত করযুগল হইতে মন্দ মন্দ অমৃত বিন্দু ক্ষরিত হইতে লাগিল, কি মধুর স্পর্শ! অঙ্গে সিক্ত হইবামাত্র মানিনীর মান ভঙ্গ হইল, বিরহিণীর শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল, যুবক মিথুন মুগ্ধ হইয়া পড়িল ও পতিত হইবে জানিয়াও অভিসারিকারা পিচ্ছিল মার্গে পদার্পণ করিল। এদিকে মৃগয়াপ্রতিনিবৃত্ত কিরাতগণ তীরবিদ্ধ পশু পক্ষী প্রভৃতি স্কন্ধে করিয়া স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং কিরাতবালকেরা দলবদ্ধ হইয়া ধেনুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রজ্জু বদ্ধ মৃত পক্ষী হস্তে করিয়া বন হইতে গ্রামাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল।

ক্রমে সময় উপস্থিত—নিতান্ত প্রিয়তমা হইলেও নিশাসহবাসে আর অধিকক্ষণ থাকা নিতান্ত অনুচিত ইহা ভাবিয়া সন্ধ্যাসখী যুবতীকে যুবতীর সহচরীর ন্যায় প্রিয় সখী নিশাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। নিশা হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু যুবতী সহচরীর হস্ত ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন যুবতীর সহচরী যুবতীকে কাঁদিতে দেখিয়া করুণস্বরে বলিল সখি! কি করিব, অধিপতির আদেশ নিতান্ত কঠিন, এত কাল কি দিবা কি রজনী, সর্ব্ব সময়ই তোমার সহবাসে কাল যাপন করিয়াছি, এক দণ্ডের নিমিত্তও তোমার চক্ষের অন্তরাল হই নাই, কিন্তু আমরা পরাধীন, ইচ্ছা বিরহেও অগত্যা প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে হইতেছে। স্থির হও, সতীর সতীত্ব বুদ্ধদেব রক্ষা করিবেন। সখি! রোদনে ক্ষান্ত হও. হস্ত ছাড়িয়া দেও, ভয় নাই, কিরাত পতির চরিত্র তাদৃশ কঠোর নহে, কখনই তিনি তোমার অমতে তোমার গাত্রপর্য্যন্ত স্পর্শ করিবেন না।” “যাহাই হউক তুমি এস্থলে হইতে অন্যত্র যাইতে পারিবে না, যাইলে নিশ্চয়ই আত্মঘাতনী

হইব। সখি! এই দুর্গম অরণ্য মধ্যে আপন বলিয়া ভাবে এমন আর আমার কে আছে, যে অবধি আমি এ স্থলে আসিয়াছি, সেই অবধি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, তুমি নিকটে থাকিলে পূর্ব্বের দুঃখ আমাকে তাদৃশ ক্লেশ প্রদানে সমর্থ হয় না। তোমার মুখ দেখিলে আমার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠে, শরীর পুলকিত হইতে থাকে, চতুর্দ্দিক আমোদময় দেখিতে থাকি। কিন্তু তোমার বিরহ কখনই সহ্য করিতে পারিব না। সখি! এই বিপদ সময় তুমিও কি আমায় পরিত্যাগ করিবে? তাহা হইলে আমাকে আর কে আশ্রয় দিবে, কাহার নিকট শরণাপন্ন হইব? সখি! আজ আমার এই প্রাণের ভিতর যে কিরূপ করিতেছে, তাহা বলিতে পারিতেছি না, যদি এই কঠিন প্রাণ এই দেহ হইতে এখনি বহির্গত হয়, তাহা হইলে আর এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। কি বলিব যখনি ঐ পাপাত্মার কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখনই হৃদয় এককালে অধীর হইয়া উঠে।"

"সখি! কি করিবে, কাহারও এ বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই, স্বয়ং অধিপতিই তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, তাহাঁর ইচ্ছার বিপরীতাচরণ করিতে পারে, কাহারও এমন সাধ্য নাই। ছাড়িয়া দেও, রাত্রি হইয়াছে, বোধ হয় আমারই জন্য কিরাতপতি আসিতে পারিতেছেন না" বলিয়া সহচরী যুবতীর বলহীন হস্ত হইতে হস্ত-মোচন করিয়া সত্বর পদে গৃহের বহির্গত হইলেন। যুবতীও শূন্য হৃদয়ে স্খলিতপদে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ক্রমে উভয়েই উভয়ের সম্মুখীন। কিরাতপতি উহাদিগকে ঐরূপ সবেগে আগমন করিতে দেখিয়া বলিলেন, কি হইয়াছে? এরূপ সত্বর গমনের কারণ কি? সঙ্গিনী সম্মুখে কিরাতপতিকে দেখিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, মহাশয়! ইনি কোন রূপেই আপনার সহবাস বাসে সম্মত হইতেছেন না, বোঝাইতে ত্রুটী করি নাই, কোন রূপেই প্রবোধ মানিতেছেন না। যখন সঙ্গিনী এই কথা বলিতেছিল, তখন যে কিরাতনাথ যে একজন অপরিচিত পুরুষের সহিত

আসীন রহিয়াছেন, সম্ভ্রম বশত তাহা অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু যখন "কি ?—কাশ্মীর মহিলার সতীত্বনাশে বলপ্রকাশ!" এই সগর্ব্ব কর্কশ কণ্ঠস্বর উহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তখন একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট প্রায় হইয়া উঠিল। মুখে বাক্য নাই, ভয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। ভাবিল, না জানি, কিরাতপতি এই অপরাধে কতদূর গুরুতর দণ্ডবিধান করিবেন। কিন্তু কিরাতনাথ তৎকালে আর কিছুমাত্র সে কথার উত্থাপন না করিয়া বলিলেন, যাও, তুমি উহাঁর গৃহেই অবস্থান কর। এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু দুঃখিতান্তকরণে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুবতী উহাঁর বাক্য শ্রবণে কথঞ্চিৎ সুস্থির চিত্ত হইলেন ও সঙ্গিনীর সহিত আবাস গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আগন্তুক যুবতীকে দর্শন করিয়া ও কিরাতরাজের অত্যাচারের বিষয় অনুধ্যান করিয়া তৎকালে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অতি কষ্টে ক্রোধাবেগ সংবরণ করিয়া ভাবিলেন, একমাত্র ক্রোধকে সহায় করিয়া এসময়ে কোন কথা উত্থাপন করা উচিত নহে। ক্রুদ্ধ হইলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা থাকে না, এবং উপযুক্ত বায়ুসহযোগ প্রাপ্ত হইলে সেই ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে ও বিষম অনিষ্ট সাধন করে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

একটী রাজনীতি।
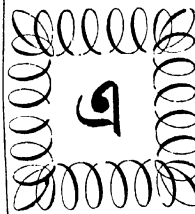
একদা চন্দ্রবংশীয় কোন রাজা, আপন প্রজাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ ও অত্যন্ত অত্যাচার এবং অবিচার আরম্ভ করিয়া তাহাদিগের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করাতে, প্রজাগণ অন্য রাজ্যে পলায়ন করিতে থাকে।

এইরূপে প্রজার হ্রাস হওয়াতে দিন দিন তাঁহার ধনাগার শূন্য হইতে লাগিল। এই অবসরে চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুগণ রাজ্য আক্রমণের কৌশলজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে যাহারা সুহৃদ ছিল, তাহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ বিপক্ষ দলে মিলিয়া গেল। দুর্ঘটনার সময়ে যাহারা সাহায্য প্রদান করে, তাহাদিগকে অগ্রে সন্তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। যদি সুখের সময়ে তাহাদিগের সহিত সদ্ভাব না রাখ, তবে দুঃসময়ে তাহাদিগকে পাইবার কোন আশা থাকে না। বরং তাহারা শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে। অধিক কি, নিজ ভৃত্যগণের প্রতি স্নেহ ও যত্ন না করিলে, তাহারাও সেই সময়ে দাসত্বরজ্জু হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা পায়, তজ্জন্য সকলকেই সন্তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ ভৃত্যদিগের প্রতি অনুকম্পান্বিত হইলে, অন্য ব্যক্তিও ইচ্ছা পূর্ব্বক দাসত্ব স্বীকার করে।

একদা রাজসভাসদ্গণ রাজার সম্মুখে বসিয়া মহাভারত হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপতন এবং দুর্য্যোধনের রাজ্যলাভবৃত্তান্ত পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়ে মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে যুধিষ্ঠিরের ধন, সম্পত্তি, রাজ্য, ভূমি, সৈন্য সামন্ত কিছুই ছিল না, তবে কি প্রকারে তিনি রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন? রাজা কহিলেন, স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের সাহায্য দ্বারা তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী এইরূপ অনেক প্রমাণ দর্শাইলে এবং মধ্যে মধ্যে রাজসভাসদ্গণ তাঁহার মতে মত প্রদান করিলে, রাজা আর অস্বীকার করিতে না পারিয়া প্রজাগণের প্রতি সদয়-ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পলায়িত প্রজাগণও স্ব স্ব নিবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

নূতন পুস্তক ও পত্রের সমালোচন।

দময়ন্তী বিলাপ কাব্য।—নারায়ণপুর নিবাসী টিটেলিয়া ডাকঘর প্রবাসী ঊনবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইহার প্রণয়নকর্ত্তা।—কাব্যখানি আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষরে রচিত হইয়াছে। অল্পবয়স্ক কবির কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু কাব্যদেবী অবমানিনী হইয়াছেন। দোষগুণের বিচার করিয়া নবীন কবির উৎসাহ ভঙ্গ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, তিনি ভবিষ্যতে যাহাতে সতর্ক হন, সেই অভিপ্রায়ে তাঁহার তিন পংক্তি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ছন্দোভাগ প্রদর্শন করা গেল। ইহাতে কেমন মিষ্ট শুনায়, সাধারণ পাঠকের সহিত কবি স্বয়ং তাহার আস্বাদন লইবেন। যথাঃ—

চতুর্থ পৃষ্ঠা হইতে

"মধুর পূরিত, প্রবেশে কুহরে তার।
"নাসিকা আর না লয় ঘ্রাণ, হস্ত পদ
"হয়েছে অবশ; ঘুরিছে মস্তক যথা"

ছন্দোভাগ।

যতি অনুসারে।

মধুর পূরিত প্রবে শেকু হরে তার।
নাসি কাআ রনা লয় ঘ্রাণ হস্তপদ
হয়ে ছেঅ বশ ঘুরি ছেমস্তক যথা।

প্রত্যেক পৃষ্ঠার মধ্যে মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত যতিমিল দৃষ্ট হইল। ইহা ব্যতীত দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ, এমন কি, ষোড়শ বর্ণেও কবিতার চরণ পূর্ণ করা হইয়াছে। কবি যদি ক্রোধান্ধ না হইয়া আমাদিগের পরামর্শ শুনেন, তাহা হইলে কাব্য রচনাপ্রণালী শিক্ষা না করিয়া এই গুরুতর ভার স্কন্ধে ধারণ করিবেন না। পুস্তকখানি কলিকাতার আহীরীটোলা এন, এল, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

২।—চারু চরিত্র কুমারখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। এখানি পদ্যময় পুস্তক। ইহাতে দ্বাদশ শিশুর অপূর্ব্ব চরিত্র নানাবিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে। প্রথম শিশু।—অসাধারণ অধ্যবসায় ও গুরুভক্তি পরায়ণ নিষাদপুত্র বটু। দ্বিতীয় শিশু।—রণনিপুণ অভিমন্যু। তৃতীয় শিশু।—মাতৃভক্তিপরায়ণ ধ্রুব। চতুর্থ

শিশু।—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কচ। পঞ্চম শিশু।—সূর্য্য-কুল-তিলক ভগীরথ। ষষ্ঠ শিশু।—ক্ষমাশীল সিন্ধু। সপ্তম শিশু।—ন্যায়-পরায়ণ প্রহ্লাদ। অষ্টম শিশু।—পিতৃভক্তি-পরায়ণ পুরু। নবম শিশু।—পিতৃভক্তি-পরায়ণ বৃষকেতু। দশম শিশু।—কৃষ্ণ ও বলরাম। একাদশ শিশু।—পরাক্রম--বিশিষ্ট কুশ ও লব। দ্বাদশ শিশু।—তত্ত্বজ্ঞানী নিমাই। কবিতাগুলি সরল, সুমধুর ও সদ্ভাবপূর্ণ। রচনাও উৎকৃষ্ট। এতৎ পাঠে বিদ্যার্থিগণের সবিশেষ নীতিশিক্ষা হইতে পারিবে। ইহা বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত। কলিকাতা মৃর্জাপুর, বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, পরিমাণ ২৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য বার-আনা।

৩।—হিতসাধক মাসিক পত্র। ইহার প্রথমসংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার ইহার সম্পাদক। স্বদেশের হিতসাধন, সুরাপান নিবারণ, ও দেশাচার সংশোধন করাই উক্ত পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সম্পাদক ঐ কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইলে স্বদেশের যে সমধিক উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অস্মদ্দেশে যে আর একখানি মাসিক পত্রের সৃষ্টি হইল, ইহাই পরম মঙ্গলের বিষয়। সম্পাদক দেশাচার ও কৃষিকার্য্যের আবশ্যকতা বিষয়ে যে দুটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তদ্দারা স্বদেশের হিতসাধন হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রাহক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি, হিতসাধক মাসিক পত্র গ্রহণ করিয়া সম্পাদকের উৎসাহ পরিবর্দ্ধন করুন। ইহা স্কুলবুক প্রেসে মুদ্রিত। ইহার মাসিক মূল্য /১০ আনা ও বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১ টাকা মাত্র।

মনোত্তমা।

৩৫২ পৃষ্ঠার পর।

মহাকোলাহল গণ্ডগোল হইয়া উঠিল। লোকে লোকারণ্য। নীলব্রত সকলকে সান্ত্বনা করিয়া নিবৃত্ত করিতে চলিলেন। সে সকল দেখিতেই এক অদ্ভুত তামাসা!—এইরূপে দলাদলী নিবৃত্ত হইলে নীলব্রত নিরূপিত দিবসে কাহাকে এক ঘরে, কাহাকেও আধ ঘরে, কাহাকে বা জাত্যন্তর করিয়া শুভ ক্ষণে পুত্রের অন্নপ্রাশন নির্ব্বাহ করিলেন। মহাসমারোহে সমস্ত কার্য্য সুসম্পাদিত হইল। প্রিয় প্রণয়িনীর গর্ভে জন্ম হইয়াছে বলিয়া প্রিয়ব্রত নাম রাখিলেন। হায়! এতদ্দেশীয় দলাদলীপ্রিয় মহাত্মাদিগের কি ভয়ঙ্কর প্রকৃতি! হিংসা, দ্বেষ, ক্রূরতা প্রভৃতি তাঁহাদের অন্তঃকরণে নিয়তই বিরাজমান। প্রায় সমস্ত দলাদলীসম্প্রদায়েই এক একটী উপলক্ষ ও কিছু কিছু স্বার্থ আছেই আছে। কিন্তু কোন কোন দলাদলীসমাজে কোন উপলক্ষ ও দলপতিগণের কোন স্বার্থ বিনাই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাহা শুদ্ধ বিবাদ করিবার ও অকারণে লোকের মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ বিবাদ বিসম্বাদ ও অহমিকা প্রকাশ করাই দলাদলীর প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপস্থিত দলাদলীর বিষয়টীতে চারিটী উপলক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। বিধবা রমণীগণের বিবাহ দেওয়া, সীমন্তিনীগণকে বিদ্যা শিক্ষা

দেওয়া, কন্যার বিবাহে মর্য্যাদা গ্রহণ না করা, এবং ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম মধ্যে পুত্রের পরিণয় না হওয়া; উক্ত সমাজস্থ দলপতি মহাশয়দের বিবেচনায় মহা অনর্থ ও পাপের সোপান। এই সকল কর্ম্ম তাঁহারা মহান্ অধর্ম্মের হেতু জ্ঞান করিলেন। ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে! উল্লিখিত সম্প্রদায়, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও ষোড়শ বর্ষের অধিক বয়স্ক বালকের বিবাহ প্রভৃতিকে যেরূপ মর্ম্মান্তিক ঘৃণিত কর্ম্ম বিবেচনা করেন, তাঁহারা যদি, ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার ও বিবাহের মর্য্যাদা গ্রহণ (কন্যা বিক্রয়) প্রভৃতি কার্য্যে তাহার শতাংশের একাংশও ঘৃণা প্রদর্শন করেন, তবে যে কতদূর মঙ্গল হয়, তাহা বলিয়া উঠা যায় না; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা, বাল্য পরিণয় রহিত, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি শুভানুষ্ঠানে অনাদর করিয়া বরং উপরি উক্ত মহাপাতকের সহকারিতা করিতেছেন। হায়! কি দুর্ব্বিপাক উপস্থিত! এখনো পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষ এত দূর হীনাবস্থায় পতিত রহিয়াছেন? এই ভারতবর্ষ কত শত যুগ ও কত শত মন্বন্তর পূর্ব্বে যে, সভ্যতার সোপানে আরূঢ় হইয়াছেন, তাহার নিরূপণ হওয়া সুদূর পরাহত। এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালীন রাজগণ যেরূপ পুণ্যাত্মা ছিলেন, তাহা স্মরণ হইলেও ভারতবর্ষবাসীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিগণ বহু দিন পূর্ব্বে সভ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে

সেই সুপ্রসিদ্ধ জননী ভারতভূমির এ কি দুরবস্থা দেখিতে হইতেছে! অতি অল্প দিন হইল, যাঁহারা বন্যজাতির ন্যায় অসভ্য ছিলেন, এক্ষণে সেই ইংলণ্ড বাসিগণ ভারতবর্ষে সভ্য হইয়া আসিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যাঁহাদের ভোজ্য পেয় ও আত্মপর জ্ঞান ছিল না, অধুনা সেই অসভ্য ইংরাজ জাতীয়েরা ভারতবর্ষে সভ্যতা শিক্ষা করাইতেছেন এবং তাঁহাদের সভ্যতার অনুকরণ করিয়াই ভারতবর্ষীয়গণকে সভ্যতা অভ্যাস করিতে হইতেছে। এততেও চৈতন্য হইতেছে না। আলস্যনিদ্রা আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষস্থ যে সকল ব্যক্তি কতকগুলি কুরীতির আনুকূল্য করিতেছেন এবং যাঁহারা হৃদয়ভেদকারী দারুণ কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা যে সকলেই নির্ব্বোধ, এ কথা কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই সুপণ্ডিত ও জ্ঞানবান্। কিন্তু হইলে কি হয়? তাঁহারা মধ্যে মধ্যে যে যে জঘন্য কার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতে কেবল জ্ঞানবান্ নামে কলঙ্কার্পণ করা হইতেছে। জ্ঞানের আর গৌরব থাকিতেছে না। ইহাও আমাদের অপরিসীম লজ্জার বিষয়। যাহা হউক, এক্ষণে নীলব্রতের কি রূপ অবস্থা হয়, তাহা জানা কর্ত্তব্য।

এ দিকে মনোত্তমা-পুত্রের ষষ্ঠ মাস বয়ঃক্রম হইল।

মনোত্তমা ভাবিলেন, এইত কুমারের অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত। এক্ষণে যদি অন্নপ্রাশনে কাজ নাই বলি, তাহা হইলে পাকত ঈর্য্যা ও মনোদুঃখের ভাবই প্রকাশ করা হয়। যদি বলি, অন্নপ্রাশন দিতে হইবে, তাহা হইলে সপত্নীর প্রশ্রয় বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং যদি বলি, অন্নপ্রাশন না দিলেই নহে, তাহা হইলে পতি লোকলজ্জায় পড়িয়া পুনরায় ঋণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব তাহাও উচিত নহে। এক্ষণে কোন্ পথ অবলম্বন করি। অথবা ইহাই বলি যে, নাথ! পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত; কি আদেশ হয়? হাঁ তাহাই ভাল; ঐ কথাই বলিব। ইহা স্থির করিয়া যামিনীযোগে নীলব্রতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আগামী শুক্লাষ্টমীতে নবকুমারের ষষ্ঠচন্দ্র পূর্ণ হইবে। এক্ষণে কি অনুমতি করেন? নীলব্রত তাহাতে কিছু উত্তর দিলেন না। বিমলপ্রভা এই কথা শুনিয়া বাহির হইয়া কহিলেন, কেমন? বড় যে তখন, সময় সময়; অবস্থা অবস্থা করিয়াছিলে, এখন "কি অনুমতি করেন, ষষ্ঠ চন্দ্র পূর্ণ হইল„ এ সব কথা কেন? অতএব বোন্! সকলেরই ঐ রূপ। আপনার গায়ে হাত দিয়া কথা কহিতে হয়। মনোত্তমা কহিলেন, ভগিনি! তোমার সাঁজ সেঁজতীর ব্রত যথার্থই সফল হইয়াছে। আমার পুত্রের অন্নপ্রাশনের জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত নহি। বিমলপ্রভা কহিলেন, আর দুঃখিত

হইয়াই বা কি করিবে। এ সময় অন্নপ্রাশন দিবার সময় নহে। নীলব্রতও তাহাতে কথা কহিতে পারিলেন না। সুতরাং মনোত্তমাপুত্রের অন্নপ্রাশন হইল না। মনোত্তমা নম্রমুখী হইয়া উত্তর করিলেন, ভগিনি! (নীলব্রতকে সম্বোধন করিয়া) নাথ! শুনুন! পুত্র হইলেই যে, অন্নপ্রাশন দিতে হয়, এমন কোন কথা নাই; তবে দেশাচারের অনুরোধে একবার বলিতে হয়, বলিলাম, তাহাতে স্বামী যদি উপেক্ষা করিলেন, ইহাতে আমার ক্ষোভের বিষয় কি? তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, গুরুজনের আশীর্ব্বাদে ও অমনি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকুক। এই প্রকারে কলহের সূত্র হয়, আর মনোত্তমার অনুদ্যমে ভগ্নমূল হইয়া যায়। বিদ্যাবতী কামিনীর এত গুণ না হইলে, লোকে বিদ্যার এত সেবা কেন করে? মনোত্তমা, আত্মপুত্র, সপত্নীপুত্র, সপত্নী ও পতি, চারি জনের প্রতিই যথাবৎ ন্যায়পরতার সহিত ব্যবহার করিতেন। দেখিলে বোধ হইত যেন, মনোত্তমা আপনা হইতে সপত্নীকে ও নিজ পুত্র হইতে সপত্নীপুত্রকে সমধিক স্নেহ ও যত্ন করিতেন, পতিসেবার ত কথাই নাই। সেইরূপ দুশ্চরিত্র ও দুঃশীল স্বামীতে তাদৃশ ভক্তি করা অগণ্য প্রশংসার বিষয়। এক দিন মনোত্তমা ভাবিলেন, পুত্রের ত অন্নপ্রাশন হইল না, না হউক, তথাপি তাহার ত নামকরণ করা চাই। ইহা ভাবিয়া অর্দ্ধস্ফুট হাস্যাবনত-মুখ শিশুকে হিন্দোলা

হইতে তুলিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। মস্তকাঘ্রাণ ও বদনেন্দু চুম্বন করিয়া কহিলেন, চন্দ্রমুখ! সত্যপথ অবলম্বন করিও। কখনো যেন, তোমার মন মিথ্যাতে আসক্ত না হয়, এই কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করত সত্যব্রত নাম রাখিলেন। সত্যব্রত শুক্লপক্ষ শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বিমলপ্রভার গর্ভে দুটী ও মনোত্তমার গর্ভে একটী সুলক্ষণাক্রান্তা কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। কন্যা তিনটীই সুলাবণ্যযুক্তা হইল। বিমলপ্রভার দুই কন্যা হেমপ্রভা ও স্বর্ণপ্রভা নামে পরিচিতা হইল। মনোত্তমার কন্যার নাম হেমলতা হইল। পুত্রকন্যাগণের বাক্‌শক্তি সহকারে জনক জননীর মনে আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কুমারকুমারীগণের গমনশক্তি জন্মিলে এ বাড়ী ও বাড়ী বেড়াইতে সমর্থ হইল। আধ আধ বাক্যে পিতামাতা ও প্রতিবাসিগণের মনোহরণ করিতে লাগিল। সুতরাং সকলেই ভাল বাসে। কোথাও অনাদর বা অযত্ন নাই। শাস্ত্রকার মহাশয়েরা কহিয়াছেন যে, গর্ভাধান কালে জনকজননীর যে প্রকার মনের ভাব থাকে, সন্তানেরা অবিকল সেইরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। পিতামাতার যদি কোন অচিকিৎসনীয় রোগ থাকে, পুত্রকন্যারও সেই ব্যাধি হওয়া অবশ্য সম্ভবনীয়। উপযুক্ত সময়ে বিস্তৃতরূপে তাহার বিবরণ করা যাইবে। এক্ষণে পাতিব্রত্য লক্ষণ কথনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

একদা মনোত্তমার পিতা যোগানন্দ, বহু দিনের পর জামাতৃভবনে আগমন করিলেন। মনোত্তমা পিতার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহাকে অন্তঃপুরে আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। যোগানন্দ বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনোত্তমাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। মনোত্তমা আসিয়া পিতাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন। গৃহে যাহা কিছু ছিল, সযত্নে আয়োজন করিয়া উপযোগার্থে আ-নিয়া দিলেন এবং নিকটে বসিয়া বাষ্পাকুল লোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! বাটীর কুশল ত? আপনি ত ভাল আছেন? গ্রামের সকলে ত কুশলে আছেন? আহা! অনেক দিন দেখি নাই, অদ্য আপনাকে দেখিয়া আমার চক্ষে জল থাকিতেছে না। এই কথা বলিয়া অঞ্চল মুখে দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যোগানন্দ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দুহিতার চক্ষুর্জ্জল মার্জ্জন করিয়া দিয়া কহিলেন, বৎসে মনোত্তমে! কেঁদো না! তুমি পতিগৃহে আছ, ইহাই আমাদের যথেষ্ট সুখের বিষয়। কৈ? তোমার পুত্রকন্যারা কোথায়? মনো-ত্তমা চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, পিতঃ! তারা এই মাত্র খেলা করিতে গেল। আপনি একটু বসুন, আমি ডাকিতেছি। এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া একটী স্ত্রীলোককে কহিলেন, ওগো বাছা! আমার বাবা এসেছেন, তা ছেলেরা কোথায় গেল,

একবার ডেকে দিতে পার? মনোত্তমা স্বভাবতঃ যে-রূপ মধুরভাষিণী, তাহাতে কে না তাঁহার বাক্যে সন্তুষ্ট হয়? সে তৎক্ষণাৎ প্রিয়ব্রত, সত্যব্রত ও তিনটী ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া মনোত্তমার নিকট আনিয়া দিল। মনোত্তমা, সকলের হস্ত ধারণ করিয়া পিতার নিকটে গমন করিলেন; কহিলেন, পিতঃ! এই ছেলেরা আপনাকে প্রণাম করিতেছে, আশীর্ব্বাদ করুন। এইটী আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এইটী কনিষ্ঠ, আর এই তিনটী কন্যা; এই বলিয়া তাহাদের পরিচয় দিয়া দিলেন যোগানন্দ কহিলেন, আহা কি রূপ! কি মাধুরী! ঈশ্বর করুন যে, দীর্ঘজীবী হইয়া থাকুক। কিন্তু মাতঃ! শুনিয়াছিলাম, তোমার একটী মাত্র পুত্র ও একটী কন্যা। তা; এ পাঁচটী কবে হইল? মনোত্তমা বিনীত ভাবে কহিলেন, পিতঃ! এই তিনটী আমার সহোদরা সদৃশা সপত্নীর গর্ভজাত কিন্তু ইহারা সর্ব্বদা আমারই অনুগত। আমার নিকটেই থাকিতে ভাল বাসে। গর্ভ ধারিণীর বড় একটা ধার ধারে না। যোগানন্দ কহিলেন, হাঁ বালক বালিকারা যেখানে আদর পায়, সেই স্থানেই সর্ব্বদা থাকিতে চাহে। এই রূপ কথোপকথনানন্তর সকলকে পৃথক পৃথক যৌতুক প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবদিচ্ছায় সকলে দীর্ঘায়ু হইয়া থাক। মনোত্তমা কহিলেন, পিতঃ! তাই বলুন, ঐই প্রার্থনা। শিশুগণ সহর্ষ মনে, টাকা পাইলাম, টাকা পাইলাম, বলিয়া

নৃত্য করিতে করিতে পলাইতে লাগিল। এক একবার মা আসিতেছেন কি না, পশ্চাদ্দিকে দর্শন করে, আবার কতক দূর অগ্রসর হইয়া যায়। মনোত্তমা হাস্য করিয়া কহিলেন, পিতঃ! অসাধ্য হইয়াছে। ওরা বড় দুরন্ত। দুই দণ্ড এক স্থানে বসিতে পাই না। এই কথা বলিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিতা হইলেন। বালকেরা ঐ মা আসিতেছেন, বলিয়া হাস্য করিয়া দৌড়িতে লাগিল। মনোত্তমার ললাট ও অধরোষ্ঠ হইতে বিন্দু বিন্দু শ্রমবারি নির্গত হইতে লাগিল। কত ক্ষণ কৌশল করিয়া তবে ধরিলেন। তাহারা রোদন করিতে করিতে মাতার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এ দিকে যোগানন্দের নিকট তিনটী বালিকা বসিয়া ক্রীড়া করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে দুই একটী কথা কহিয়া যোগানন্দের হর্ষ বর্দ্ধন করিতেছে। মনোত্তমা, পুত্রদ্বয়কে লইয়া তথায় উপনীতা হইয়া কহিলেন, পিতঃ! এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। দেখুন! আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদ জল বাহির হইতেছে। যোগানন্দ কহিলেন, মা! তা কি করিবে? বালক স্বভাব সহজেই অশান্ত। সন্তানসন্ততি হইলে জনক জননীর যে, কত ক্লেশ, তাহা অনুভব কর। মনোত্তমা শুনিয়া লজ্জাবনত মুখে ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং বসনাঞ্চলে ঘর্ম্ম-বারি পরিমার্জ্জন করিয়া অঞ্চল ব্যজন দ্বারা শ্রান্তি উপশম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ

পরে যোগানন্দ পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎসে! প্রিয়ব্রতের অন্নপ্রাশনের সময় অনবকাশ প্রযুক্ত আসা হয় নাই বলিয়া কি, সেই অভিমানে সত্যব্রতের অন্নপ্রাশনে আমারে নিমন্ত্রণ কর নাই? মনোত্তমা ছল ছল চক্ষে অধোমুখে উত্তর করিলেন, পিতঃ! আমার সত্যব্রতের অন্নপ্রাশনে ঘটা হয় নাই। এই সে দিন জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়-ব্রতের অন্নপ্রাশনে অনেক খরচপত্র করা গিয়াছে, আর তাহাতে কিছু ঋণও হইয়াছে। বাটীর সকলের ইচ্ছা ছিল যে, সত্যব্রতের অন্নপ্রাশনে ঘটা হয়, কেবল আ-মিই ঋণ করা অন্যায় বলিয়া তাহাতে অসম্মত হইয়া-ছিলাম। সেই জন্যেই কিছু করা হয় নাই। তা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, ও অমনি শতায়ু হইয়া থাকুক।

যোগানন্দ কহিলেন, তার কথা কি! ইহা বলিয়া স্বীয় তনয়ার বুদ্ধিমত্তার বিষয় মনে মনে কিয়ৎক্ষণ আন্দোলন করিয়া কহিলেন, বৎসে মনোত্তমে! যদি ঋণগ্রস্ত হইয়া সংসারে কোনরূপ ক্লেশ হইয়া থাকে, আর আমি পরম্পরায় শুনিয়াছি যে, তোমার এক্ষণে আর তাদৃশ সচ্ছন্দতা নাই, তা, মা! কিছু দিনের জন্য একবার আমার বাটীতে গেলে ভাল হয় না? তা-হাতে আমি অনুরোধ করিতেছি, ইহাতে দোষ কি? মনোত্তমা নত শিরে জিহ্বা কাটিয়া কহিলেন, পিতঃ! কেমন আজ্ঞা করিতেছেন? সংসারে আমার ক্লেশ কি?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

উপসংহার।

বহিছে যেমন বেগে স্রোতস্বতী-নীর,
ধানুকীর তীর আর চঞ্চলা চপলা
মানবের প্রিয়বস্তু নশ্বর জীবন,
সেইরূপ সৌরবর্ষ হইতেছে গত।
যাপিলাম একবর্ষ ঈশ্বর প্রসাদে,
বন্ধু বান্ধবের নিত্য অনুগ্রহ-বলে.
প্রকাশিয়া সাধ্যমত যত্নসহকারে,
বন্ধুপ্রিয় প্রিয়পাত্র এ নবপ্রবন্ধ
তুষিতে গ্রাহকবৃন্দে প্রথম কল্পনা,
জন্মাবধি করিতেছে এ পত্র আমার,
জানি না মানস সিদ্ধ হলো কতদূর।
বামন ধরিতে চাহে গগন-চন্দ্রমা
উর্দ্ধ্বকরে, যথা শিশু ক্রন্দন করিয়া
জননীরে বলে ধরে এনে দিতে চাঁদ;
সেইরূপ বাসনা আমার; যথা পঙ্গু
লঙ্ঘিবারে চাহে উচ্চ গিরি শৃঙ্গবরে;
বধিরে শুনিতে চাহে ভারত ব্যাখ্যান;
নেত্রহীন চাহে যথা হেরিতে উল্লাসে
নবীন-রবির ছবি প্রভাত গগনে
বিমল সুধাংশু অংশু পূর্ণিমা নিশিতে;
যথা চাহে নাসাহীন করিতে আঘ্রাণ
সুবাস গোলাপ বাস, মলয় সমীর
আনি দেয় যাহা সদা, মঞ্জু কুঞ্জ হতে
তুষিতে মানব বৃন্দে ইহ মর্ত্ত্য ধামে;
যথা চাহে ভ্রান্ত জীব লভিতে ঈশ্বরে,
বসিয়া নির্জ্জন গৃহে, অথবা কান্তারে,
দুটী আঁখি মুদি করে ব্রহ্মনাম ধ্যান,
তপস্যা আখ্যান দিয়া মনো ইচ্ছামত,
ভুলাইয়া নিতে চায় বালকের মোয়া,
সেই রূপ বাসনা আমার। শুধু বল
বান্ধবের চির অনুগ্রহ, দয়া, কৃপা,
যেই বলে উতরিনু তৃতীয় বৎসরে,—
অবহেলে অতিক্রমি দ্বিতীয় বৎসর।
কায়ে, মনে, বাক্যে, অর্থে, সহায়তা করি,
তারিলেন যাঁরা এই অনুগত জনে,
অনুগত, পরিচিত, মাসিক প্রবন্ধে,—
শত ধন্যবাদ আজি, করি তাঁ সবারে,
উদ্যাপন করিলাম দিবর্ষীয় ব্রত।
ভরসা ছিলনা মনে, পুনঃ একবার
হেরিব তৃতীয় বর্ষে, সুহৃদমণ্ডলী,
যাঁহাদের কৃপাবলে বিনাশী শঙ্কটে,
শত শত বিঘ্ন বাধা করি অতিক্রম,
তরিয়াছি অনুষ্ঠিত কার্য্য পারাবার,
বিপদ সঙ্কুল। শুধু হিত অভিলাষে
তাঁহাদের মুখপদ্ম, ইহ পত্রযোগে
বাঞ্ছা বটে, নেত্রপুটে করি নিরীক্ষণ
দারুণ নিরাশা বায়ু রোধিছিল আঁখি;
কিন্তু আজি বিধাতার সদয় আশ্বাসে,—
উৎসাহে উত্থিত হয়ে সাহসিক স্বরে
জিজ্ঞাসি বান্ধববর্গে প্রেয়মিত্র যাঁরা,
কেবল আমার নহে, যার প্রীতি আশে
আশা করি লভিবারে সাধারণ প্রীতি,
তার প্রতি কৃপা করি সরল অন্তরে
বলুন সদয় কণ্ঠে খুলি হৃদি দ্বার,
হেরিতে নব-প্রবন্ধে তৃতীয় বৎসরে,
বাঞ্ছা আছে কি না কারো সম অবয়বে।
বাঞ্ছা আছে কি না আছে শুনিতে শ্রবণে
বালকের বাল্য কথা আধ আধ স্বরে,—
যে রূপে কহিল এই গত দ্বিবৎসর।
বাঞ্ছা আছে কি না আছে হেরিতে আবার,
সেই পত্র, সেই পংক্তি সেই বর্ণরাজী,

সেই রূপ সেই আস্য, সেই শিশুবেশ,
যেই বেশে দেখা দিল সবার সাক্ষাতে।
থাকে যদি সমভাব সম অনুগ্রহ
সমভাবে সমভাব দেখাইয়া তবে,
প্রকাশিয়া সম (স্নেহ), আমি নাহি চাহি,
তার প্রতি কৃপাচক্ষে করিয়া ঈক্ষণ,
উৎসাহ বচনে আর জীবিকা প্রদানে,—
জীবিত রাখিতে তারে করিবে যতন।
নতুবা আমার সাধ্য নাহি রক্ষিবারে,
সযতনে বাঁচাইয়া সমান আদরে,
পালিতে স্নেহের ধনে পূর্ব্ব অনুরাগে।
স্মরিতে বিদরে বুক অন্তিম বিদায়,
স্নেহ মৈত্রসনে আজি শেষ দেখা শুনা!!
বেঁচে যদি থাকি পুনঃ মনে যদি রয়,—
সবাকার সম কৃপা থাকে মম প্রতি,—
দেখা শুনা হবে পুনঃ নবীন বরষে,—
নতুবা ফুরালো আশা জনমের মত!!!

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

ধর্ম্মতলার মটস লেন্ হইতে শ্রীমন্মথনাথ সরকার, বিবিধ ছন্দে যে কয়েকটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা দুঃখিত হইলাম, তাহা নবপ্রবন্ধে প্রকাশের যোগ্য নহে। ছন্দগুলি ঠিক হয় নাই। নবলেখকের প্রতি আমাদিগের উপদেশ বাক্য এই যে, তিনি প্রসিদ্ধ কবিদিগের রচিত ছন্দ মিলাইয়া কবিতা রচনাপ্রণালী শিক্ষা করিবেন। অনুরূপ হইলেই আমরা সমাদরে পত্রস্থ করিব।

শঙ্কর ঘোষের লেন হইতে শ্রীবিনোদবিহারি দাস "জানকী রামের প্রতি" শিরোনাম দিয়া যে কবিতাটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে অনেক সংশোধন আবশ্যক। অতএব সময়ানুসারে দর্শন করা যাইবেক।

THE

NABA PROBUNDHA

A

MONTHLY MAGAZINE

OF

ROMANCE, LITERATURE, SCIENE, ART &c.

EDITED BY

.TINCARI GHOSHALA

PART II.

নবপ্রবন্ধ।

সাহিত্য, কাব্য, ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ
জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশক।

মাসিক পত্র।

শ্রীতিনকড়ি ঘোষাল দ্বারা প্রণীত

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা

সন ১২৭৪ সাল।

নবপ্রবন্ধ কার্য্যালয় যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীট ১৮। ২ নম্বর

নির্ঘণ্ট।

প্রেরিত পত্র।